প্রদীপ্তি
Prodeepti

রজত জয়ন্তী
স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬

ফোন : ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২

www.dcc.edu.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

জনাব আবু ইয়াহিয়া দুলাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

মোসা. হাফিজুন নাহার
সদস্য, গভর্নিং বডি

জনাব শহীদুল হক খান
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, অধ্যক্ষ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

সম্পাদক

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রদীপ্তি
রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১৪
প্রকাশকাল: ৭ নভেম্বর ২০১৫
প্রকাশনায়: ঢাকা কমার্স কলেজ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
শামীম আহ্‌সান, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান
শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
এস এম মেহেদী হাসান *এমফিল*, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ইসরাত মেরিন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ
ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
ফারজানা রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
পার্থ বাড়ৈ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোঃ রেজাউল করিম, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ তারেকুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ রাশেদুল ইসলাম, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ আহসান তারেক, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, লাইব্রেরিয়ান
ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ নাহিদ মুন্সী
বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, মার্কেটিং বিভাগ

মোঃ সাব্বিউল ইসলাম শুভ
বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

আশরাফি রাইসা জীম
উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

Prodeepti
Silver Jubilee Souvenir and Album 2014
Published by Dhaka Commerce College
Dhaka-1216, Bangladesh

Printed by :
Jyotee Process & Trade International
217/3 Fakirapool, 1st Lane, Motijheel, Dhaka-1000
Mobile : 01819222876, E-mail : jyotee.printers@gmail.com

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে .....
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো....
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে ....
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গনে ভরে গেছে পশ্চাৎপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার : মো: হামানুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুরকার : সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই, ১৯৮৯
উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
পরিচালনা পরিষদ	১৬ সদস্য বিশিষ্ট
শিক্ষক সংখ্যা	১৩২ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১০৩ জন

কোর্সসমূহ

উচ্চ মাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও বিবিএ প্রফেশনাল
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি।

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ	২৭১০
	দ্বাদশ	২১২৭
স্নাতক (সম্মান)	প্রথম বর্ষ (নতুন)	২৪৫
	প্রথম বর্ষ (পুরাতন)	২০২
	দ্বিতীয় বর্ষ	২৫৩
	তৃতীয় বর্ষ	১৭১
	চতুর্থ বর্ষ	১৭৫
বিবিএ প্রোগ্রাম	প্রথম সেমিস্টার	৬৮
স্নাতকোত্তর	শেষ পর্ব	১৪০
	সর্বমোট	৬,০৯১ জন

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা।

(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)।

(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত।

(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।

(ঙ) ফলাফল : উচ্চ মাধ্যমিক: ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ ৭৮ জন, স্টার নম্বর ৪৫৩ জন, ১ম বিভাগ ৪১৯১ জন পাশের হার ৯৪.৪১%।

২০০৩-২০১৫ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, জিপিএ ৪-৫ পেয়েছে ১৪২৭৫ জন জিপিএ ৩-৪ পেয়েছে ১৭৭৪ জন, জিপিএ ২-৩ পেয়েছে ৫৮ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৭%।

স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল: প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।

(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা ও শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

পরিচালনা পরিষদ ২০১৪

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান

পিতা: মরহুম আলহাজ্ব আবু সিদ্দিক, **মাতা:** সামসুন নাহার সিদ্দিক
জন্ম তারিখ: ২৭ আগস্ট ১৯৫০
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম. (সম্মান), এম.কম. (হিসাববিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এস.সি (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৭৮, সাউদানটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; পি-এইচ.ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৮৫, ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।
কর্মজীবন: প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-৭৬; সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬-৮৮, সহকারী অধ্যাপক, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-৯১; বর্তমানে অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, BUBT ট্রাস্ট ও চেয়ারম্যান, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ; প্রতিষ্ঠাতা সচিব, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট; জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি।

এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল, সদস্য

পিতা: মরহুম এম. এ. ওয়াহাব, **মাতা:** মরহুমা আছিয়া খাতুন
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (অনার্স) ও এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলিয়েন্স ফ্রঁসেস হতে ডিপ্লোমা ইন ফ্রেঞ্চ সম্পন্ন।
কর্মজীবন : ডানকান ব্রাদার্স কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পোস্টাল বিভাগে যোগদান। ১৯৮২ সালে সরকারের উপসচিব পদমর্যাদা লাভ। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুগ্ম সচিব হিসাবে পদোন্নতি। ১৯৯৪ সালে জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টারের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পান এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি। ২০০১ সালে পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ এবং পর্যায়ক্রমে বস্ত্র ও পাট, শিল্প এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন। ২০০৫ সালে সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (২০০৩-২০১০)।

প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সদস্য

পিতা : মরহুম মোঃ রমজান আলী, **মাতা :** মরহুমা আজিজুন নেসা
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৩৭
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), লন্ডন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)-এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়ন, মেরি হাউস কলেজ অব এডুকেশন (স্কটল্যান্ড)-এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ।
কর্মজীবন : প্রভাষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা ও সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম; অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ; উপাধ্যক্ষ (বি.সি.ই.এস) সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া; এডিপিআই, শিক্ষা অধিদপ্তর; অধ্যক্ষ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর ও আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা; পরিচালক, নায়েম; সদস্য (অর্থ), সদস্য (শিক্ষাক্রম) ও চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; কনস্যালট্যান্ট ইউনিসেফ, শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)-সর্বমোট কর্মজীবন ৫৬ বছর।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : নিজ এলাকায় মসজিদ কমিটির সদস্য; দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা এবং নিজ গ্রামে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।

প্রফেসর আবু সালেহ, সদস্য

পিতা : মরহুম শামছউদ্দীন আহমেদ, **মাতা :** মরহুমা আম্বিয়া খাতুন
জন্ম : ১৯৫০
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি ও ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।
কর্মজীবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর; পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ ইনভেস্টরস প্রটেকশন ফান্ড। বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (BUBT)-এর উপাচার্য।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।
প্রকাশনা : গবেষণাধর্মী বহুলেখা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত।

পরিচালনা পরিষদ ২০১৪

প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সদস্য

পিতা : মরহুম কাজী নূর মোহাম্মদ, **মাতা :** মরহুম জয়নাব বানু
জন্ম : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫
কর্মজীবন : বর্তমানে অনারারি প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে টি.এন্ড.টি. কলেজে কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীকালে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং কবি নজরুল কলেজে দীর্ঘ ৩৭ বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : ঢাকা কমার্স কলেজ ও বিইউবিটির উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয় ও চরমোহনা পোস্ট অফিসের প্রতিষ্ঠাতা। উপদেষ্টা ও আজীবন সদস্য, লক্ষ্মীপুর বার্তা। সাবেক সদস্য (অর্থ কমিটি), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক সদস্য, ঢাকা বোর্ড কমিটি। নিজ গ্রামে স্বঅর্থায়নে মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা।
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার : জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩-এ ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক ও সনদপ্রাপ্ত।
প্রকাশনা : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৪০টির মত প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ২৯টিরও বেশি পাঠ্য বইয়ের লেখক।

প্রফেসর মোঃ সামছুল হুদা, সদস্য

পিতা: মরহুম সিদ্দিক আহমেদ, **মাতা:** হাফেজা খাতুন
জন্ম তারিখ: ১৫ মার্চ ১৯৪৫
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এফসিএ
কর্মজীবন: পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ; ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা জীবন সদস্য; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস এর ফেলো মেম্বার।

আহমেদ হোসেন, সদস্য

পিতা : মরহুম শেখ আবুল হোসেন, **মাতা :** মরহুমা লুৎফুন্নেসা বেগম
জন্ম তারিখ : ২১ মার্চ ১৯৪৮
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : কমার্স গ্রাজুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন : ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকান্ড : ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের দাতা সদস্য, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি, বিইউবিটি ট্রাস্ট সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসায়িক কাজে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেছেন।

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য

পিতা : আবুয়াল কাশেম মিঞা, **মাতা:** মেহের-উন-নেছা
জন্ম তারিখ : ২ জানুয়ারি ১৯৪২
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম, জগন্নাথ কলেজ এবং এম.কম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন : শিক্ষক (বিসিএস, শিক্ষা); রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; অধ্যক্ষ, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; প্রক্টর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : যদুনন্দী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগজ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নবকাম পল্লী ডিগ্রি কলেজ ও গোল্ডেন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নবকাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ।
পদক ও সম্মাননা : ফরিদপুর জসীম ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজকর্ম ও শিক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

পরিচালনা পরিষদ ২০১৪

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ, সদস্য

পিতা : মরহুম মোঃ আব্দুল গফুর বিশ্বাস, **মাতা :** মরহুমা মোছাঃ মরিয়ম বিবি
জন্ম তারিখ : ১ জুলাই ১৯৫২
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : MBBS, MPH (HM), DTM, D.Card, FACC (USA), FRCP (Glasgow)
কর্মজীবন : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজি এন্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড : মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : আব্দুল গফুর মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর; মরিয়ম বিবি দাখিল মাদ্রাসা, যশোর; সমন্বিত বৃদ্ধ ও শিশু আশ্রম (আমাদের বাড়ি), যশোর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কমার্স কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ডা. রওশন আলী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর গভর্নিং বডির সদস্য। যশোর জেলা সমিতি, ঢাকা এর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি : চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ কালচারাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মাননা পদক ২০০৯ লাভ।
বিদেশ ভ্রমণ : বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ ও বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ৫০টির অধিক দেশ ভ্রমণ।

শহীদুল হক খান, অভিভাবক প্রতিনিধি

পিতা : মরহুম আব্দুল জলিল খান
মাতা : মরহুম অদুদা খান
জন্ম তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৩
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর এবং বিআইএম/সাবেক বিএমডিসি থেকে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা।
কর্মজীবন : আলফা অ্যান্ড এসোসিয়েট কোম্পানিজ-এ ভোগ্যপণ্য বিক্রয়-বিপণন (১৯৮৯-২০০১)। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনে ২০০১ সালে ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট পদে যোগদান এবং বর্তমানে যুগ্ম-পরিচালক (অর্থ) পদে কর্মরত।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি।

মোসাঃ হাফিজুন নাহার, অভিভাবক প্রতিনিধি

পিতা : মোঃ হামিদুল হক
মাতা : মোসাঃ আঞ্জুমান আরা বেগম
জন্ম তারিখ : ২১ জুন ১৯৬৮
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (অর্থনীতি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; এবিআইএ, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি।
কর্মজীবন : সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বিমা কর্পোরেশন।

আবু ইয়াহিয়া দুলাল, অভিভাবক প্রতিনিধি

পিতা : মৃত ইসমাইল হোসেন
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৫৬
শিক্ষা বিয়য়ক তথ্য : এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এলএলবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এলএলএম, প্রাইম ইউনিভার্সিটি।
কর্মজীবন : ১৯৮৭ সালে ঢাকা জজ কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ১৯৯১ হতে সুপ্রীম কোর্ট-এর হাইকোর্ট বিভাগে যোগদান এবং প্র্যাকটিস শুরু করেন। বর্তমানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর আইনজীবী হিসেবে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে এডভোকেট হিসেবে কর্মরত আছেন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট; বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

পরিচালনা পরিষদ ২০১৪ (শিক্ষক প্রতিনিধি)

অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাইয়ুম, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : মোঃ আব্দুল জব্বার সরদার

মাতা : মোছাম্মৎ করিমুননেছা

জন্ম তারিখ :২০ মার্চ ১৯৬৩

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), এম.এ ইন ই.এল.টি

কর্মজীবন : ১৯৮৯ সালের ১ অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উচ্চ মাধ্যমিক) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসেবে তিনবার দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া কলেজের বাৎসরিক বিভিন্ন কমিটির আহবায়ক হিসেবে একাধিকবার দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ইনটেনসিভ ট্রেনিং প্রোগ্রাম-এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি কলেজ আয়োজিত একাধিক শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রামের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : তিনি তাঁর নিজ জেলা সাতক্ষীরায় আশাশুনি থানার বকচর গ্রামে একটি অত্যাধুনিক মসজিদ ও প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মোঃ আব্দুল কাইয়ুম খোলপেটুয়া পাঠক ফোরাম নামক একটি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : মরহুম আব্দুর রাজ্জাক সরকার

মাতা : হাবিবা খাতুন

জন্ম তারিখ : ১ জুন ১৯৭১

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ফিন্যান্স), এম.বি.এ

কর্মজীবন : ১৯৯৫ সালের ১ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে একই বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি তিনবার বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখা-লেখির সাথে সম্পৃক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স, মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর লেখা গ্রন্থ রয়েছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : তিনি নিজ এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সদস্য। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন।

ফারহানা আরজুমান, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : আতিউর রহমান

মাতা : রওশন আরা

জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮০

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বিবিএ, এমবিএ

কর্মজীবন : তিনি ২০০৬ সালের এপ্রিলে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এ অফিসার পদে যোগদান করেন। ০১ নভেম্বর ২০০৬ ঢাকা কমার্স কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একই কলেজে ২০ জুন ২০১২ তারিখে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : পথশিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, সদস্য সচিব/অধ্যক্ষ

পিতা : মরহুম মৌলভী নুরুল হোসেন

মাতার নাম : মরহুমা সুরাতুননেছা

জন্ম তারিখ : ২০ জানুয়ারি ১৯৫৪

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)

কর্মজীবন : তিনি কর্মজীবন শুরু করেন সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহে তাঁর মেধা ও অভিজ্ঞতার অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ২০০৬ সালে তিনি জামালপুরে বক্সীগঞ্জ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জে সরকারি আকবর আলী কলেজ ও সর্বশেষ টাঙ্গাইল সরকারি সাদত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির জন্য একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত।

পরিচালনা পরিষদ ২০১৫ (শিক্ষক প্রতিনিধি)

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : নাসির আহমেদ ভূঁইয়া

মাতা : লুৎফুন্নাহার

জন্ম তারিখ : ১ জুন ১৯৬৮

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)

কর্মজীবন : তিনি ১৯৯৩ সালের ৫ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে উক্ত বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির 'ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' গ্রন্থের লেখক।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ও লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি।

ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : মরহুম আফছর আলী আকন্দ

মাতা : জোবেদা খাতুন

জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৬৪

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (গণিত), এম. ফিল, পিএইচ.ডি

কর্মজীবন : তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত জামিলা মেমোরিয়াল কলেজে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ৩ মে ১৯৯৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে গণিত বিষয়ের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। এছাড়া ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর বিবিএ প্রোগ্রামের টিউটর এবং ২০১৪ সাল থেকে BUBT এর গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের Faculty (Adjunct) হিসাবে পাঠদান করছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : ১৯৮৪ সালে ফুলপুর থানার জুট ব্লক সোসাইটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ৩ বছর দায়িত্ব পালন। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাস্থ ফুলপুর উপজেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে ঐ সমিতির সহসভাপতি। ঢাকার খিলগাঁও তালতলায় ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এলিট আইডিয়াল স্কুল এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে স্কুলটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান। আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ গণিত সমিতি।

হাফিজা শারমিন, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : প্রফেসর এস.এম. হায়দার

মাতা : প্রফেসর মাহফুজা রহমান

জন্ম তারিখ : ৪ মে ১৯৭৮

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস (অর্থনীতি), এম.বি.এ

কর্মজীবন : তিনি ২০০৪ সালে ১৬ মে ঢাকা কমার্স কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এ কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : তিনি কলেজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

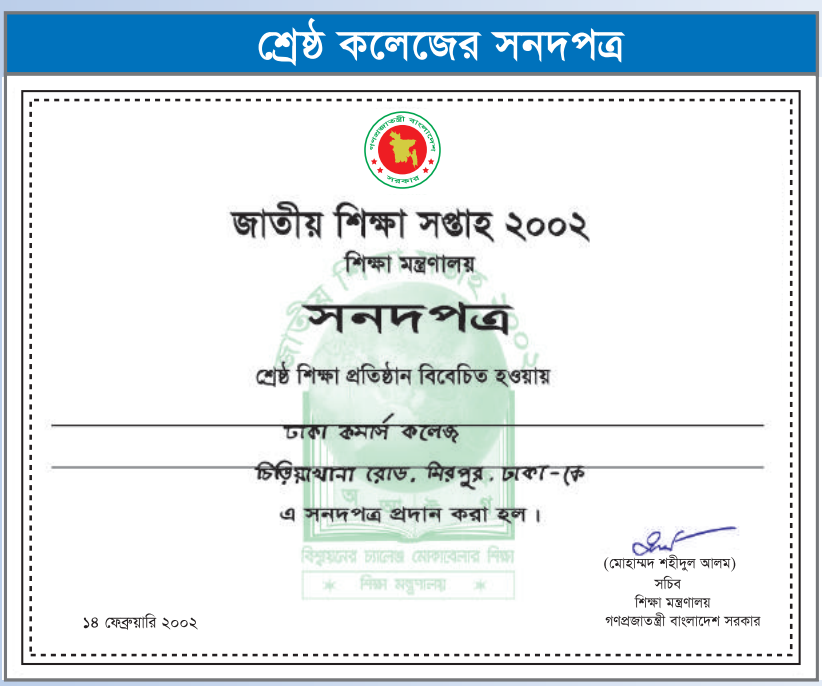

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল ।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক : প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ নিচ্ছেন ।

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন কমিটি/ পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক/সভাপতি

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
আহ্বায়ক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(৬.১০.১৯৮৮ - ২০.৯.১৯৮৯)

মোহাম্মদ তোহা
সভাপতি, সাংগঠনিক কমিটি
(২১.৯.১৯৮৯ - ২৪.৭.১৯৯০)

প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী
সভাপতি, নির্বাহী কমিটি
(২৫.৭.১৯৯০ - ৩.৯.১৯৯১)

ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
(৪.৯.১৯৯১ - ৫.৭.১৯৯৮)

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
২৯.৫.২০০২ - ১৫.৭.২০০৯

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
(৬.৭.১৯৯৮ - ২৮.৫-২০০২ এবং ১৬.৭.২০০৯ থেকে অদ্যাবধি)

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০-০৪.০৩.২০১২

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ - ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ - ১৮.০৯.২০১০

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ - ৩১.০৭.১৯৯০
১২.০৪.১৯৯৮ - ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
(ভারপ্রাপ্ত)
১.২.২০১৫ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১.০১.২০০৭ - ২৪.১২.২০১৪
২৫.১২.২০১৪ থেকে অদ্যাবধি (উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক)

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫-১৮.০৯.২০১০
০৫.০৩.২০১২-১৯.০৭.২০১৩

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১২.২০০৬

প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ - ১৩.০৭.১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ - ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪.০৭.১৯৯৯ - ৩১.০৫.২০০২

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
অধ্যক্ষ
যোগদান : ১.৭.১৯৮৯

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যোগদান : ১.৭.১৯৮৯

মোঃ মাহফুজুল হক
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
যোগদান : ১.৮.১৯৮৯

মোঃ রোমজান আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
যোগদান : ১৫.৮.১৯৮৯

কামরুন নাহার সিদ্দিকী
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যোগদান : ১৮.৮.১৯৮৯

মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
যোগদান : ১.৯.১৯৮৯

মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

ফেরদৌসী খান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

রওনাক আরা বেগম
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
যোগদান : ৩.১০.১৯৮৯

প্রতিষ্ঠাতা কর্মচারী

আলী আহাম্মদ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমি এ কলেজের নবীন-প্রবীণ সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর বিগত ২৫ বছর যাবৎ গুণগত শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করে, চিন্তার প্রসারতা বাড়ায়, বোধশক্তি শাণিত করে এবং জগৎ সম্পর্কে ভাবতে শেখায়। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক। এ শতাব্দী একদিকে যেমন সম্ভাবনার বিশাল দ্বার উন্মোচন করেছে তেমনি ছুঁড়ে দিয়েছে চ্যালেঞ্জও। এ চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা নির্ভর করছে যুগোপযোগী জ্ঞান আহরণ, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতাসহ আহরিত জ্ঞানের পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর। যেসব দেশ তথ্যপ্রযুক্তি, নব নব উদ্ভাবনসহ জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, অর্জিত জ্ঞানকে সার্থকভাবে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে তারাই এ চ্যালেঞ্জে জয়ী হবে। আমি আশা করি ঢাকা কমার্স কলেজ যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে ব্রতী থাকবে।

পঁচিশ বছর পূর্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ বর্ণাঢ্য স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদীপ্তি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। আমি মনে করি এ প্রকাশনা একদিকে যেমন প্রবীণ ছাত্র-ছাত্রীদের অতীত স্মৃতিমন্থনজাত আত্মানুভূতির পেলব অনুভব দেবে, তেমনি নবীন শিক্ষার্থীরাও পাবে ঋদ্ধ ভুবনের আস্বাদ। নবীন-প্রবীণের মিলনমেলায় রজত জয়ন্তীর এ অনুষ্ঠানমালা বর্ণাঢ্য ও আনন্দময় হয়ে উঠুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আব্দুল হামিদ)

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম'-এ তিনটি মৌলিক আদর্শকে সামনে রেখে 'শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ'-এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার গত পঁচিশ বছরে দেশে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশে বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রকৃত মানবসম্পদ তৈরি করছে। আমার জানামতে শুধু বোর্ড পরীক্ষায় নয় সেই সাথে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিসহ মেধাতালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থান দখল করছে যা অত্যন্ত কৃতিত্বের।

ব্যবসায় শিক্ষার এ আদর্শ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার সাথে আমি জড়িত ছিলাম এবং প্রতিষ্ঠানটি খ্যাতির দ্যুতি ছড়িয়ে আজ আলোকিত করছে শিক্ষাজগতকে। প্রতিষ্ঠানটি উষালগ্নে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আজ আমি গৌরবান্বিত। এ জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খল পরিবেশে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা-সম্পূরক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে এক ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছে। কলেজটি তার প্রতিষ্ঠার গৌরবময় পঁচিশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং এ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

'প্রদীপ্তি' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৫/১১/১৪

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ রজত জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবসাশিক্ষায় একটি নতুন ধারা সৃষ্টিকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সরকারের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল উন্নতমানের শিক্ষাদানের পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শক্ত আসন তৈরি করতে পারে, ঢাকা কমার্স কলেজ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশে শিল্পকারখানা, ব্যাংক-বিমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসাশিক্ষায় শিক্ষিত জনবল গড়ে তুলতে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.*)*

সংসদ সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার মাইলফলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে যখন বিরাজ করছিল সীমাহীন অস্থিরতা, সেশনজটের ভয়াবহতা তখন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। পরিচালনা পর্ষদ এবং মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সময়ের মধ্যে লাভ করে অভাবনীয় সাফল্য ও স্বীকৃতি। আমার নির্বাচনী এলাকায় এরূপ একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি।

বিগত ২৫ বছরের ধারাবাহিক সাফল্যে আজ ঢাকা কমার্স কলেজ মহীরূহে রূপান্তরিত হয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের এই অগ্রযাত্রায় নিজেকে শামিল করতে পেরে আমি গর্বিত। এ কলেজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি কলেজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ এর প্রদীপ্ত ইতিহাস রচিত হবে এর ২৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি'তে। আমি স্মরণিকা সম্পাদনা পর্ষদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ আসলামুল হক)
সংসদ সদস্য-১৮৭, ঢাকা-১৪

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

যুগোপযোগী শিক্ষাদান ও ব্যবসায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত ২৫ বছর ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মানসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের নিশ্চয়তা এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের ধারাবাহিকতা ঢাকা কমার্স কলেজকে উন্নীত করেছে শ্রেষ্ঠ অবস্থানে।

২৫ বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে আরো সমৃদ্ধ, সৃজনশীল ও রুচিশীল করার জন্য এই কলেজের যে প্রচেষ্টা তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসায় শিক্ষা একটি জাতিকে সুশিক্ষিত, পরিশীলিত ও কর্মঠ করতে পারে। বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ যথেষ্ট সুনামের সাথে দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে মানসম্মত শিক্ষার সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তিতে কলেজটির সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করছি এবং প্রত্যাশা করছি যে, আগামী দিনগুলোতে কলেজটি উন্নত পাঠদান এবং আদর্শ মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে তার স্বকীয়তা বজায় রেখে দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি' সম্পাদনা পর্ষদের আহ্বায়ক, সম্পাদক ও সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মো. নজরুল ইসলাম খান)

উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ইতোমধ্যে তার সফলতার ২৫ বছর অতিক্রম করেছে। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এ কলেজটি ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে। কলেজটিতে বর্তমানে প্রায় ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, ১৪০ জন শিক্ষক ও ১০০ জন কর্মচারী রয়েছে। কলেজটির নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ২টি বহুতল অ্যাকাডেমিক ভবন, ২টি আবাসিক শিক্ষক ভবন, আধুনিক অডিটোরিয়াম ও ছাত্রী নিবাস। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বপূর্ণ ফল অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের দক্ষ পরিচালনা পর্ষদ, সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সচেতন অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে কলেজটির এ সাফল্য ও গৌরব অর্জন সম্ভব হয়েছে। আশা করি, কলেজটির পথচলা অব্যাহত থাকবে এবং সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে 'প্রদীপ্তি' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর মাধ্যমে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে যেমন সেতুবন্ধন তৈরি হবে, তেমনি আগামী দিনের পথচলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাণী

বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষাকে যে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ তার মধ্যে অন্যতম। মাত্র শতাব্দীর সিকি বছরে কলেজটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে গতানুগতিক ভাবধারা এবং ধূমপান ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি বাদ দিয়ে স্ব-অর্থায়নে কীভাবে ঈর্ষণীয় সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো যায়। গুণগত মানের প্রশ্নে আপোষহীন এবং নিয়মিতভাবে ব্যাপক সহশিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষার্থী গঠনে এ কলেজ আজ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছেই অনুকরণীয় মডেল।

স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল এ কলেজটির গৌরবময় পঁচিশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং একইসাথে এর পথচলার প্রতিটি স্মরণীয় মুহূর্তকে চিরভাস্মর করে রাখতে রজত জয়ন্তী স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ঢাকা কমার্স কলেজ এর অব্যাহত অগ্রগতি কামনার পাশাপাশি স্মরণিকা প্রকাশের মত সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর ফাহিমা খাতুন)

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাণী

ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি স্মরণীয়, বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত নাম। প্রতিবছর বোর্ড পরীক্ষায় এই কলেজের রয়েছে ঈর্ষণীয় ফল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ফলাফল উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা, বিতর্ক ও সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা, বইপড়া কর্মসূচিসহ বিভিন্ন শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করে থাকে। ফলে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ে উঠছে আলোকিত মানুষ।

ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি অতিক্রম করেছে কৃতিত্বের পঁচিশ বছর। তাই ঢাকা কমার্স কলেজ আয়োজন করছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ও সমৃদ্ধ স্মরণিকা। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত এ স্মরণিকা কলেজের উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শ্রম, ত্যাগ, অর্জন ও সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করবে এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত অন্যতম এ কলেজটি অন্যদের কাছে অনুকরণীয় মডেল হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। মহতী এ কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কলেজের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ)

চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

সময় আর নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। জীবনের স্রোত সর্বদা প্রবহমান। বাণিজ্য শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। তারপর আর কখনও তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দিক নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ২৫ বছর মহাকালের আবর্তে ক্ষুদ্রতর মনে হলেও সূচনা থেকে অদ্যাবধি একই মাত্রায় শীর্ষে অবস্থান সত্যিই বিস্ময়ের। উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠানটির অবদান ছড়িয়ে পড়ছে বাণিজ্য শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে। পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন কলেজটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যা এ কলেজকে বাণিজ্য শিক্ষায় অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের ভালো ফল শিক্ষার্থীদের বাণিজ্য শিক্ষায় উৎসাহিত করেছে, জনপ্রিয় করে তুলেছে। শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ ২৫ বছরে ঢাকা কমার্স কলেজ গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সুশাসন, সুশিক্ষা ও সুযোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ দেশে সুনাগরিক গড়ে তুলছে। এ কলেজ পরিচালনার সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কলেজের রজত জয়ন্তীতে কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ঢাকা কমার্স কলেজ ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে ও অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখবে এই আমার প্রত্যাশা।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

বাণী

ক্রমবিকাশমান প্রতিভাকে শাণিত করে শিক্ষা। শিক্ষার প্রদীপ্ত আলো সকল কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অন্তঃসারশূন্যতা, জরাজীর্ণতা, সংকীর্ণতা, হীনতা, দীনতা দূরীভূত করে ব্যক্তিমানসকে প্রশান্তিময় আলোকোজ্জ্বল ভুবনের সন্ধান দেয়। শিক্ষা ব্যক্তি, জাতি ও দেশকে করে সমৃদ্ধ। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কঠিন বাস্তবতার পথ পরিক্রমার অনিবার্যতা স্বীকার করে উন্নত মানস ও উন্নত শিক্ষাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত। মেধা-মনন ও কর্মদক্ষতার সু-সমন্বয়ে উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর প্রতিভা সৃজনশীল সম্ভাবনায় উপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যময় গৌরবে এ প্রতিষ্ঠানটি আজ পঁচিশ বছর পার করেছে। এ পঁচিশ বছরের প্রতিটি মুহূর্তে অক্ষয় হয়ে আছে নিবেদিত সতেজ প্রাণ শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রম, সুকঠিন অধ্যবসায়, তীক্ষ্ম মেধা-মনন, প্রজ্ঞা, উন্নত জীবনবোধ, শাণিত দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসা। কর্ম সাধনার অক্লান্ত পরিব্রাজক শিক্ষকদের উৎসাহ উদ্দীপনায় সর্বদা আন্তঃস্রোতধারায় উৎসারিত হয়েছে পরিচালনা পর্ষদের প্রেরণা। সর্বাত্মক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রতীক্ষার স্বপ্নময় সাফল্যে ঢাকা কমার্স কলেজ আজ বাংলাদেশে সর্বজন স্বীকৃত, গৌরবান্বিত শীর্ষস্থানীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহিমান্বিত ও স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারায় আমি গর্ব অনুভব করি।

ঢাকা কমার্স কলেজের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'প্রদীপ্তি' নামক স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুপ্ত চেতনার বিকাশে, সাংস্কৃতিক কর্ষণ ও চিন্তার বাস্তবিক প্রতিফলনে 'প্রদীপ্তি' অতীত স্মৃতি মন্থনজাত অনুভূতিগুলোর এক অপূর্ব শৈল্পিক বিন্যাস। স্মৃতি রোমন্থন করে ভালোবাসা, দুঃখবোধ, সুখানুভূতি, পাওয়া না পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা, সাফল্য-সম্ভাবনাকে নিবিড় উপলব্ধির আত্মীকরণের বহিঃপ্রকাশের একনিষ্ঠ আন্তরিকতাকে অভিনন্দন জানাই।

(প্রফেসর আবু সালেহ)

উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যে স্বপ্নবীজ ১৯৮৯ সালে কিং খালেদ ইনিস্টিটিউটে বপন করা হয়েছিল আজ তা একদল কর্মপাগল, নিবেদিতপ্রাণ, অকুতোভয় ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী যুবকের সততা, নির্লোভ আত্মত্যাগ ও কর্ম প্রতিজ্ঞার ফলশ্রুতিতে স্বপ্নসৌধে পরিণত হয়েছে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত বাণিজ্য শিক্ষার বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বল্পতম সময়ে দুবার দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কলেজটি আজ জাতীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্র তো বটেই, দেশব্যাপি অনুকরণীয় মডেল হিসেবেও স্বীকৃত।

ঢাকা কমার্স কলেজ আজকের এই ঈর্ষণীয় এবং অনুকরণীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, সরকার, শিক্ষানুরাগী এবং সর্বোপরি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের গতিশীল ও দক্ষ নেতৃত্বের সফল বাস্তবায়নের ফলে।

বন্ধুর পথযাত্রায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ ২৫ বছর অতিবাহিত করেছে। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খল পাঠবিন্যাস ও নিবিড় তত্ত্বাবধায়নের ধারাবাহিকতার আজও কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

পঁচিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ রজত জয়ন্তী স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রকাশনাটি দেশের সকল মহলের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও 'প্রদীপ্তি'র লেখা ও ছবিগুলোতে ঢাকা কমার্স কলেজের অতীত ও বর্তমান অবস্থা প্রোজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে উঠবে।

স্মরণিকা প্রকাশ একটি দুরূহ কাজ। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

পরিশেষে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট বিনীত প্রার্থনা, ঢাকা কমার্স কলেজ বিনির্মাণে অতিতের ন্যায় ভবিষ্যতেও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিন এবং কর্ম সম্পাদনে দিন রহমত ও শক্তি।

(প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পেশাগত জীবনে সফল হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এদেশে বাণিজ্য শিক্ষার মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যতা পূরণে ১৯৮৯ সালে স্ব-অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের অবদান অবিসংবাদিত, অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়; যার বাস্তবতা মেলে দু'বার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধ্যমে। বোর্ড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষায় এ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর প্রায় শতভাগ পাস ও মেধা তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থান দখলের পাশাপাশি অনার্স ও মাস্টার্স-এ প্রায় সবাই উত্তীর্ণ হচ্ছে ১ম শ্রেণি নিয়ে। শুধু দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোই নয়; শিক্ষার গুণগতমান রক্ষায় অনমনীয় ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিতভাবে ব্যাপক সহশিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আজ স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল। কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, নিবেদিত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ কলেজের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দেশের বুকে আদর্শ পদ্ধতিতে পাঠদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঢাকা কমার্স কলেজ তার গৌরবময় ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং এ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজ এর অব্যাহত অগ্রগতি কামনার পাশাপাশি স্মরণিকা প্রকাশের মত মহান কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দায়ক কার্যের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ)

উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

উপাধ্যক্ষের কথা

২৫ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ পরিণত হয়েছে বাণিজ্য শিক্ষার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শিক্ষালয় হিসেবে। বিজ্ঞ পরিচালনা পরিষদ, দক্ষ প্রশাসক আর কিছু নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিশুদের ক্যাম্পাসে জন্ম যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, তার অবয়ব ও ব্যাপ্তি আজ সর্বজন স্বীকৃত। জাতীয় মেধাতালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক অবস্থান, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্র কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের অবাধ বিচরণ-এ কলেজকে পৌঁছে দিয়েছে সফলতার চরম শিখরে। পাশাপাশি শিক্ষিত জাতি গঠনে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে রেখে আসছে অগ্রণী ভূমিকা। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতেও অত্র কলেজের ভূমিকা অসামান্য। সরকার বা বিত্তবানদের অর্থায়নের সুবিধা না নিয়ে বেসরকারিভাবে পরিচালিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত ২৫ বছর সুনাম ও নিষ্ঠার সাথে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি এবং বর্তমানে উপাধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এ শ্রেষ্ঠ কলেজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। আমি এর উত্তোরত্তোর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

২৫ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী এ বাগিচার সৌরভ থেকে মানসম্মত শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আর জাতি পেয়েছে দেশ গঠনের টেকসই বুনিয়াদ। আমার বিশ্বাস, ঢাকা কমার্স কলেজ তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আর শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে আগামী বছরগুলোতেও জাতি গঠনে অবদান রেখে চলবে।

সারাদেশে শিক্ষাঙ্গনে এটি যেন একটি রোল মডেলে পরিণত হয়-তাই আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। কামনা করি, ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তীর 'প্রদীপ্তি' যেন সর্বত্র দীপ্তমান থাকে এবং সার্থক হয়।

(প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম)

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) এর কথা

বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার প্রসারে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। সুশিক্ষিত, দক্ষ ও বিচক্ষণ শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কিছু নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে কলেজটি ব্যবসায় শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর এ কলেজ থেকে একঝাঁক মেধাবী তরুণ-তরুণী বেরিয়ে নিয়োজিত হচ্ছে দেশের সেবায়।

ঢাকা কর্মাস কলেজ প্রতিনিয়ত সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, শিল্প ও সাহিত্যচর্চা শিক্ষার্থীদেরকে মানবিক গুণাবলির অধিকারী করে আসছে। যে কারণে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দক্ষতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ব্যবসায় শিক্ষার অগ্রগতিতে ঢাকা কমার্স কলেজ তার সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। কলেজটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি'। কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, পরিচালনা পরিষদ ও শিক্ষকবৃন্দের মনের মণিকোঠায় জমানো স্বপ্ন বাস্তবে রূপদানের স্মৃতি ও স্বাক্ষর 'প্রদীপ্তি'। ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছানোর এ বন্ধুর পথে নানা উত্থান-পতন, আনন্দ-বেদনার টুকরো স্মৃতির এক অনন্য স্বাক্ষর হয়ে থাকবে 'প্রদীপ্তি'।

পরিশেষে আমি ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী স্মরণিকার আহবায়ক, সম্পাদক ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক এ প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

আহবায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ও অ্যালবাম
ঢাকা কমার্স কলেজ

আহবায়কের কথা

শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। তাকে বিনয়ী ও ভদ্র হতে শেখায়। করে বিশ্ব মননের অধিকারী। মানুষ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জাতি হিসেবে টিকে থাকার একমাত্র মূলমন্ত্র শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নত হতে পারে না। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তৈরীতে শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই শিক্ষা ও সংস্কৃতি একই সুতোয় গাঁথা। তবে গতানুগতিক শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন কর্মমুখী ও প্রয়োগিক শিক্ষা। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এধরনের একটি নতুন সংযোজন ঘটে ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যে কলেজটি রাজনীতি, ধূমপান ও নকলমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে একক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ব্যবস্থাপনা এ কলেজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উচ্চমাধ্যমিক ছাড়াও সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে প্রতি বছরের ঈর্ষণীয় ফলাফল কলেজেকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায়। ব্যবসায় শিক্ষার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে ও বিদেশে সমভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, নানাবিধ সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি অনবরত গড়ে তুলছে যোগ্য, মেধাবী, ও আত্মপ্রত্যয়ী নাগরিক, সর্বোপরি আত্মনির্ভরশীল জাতি। শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে গঠন করছে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতা। এভাবেই কেটে গেছে গৌরবময় ২৫টি বছর।

ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব আঙিনায় হিরন্ময় ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে রজত জয়ন্তী উৎসব। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বিগত ২৫ বছরে সংঘটিত কালের সাক্ষ্যবাহী স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি'। 'প্রদীপ্তি' প্রকাশনার প্রধান প্রেরণার উৎস কলেজ পরিচালনা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। আহ্বায়ক হিসেবে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া ধন্যবাদের ভাষা জানা নেই। প্রকাশনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আন্তরিক সহযোগিতার বিষয়টি কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বর্তমান ও প্রাক্তনদের কথামালার স্মৃতির আধার 'প্রদীপ্তি'। এর লেখকগণ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে যুগিয়েছেন এর প্রাণ। সম্পাদনা পরিষদের নিরন্তর প্রয়াস ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রকাশনার ত্রুটি ক্ষমার্হ।

(মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা)

সম্পাদক
প্রদীপ্তি
রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ও অ্যালবাম
ঢাকা কমার্স কলেজ

সম্পাদকীয়

শিক্ষা মানবজীবনকে করে স্বনির্ভর ও আলোকিত। শ্রেষ্ঠ জাতি বলতে বুঝায় সুশিক্ষিত মানবসম্পদকে। সময়ের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন বিষয়-প্রকরণ। যা যুগের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। কর্মোদ্যম ও দক্ষ-মেধার পরিস্ফূটন ঘটাতে চাই আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রধান বিনিয়োগের মর্যাদায় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া জরুরি। সরকার ব্যবসায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্বকে ক্রমেই বেগবান করছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রতিটি জাতির মধ্যে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। জাতীয় ভাবমূর্তির উন্নয়নে দেশকে সমৃদ্ধ ও গতিপ্রবণ করে সময়-উপযোগী সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষার পাশাপাশি দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হলেই শিক্ষা হবে পরিপূর্ণ ও সার্থক।

শিক্ষাই পারে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়তে। শিক্ষার দুরন্ত-দুর্বার গতি ঘুচিয়ে দিতে পারে আগামীর অমানিশার বন্ধুর পথ। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চার করে চাকরি নির্ভরতার পরিবর্তে চাকরিদাতার। নতুন উদ্যোক্তার মানসগঠনে এবং প্রয়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যবসায় শিক্ষার বিকল্প নেই। সততা ও নৈতিকতার বিচার্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ব্যবসায়-শিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত দেশের অন্যতম অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় কলেজের মর্যাদার অভিষিক্ত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। অত্র কলেজের মানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতি ও ঈর্ষণীয় ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে দু'বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিধায় সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

রজত জয়ন্তীর বিশেষ এই স্মরণিকা কলেজ সংশ্লিষ্ট শুভানুধ্যায়ীদের আবেগ ও অনুভূতির উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক; উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক কলেজের খ্যাতি ও সুনাম। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার 'রজত জয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত বর্ণাঢ্য প্রকাশনা 'প্রদীপ্তি'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। নিরন্তর গতিতে ধাবিত হোক ঢাকা কমার্স কলেজ।

(এস এম আলী আজম)

শিক্ষক পরিচিতি

অধ্যক্ষ

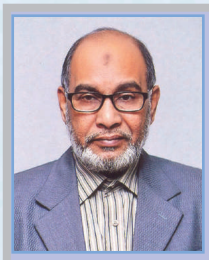

নাম : **প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ**
পদবী : অধ্যক্ষ
বিভাগ : প্রশাসন
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : সম্মান (হিসাববিজ্ঞান)
স্নাতকোত্তর (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ২০ জানুয়ারি ১৯৫৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ মার্চ ২০১২
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-ডি-৫, টেনামেন্ট-৮, রোড নং ৬, ব্লক-ই বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- কাজীপাড়া, ডাকঘর- কালিয়া হরিপুর থানা ও জেলা : সিরাজগঞ্জ।
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : Let everything be done decently and in order.

উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)

নাম : **প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম**
পদবী : উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা) এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ৮ জানুয়ারি ১৯৬১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা : এ-৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : নরসিংহপুর, পো: নাজিরগঞ্জ থানা : সুজানগর, জেলা : পাবনা।
মোবাইল নম্বর : ০১৭১২২৮০৪০২
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : নামাজে শরিক হতে আহবান জানানো
প্রিয় মন্তব্য : অতীতের খারাপ লাগা ঘটনা দ্রুত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে গুরুত্ব দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই উত্তম।

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

নাম : **প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল**
পদবী : উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান) এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০০৭
বর্তমান ঠিকানা : ১৬/২২ ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা- ১২০৭
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া

বাংলা বিভাগ

নাম : মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা) এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ৩ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৬১
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯২

বর্তমান ঠিকানা : এ-৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-ঘোষবাড়ি, ডাকঘর-মনতলা, উপজেলা-মুক্তাগাছা জেলা-ময়মনসিংহ
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, গান শোনা, মুভি দেখা, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : ভুল করে সাধারণ মানুষ, ভুল নিয়ে অহংকার করে অমানুষ, ভুল সংশোধনে প্রয়াসী মহৎ মানুষ।

নাম : মোঃ রোমজান আলী
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ(অনার্স), এম.এ (বাংলা) এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৫ আগস্ট ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা : এ-৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর: লক্ষীপুর, থানা: আতাইকুলা উপজেলা: আটঘরিয়া, জেলা: পাবনা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১০৫১০৮৭
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : কথা নয়, কাজে বড় হতে হবে।

নাম : হাসানুর রশীদ
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর
জন্ম তারিখ : ১ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২২ নভেম্বর ১৯৯৩
বর্তমান ঠিকানা : ৯/সি চিড়িয়াখানা রোড, রাইনখোলা, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় মন্তব্য : সত্য সুন্দর,সুন্দরই সত্য।

নাম : আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (বাংলা)
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৭০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : A-১৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নারায়নপুর, পো: মিয়াজি বাড়ি উপজেলা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১৯৪৩৭৩১
ইমেইল : nayemmozammel@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : বল বীর, বল উন্নত মম শির।

নাম : মোঃ সাহজাহান আলী
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ
জন্ম তারিখ : ৮ এপ্রিল ১৯৫৭
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ মার্চ ২০০৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-৩১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বিহার পশ্চিম পাড়া, বিহার হাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া
রক্তের গ্রুপ : বি +
প্রিয় সখ : লেখালেখি, বইপড়া ও আড্ডা
প্রিয় মন্তব্য : কেউ যদি যোগ্যতার চেয়ে বেশি পায় তখন সে বে-আদবের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

নাম : এস. এম. মেহেদী হাসান
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা) এম.ফিল, এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ২ এপ্রিল ১৯৭৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-১২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : মহল্লা: দিঘীর চালা, ওয়ার্ড: ১৬, পো: চান্দনা-১৭০২ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১-৯৮৬৩৭২
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া ও গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

নাম : **মোঃ মশিউর রহমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা) এম.এড, এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ৩০ অক্টোবর ১৯৭৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: লক্ষীপুর, ডাক: বহরিয়া বাজার থানা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৯১৯০২২৮২২
ইমেইল : ruhulmashi@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ ও বৃক্ষরোপণ
প্রিয় মন্তব্য : মানবসেবাই পরম ধর্ম।

নাম : **রেজাউল আহমেদ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ফেন্দাহ, ডাকঘর ও থানা: আলফাডাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৬১১১৩৮৮৭৮
ইমেইল : ahmedreza1981@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : আড্ডা দেওয়া
প্রিয় মন্তব্য : জ্ঞান সেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

নাম : **ইসরাত মেরিন**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা) এম.বি.এ (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ১০ মে ১৯৭৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৬ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ২০৬/১, বঙ্গবন্ধুরোড, পূর্বকাটলী, নেত্রকোনা
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বইপড়া, ভ্রমণ করা, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

নাম : **মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর (বাংলা), এম.ফিল
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
বর্তমান ঠিকানা : ১৪৭/১৪৮ চ ব্লক, রাইনখোলা, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : স্বপ্নপুরী, কলমেশ্বর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
ইমেইল : himelzahir@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, আড্ডা
প্রিয় মন্তব্য : ভালোবাসার একমাত্র প্রতিদান ভালোবাসা।

নাম : **পার্থ বাড়ৈ**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
জন্ম তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ২/২ শাইনপুকুর রোড, ব্লক খ, রাইনখোলা মিরপুর-১, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বুরুয়া, পোস্ট: কলাবাড়ি থানা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া ও খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : আমাদের অন্যের সাথে তেমন ব্যবহার করা উচিত, যেমন ব্যবহার আমরা অন্যের থেকে আশা করি।

নাম : **মুক্তি রায়**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)
জন্ম তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ মে ২০১৪
বর্তমান ঠিকানা : ২/২ শাইনপুকুর রোড, ব্লক-খ, রাইনখোলা মিরপুর-১, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পশ্চিম সুজন কাঠি থানা ও পোস্ট: আগৈলঝাড়া, জেলা: বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ঘুরে বেড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

নাম : **তাহমিনা তাহের**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ(সম্মান), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২৩ মে ১৯৮৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ১৭, রোড: ০৩, ব্লক: এ
মিরপুর-২, ঢাকা ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ধাপাখিলা, পোস্ট: আলকরা
থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় ।

নাম : **এরিন সুলতানা**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ(সম্মান), এম.এ(বাংলা)
জন্ম তারিখ : ২০ মে ১৯৯০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ব্লক-এ, রোড: ৪, বাসা: ০৪
মিরপুর-২, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম, পো: ও উপজেলা: শ্রীপুর
জেলা: গাজীপুর,
মোবাইল নম্বর : ০১৮৭২-১৫৬১৮৫
ইমেইল : arinbangladu@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।

নাম : **সোলায়মান আলম**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : বাংলা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর
জন্ম তারিখ : ৩১ অক্টোবর ১৯৮৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২০৮, ব্লক: চ, সেকশন-২
মিরপুর, ঢাকা ।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গাংডুবি, ডাকঘর: কেল্লাই
থানা: ঘিওর, জেলা: মানিকগঞ্জ
মোবাইল নম্বর : ০১৬৮২৯৪৭০৮১
ইমেইল : solayman334455@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : প্রতিটি মানুষের এমন একটি সহানুভূতির
জায়গা প্রয়োজন যেখানে সে আশ্রয় পাবে ।

ইংরেজি বিভাগ

নাম : **শামীম আহ্সান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান)
এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
জন্ম তারিখ : ৩১ জুলাই ১৯৭০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ২৪/১ মনীন্দ্র বাবু রোড, পুরাতন বাজার, বাগেরহাট
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : রেডিওতে খবর শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা-"

নাম : Md: Abdul Kayum
পদবী : Professor
বিভাগ : English
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.A (Hons), M.A (English)
M.A in ELT
জন্ম তারিখ : 20 March 1963

কলেজে যোগদানের তারিখ : 1 October 1989
বর্তমান ঠিকানা : A-15, Teachers'Quarter, Dhaka
Commerce College, Dhaka-1216
স্থায়ী ঠিকানা : Vill: Bakchar, P.O: Mariala
Thana: Assasuni, Dist: Satkhira
যোগাযোগ : 9026183
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : Reading
প্রিয় মন্তব্য : Read read and read what ever the sort
of writing it is.

নাম : **সাদিক মোঃ সেলিম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ অনার্স (ইংরেজি সাহিত্য)
এম.এ
জন্ম তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৯৩
বর্তমান ঠিকানা : এ-১২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৫৬, ডি,এম,সি পশ্চিম নাখালপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ইমেইল : sadikmd.salim@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া
প্রিয় মন্তব্য : পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে সকলে সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে একটি প্রতিষ্ঠানকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়।

নাম : **মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান)
এম.এ (ইংরেজি), এম.এ ELT
জন্ম তারিখ : ২৮ আগস্ট ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১২ অক্টোবর ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-২১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চাঁন্দপুর, থানা: কোতয়ালী
ডাক ও জেলা: কুমিল্লা, পোস্টকোড: ৩৫০০
ইমেইল : moin.dcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : পত্রিকা পড়া, খেলাধুলা ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : যেদিন তুমি কিছুই শিখলে না, সেদিনটি তোমার জীবনের অংশ নয় - আরবী প্রবাদ

নাম : **মাকসুদা শিরীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স)
এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)
জন্ম তারিখ : ২১ জানুয়ারি ১৯৭২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ মে ১৯৯৮
বর্তমান ঠিকানা : ৭/৫/এ সেকশন- ৬, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া,
প্রিয় মন্তব্য : Ignorance is blindness.

নাম : **মোঃ মনসুর আলম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ
জন্ম তারিখ : ১০ আগস্ট ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পুরানচর, ডাকঘর: গৌরিগ্রাম
থানা: সাঁথিয়া, জেলা: পাবনা
যোগাযোগ : ০১৭১৬০৪৭৪৬৮
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

নাম : **উৎপল কুমার ঘোষ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ
এম.এ ইন ই.এল.টি
জন্ম তারিখ : ১৫ আগস্ট ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : বি-১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: সাতবাড়িয়া, ডাকঘর: সাতবাড়িয়া
থানা: পুঠিয়া, জেলা: রাজশাহী
যোগাযোগ : ০১৫৫২৩৪১২৪৩
ইমেইল : paulsirdcc@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+ve
প্রিয় সখ : গান শোনা, মুভি দেখা, বই পড়া এবং ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : চলমান প্রতিটি মূহুর্ত মূল গন্তব্যের দূরত্ব কমায়।

নাম : **খোন্দকার মোঃ হাদিউজজামান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর
এমবিএ
জন্ম তারিখ : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ জুলাই ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: খামারপাড়া, থানা: শ্রীপুর
জেলা: মাগুরা
যোগাযোগ : ০১৯১১০৪৩৪০৫
ইমেইল : hadi.dcc.en@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Respect others and
you will be respected.

নাম : **খায়রুল ইসলাম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স)
এম.এ (Lit.), এম.এ (TESOL)
জন্ম তারিখ : ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বালীপাড়া, ডাকঘর: উত্তরকুল
থানা: বানারীপাড়া, জেলা: বরিশাল
ইমেইল : khayrul1972@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : "You are just your intillegence"

নাম : **মোঃ জাহিদুল কবির**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২২ আগস্ট ১৯৭৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ মার্চ ২০০৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-২২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: খলশী, পো: বহরামপুর
উপজেলা: বাঘারপাড়া, জেলা: যশোর
যোগাযোগ : ০১৭১৪৫৪৪৪৭৭
ইমেইল : zahid.dcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : "Commitment to honesty and perseverance."

নাম : **মোহাম্মদ শফিকুর রহমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (ইংরেজি)
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৩ এপ্রিল ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : রোড-২, বাড়ি-১০, ব্লক-এ
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, পো: বাঘুন
থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, খেলাধুলা (ক্রিকেট)
প্রিয় মন্তব্য : "None is to none under the sun."

নাম : **সমীরন পোদ্দার**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
এম.এ (ইএলটি)
জন্ম তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ২/২ শাইনপুকুর রোড, রাইনখোলা, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রাজাব, পো: ঘোড়াশাল
থানা: পলাশ, জেলা: নরসিংদী
যোগাযোগ : ০১৬২১-৩৮৪৬১০
ইমেইল : samiran.podder@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান করা, বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : life is a stage and we are players.

নাম : **মোঃ কায়সার আলী**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২০ জানুয়ারি ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বগা, পো: নাটইখালা
থানা: কচুয়া, জেলা: বাগেরহাট
যোগাযোগ : ০১৭৬১৪৪৮৫৪০.
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : "The world is what it is; men who are nothing, who allow themselves to become nothing have no place in it."

নাম : **মোঃ রেজাউল করিম**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : রোড-২, বাড়ি-১২, ব্লক-এ, রাইনখোলা
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ডহরশৈলা, পো: ঈশ্বরদী
উপজেলা: লালপুর, জেলা : নাটোর
যোগাযোগ : ০১৯১৯৪১৩৭৬৬
ইমেইল : krezaul29@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, গান শোনা, মুভি দেখা
প্রিয় মন্তব্য : Miles to go

নাম : রেহানা আখতার রিংকু
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স)
এম.এ (ইএলটি)
জন্ম তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : ই-১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্টাফ কোয়াটার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গোমকোট, ডাকঘর: ময়ূরা
থানা: লাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : Travelling
প্রিয় মন্তব্য : Know Thyself.

নাম : মোঃ তারেকুর রহমান
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪৬, রোড: ৭ (টিনসেড, চ-ব্লক)
মিরপুর-২, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: খাসতবক, থানা: পাথরঘাটা
জেলা: বরগুনা
যোগাযোগ : ০১৭১৫২৫৩৮০৮
ইমেইল : dialecticalpoet@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : মুভি দেখা, গান শোনা, গান গাওয়া, কবিতা লেখা ইত্যাদি।
প্রিয় মন্তব্য : You see things; and you say; "why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?" -George Bernard Shaw

নাম : মোঃ রাশেদুল ইসলাম
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)
জন্ম তারিখ : ৮ অক্টোবর ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ৫/সি-১, সেতু হোমস্, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পূর্ব হাগুরিয়া, পো: দিঘাপতিয়া
থানা: নাটোর (সদর), জেলা : নাটোর
যোগাযোগ : ০১৮৬৭৮৭৩৪৬৮
ইমেইল : rasel.edru.natore@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : টেলিভিশন দেখা, খেলা দেখা, পত্রিকা পড়া
প্রিয় মন্তব্য : সকল শিক্ষিতই বিদ্যান না এবং সকল বিদ্যানই শিক্ষিত না।

নাম : মোঃ আনোয়ার হোসেন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ, বি.এড
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০১৩
বর্তমান ঠিকানা : শিয়ালবাড়ি মোড়, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রাজাখালী, থানা: দুমকী, জেলা: পটুয়াখালী
যোগাযোগ : ০১৯২৩৬২৫৫৫২
ইমেইল : anwar88dcc@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : দায়িত্বই বেহেশত জোগায়, হেলায় অনল দহে।

নাম : অনুপম বিশ্বাস
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ২৪ আগস্ট ১৯৮৫
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪৬ (৪র্থ তলা), রোড: ৭ (টিনসেড)
চ ব্লক, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ও পো: কধুরখীল, থানা: বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৬৭৪ ৪৫০০৭০
ইমেইল : abiswas_ctg@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া, সিনেমা দেখা, বেড়াতে যাওয়া
প্রিয় মন্তব্য : "To be great is to be misunderstood." -R.W. Emerson

নাম : মুহাম্মাদ জাকারিয়া ফয়সাল
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এ (অনার্স), এম.এ
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ৬ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ০৭, রোড: ০৫, ডুইপ আবাসিক এলাকা
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: দূর্গাপুর, পো: ইটবাড়িয়া
থানা ও জেলা: পটুয়াখালী
যোগাযোগ : ০১৬৭৪৯২৭৩৭৩
ইমেইল : miraz1812@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, গান শোনা, মুভি দেখা, নেট সার্ফিং করা
প্রিয় মন্তব্য : To strive, to seek, to find and not to yield. -Alfred Tennyson

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নাম : **বদিউল আলম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৯ জানুয়ারি ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ০৯, রোড: ১৯, সেক্টর: ১৪, উত্তরা ঢাকা-১২৩০
স্থায়ী ঠিকানা : কৈলাশকুঠির, আলেকান্দা রোড, বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ

নাম : **মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ১ জুন ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ জুলাই ১৯৯৩
বর্তমান ঠিকানা : এ-১১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম -লুধুয়া, পো: ভূঁইয়া বাড়ি
উপজেলা-রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
যোগাযোগ : ০১৭১৫০৪০৬০১
ইমেইল : nabhniyan@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : সকল ক্ষেত্রে মন্তব্য করা উচিৎ নয়।

নাম : **সৈয়দ আবদুর রব**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ১৬ অক্টোবর ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : এ-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম -পশ্চিম বিঘা, পো: কাঞ্চনপুর
উপজেলা-রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষীপুর
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ধর্মীয় কিতাবাদি পড়া
প্রিয় মন্তব্য : একজন উত্তম মানুষের ছোঁয়া আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনে সহায়তা করে।

নাম : **মোঃ শরিফুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : এ-১৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: দরিয়া দৌলত, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : একজন ভালো বন্ধু জীবনকে আনন্দময় করে কিন্তু খারাপ বন্ধু জীবনকে করে বিষাদময়।

নাম : **এস এম আলী আজম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৬ মে ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : এ-৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর: সেলিমপুর, উপজেলা: মুলাদী
জেলা-বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : এ+
প্রিয় সখ : মনোগ্রাম সংগ্রহ
প্রিয় মন্তব্য : 'রাগ' ধ্বংস করে, 'রাগ নিয়ন্ত্রণ' সৃষ্টি করে 'প্রতিশোধ' শত্রুতা বাড়ায়, 'ক্ষমা' বন্ধুত্ব আনে।

নাম : **কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান),
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৬ আগস্ট ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ৭৮/ বি, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "Life is beautiful if you can make it simple. So, think positive."

নাম : **শামসাদ শাহজাহান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ৮ মার্চ ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৬৫ (ই) খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বইপড়া

নাম : **ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.ফিল, পিএইচ.ডি (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২৪ মার্চ ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : এ-২২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: পানপাড়া, উপজেলা: রামগঞ্জ
জেলা: লক্ষ্মীপুর-৩৭২২
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' বেঁচে থাকতে চাই।

নাম : **ড. এ. এম. সওকত ওসমান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম
এম.ফিল, পিএইচ.ডি
জন্ম তারিখ : ১ এপ্রিল ১৯৬৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩০ জুলাই ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ১৭৩, আবুল খায়ের সড়ক, পশ্চিম পাইকপাড়া
ডাক ও জেলা : বাক্ষণবাড়ীয়া
যোগাযোগ : ০১৫৫২৩৭৬০৯২
ইমেইল : shawkat 68@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ

নাম : **শামা আহমাদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম
জন্ম তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুন ১৯৯১

বর্তমান ঠিকানা : লেক ব্রীজ এপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট: ২/বি/৪, বাড়ী: ৫, রোড: ৩২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বাহেরচর, থানা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান শোনা, বেড়াতে যাওয়া, বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বাস্তববাদী হতে হয়
এজন্য প্রয়োজন মনের জোর ও সাধনা।

নাম : **ফারহানা আরজুমান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বিবিএ, এমবিএ
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : Plot-10, Block-C, Avenue-2, Section-12
Pallabi, Mirpur, Dhaka
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান শোনা, ঘুরে বেড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : 'Life is uncertain and the end is near'

নাম : **তানবীর আহমেদ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২ মার্চ ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৮
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : রাখালিয়া, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
যোগাযোগ :01678174070
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : তোমার কর্মকাণ্ডই তোমাকে সফল
অথবা বিফল করে তুলবে।

নাম : **তন্ময় সরকার**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৯
কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৮

বর্তমান ঠিকানা : বি-৪১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : হোল্ডিং: ৪৭৬, প্রফেসর বাড়ী, কলেজ রোড, মাস্টারপাড়া মাইজদি বাজার, নোয়াখালী-৩৮০০
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই সংগ্রহ ও পড়া, ডাকটিকেট ও বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ
প্রিয় মন্তব্য : Time decides who you meet in life, your heart decides who you want in your life, but your behaviors decide who will stay is your life.

নাম : **মোঃ হযরত আলী**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ)
এম.বি.এ (এইচ.আর.এম)
আই.টি.পি (এন.বি.আর)
জন্ম তারিখ : ১০ মার্চ ১৯৮২

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৮
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : সন্তোষ, টাঙ্গাইল-১৯০২
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : For our betterment, we should be better man.

নাম : **সিগ্‌মা রহমান**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.B.A, M.B.A (H.R.M)
জন্ম তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: জয়মন্টপ, থানা: সিংগাইর, জেলা: মানিকগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : ঢাকা কমার্স কলেজ নিঃসন্দেহে, একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। এই কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষক-এই দুই রূপে আমি গর্ববোধ করি।

নাম : **ফারজানা রহমান**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : BBA, MBA (HRM)
জন্ম তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ১১৪, রোড: ০৭, ব্লক: বি, সেকশন: ১২ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া, সিনেমা দেখা, বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অন্যতম বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ছাত্রী হিসাবে এবং শিক্ষক হিসাবে দুইভাবে যুক্ত হবার কারণে গর্বিত।

নাম : **উম্মে সালমা**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (সম্মান), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৪
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ফ্লাট-৫/বি, বাড়ি: ১৩, রোড: ০৩, ব্লক: বি সেকশন: ০২, মিরপুর-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, গান শোনা, বাগান করা।

নাম : **মোঃ সোহেল রানা**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ : ২৫ অক্টোবর ১৯৮৮
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ২০৭-২০৮, ব্লক: চ, সেকশন: ২ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : প্রযত্নে: মোঃ আলিমুদ্দিন, গ্রাম: কালিয়ার পাড়া ডাক: বুধপাড়া, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৫
যোগাযোগ : 01735789547
ইমেইল : sohel_mgt08@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A-
প্রিয় সখ : Travelling
প্রিয় মন্তব্য : "How can I help you?"

নাম : **মাছুম আলম**
পদবী : প্রভাষক (খন্ডকালীন)
বিভাগ : ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স)
এম.বি.এস (ব্যবস্থাপনা), এল.এল.বি
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ২০৭-২০৮, ব্লক: চ, সেকশন: ২, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ধারা, ডাকঘর: খলিশাউড়, উপজেলা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোনা
যোগাযোগ : 01918-248229
ইমেইল : masum.223@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া ও লেখালেখি করা
প্রিয় মন্তব্য : "পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়ো ।"

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

নাম : **মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৪
যোগদানের তারিখ : ১ জুন ১৯৯৪

বর্তমান ঠিকানা : এ-১৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৪, রোড: ৬, রূপনগর আবাসিক এলাকা
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : 01711395015
ইমেইল : jahangir@mrittika.com.bd
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বইপড়া, ভ্রমণ করা, বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : Winners don't do different things.
They do things differently.

নাম : **মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : এ-১৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মাতাইন কোট, পো: আলীশ্বর
থানা: সদর দক্ষিণ, জেলা: কুমিল্লা
যোগাযোগ : 01711305868
ইমেইল : aminrbp@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : দুই চোখের একটি দিয়ে নিজের দোষ দেখুন
এবং অপরটি দিয়ে অন্যের গুণ দেখুন ।

নাম : **মোঃ মঈনউদ্দীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৫ আগস্ট ১৯৬৪
যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কলাকোপা, পো: উলফত নগর
থানা ও উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
যোগাযোগ : 01712523132
ইমেইল : mdmoinuddin1964@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : অলস সময় কাটানো এবং ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : নৈতিকতা ও সদাচার আমরা কেবল
অন্যের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করি ।

নাম : **মোঃ মোশতাক আহমেদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯
যোগদানের তারিখ : ৯ অক্টোবর ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : বি-৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৫২, রোড: ৪, ব্লক: এ, রাইনখোলা
সেকশন:২, মিরপুর, ঢাকা
যোগাযোগ : 01817609005
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : Honesty is the best policy.

নাম : **সাজনিন আহমদ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (অনার্স)
এম.বি.এ (হিসাববিজ্ঞান)
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২২ জানুয়ারি ১৯৭২

যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২২, রোড: ৫, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : B+

নাম : **মোঃ তৌহিদুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম. কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ডি/৭, ৩য় কলোনি, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : ০১৬১১২৮১১৩৮
রক্তের গ্রুপ : বি+
প্রিয় সখ : কম্পিউটিং, দাবা, গণিত, বাংলা
প্রিয় মন্তব্য : ভালো মন্দ কথাগুলো নিতান্তই আপোক্ষিক।

নাম : **মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ জুন ১৯৭৩
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩০ জুলাই ১৯৯৭

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪, রোড:৬, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: এনায়েতপুর, পো: পিয়ারাপুর, থানা ও জেলা–লক্ষীপুর
যোগাযোগ : ০১৭১১১১০০০৪
ইমেইল : profnijam@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : এবি +
প্রিয় সখ : যা কিছু ভালো তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া
প্রিয় মন্তব্য : It is not too good to be a too good man.

নাম : **মাসুদা খানম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৮ নভেম্বর ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৪, রোড: ৬, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ : ও+

নাম : **কামরুন নাহার**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স)
এম.বি.এস, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৫ এপ্রিল ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৯ মে ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৩৪৩ পশ্চিম রামপুরা, পলাশবাগ রোড, ঢাকা-১২১৭
রক্তের গ্রুপ : ও+

নাম : **মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স) এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ২৯ জুলাই ১৯৭২
যোগদানের তারিখ : ১৬ মে ১৯৯৯

বর্তমান ঠিকানা : বি–১৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি: ৩, রোড: ৬, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭১১৩৯০০৩৫
ইমেইল : mosharefhossain@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : বি +
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, আড্ডা দেয়া, সুফী গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : কখনো পতন না হওয়া গৌরবের বিষয় নয় কিন্তু প্রতিবার পতনের পর উঠে দাঁড়ানোতেই আমাদের মহত্তম গৌরব নিহিত।

নাম	**: মোহাম্মদ আব্দুস সালাম**
পদবী	: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	: হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ	: ১০ নভেম্বর ১৯৭৯
যোগদানের তারিখ	: ১৫ জুন ২০০৪
বর্তমান ঠিকানা	: বি-২৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: বাসা: ২৪, রোড: ৪, ব্লক: বি, বাউনিয়া বাঁধ টিনসেড কলোনী মিরপুর-১১, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ	: ০১৭১৫৩০১৭৮৯
ইমেইল	: masalamdcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	: এবি+
প্রিয় সখ	: বই পড়া, খেলাধুলা করা, আধ্যাত্মিক গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য	: জীবন যুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই।

নাম	**: নূর মোহাম্মদ শিপন**
পদবী	: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	: হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.বি.এ (অনার্স) এম.বি.এ (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ	: ২৮ আগস্ট ১৯৮০
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা	: বি-১১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খিতারপাড়, পোস্ট: চিতোষী বাজার, থানা : শাহরাস্তি জেলা: চাঁদপুর
যোগাযোগ	: ০১৭২৬৯৪৯৫৯৯
ইমেইল	: shipon.nur@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	: বি-
প্রিয় সখ	: বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য	: সরল, সুন্দর ও সৎ পথে চলো।

নাম	**: আবু বক্কর ছিদ্দিক**
পদবী	: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	: হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ	: ৩ মে ১৯৭৯
যোগদানের তারিখ	: ১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা	: বি-৩৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর: জামির্ত্তা, থানা: সিংগাইর জেলা: মানিকগঞ্জ
ইমেইল	: siddhaka@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ	: ও +
প্রিয় সখ	: ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য	: শেখার কোন স্থান, কাল, কিংবা পাত্র নাই সব বয়সে, সব জায়গায় শেখা যায়।

নাম	**: ফারহানা হাসমত**
পদবী	: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	: হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.বি.এ (এআইএস) এম.বি.এ (এআইএস)
জন্ম তারিখ	: ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৩
যোগদানের তারিখ	: ২৮ জুলাই ২০০৮
বর্তমান ঠিকানা	: বি-৪২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ৮১৯, সাউথ দনিয়া, নুরপুর, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ	: বি +

নাম	**: মোঃ মাহমুদ হাসান**
পদবী	: প্রভাষক
বিভাগ	: হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.বি.এ (এআইএস) এম.বি.এ (এআইএস)
জন্ম তারিখ	: ১১ মে ১৯৮৬
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা	: বাড়ি: ৪৭, রোড: ৪, সেকশন: ৩, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম ও পোস্ট: জয়নন্দ হাট; থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর
যোগাযোগ	: ০১৭২২০৯৫১৮৯
ইমেইল	: hasanyahyaru@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ	: ও +
প্রিয় সখ	: বই পড়া, আড্ডা দেয়া
প্রিয় মন্তব্য	: Never too late to follow your dreams.

নাম	**: মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ**
পদবী	: প্রভাষক
বিভাগ	: হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.কম (অনার্স) এম.বি.এস (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ	: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ	: ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ০৩, রোড: ০৬, ব্লক: ই, সেকশন: ২ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কাটাজানি, পো: মুকুন্দিয়া, থানা: রাজবাড়ী জেলা: রাজবাড়ী
যোগাযোগ	: ০১৭৩১০২৩০০৭
ইমেইল	: mohammadmasudperves@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	: ও+
প্রিয় সখ	: ভ্রমণ, আড্ডা দেয়া, বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য	: "মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন"

নাম : **শিমুল চন্দ্র দেব নাথ**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স)
এম.বি.এস (হিসাববিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ : ১ জুলাই ১৯৮৫
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১১ মে ২০১৪

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ৪, রোড: ৩, ব্লক: এফ, মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৬৭২২২৮৯৮৮
ইমেইল : shimul60006@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : এ +
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : Busy life is happy life

নাম : **সালমা আক্তার**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২ জানুয়ারি ১৯৮৯
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ২২৪/এ, হাজী মহল, দক্ষিণ পীরের বাগ, আমতলা বাজার মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নয়াপাড়া, পো: গাজীপুর, উপজেলা: শ্রীপুর জেলা: গাজীপুর
রক্তের গ্রুপ : বি +
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : কথা আর পাথর ছুঁড়ে দিলে, তা আর ফিরে আসে না।

নাম : **আহসান উদ্দিন খান**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ১০৫, গোলারটেক, মিরপুর- ১, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৭৯৭০৫৯৬৩৬
ইমেইল : ahsanroe@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : খেলাধুলা
প্রিয় মন্তব্য : সময়ানুবর্তিতা জীবনে সাফল্যের অন্যতম সহায়ক।

নাম : **মোঃ সাহেদ হোসেন**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস, এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১০ মে ১৯৮৮
যোগদানের তারিখ : ১ জুন ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ২০৭/২০৮, ব্লক: চ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ১৭৮, নগরবাড়ী, দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০
যোগাযোগ : ০১৯১৩১৩৪২৫৫
ইমেইল : sahedhossain55@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : দাবা খেলা
প্রিয় মন্তব্য : Do or Die

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

নাম : **মোহাম্মদ আক্তার হোসেন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (ফিন্যান্স), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ লা জুন ১৯৭১
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯৫

বর্তমান ঠিকানা : এ-১০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হাতিঘাটা, পো: ইন্দুরিয়া, থানা: মতলব উত্তর জেলা: চাঁদপুর
যোগাযোগ : ০১৭১১৬৯৩৬৫৩
ইমেইল : akter2005@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, বই লেখা, খেলা দেখা, ভ্রমণ করা, গল্প শোনা
প্রিয় মন্তব্য : বড় হও নিজের চেষ্টায়।

নাম : **মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২ নভেম্বর ১৯৭৩
যোগদানের তারিখ : ১০ জুলাই ১৯৯৭

বর্তমান ঠিকানা : এ-২১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: সড়াতৈল, পো: সড়াতৈল হাই স্কুল, থানা: উল্লাপাড়া জেলা: সিরাজগঞ্জ
যোগাযোগ : ০১৭১৬-৪১৭৭৬৭
ইমেইল : ibrakib@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ এবং বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : সত্য বল্, সুপথে চল্, ওরে আমার মন

নাম : **ফারহানা সাত্তার**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২২ মে ১৯৭৮

যোগদানের তারিখ : ৭ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কালিকশার, পো: পাতড্ডা বাজার, থানা: চৌদ্দগ্রাম জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Honesty is the best policy.

নাম : **শারমীন সুলতানা**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৮১

যোগদানের তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ১/৭-এ, ব্লক: বি, লেন: ১৯, মিরপুর: ১০, ঢাকা-১২১৬
রক্তের গ্রুপ : B+ve
প্রিয় সখ : বইপড়া, গান শোনা

নাম : **মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুল আলম**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম এম.বি.এম
জন্ম তারিখ : ০৫ অক্টোবর ১৯৮২
যোগদানের তারিখ : ২৭ আগস্ট ২০০৮

বর্তমান ঠিকানা : শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : সেকশন: ১১, ব্লক: বি, লাইন: ১, বাসা: ৪৮, মিরপুর পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগ : ০১৯১১৬২৬৬৬২
ইমেইল : ma_dcc@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ ও খেলা
প্রিয় মন্তব্য : 'Never test the depth of river with both the feet'
-Warren Buffett's

নাম : **ফাহমিদা ইসরাত জাহান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (অনার্স), এম.বি.এস (ফিন্যান্স), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৪ জানুয়ারি ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ২৬৫/১, পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৯১৪৭৩২১৩৩
ইমেইল : kabir_351@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ছুটির দিনে ঘুরে বেড়ানো
প্রিয় মন্তব্য : কাউকে অপমানিত হতে দেখে কখনও খুশি হতে নেই। হতে পারে এর চেয়েও বড় কোনও অপমান আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

নাম : **মোঃ হাসান আলী**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১ মে ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ১৪/৭, ব্লক-এফ, টিক্কাপাড়া, হাজী চিনু মিয়া রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
স্থায়ী ঠিকানা : ২৯/৯, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগ : ০১৯১৬৬৭০০০৯
ইমেইল : hasan600@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা, গান শোনা এবং ক্রিকেট খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য : Never give up.

নাম : **মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৭ জানুয়ারি ১৯৯০
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা: ১২৫৮/১, উত্তরখান গাজীপাড়া, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ধামাছি, পো: গোবিন্দপুর, থানা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
যোগাযোগ : ০১৯৬২০৬৭২৩৭
ইমেইল : r.mahafuz7@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলাধূলা
প্রিয় মন্তব্য : Labor never betrays

নাম : মোসা: ফরিদা ইয়াছমিন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : ১৩৫, মাটিকাটা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চারিপাড়া, পো: চান্দলা বাজার, থানা: বি-পাড়া জেলা: কুমিল্লা
যোগাযোগ : ০১৯২৩৪৫০৫৩৩
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বইপড়া
প্রিয় মন্তব্য : Be Positive. যা ঘটে তা ভালোর জন্যই ঘটে

নাম : মোঃ আহসান তারেক
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ০৫ জানুয়ারি ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : ৫২/২০, মধ্য-পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৯১১৭৭৯৪৯৪
ইমেইল : tarek_ahsan@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, খেলাধুলা, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : যদি কাউকে নিয়ে কারও কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তাকে বলুন, অন্যদেরকে নয়।

নাম : শিরিন আক্তার
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বি/২৫, আরামবাগ হাউজিং, রোড: ৫, সেকশন: ৭, পল্লবী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01629472421
ইমেইল : shirinakter.1216@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : যে হাত কাজ করে, সেই হাত বেশি নোংরা হয়।

নাম : ফারহানা ফেরদৌস
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১৩ নভেম্বর ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ৫৯/৩, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : High thinking with simple living

নাম : শাহিদা শারমীন
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং) এম.বি.এস (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
জন্ম তারিখ : ১২ জুন ১৯৮৬
কলেজে যোগদানের তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ১৩২/২/এ, আহম্মদবাগ (২য় লেন), বাসাবো, ঢাকা-১২১৪
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-চরখিদিরপুর, পো: সান্দিকোনা, থানা- কেন্দুয়া জেলা- নেত্রকোনা
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : অনুমানের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা ধ্বংস হয়েছে।

নাম : মেহেরুন নাহার
পদবী : প্রভাষক (খন্ডকালীন)
বিভাগ : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং) স্নাতকোত্তর (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
জন্ম তারিখ : ২৫ অক্টোবর ১৯৮৭
যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ২১৯৬, গ্রাম: পলাশবাড়ি, পলাশবাড়ি রোড আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01676734832
ইমেইল : meharunfin@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

মার্কেটিং বিভাগ

নাম : **দেওয়ান জোবাইদা নাসরিন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ২ জুন ১৯৭১
যোগদানের তারিখ : ২৫ জুন ১৯৯৬

বর্তমান ঠিকানা : এ-১৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : সেক্টর: ০৬, রোড: ১০, বাসা: ২২, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
যোগাযোগ : 01712-530525
ইমেইল : zobaidamt@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর।

নাম : **মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার**
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান),
এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২২ নভেম্বর ১৯৬৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৫ মে ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা : এ-০৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : আলতাফ হোসেন রোড, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল
যোগাযোগ : 01731214020
রক্তের গ্রুপ : O-
প্রিয় সখ : পড়ালেখা ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : আমাদের সবার সত্যিকার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

নাম : **মোঃ শফিকুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ০৫ জুলাই ১৯৭৩
যোগদানের তারিখ : ১৮ মার্চ ১৯৯৭

বর্তমান ঠিকানা : এ-৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: নলতা শরীফ, থানা: কালিগঞ্জ
জেলা: সাতক্ষীরা
যোগাযোগ : 01712-169180
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : সৎ জীবন যাপন করতে চাই।

নাম : **শনজিত সাহা**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
যোগদানের তারিখ : ০২ মে ১৯৯৮

বর্তমান ঠিকানা : বি-১৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পশ্চিম লক্ষীপুর, পো: দালাল বাজার, জেলা: লক্ষীপুর
যোগাযোগ : 01672318909
ইমেইল : shanjitsaha1971@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : পরিশ্রম + সততা + অবিচল লক্ষ্য = নিশ্চিত সাফল্য।

নাম : **মোঃ মঞ্জুরুল আলম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (মার্কেটিং), এম.বি.এ (মার্কেটিং)
এম.ফিল (মার্কেটিং)
জন্ম তারিখ : ১৯ জুলাই ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৯ মে ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : প্রযত্নে মোঃ শাহজাহান কবীর, গ্রাম: বাজার সিঙ্গিয়া
পোস্ট: সিঙ্গিয়া হাড়ীগড়া, থানা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : ভাল মানুষ হওয়া।

নাম : **ফারহানা আক্তার সাদিয়া**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস
এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৫ জুন ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ২৮৩/ই, বাংলা সড়ক, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯
স্থায়ী ঠিকানা : ১-সি/২ মীরবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : “We can't help everyone but everyone can help someone.”

নাম : তাসমিনা নাহিদ
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮২
কলেজে যোগদানের তারিখ : ০১ নভেম্বর ২০১০

বর্তমান ঠিকানা : ২০/১৩, মিরপুর-১৪, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কাশীরাম, ডাকঘর: করিমপুর, থানা: কালীগঞ্জ জেলা-লালমনিরহাট
যোগাযোগ : 01719101022
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বাগান করা
প্রিয় মন্তব্য : "It is not enough to aim, you must hit"

নাম : সাবিহা আফসারী
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৬ জুন ১৯৮৮
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : ১১৬০, পূর্বমনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01915998068
ইমেইল : sabiha_mkt14th@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B-
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : If opportunity does not knock, build a door.

নাম : রিফ্‌ফাত শবনম
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স) এম.বি.এস (মাস্টার্স)
জন্ম তারিখ : ১৭ নভেম্বর ১৯৮৫
কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি: ৪, সেকশন: ৩, ব্লক: সি, কাদেরাবাদ হাউজিং কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01715104540
ইমেইল : riffat.mkt@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, গল্পের বই পড়া, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে"

নাম : নূর নাহার
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস, এম.বি.এস
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৮৬
যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ১০(৪এনসি), রোড: ৪, ব্লক: বি, আরিফাবাদ হাউজিং সোসাইটি, বর্ধিত পল্লবী, সেকশন:৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01717498289
ইমেইল : nahar.shilpi0601@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : If you fail never give up because.

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

নাম : মোঃ আবদুর রহমান
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স) এম.এসসি (ফিজিক্স) মাস্টার্স ইন আইটি
জন্ম তারিখ : ৫ নভেম্বর ১৯৬৬

যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা : ১৩৪৩/১, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01916590083
ইমেইল : mardcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : নিশ্চয়ই দিন ও রাতের আবর্তনের মাঝে রয়েছে চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন।

নাম : মোহাম্মদ ইলিয়াছ
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স) এম.এসসি (পরিসংখ্যান) পি.জি.ডি.সি.এস কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২ মার্চ ১৯৬৩

যোগদানের তারিখ : ৫ মে ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-১/বি, রোড-২/ডি, সেক্টর: ৪, রাজউক, উত্তরা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: কালখড়া, থানা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
ইমেইল : eliasmohammad63@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বইপড়া, ভ্রমণ এবং ঘুমানো
প্রিয় মন্তব্য : যেই নালে উৎপন্ন, সেই নালে বিনাশ।

নাম : **মোঃ শফিকুল ইসলাম**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৫ মে ১৯৬৫

যোগদানের তারিখ : ১৯ মার্চ ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: আগুনিয়াপাড়া, পো: বেনীপুর, উপজেলা: শৈলকুপা
জেলা: ঝিনাইদহ
যোগাযোগ : 01552389522
ইমেইল : shafiqdcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : নতুন কিছু অর্জন করা
প্রিয় মন্তব্য : নিজে ভাল তো সব ভালো।

নাম : **ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (গণিত)
এম.ফিল (গণিত), পিএইচ.ডি (গণিত)
জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৬৪

যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : স্কয়ার টাওয়ার, ৩৬/৬, ২বি, মিরপুর রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ঘোমগাঁও, ডাকঘর: রূপসী বাজার
উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
যোগাযোগ : 01715315454
ইমেইল : mirijaknd@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া
প্রিয় মন্তব্য : নিজের প্রতি আস্থা রাখা উচিৎ।

নাম : **মোঃ আব্দুল খালেক**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ২৫ মার্চ ১৯৭০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট: ৪-এ, প্লট: ৫, রোড: ৩, ব্লক: এফ, মিরপুর-২
ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পিরোজপুর, পো: হাটবারো বাজার
থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ
ইমেইল : makdcc@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : নিজের দোষ দেখ ও অপরের গুণ দেখ।

নাম : **বিষ্ণু পদ বণিক**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পরিসংখ্যান), এম.বি.এ
পি.জি.ডি.সি.এস, মাস্টার্স ইন আই.টি
জন্ম তারিখ : ১০ জানুয়ারি ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : বি-২৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাতাসাপট্টি, পুরান বাজার, চাঁদপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১৫০৮৪৩৫৬
ইমেইল : tamal2002@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : সু-শিক্ষিত ও স্ব-শিক্ষিত মানুষ অপরিহার্য।

নাম : **এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
MBA (Commonwealth)
DCAP (Computer)
জন্ম তারিখ : ২১ নভেম্বর ১৯৭১

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ অক্টোবর ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট: ১ বি, প্লট: ১৮, রোড: ১১/১, ব্লক: বি
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কালিয়াজুড়া. থানা: কোতয়ালী, জেলা: কুমিল্লা
ইমেইল : shdcc71@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ক্রিকেট, ফুটবল
প্রিয় মন্তব্য : সততাই সকল কাজের মূল সফলতা।

নাম : **আলেয়া পারভীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
DCAP (Computer), MBA
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯
বর্তমান ঠিকানা : ৭/৩/সি, পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দিয়াছেন, তাহার বক্ষে বেদনা অপার, তাহার নিত্য জাগরণ অগ্নিসম দেবতার দান।

নাম : **মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স)
এম.এসসি (পরিসংখ্যান)
এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
পিজিডিআইটি, মাস্টার্স ইন আই.টি
জন্ম তারিখ : ৮ নভেম্বর ১৯৭৭
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৫ মার্চ ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বেরুয়া, পো: বি.বি.গাঁও, থানা: কালীগঞ্জ
জেলা: গাজীপুর
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : মেহমানদারী করা
প্রিয় মন্তব্য : জীবনের উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা চাই।

নাম : **অনুপম দেবনাথ**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পরিসংখ্যান), মাস্টার্স ইন আই.টি
জন্ম তারিখ : ২ জানুয়ারি ১৯৭৪
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ডাকঘর : মাথাভাঙ্গা, হোমনা, কুমিল্লা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১২১১৯২৬৬
ইমেইল : anupam.debnath.ad@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B +
প্রিয় সখ : গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য : He prayeth best, who loveth best. All things both great and small.

নাম : **নার্পিস হায়দার**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি (সি.এস.ই)
এম.এসসি (এম.আই.টি)
জন্ম তারিখ : ১ মে ১৯৮৩
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১২
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট: শিমপুর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: কুমিল্লা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
মোবাইল নম্বর : ০১৬২৫০০১৮০০
ইমেইল : narpisdu@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : অবসরে নিজ গ্রামে হাঁটা
প্রিয় মন্তব্য : বিনয়ী হও এবং অধ্যাবসায় কর, সাফল্য নিশ্চিত।

নাম : **মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : পরিসংখ্যান কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এসসি ইন সি.এস.ই
এম.এসসি ইন সি.এস.ই
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ ১৯৮৪
কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১২
বর্তমান ঠিকানা : ১৩১, উদয়ন রক্ত করবী (কমার্স কলেজের পিছনে)
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: কাঠালিয়া, থানা: আমতলী, জেলা: বরগুনা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১৬১০১৬৫৯
ইমেইল : saad_cu@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : AB+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : নিজেকে জানুন

নাম : **নাজমা আক্তার**
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) in CSE
M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
কলেজে যোগদানের তারিখ : ৩ জানুয়ারি ২০১৫
স্থায়ী ঠিকানা : হাজীপাড়া, ঠাকুরগাও
মোবাইল নম্বর : ০১৯৫৪৫৫২২৩০
ইমেইল : atikbml@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : পরনিন্দা ভাল নয়।

নাম : **Suaiba Haque Turabi**
পদবী : Lecturer (Part-Time)
বিভাগ : Statistics, Computer and Mathematics
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) in CSE
M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : 25 November 1990
যোগদানের তারিখ : 3 January 2015
বর্তমান ঠিকানা : Udayan Raktokorubi, Flat: 13G
Dhaka Commerce College Rood, Mirpur-2
স্থায়ী ঠিকানা : House: 41, Rood: 02, Block: E, Banasree
Rampura, Dhaka-1219
ইমেইল : turabihq@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : Practice makes a man perfect.

নাম : **ফারজানা আকতার রিপা**
পদবী : প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ : পরিসংখ্যান কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : B.Sc (Hons) EEE
M.Sc in CSE
জন্ম তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১০ আগস্ট ২০১৫
বর্তমান ঠিকানা : ৩নং প্লট, কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৩০৬/২০৩ (ক), গর্জনখোলা, কুমিল্লা
ইমেইল : ripaiubat@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : গান শোনা

অর্থনীতি বিভাগ

নাম : **মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (অর্থনীতি), এম বি এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ৫ জানুয়ারি ১৯৬৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৭ অক্টোবর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা : এ-২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নারায়ন কোট, পো: জোড্ডা বাজার
উপজেলা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা
মোবাইল নম্বর : ০১৭১১-১৮১৫৩৬
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : খেলাধুলা
প্রিয় মন্তব্য : কর্মের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই।

নাম : **সুরাইয়া পারভীন**
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান)
স্নাতকোত্তর (অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ০৯ জুলাই ২০০১
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৫/D, বাসা নং-০৩, রোড নং-৬, রূপনগর আ/এ
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বাগান করা, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : প্রত্যেককে তাঁর কর্মফল ভোগ করতে হবে।

নাম : **হাফিজা শারমিন**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ৪ মে ১৯৭৮

যোগদানের তারিখ : ১৬ মে ২০০৪
বর্তমান ঠিকানা : ২৭/বি, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ী: ৩৫, রোড: ৯, সেক্টর: ৪, উত্তরা
ইমেইল : sharmin.dcc04@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, শপিং
প্রিয় মন্তব্য : সম্পর্ক গড়া কঠিন কিন্তু ভাঙ্গা সহজ।

নাম : **সুরাইয়া খাতুন**
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর
(অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
জন্ম তারিখ : ১০ জানুয়ারি ১৯৭৬

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ী: সি-১০, রোড: ৫/এ, আরামবাগ আ/এ
পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
ইমেইল : skbadhon21@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ, বই পড়া, গান শোনা
১২. প্রিয় মন্তব্য : হাল ছেড়োনা বন্ধু।

নাম : আহমেদ আহসান হাবিব
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি. এস.এস (অনার্স)
এম.এস.এস (অর্থনীতি), পি.জি.ডি (অর্থনীতি)
জন্ম তারিখ : ৩০ জুন ১৯৭৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা : বি-৩০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চক্‌কেশব, ডাক: বালুবাজার, থানা: মান্দা
তার অফিস: প্রসাদপুর, জেলা: নওগাঁ
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : গান শোনা, গান গাওয়া, বই কেনা, পড়া
প্রিয় মন্তব্য : অপ্রয়োজনীয় শব্দের উচ্চারণ থেকে বিরত থাকুন।

নাম : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্
পদবী : প্রভাষক
বিভাগ : অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস
পি জি ডি ইন ইকোনমিক্স
জন্ম তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১০
বর্তমান ঠিকানা : H: 10, Ro:1, Floor: 5 (west)
section: A, Mirpur-1
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বরুয়াজানি, ডাকঘর: কাকরকান্দি
উপজেলা: নালিতাবাড়ী, জেলা: শেরপুর
রক্তের গ্রুপ : বি +
প্রিয় সখ : বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : বাবার পরামর্শ- 'বিবেকের শাসন মেনে চলবে।'

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নাম : মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (অনার্স), এম.বি.এস
এম.বি.এ (এইচ.আর.এম)
জন্ম তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ : ৯ নভেম্বর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা : এ-৭, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : হাওলাদার বাড়ী, গ্রাম: চরপক্ষী, পো: হায়দরগঞ্জ
উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষীপুর
মোবাইল নম্বর : ০১৭১৫০৪২৭০১
ইমেইল : eunushowlader@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : বই পড়া, লেখা, ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা।

নাম : মোঃ আবু তালেব
পদবী : প্রফেসর
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (অনার্স)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.ফিল
জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৬৪

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা : ১৩১, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পো: জুরকাঠী, উপজেলা: নলছিটি
জেলা: ঝালকাঠী
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : সঠিক সময় সঠিক কাজটি করা
প্রিয় মন্তব্য : শৃঙ্খলাই মানুষের জীবনের উন্নতির সহায়ক।

নাম : মোঃ নজরুল ইসলাম
পদবী : সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান)
এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.বি.এ
জন্ম তারিখ : ১৪ অক্টোবর

যোগদানের তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা : এ-২০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: নলঘরিয়া, পো: লোকনাথপাড়া
উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া
যোগাযোগ : 01913520407
ইমেল : nazrulssm@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া (ইতিহাস ভিত্তিক) ও ভ্রমণ করা
প্রিয় মন্তব্য : "ভুল করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, কিন্তু প্রকৃত মানুষ সেই-যার জীবনে কোন ভুলের পূণরাবৃত্তি নেই।"

নাম : মোঃ এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
পদবী : সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এস (সম্মান)
এম.বি.এস (হি.বি), এম.বি.এ (H R M)
জন্ম তারিখ : ১৩ মার্চ ১৯৬৮

কলেজে যোগদানের তারিখ : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা : বি-১৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হাপানীয়া, পো: লক্ষীধর পাড়া
থানা: রামগঞ্জ, জেলা লক্ষীপুর
ইমেইল : mizanurrahan262@gmail.com
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : দৈনন্দিন কাজ ও ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য : আধুনিক বাণিজ্য শিক্ষার পথ প্রদর্শক শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের কর্ম দক্ষতাই আমাদের পথ নির্দেশনা।

নাম	**: মোঃ মাহফুজুর রহমান**
পদবী	: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	: সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.কম (অনার্স), এম.বি.এস, এম.বি.এ
জন্ম তারিখ	: ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮
যোগদানের তারিখ	: ২০ নভেম্বর ২০০৪
বর্তমান ঠিকানা	: বি-৩২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর ছেঙ্গারচর, পো: ষাটনল থানা: মতলব(উত্তর), জেলা: চাঁদপুর
যোগাযোগ	: 01718097978
রক্তের গ্রুপ	: O+
প্রিয় সখ	: ভ্রমণ করা এবং দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা
প্রিয় মন্তব্য	: "If the students have not learn, teacher have not tought" -অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যদি না শেখে তাহলে বুঝতে হবে। শিক্ষক তাদের পাঠদান করেন নি।

নাম	**: মোঃ শহীদুল ইসলাম**
পদবী	: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	: সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.কম (অনার্স) এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ	: ৩০ জুন ১৯৭২
যোগদানের তারিখ	: ১৮ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা	: বি-৩৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বটকাজল, পো: নগর হাট, উপজেলা: বাউফল জেলা: পটুয়াখালী
রক্তের গ্রুপ	: B+
প্রিয় সখ	: ফুটবল খেলা দেখা ও বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য	: সৎ উপার্জন শ্রেষ্ঠ কর্ম।

সমাজবিদ্যা বিভাগ

নাম	**: মোঃ মাওসুফা ফেরদৌসী**
পদবী	: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	: সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক (সম্মান) এম.এসসি (ভূগোল), এম.ফিল
জন্ম তারিখ	: ২৯ আগস্ট ১৯৬৩
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ২২ অক্টোবর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা	: ৮/এ, ১২/২, সড়ক নং-১৪ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ঐ
রক্তের গ্রুপ	: B+
প্রিয় সখ	: গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য	: নিজেকে সমালোচনা, বিশ্লেষণ করা দরকার

নাম	**: মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া**
পদবী	: প্রফেসর
বিভাগ	: সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক (সম্মান), মাস্টার্স (ভূগোল) এম.বি.এ
জন্ম তারিখ	: ১ আগস্ট ১৯৬৩
যোগদানের তারিখ	: ১ অক্টোবর ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা	: ফ্লাট নং : এ-১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : পূর্ব কোরোয়া, পো: পূর্ব কেরোয়া থানা ও উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
যোগাযোগ	: 01817094439
রক্তের গ্রুপ	: A+
প্রিয় সখ	: আড্ডা দেয়া এবং খেলা দেখা
প্রিয় মন্তব্য	: ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে কলেজের নানামুখী উন্নয়নের অংশিদার হতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

নাম	**: শবনম নাহিদ স্বাতী**
পদবী	: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	: সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক, স্নাতকোত্তর (সমাজ বিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ	: ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
যোগদানের তারিখ	: ০২ নভেম্বর ১৯৯৯
বর্তমান ঠিকানা	: বাড়ি: ৩৬৫/৩-এ, ফ্ল্যাট-৪এ, সড়ক নম্বর-৬ বারিধারা ডিওএইচএস, গুলশান, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: জাম নগর, বাগাদীপাড়া, নাটোর
ইমেইল	: swati.rahman2@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	: O+
প্রিয় সখ	: সাহিত্য চর্চা
প্রিয় মন্তব্য	: একজন ব্যক্তি কখনই একই নদীতে দুবার পা দিতে পারে না

নাম	**: মারুফা সুলতানা**
পদবী	: প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ	: সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক, স্নাতকোত্তর (ইতিহাস)
জন্ম তারিখ	: ১২ অক্টোবর ১৯৭৬
যোগদানের তারিখ	: ১২ মে ২০১৪
বর্তমান ঠিকানা	: ৫/৭-এ (৫ম তলা), পল্লবী, মিরপুর-সাড়ে এগারো, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরমাহমুদী, পো: গৌরীপুর, থানা: দাউদকান্দি জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ	: B+
প্রিয় সখ	: বই পড়া, টেলিভিশনে এবং স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখা, ভ্রমণ করা, গানশোনা
প্রিয় মন্তব্য	: "সর্বহারাদের হারাবার কিছু নেই, পাবার আছে অনেক কিছু"

নাম	**: মোঃ শফিকুর রহমান**
পদবী	: প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
বিভাগ	: সমাজবিদ্যা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর (ইতিহাস)
জন্ম তারিখ	: ৩০ নভেম্বর ১৯৮৯
যোগদানের তারিখ	: ১৫ জানুয়ারি ২০১৫

বর্তমান ঠিকানা	: ১২৭, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর বালাপাড়া, পো: চাপারহাট উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট
যোগাযোগ	: 01723673401
ইমেইল	: shafiq_du@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ	: O+
প্রিয় সখ	: বই পড়া, ঘুরে বেড়ানো, মাছধরা, ঘুড়ি ওড়ানো
প্রিয় মন্তব্য	: And miles to go before I sleep.....

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

নাম	**: ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ**
পদবী	: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	: ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা) এম.ফিল, পিএইচ.ডি (ব্যবস্থাপনা)
জন্ম তারিখ	: ২৪ মার্চ ১৯৭৩

কলেজে যোগদানের তারিখ	: ২৮ জুলাই ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা	: এ-২২, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম ও পো: পানপাড়া, উপজেলা: রামগঞ্জ জেলা: লক্ষ্মীপুর-৩৭২২
রক্তের গ্রুপ	: A+
প্রিয় সখ	: বই পড়া, ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য	: 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' বেঁচে থাকতে চাই।

শারীরিক শিক্ষা

নাম	**: ফয়েজ আহমদ**
পদবী	: শরীরচর্চা শিক্ষক
বিভাগ	: শারীরিক শিক্ষা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক, স্নাতকোত্তর এম.বি.এ, এম.পি.এড
জন্ম তারিখ	: ১ আগস্ট ১৯৬৭

কলেজে যোগদানের তারিখ	: ২৪ জুন ২০০০
বর্তমান ঠিকানা	: বি-৬, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গজারীয়া, ডাকঘর: নিলাম হাট উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী
যোগাযোগ	: 01777320024
ইমেইল	: faizahmd118@roclalmail.com
রক্তের গ্রুপ	: A+
প্রিয় সখ	: ভ্রমণ
প্রিয় মন্তব্য	: সেবার মাঝে বেঁচে থাকো সবার কাছে।

গ্রন্থাগার

নাম	**: মুহাম্মদ আশরাফুল করিম**
পদবী	: গ্রন্থাপারিক
বিভাগ	: গ্রন্থাগার
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)
জন্ম তারিখ	: ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪

কলেজে যোগদানের তারিখ	: ১০ এপ্রিল ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা	: বি-২০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুসলিম পাড়া, ডাকঘর: জংগলবাড়ি উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
ইমেইল	: ashraful1974@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ	: AB+
প্রিয় সখ	: বই পড়া, গান শোনা
প্রিয় মন্তব্য	: আদর্শের দৃঢ়তাই ব্যক্তির সততার মূল ভিত্তি।

শাখা প্রধান পরিচিতি

মেডিকেল শাখা

নাম : **ডাঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী**
পদবী : মেডিকেল অফিসার
বিভাগ : মেডিকেল শাখা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : এম.বি.বি.এস, পি.জি.টি (চক্ষু)
ডি.এম.ইউ, সি.সি.ডি
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪

যোগদানের তারিখ : ৭ এপ্রিল ২০১২
বর্তমান ঠিকানা : ২৫, পশ্চিম সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : 01672201366
রক্তের গ্রুপ : B+

অফিস শাখা

নাম : **মোহাম্মদ নূরুল আলম**
পদবী : প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বিভাগ : অফিস
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : এম.এস.এস
জন্ম তারিখ : ১ নভেম্বর ১৯৫৭

যোগদানের তারিখ : ১ ডিসেম্বর ১৯৯১
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রাখালিয়া, পোস্ট: রাখালিয়া বাজার, উপজেলা: রায়পুর
জেলা: লক্ষ্মীপুর
যোগাযোগ : 01817590476
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা

হিসাব শাখা

নাম : **মোঃ আশরাফ আলী**
পদবী : উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বিভাগ : হিসাব
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.বি.এ (এআইএস)
এম.বি.এ (এআইএস)
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭
যোগদানের তারিখ : ১ জুন ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : বি-১০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কুনকুনিয়া, পো: ছালাভরা, থানা: কাজীপুর
জেলা: সিরাজগঞ্জ
যোগাযোগ : 01712171312
ইমেইল : ashrafdu77@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : O+
প্রিয় সখ : ভ্রমণ করা ও মাছ ধরা
প্রিয় মন্তব্য : সদা সত্য কথা বলা

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

নাম : **মোঃ এনায়েত হোসেন**
পদবী : উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বিভাগ : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
এম.বি.এ (এইচআরএম)
জন্ম তারিখ : ৬ এপ্রিল ১৯৮৪
যোগদানের তারিখ : ১ জুলাই ২০১৩

বর্তমান ঠিকানা : হাজী মোঃ শামসুল হক, ৬৫/৬৬ শাইন পুকুর রোড
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বড়াকোঠা, পো: ডাকুয়ার হাট
উপজেলা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : B+
প্রিয় সখ : বই পড়া
প্রিয় মন্তব্য : ভালো অভ্যাস গড়ি প্রতিদিন

প্রকৌশল শাখা

নাম : **মোঃ সেলিম রেজা**
পদবী : সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ : প্রকৌশল
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এস.সি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
জন্ম তারিখ : ৮ জুন ১৯৭৫

কলেজে যোগদানের তারিখ : ১ অক্টোবর ১৯৯৬
বর্তমান ঠিকানা : ৪৩ বড়বাগ, মিরপুর: ২, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
যোগাযোগ : ০১৭১২২২১৩০৩
ইমেইল : salim_reza07@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ : A+
প্রিয় সখ : গাছ লাগানো

কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি

অফিস

জাফরিয়া পারভীন
উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ আবদুর রহিম
এস্টেট অফিসার

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী

মোঃ শাহ্ আলম
অফিস সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ বেল্লাল হোসেন ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোহাম্মদ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দীন
পিয়ন

মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন

মোঃ ইমরান হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মোঃ আলমগীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সেলিম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড

মোঃ দাউদ আলী
গার্ড

মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড

মোঃ রমজান আলী
মালী

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মিঃ জেকুব
ক্লিনার

মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার

মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার

হিসাব শাখা

আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

মোঃ নুরুল আমিন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লাইব্রেরি শাখা

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরী সহকারী (মার্কেটিং)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরী সহকারী (ইংরেজি)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরী সহকারী (ফিন্যান্স)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরী সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবু নোমান শাকিল
লাইব্রেরী সহকারী (হিবি)

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ রাশেদুল কবির
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন

মেডিকেল শাখা

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

প্রকৌশল শাখা

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মজিবুর রহমান
বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার

মোঃ আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)

মোঃ কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নুরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

বিভাগীয় কর্মচারী

মোঃ শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ইংরেজি)

নূর মোহাম্মদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
জেষ্ঠ্য পিয়ন (মার্কেটিং)

মোঃ বিপ্লব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

নুর হোসেন
পিয়ন (সাচিবিক বিদ্যা)

একনজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

HSC

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যেঃ ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ম) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার
২০০৩*	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%

* ২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৭ জন। উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কেউ জিপিএ ৫ পায়নি।

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	-
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২), ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম,(২), ১৩তম, ১৫তম ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	-	-	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	-	৪৬	২	-	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	-	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	-	৪২	২	-	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	-	৪৬	-	-	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	-	৪৯	২	-	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	-	-	৫০	১০০%	
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	-	-	৪৫	১০০%	
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	-	-	৫৪	১০০%	
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	-	৪৪	৯৮%	
	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%	
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%	
	২০১২	৫২	৬	৪৫	-	-	৫১	৯৮%	
পরিসংখ্যান	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	-	-	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম),১২,১৩,১৪,১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	-	-	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	-	-	৫	১০০%	১০ম ও ১৬তম।
	২০০২	৫	-	৫	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৩	৯	৭	২	-	-	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	-	১	১৪	১০০%	
	২০০৬	৬	-	৬	-	-	৬	১০০%	
	২০০৭	৫	১	৪	-	-	৫	১০০%	
	২০০৯	২	-	২	-	-	২	১০০%	
ইংরেজি	২০০০	৩২	-	১২	১৭	-	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	-	৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	-	৯	২৮	-	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	-	২৩	২০	-	৪৩	৮৯.৫৮%	-
	২০০৫	২৬	-	২৩	২	১	২৬	১০০%	
	২০০৬	১২	-	১০	২	-	১২	১০০%	
	২০০৭	৩১	-	২৬	৫	-	৩১	১০০%	
	২০০৮	১৮	-	১৪	৪	-	১৮	১০০%	
	২০০৯	১৮	-	১৩	৪	-	১৭	৯৪.৪৫%	
	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%	
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%	
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%	
অর্থনীতি	২০০০	১৪	৪	১০	-	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	২	৩০	৯১%	২য়।
	২০০২	৯	২	৫	১	১	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	-	১১	৪	-	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৫	১৯	-	১৬	৩	-	১৯	১০০%	
	২০০৬	২১	-	২০	১	-	২১	১০০%	
	২০০৭	১৬	১	১১	২	১	১৫	৯৩%	
	২০০৮	৮	-	৬	২	-	৮	১০০%	
	২০০৯	৭	২	৫	-	-	৭	১০০%	
	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%	
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%	
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%	

একনজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	-	৩২	১০০%	২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	-	২৩	-	২৩	১০০%	-
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	-	১৬	৩	১৯	১০০%	-
	২০০০	১১	-	১০	১	১১	১০০%	-
	২০০১	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০২	২১	১	২০	-	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০৪	১৭	৩	১৪	-	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	-	৫	১০০%	-
	২০০৮	২৬	২৫	১	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%	-
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম ও ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%	
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	-	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	-	১৭	-	১৭	১০০%	-
	১৯৯৮	২	-	২	-	২	১০০%	-
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	-
	২০০১	১৪	১	১৩	-	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	-	৭	-	৭	১০০%	-
	২০০৩	২১	৪	১৭	-	২১	১০০%	১৪তম, ২৬তম(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	-	২১	১০০%	১৩তম, ২৬তম, ২৮তম, ৩২তম, ৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	-	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম, ২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	-	-	১৫	১০০%	-
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	-	৩৪	১০০%	-
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%	-
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%	
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	-	৬	১	৭	১০০%	-
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	-	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	-	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ(২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	-	২২	১০০%	১ম, ২য়(২জন)।
	২০০৩	১৬	-	১৪	১	১৫	১০০%	-
	২০০৪	১৪	৫	৯	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	-	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	-	২৬	১০০%	-
	২০০৮	২৬	১৪	১২	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%	
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম(৩জন), ৮ম ও ৯ম(২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম(২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য়(২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮(২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম(২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম(২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২জন) ১৫তম, ১৬তম(২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	-
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	-
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	-
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়।
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮%	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম(২জন), ২০তম, ৩০তম ও ৩৩তম।
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম(২) ও ২১তম।
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ।
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	-
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	-
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%	-
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%	-
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%	

রজত জয়ন্তী

২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ

২৫ বছর পরিক্রমা

১৯৮৯ - ২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ: সফলতার ২৫ বছর

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যখন পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে কৃষ্ণমেঘের উত্তালনৃত্য, সন্ত্রাসের বিষবাষ্পে কলুষিত শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, সর্বত্র নকলের জয়যাত্রা, শাসকের বুলেট আর বেয়নেটের ঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেহ, মসি কেড়ে শিক্ষার্থীর কোমল হাতে পৌঁছে দেয়া হলো ভয়ঙ্কর অসি, সরকারের দাক্ষিণ্যভোগের লিপ্সায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক, ঠিক তখন ১৯৮৯ সালে রাজধানীর কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের শিশুদের আঙ্গিনায় ভূমিষ্ঠ হলো ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আলোকবর্তিকা, যার রোদ ও তেজে ভেসে যায় শিক্ষাকাশের কালোমেঘ, শৈশবেই যার বলিষ্ঠ চাহনিতে মুগ্ধ সকলে, কৈশোরে যার নাম তামাম দেশ জুড়ে, যৌবনে যে শিক্ষার বিশ্বপল্লীতে অবগাহন করছে, সর্বদাই যে সাফল্যের শীর্ষে, তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছরের শিশুকালে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছরের কৈশোরকালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী যার নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি লাভ করেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শামসুল হুদা, এফ.সি.এ। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও অরাজনৈতিক সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (১৯৮৮-৮৯)-র আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটি (১৯৮৯-৯০)-র সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা, নির্বাহী কমিটি (১৯৯০-৯১) এর সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (১৯৯১-৯৮), সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল (২০০২-২০০৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১ ও ২০০৯ থেকে বর্তমান)।

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন, শিক্ষক সংখ্যা ১৩২, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১০৩ এবং পরিচালনা পরিষদ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার বই ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়া সকল সম্মান শ্রেণির বিভাগে স্বতন্ত্র সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সবগুলো সেমিনার লাইব্রেরিতে প্রায় ১৫ হাজার গ্রন্থ রয়েছে। কলেজের ৪ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব। কলেজের পরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। শিঘ্রই ডায়নামিক ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সফ্‌টওয়্যারে সম্পাদন করা হবে। সাফল্যের সুতিকাগার ঢাকা কমার্স কলেজের অর্থায়নে ৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)'।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি একদল কমিটেড শিক্ষকের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবক সর্বদা কলেজের বিধি-বিধান মেনে চলছেন।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি আর্দশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতি টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা। নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে সেরা পণ্য তৈরি যেন এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। জুৎসই পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। অত্র কলেজের এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ

মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে। বোর্ড মেধাতালিকায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ১ম সহ ৪ জন, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য় সহ ১০ জন, ১৯৯৬ সালে ১ম সহ ১৩ জন, ১৯৯৭ সালে ৪ জন, ১৯৯৮ সালে ৭ জন, ১৯৯৯ সালে ৮ জন, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় সহ ১৩ জন, ২০০১ সালে ১ম সহ ৬ জন ও ২০০২ সালে ১ম ও ৩য় সহ ৪ জন মেধাস্থান লাভ করে। ২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অত্র কলেজের গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং এই ১৩ বছরে ২২০৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোনো কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। সৃষ্টিলগ্ন থেকে কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯৮%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৭%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থকীট হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও এরা সদা অগ্রগামী। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রায় প্রতি বছরই পদক ছিনিয়ে আনে। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিএনসিসি নৌ উইং, আন্তর্জাতিক রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, সাধারণজ্ঞান ক্লাব, বির্তক ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, নাট্য পরিষদ, নৃত্য ক্লাব, সঙ্গীত পরিষদ, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, রিডার্স এন্ড রাইটার্স সোসাইটি, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, নেচার স্টাডি ক্লাব, আইটি ক্লাব, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব এবং বন্ধন সমাজকল্যাণ সংঘ। কলেজে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রেডক্রিসেন্ট, সন্ধানী, অরকা, থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল ও আহছানিয়া মিশন রক্তদান ইউনিট এবং যুব পর্যটক ক্লাব শাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। কলেজের রয়েছে 'কণিকা' রক্তদান সংগঠন। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বন্যার্ত ও শীতার্তদের মাঝে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। প্রতিবারই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকল শ্রেণিতে প্রত্যহ প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভাণ্ডার। বার্ষিকী, মাসিক পত্রিকা, জার্নাল, বিভাগীয় স্যুভেনির, সার্ক ট্যুর স্যুভেনির, বিশেষ স্মরণিকা, স্মৃতি অ্যালবাম, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, টেলিফোন ইনডেক্স, প্রশ্নব্যাংক, দেয়ালিকা, শুভেচ্ছাকার্ড ইত্যাদি নিয়মিত বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজই দেশে প্রথম অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে। প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অত্র কলেজের সংবাদ গুরুত্বসহ সচিত্র প্রকাশ করছে।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে প্রতিষ্ঠানটি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কোল ঘেঁষে। আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলী এবং মনোলোভা সৌকর্যমণ্ডিত কলেজ ভৌতকাঠামো যেন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। ১৫শ আসন বিশিষ্ট প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়াম এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়েছে ৭২ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। অডিটোরিয়াম সংলগ্ন কলেজ মাঠটি যেন আবাসিক শিক্ষক পরিবার ও শিক্ষার্থীদের 'ফুসফুস'। কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ জিমনেশিয়াম। কলেজ অঙ্গনে ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া এবং ২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জেগানা নামাজ ঘর। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের সুবিধার্থে কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছে ২টি জেনারেটর। কলেজ ও আবাসিক ভবনের পানীয় ব্যবস্থা কলেজের নিজস্ব ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। রূপনগর আবাসিক এলাকা ও মিরপুর বেরিবাঁধ সংলগ্ন কলেজের কয়েকটি প্লটে কর্মচারী আবাসিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কলেজে স্থাপিত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের এটিএম বুথ এবং বেতন কালেকশন সেন্টার কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাংক লেনদেন এবং শিক্ষার্থীদের বেতন পরিশোধ সহজ ও আরামদায়ক করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ৩৫ হাজার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে তাদের ক্ষুরধার মেধা, নিপুণ যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা দখল করে নিয়েছে দেশের সব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক-বিমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যম পর্যন্ত। ২০৩৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণ জয়ন্তীতে হয়তো দেখা যাবে গণতান্ত্রিক এদেশটির নেতৃত্ব দিচ্ছে এ কলেজেরই বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী; সুনাম, ফল আর কৃতিত্বে এটি হবে আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি। সাফল্যের কক্ষপথ পরিক্রমায় কোনোরূপ বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা যায়নি। তবুও কলেজের শরীরে কোনো

কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০৩৯ সালের মধ্যে তা পলিমাটিতে সমৃদ্ধ হয়ে যাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে নিয়ত সংযোজিত হোক নব সাফল্যের অনবদ্য সৃষ্টি- এই আমাদের প্রত্যাশা।

নিচে একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছরের বহুমাত্রিক কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো:

ঢাকা কমার্স কলেজ: একনজরে ২৫ বছর পরিক্রমা

১৯৮৯

১ জুলাই: কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কলেজের প্রথম সাইনবোর্ড উত্তোলন।

১ আগস্ট: অধ্যাপক মোঃ শামসুল হুদার অধ্যক্ষ পদে যোগদান।

৬ আগস্ট: প্রথমবারে মতো ছাত্র ভর্তির আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস বিতরণ।

২১ সেপ্টেম্বর: সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি পদে জনাব মোহাম্মদ তোহা-র যোগদান।

১১ অক্টোবর: প্রথম ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি এবং ক্লাস কার্যক্রম শুরু।

১৯৯০

১ ফেব্রুয়ারি: ধানমন্ডির রোড নং: ১২-এ, বাড়ি নং: ২৫১ তে কলেজ স্থানান্তর।

২০ ফেব্রুয়ারি: প্রথম বনভোজন।

২৩ মে: প্রথম ঈদ পুনর্মিলন।

১৭ জুন: প্রথম শিক্ষক ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম।

২৫ জুন: প্রথম সাংস্কৃতিক সপ্তাহ শুরু।

১ জুলাই: কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' ১ম সংখ্যা প্রকাশ।

১ জুলাই: কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

১ জুলাই: প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।

১ জুলাই: প্রথম বার্ষিক ভোজ।

২৫ জুলাই: প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী কলেজ নির্বাহী কমিটির সভাপতি নিয়োগ।

১ আগস্ট: প্রফেসর কাজী ফারুকী'র অধ্যক্ষ পদে যোগদান।

২৩ অক্টোবর: শিক্ষার্থীদের প্রথম শিল্পকারখানা (নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস) পরিদর্শন।

৩০ ডিসেম্বর: কুমিল্লার শালবন বিহারে বনভোজন।

১৯৯১

২৩ মার্চ: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন।

৪ সেপ্টেম্বর: ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদকে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নিয়োগ।

১৯ সেপ্টেম্বর: কলেজের প্রথম ব্যাচের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। ৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৩ জন ১ম বিভাগ পায় এবং মেধাতালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন।

১৫ নভেম্বর: দ্বিতীয় শিক্ষক ওরিয়েন্টশন কোর্স।

১৯৯২

৫ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১১ ফেব্রুয়ারি: প্রথম ব্যাচের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা।

২০ ফেব্রুয়ারি: ভারতে প্রথম শিক্ষাসফর।

২৩ জুন: দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা।

৫ জুলাই: শিক্ষার্থীদের ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানা পরিদর্শন।

৭ জুলাই: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২৭ সেপ্টেম্বর: উচ্চমাধ্যমিক ২য় ব্যাচের ফলাফল প্রকাশ। মেধা তালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থান অর্জন।

২৯ অক্টোবর: উচ্চমাধ্যমিক ৪র্থ ব্যাচের নবীন বরণ।

২৩ নভেম্বর: কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা।

২৭ ডিসেম্বর: প্রথমবারের মত ৪শ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ।

১৯৯৩

১৪ এপ্রিল: ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে বাংলা ১৪০০ সাল বরণ অনুষ্ঠান।

১৭ মে: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু উপলক্ষে মিলাদ।

২২ মে: বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া সপ্তাহ শুরু।

৯ জানু: অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর ঢাকা মহানগরে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার লাভ।

৫ আগস্ট : বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও ভোজ।

২ অক্টোবর: একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ।

৫ অক্টোবর: সুন্দরবন ভ্রমণ।

১৯৯৪

২ জানুয়ারি: ১ নং অ্যাকাডেমিক ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

৮ জানুয়ারি: বি.কম (পাস) পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

২৭ জানুয়ারি: শিক্ষার্থীদের কক্সবাজারে শিক্ষাসফর।

৯ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক বনভোজন।

১৫ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২৭ জুন: বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশগ্রহণ।

১৮ আগস্ট: বরিশালে ইলিশ ভ্রমণ।

২ নভেম্বর: বান্দরবানে শিক্ষাসফর।

২৭ নভেম্বর: লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস পরিদর্শন।

১৯৯৫

১৫ জানুয়ারি: মিরপুরের বর্তমান স্থানে কলেজ কার্যক্রম শুরু।

৮ ফেব্রুয়ারি: ইফতার পার্টি।

১৮ ফেব্রুয়ারি: কলেজে অনার্স কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই।

৮ মার্চ: অনার্স ভর্তি ফরম বিতরণ।

১৫ মার্চ: কলেজের অডিও ভিডিও সিস্টেমে পদার্পণ।

৪ মে: ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স উদ্বোধন।

১০ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৫ জুন: রাজশাহীতে শিক্ষকদের আম্রভ্রমণ।

২৮ জুন: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি উদ্বোধন।
২ জুলাই: শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
২৬ জুলাই: ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান।
২১ আগস্ট: ইন্টারকম সার্ভিস শুরু।
৩০ আগস্ট: টাঙ্গাইলে টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
৭ আগস্ট: শিক্ষকদের খাগড়াছড়ি ভ্রমণ।
১০ অক্টোবর: একাদশ শ্রেণির ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১৩ অক্টোবর: প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস-এর সাথে কলেজ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।
২৬ নভেম্বর: ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স ১ম পর্ব কোর্স উদ্বোধন।

১৯৯৬

১৯ জানুয়ারি: শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
১২ মে: সম্মান শ্রেণির নবীন বরণ।
৮ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৫ মে: শিক্ষকদের সিলেট ভ্রমণ।
২৭ জুলাই: কলেজের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।
৩১ আগস্ট: ব্যবস্থাপনা বিভাগের 'ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ' পালন এবং কলেজের প্রথম বিভাগীয় ম্যাগাজিন 'ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট' প্রকাশ।
৩ সেপ্টেম্বর: একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ।
৮ সেপ্টেম্বর: এদিন থেকে প্রতিদিন প্রথম ঘণ্টায় সকল শ্রেণিতে অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস চালু।
১১ সেপ্টেম্বর: ব্যবস্থাপনা বিভাগ আয়োজিত প্রথম বিভাগীয় সেমিনার।
৪ অক্টোবর: শিক্ষকদের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ।
৪ নভেম্বর: ঢাকা কমার্স কলেজ এর জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ।
১৩ নভেম্বর: মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর প্রকাশনা উৎসব।
২১ নভেম্বর: কলেজ ও অধ্যক্ষের 'লায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণপদক ১৯৯৬' লাভ।
৫ ডিসেম্বর: মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স উদ্বোধন।
২৪ ডিসেম্বর: বিজয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন।
৩০ ডিসেম্বর: সুন্দরবনে বনভোজন ও শিক্ষাসফর।

১৯৯৭

২৭ ফেব্রুয়ারি: কলেজে গভীর নলকূপ স্থাপন।
১৩ মে: চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ।
১৭ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৯ আগস্ট: বার্ষিক নৌবিহার।
ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর।

১৯৯৮

১০ জানুয়ারি: ইফতার পার্টি।
১৯ ফেব্রুয়ারি: শিক্ষকদের নেত্রকোনা ভ্রমণ।
২২ মার্চ: এম.কম. পার্ট-২ এর নবীন বরণ।
২৬ মার্চ: বিশ্ববিদ্যালয় (বিইউবিটি)'র সাইনবোর্ড উত্তোলন।
৩১ মার্চ: নবম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন এ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম।
১২ এপ্রিল: মোঃ শামসুল হুদা'র অধ্যক্ষ পদে যোগদান।
১০ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৩ জুন: স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণির নবীন বরণ।
৬ জুলাই: ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নিয়োগ।
২৬ জুলাই: বিবিএ প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
৮ আগস্ট: রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনী।
২০ আগস্ট: প্রথম বারের মত আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম (ভয়েস অব আমেরিকা) এ অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার প্রচার।
৩ সেপ্টেম্বর: বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ শুরু।
১৭ সেপ্টেম্বর: একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ।
২৭ ডিসেম্বর: প্রফেসর কাজী ফারুকী'র পুনরায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান।

১৯৯৯

২ জানুয়ারি: কলেজ ইফতার পার্টি।
১৯ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২১ ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস পালন।
২৬ মার্চ: স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
১ জুন: স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণির নবীন বরণ।
২ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২২ জুলাই: নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।
৪ আগস্ট: দশম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম।
ব্যবস্থাপনা মাস্টার্স শেষবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতি অ্যালবাম 'স্মৃতি' প্রকাশ।
১৩ আগস্ট: একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ।
১৫ আগস্ট: সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ শুরু।
মার্কেটিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর।
১ সেপ্টেম্বর: বার্ষিক নৌবিহার।
ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর।

২০০০

১৫ জানুয়ারি: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।
২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন।
২৯ ফেব্রুয়ারি: স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণির ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১১ মার্চ: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৬ মার্চ: স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।
৮ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস পালন।
১৭ আগস্ট: বার্ষিক নৌবিহার।
৫ সেপ্টেম্বর: বিরল ওয়াইল্ড পোলিও আক্রান্ত অমিত-এর চিকিৎসার্থে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মচারীদের থেকে ১,৫২,২০২ টাকা প্রদান।
১৫ সেপ্টেম্বর: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের কারণে শিক্ষকদের নৈশভোজ।
ফিন্যান্স সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর।
৩০ সেপ্টেম্বর: ১২ তলা বিশিষ্ট ১ নং শিক্ষক ভবন উদ্বোধন।
: ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর।
১৮ অক্টোবর: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরাবাসীদের মধ্যে ৮০ হাজার টাকা ও ১৪ বস্তা কাপড় বিতরণ।
৪ নভেম্বর: হাউজিং থেকে প্রাপ্ত ১৪.৩৯ কাঠা জমি বর্ধিত ক্যাম্পাস হিসেবে উদ্বোধন।
১৯ নভেম্বর: সুন্দরবন ভ্রমণ শুরু।
৯ ডিসেম্বর: কলেজ ইফতার পার্টি।

২০০১

২৩-২৫ মার্চ: যুগপূর্তি উদ্‌যাপন।
২৩ জানুয়ারি: বিবিএ চতুর্থ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
২১ ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস পালন।
২৫ ফেব্রুয়ারি: স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণির নবীণ বরণ।
২৩-২৫ মার্চ: কলেজের যুগপূর্তি উদযাপন।
২৩ মার্চ: যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে র‍্যালি।
: রক্তদান কর্মসূচি।
: বিশ্ববিদ্যালয় ভবন (বিইউবিটি)'র উদ্বোধন।
: গুণীজন সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদান।
: যাদুঘর ও স্থিরচিত্র সংগ্রহশালা উদ্বোধন।
: প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুর্নমিলনী।
২৪ মার্চ: চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
২৪ মার্চ: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
২৪ মার্চ: সেমিনার আয়োজন।
: নাটক 'গ্রহণের কাল' মঞ্চস্থ।
২৫ মার্চ: মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বর্ণপদক বিতরণ।
: অডিটোরিয়াম ও ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ক্রেস্ট প্রদান।
২৬ মার্চ: মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
মে: পরিসংখ্যান বিভাগে মাস্টার্স কোর্স শুরু।
৯ জুলাই: বিবিএ কম্পিউটার ক্লাবের বনভোজন।
১৭ জুলাই: ইয়ানতাই রেস্টুরেন্টে হিসাববিজ্ঞান সম্মান শ্রেণির ক্লাস সমাপনী।
১৯ জুলাই: 'মার্কেটিং ডে' উদযাপন।
১৮ আগস্ট: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ গঠিত।
১৪ সেপ্টেম্বর: ইলিশ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত।
৫-২০ অক্টোবর: ফিন্যান্স সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সার্ক শিক্ষাসফর।
২২ অক্টোবর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কোটবাড়ি শিক্ষাসফর।
৫ নভেম্বর: ফিন্যান্স ৪র্থ ও ৫ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফর।
১৪ নভেম্বর: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের গাজীপুরের মনিপুরে বনভোজন।
২৭ নভেম্বর: কলেজের ইফতার পার্টি।
৫-১৩ নভেম্বর: শিক্ষকদের সার্ক ট্যুর।
২৫ নভেম্বর: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।
১৫ নভেম্বর: অর্থনীতি সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মিল্কভিটা পরিদর্শন।

২০০২

১ জানুয়ারি: ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্সের উদ্বোধন।
২৪ জানুয়ারি: বার্ষিক ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল প্রতিযোগিতা।
৪-৯ ফেব্রুয়ারি: সুন্দরবন ভ্রমণ।
১০ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক পুরস্কার ও স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠান।
১১ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ভোজ।
১৪ ফেব্রুয়ারি: ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার গ্রহণ।
১৭ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৫ মার্চ: 'নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন' বিষয়ক সেমিনার।
: বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
৩১ মার্চ: বিবিএ ৫ম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
৪ জুন: 'শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।
৫ জুন: শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে 'সেবা দিবস' পালন।
৮ জুন: চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৬-৭ জুন: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।
৯ জুন: শিক্ষা সপ্তাহ পালন।
২১ জুন: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের রোটারি আন্তর্জাতিক চার্টার প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠান।
১ জুলাই: স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ছাত্র শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
৫ সেপ্টেম্বর: একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি।
২২ সেপ্টেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক ডেঙ্গু প্রতিষেধক কর্মসূচি আয়োজন।
: ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর।
৯ অক্টোবর: ইলিশ ভ্রমণ।
৩১ অক্টোবর: ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ম ও ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।
১৪ ডিসেম্বর: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।

২০০৩

২ জানুয়ারি: শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন।
২৮ জানুয়ারি: বার্ষিক পুরস্কার ও স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠান।
: স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন।
২৯ জানুয়ারি: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।
২ ফেব্রুয়ারি: চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং এ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।
২৮ ফেব্রুয়ারি-৪মার্চ: সুন্দরবন ভ্রমণ।
২১ মার্চ: অনার্স ১ম বর্ষের বিভিন্ন ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৫ মার্চ: হিসাববিজ্ঞান সম্মান ১ম বর্ষের ক্লাস সমাপনী।
৫ এপ্রিল: ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ও অর্থায়নে গঠিত বিইউবিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ।
১৩ মে: 'শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নে পরীক্ষা পদ্ধতি' বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
১৪ মে: শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন।
২২ মে: বিবিএ ৬ষ্ঠ ব্যাচের নবীন বরণ ও ওরিয়েন্টেশন।
১৮ মে: এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
৫ জুন: বিইউবিটি প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন।
১২ জুন: কলেজে শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন।
১০ জুন: শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচি।
১০-১৫ জুন: ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সার্ক ট্যুর।
৯ সেপ্টেম্বর: একাদশ শ্রেণির ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
২৬ সেপ্টেম্বর: নৌবিহার আয়োজন।
১৬-১৮ অক্টোবর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও রাঙামাটি ভ্রমণ।
৬ ডিসেম্বর: ঈদ পুনর্মিলনী।
২৯ ডিসেম্বর: সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ শুরু।

২০০৪

৯ জানুয়ারি: ঠাকুরগাঁওয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি।
১১ জানুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ১ম বর্ষের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
১২ জানুয়ারি: ফরিদপুরে ৩ সহস্রাধিক শীতার্তের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ।
১৫ জানুয়ারি: পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিভাগের মানিকগঞ্জে বিভাগীয় বনভোজন।
১৮-১৯ জানুয়ারি: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের জাতীয় পোলিও ক্যাম্প আয়োজন।
২৩ জানুয়ারি: পলাশবাড়ি উপজেলায় সহস্রাধিক শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
২৬ জানুয়ারি: গাজীপুরে জাতীয় উদ্যানে শিক্ষকবৃন্দের পারিবারিক বনভোজন।
৩-৭ ফেব্রুয়ারি: ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার, রাঙামাটি ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
২২ ফেব্রুয়ারি: জাতীয় জাদুঘরের নভেরা অডিটরিয়ামে রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের তৃতীয় চার্টার ডে ও অভিষেক পালন।
২৬ ফেব্রুয়ারি: আভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
২৭ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ভোজ আয়োজন।
৩ মার্চ: নুহাশ পল্লীতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন।
১১ মার্চ: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের গাজীপুরে বনভোজন।
১৭-১৯ এপ্রিল: হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ কর্তৃক কলেজে ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রদান।
২১ এপ্রিল: শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন।
২৬ এপ্রিল: কলেজের হলরুমে ক্যান্সার বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
৩ মে: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
১৯ জুন: সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরিচিতি।
২২ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৩০ জুন: ১৩ তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত।
১১ আগস্ট: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
১ সেপ্টেম্বর: একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১ সেপ্টেম্বর: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
১২ অক্টোবর: ইলিশ ভ্রমণখ্যাত নৌবিহার অনুষ্ঠিত।
২৭ নভেম্বর: অর্থনীতি সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান।
১৪-১৭ ডিসেম্বর: বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের বনভোজন।
২৮ ডিসেম্বর: সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ শুরু।

২০০৫

২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
২৩ ফেব্রুয়ারি: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফরিদপুরে বনভোজন।
২৪ ফেব্রুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ঘোড়াশালে প্রাণ কারখানা পরিদর্শন।
১৮ মার্চ: শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।
৪ এপ্রিল: ১৪তম টিচার্স ট্রেনিং ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।
১৬-১৭ এপ্রিল: বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রোটারী শতবর্ষ কনফারেন্সে অত্র কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের অংশগ্রহণ।
৪ মে: সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।

৫ মে: এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
১৭ মে: ফিন্যান্স সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষাসফর।
৪ জুন: ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ।
২৬ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
১৩ জুলাই: মার্কেটিং বিভাগের এম.কম শেষ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান।
১৯ জুলাই: হিসাববিজ্ঞান সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ।
৩০ আগস্ট: উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১৭ সেপ্টেম্বর: ইলিশভ্রমণ খ্যাত নৌবিহার আয়োজন।
২-৭ ডিসেম্বর: মার্কেটিং সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
৭-৯ ডিসেম্বর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
১২-১৫ ডিসেম্বর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
২৩ ডিসেম্বর: শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান ও শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
২৭ ডিসেম্বর: অভ্যন্তরীণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
২৭ ডিসেম্বর: ১৫তম বার্ষিক ভোজ আয়োজন।

২০০৬

৫-৯ জানুয়ারি: ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার সেন্টমার্টিন ও রাঙামাটি ভ্রমণ।
২৪ জানুয়ারি: কলেজে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন।
৯ ফেব্রুয়ারি: গাজীপুরের জামিরদিয়া মাস্টারবাড়ি 'অবনী' স্পটে শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন।
২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
১-২ মার্চ: ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মসূচি পালন।
১৪-১৬ মার্চ: কক্সবাজারে ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষাসফর।
২৫ মার্চ: এইডস কর্মশালা।
২ এপ্রিল: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
৩ মে: এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
১০ মে: সম্মান পার্ট-১ এর ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি সভা।
১৬ মে: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক জাতীয় টিকা ক্যাম্প আয়োজন।
২৩ মে: অর্থনীতি বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ।
৯-২২ জুলাই: কলেজ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবি ও ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী।
১০ আগস্ট: একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
২৫-৩১ আগস্ট: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'সামষ্টিক অর্থনীতি' বিষয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ।
১ সেপ্টেম্বর: মিরপুর আউটার স্টেডিয়ামে রোটার‍্যাক্ট রিজিওনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ অত্র কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব চ্যাম্পিয়ন।
৫ সেপ্টেম্বর: ইলিশ ভ্রমণখ্যাত নৌবিহার আয়োজন।
১৬ সেপ্টেম্বর: জোনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট অত্র কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব চ্যাম্পিয়ন।
১৮ সেপ্টেম্বর: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের নন্দন পার্কে বনভোজন।
৪ নভেম্বর: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।
২৩ ডিসেম্বর: শিশু কিশোর ও ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
২৪ ডিসেম্বর: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী।
২৫ ডিসেম্বর: ১৬তম বার্ষিক ভোজ আয়োজন।
২৭ ডিসেম্বর: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের পার্ট-১ ও পার্ট-২ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।
২৭ ডিসেম্বর: সুন্দরবন ভ্রমণ।

২০০৭

১০ জানুয়ারি: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।
২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
১ ফেব্রুয়ারি: হিসাববিজ্ঞান অনার্স পার্ট-২ ছাত্র-ছাত্রীদের কুমিল্লার ময়নামতিতে শিক্ষাসফর।
৩ ফেব্রুয়ারি: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং পার্ট-৩ এর রাঙামাটি, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষাসফর।
১১ ফেব্রুয়ারি: ভালুকার 'জীবন্ত স্বর্গ'-এ শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।
৩ মার্চ: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক পোলিও ক্যাম্প আয়োজন।
৫ মার্চ: মার্কেটিং পার্ট-৩ এর শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।
১৪ মার্চ: আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজ দল চ্যাম্পিয়ন।
১৫ মার্চ: হিসাববিজ্ঞান সম্মান পার্ট-১ এর শিক্ষার্থীদের হবিগঞ্জে শিক্ষাসফর।
২২ মার্চ: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী।
৮ এপ্রিল: ইংরেজি বিভাগের ১০ম ব্যাচের নবীন বরণ।
২১ মে: বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের মহাস্থানগড় ও নওগাঁ ভ্রমণ।
২৩-৩১ মে: শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন।
৩০ জুলাই: একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
৯ আগস্ট: অর্থনীতি সম্মান পার্ট-১ এর শিক্ষক শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১৮ সেপ্টেম্বর: ইলিশ ভ্রমণ খ্যাত নৌভ্রমণের আয়োজন।
২২ সেপ্টেম্বর: কলেজ ইফতার পার্টি।

২০০৮

১ জানুয়ারি: অনার্স পার্ট-৪ এর ছাত্র-ছাত্রীদের মুনীর নাট্যগোষ্ঠী-তে একদিনব্যাপি নাট্য কর্মশালার আয়োজন।

২০ জানুয়ারি: ফিন্যান্স সম্মান পার্ট-২ এর শিক্ষার্থীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২৮ জানুয়ারি: ব্যবস্থাপনা সম্মান পার্ট-২ এর ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২৯ জানুয়ারি: ব্যবস্থাপনা সম্মান পার্ট-১ এর শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২ ফেব্রুয়ারি: হিসাববিজ্ঞান সম্মান পার্ট-১ ও পার্ট-২ ছাত্র-ছাত্রীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাবের উদ্যোগে দেয়াল পত্রিকা 'ভাষা' প্রকাশ।

২৩ ফেব্রুয়ারি: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ দিনব্যাপী বিনামূল্যে হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

২৭ ফেব্রুয়ারি: ফিন্যান্স সম্মান পার্ট-১ শিক্ষার্থীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষাসফর।

২৮ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত।

১ মার্চ: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

৯ মার্চ: মার্কেটিং সম্মান পার্ট-১ এর শিক্ষার্থীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।

৪ এপ্রিল: পরিসংখ্যান বিভাগের মাধবকুণ্ডে বিভাগীয় বনভোজন।

১৪ এপ্রিল: বাংলা বর্ষবরণ।

২৪ এপ্রিল: সম্মান ১ম বর্ষ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন।

২১ মে: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

১১-১৯ জুন: সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন।

৯ আগস্ট: একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী-শিক্ষক পরিচিতি সভা।

২৫ আগস্ট: ১৭তম টিচার্স ট্রেনিং ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন।

২৮ আগস্ট: ইলিশ ভ্রমণ।

৪ সেপ্টেম্বর: কলেজের ইফতার পার্টি।

১১ অক্টোবর: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।

৮ নভেম্বর: আবৃত্তি পরিষদের প্রযোজনায় সুভাস গুপ্তের 'ছুটি' প্রদর্শিত।

২৬ নভেম্বর: ব্যবস্থাপনা সম্মান পার্ট-৩ ও পার্ট-৪ এর শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার, রাঙামাটি ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

১৭ ডিসেম্বর: শিক্ষকবৃন্দের ঈদ পুনর্মিলনী।

২০০৯

৩ জানুয়ারি: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের পোলিও টিকা কার্যক্রম।

১৭-২১ জানুয়ারি: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের শীতবস্ত্র বিতরণ।

১৯ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ।

২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

২৫ ফেব্রুয়ারি: মানিকগঞ্জে শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন।

১৭ মার্চ: ইংরেজি বিভাগের মেঘনা রিসোর্টে শিক্ষাসফর।

১০ মার্চ: ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের গাজীপুর ন্যাশনাল পার্কে বনভোজন।

১৯ মার্চ: মার্কেটিং সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নাটোর উত্তরা গণভবন এ শিক্ষাসফর।

২ এপ্রিল: ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান।

৩ এপ্রিল: চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন।

৪ এপ্রিল: উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

৭ এপ্রিল: বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

১৫ এপ্রিল: সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী শিক্ষক পরিচিতি সভা।

১৩-২১ জুন: বার্ষিক অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৪ জুন: কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ফলাহার।

১৫ জুন: ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী।

১৯ জুন: শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

২১ জুন: মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান।

২৮ জুন: অভ্যন্তরীণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।

১২ জুলাই: একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।

৯ জুলাই: অর্থনীতি সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান।

৫ আগস্ট: ইলিশ ভ্রমণ।

১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস পালন।

৫ সেপ্টেম্বর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপনী।

১২ সেপ্টেম্বর: পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকদের ইফতার আয়োজন।

১ অক্টোবর: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।

৭ নভেম্বর: কলেজ ইফতার পার্টি।

২২ নভেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের ২য় ক্যারিয়ার কনফারেন্স।

৭ ডিসেম্বর: ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী।

১৬ ডিসেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের বিজয় র‍্যালি, স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা।

৫-২০ জানুয়ারি: চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ বিএনসিসির ট্রেনিং কার্যক্রমে কলেজ দলের অংশগ্রহণ।

২০১০

১ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপের গাজীপুরস্থ মানজালা টেক্সটাইল মিলস লি: পরিদর্শন।

৩ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষার্থীদের সাভারের শামীম

রেফ্রিজারেটর লি: পরিদর্শন।
৭ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষার্থীদের ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন।
১০ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষার্থীদের বি.এস.বি গ্লোবাল কার্যালয় পরিদর্শন।
১৫ জানুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।
২০ জানুয়ারি: মার্কেটিং ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মুন্সিগঞ্জের পদ্মা রিসোর্টে আনন্দ ভ্রমণ।
২৫ জানুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী।
১৩ ফেব্রুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কুমিল্লার ময়নামতিতে বনভোজন।
২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
৬ মার্চ: মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের এটিএম পার্টি হাউজে ক্লাস সমাপনী।
১৭ মার্চ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন পালন।
১১-১৭ মে: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহ।
১১ মে: বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী।
২০ মে: বার্ষিক ভোজ ।
১০ জুন: কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ফলাহার।
৩ আগস্ট: ইলিশভ্রমণ খ্যাত নৌবিহারের আয়োজন।
৯ আগস্ট: মার্কেটিং সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী।
১১ আগস্ট: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী।
১৫ আগস্ট: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল।
১৮ সেপ্টেম্বর: শিক্ষকদের ঈদ পুনর্মিলনী।
৭ নভেম্বর: মার্কেটিং সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসফর।
১০ নভেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের ৩য় ক্যারিয়ার কনফারেন্স।
১৬ ডিসেম্বর: আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী।
২৮ ডিসেম্বর: সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ শুরু।
২৯ ডিসেম্বর: দুদশক পূর্তি উপলক্ষে র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচি, আলোকচিত্র, প্রদর্শনী কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও গুণীজন সম্মননা।

২০১১

২ জানুয়ারি: সুন্দরবন-৬ লঞ্চ যোগে প্রায় ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণ।
৮ নভেম্বর: ১৯তম জাতীয় টিকা দিবস উপলক্ষে রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের শিশুদের পোলিও টিকা, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর কর্মসূচি পালন।
২৪ জানুয়ারি: বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে 'হিরো হোন্ডা কুইজ প্রতিযোগিতা'য় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।
২৭ জানুয়ারি: নাট্য ক্লাব কর্তৃক পিঠা উৎসব আয়োজন।
১২ ফেব্রুয়ারি: জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর আমন্ত্রণে শিক্ষকবৃন্দের গাজীপুরে বনভোজন।
১৩ ফেব্রুয়ারি: সাভার মিলিটারি ডেইরি ফার্মে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন।
১৪ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস পালন।
২৮ ফেব্রুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা হবিগঞ্জ মাতদুড়ি'তে পিকনিক করে।
২৮ ফেব্রুয়ারি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি সংগঠন 'সংবৃতা' আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজ ছাত্র মেহেদী হাসানের ১ম স্থান লাভ।
১০ মার্চ: সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
১১ মার্চ: ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর পরিদর্শন।
১৭ মার্চ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মোনাজাত।
২৬ মার্চ: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, ফটো প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা এবং রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের রক্তদান কর্মসূচি।
৬ এপ্রিল: পরিচালনা পরিষদ ও শিক্ষকদের মত বিনিময় সভা।
২৪ এপ্রিল: ই-টিউন ২৪.কম ইন্টারনেট রেডিও-তে ২ ঘণ্টাব্যাপী কলেজ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রচার।
২৫ এপ্রিল: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স আয়োজিত 'উদ্ধার প্রশিক্ষণ' কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।
২১ মে: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৭ মে: ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর পুনর্মিলনী ও সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৯ জুন: অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।
২ জুলাই: একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
৫ জুলাই: কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ফলাহার।
২৯ জুলাই: বার্ষিক নৌবিহার (ইলিশ ভ্রমণ) ২০১১-এ প্রায় ১৫শ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকের অংশগ্রহণ।
২৭ জুলাই: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবর্ষ পূর্তি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন।
৭ আগস্ট: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব-এর 'বন্ধু দিবস' পালন এবং বার্ষিক ইফতার পার্টি।
১১ আগস্ট: কলেজ ইফতার পার্টি।
১৭ সেপ্টেম্বর: বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তৃষ্ণা গাঙ্গুলী'র মৃত্যুবরণ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের ও ২৬ সেপ্টেম্বর

পরিচালনা পরিষদের শোক সভা।

২৫ সেপ্টেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের রিজিওনাল কুইজ কম্পিটিশন আয়োজন।

৫ ডিসেম্বর: নিরাপত্তা প্রহরী সুভাষচন্দ্র দেবনাথ এর মৃত্যুবরণ।

৯ ডিসেম্বর: আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি'র মানিকগঞ্জ বালিয়াটি জামিদার বাড়িতে বনভোজন।

১৪ ডিসেম্বর: শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুষ্পস্তবক অর্পণ।

১৫ ডিসেম্বর: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের গজনীতে বনভোজন।

১৬ ডিসেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক বিজয় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা আয়োজন।

১৯-২৩ ডিসেম্বর: হিসাববিজ্ঞান সম্মান পার্ট-৩ এর ছাত্র-ছাত্রীদের কুয়াকাটা শিক্ষাসফর।

১৯-২৩ ডিসেম্বর: ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং সম্মান পার্ট-১ এর ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২৫ ডিসেম্বর: জিবি চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে তার গাজীপুরস্থ বাগানবাড়িতে শিক্ষকদের বনভোজন।

২৮-৩১ ডিসেম্বর: ফিন্যান্স অনার্স ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেট শিক্ষাসফর।

২৯ ডিসেম্বর: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ নুর হোসেন এর ইন্তেকাল।

২০১২

১-১৫ জানুয়ারি: চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ ১০ জন বিএনসিসি ক্যাডেটের বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ।

২-১০ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও বিএসবি অফিস পরিদর্শন।

১১-১৪ জানুয়ারি: সাভার বিকেএসপি-তে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব সদস্যের জাতীয় 'রায়লা' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।

১৫-১৮ জানুয়ারি: ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম ও ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার, বান্দরবান ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২০ জানুয়ারি: ইংলিশ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন এবং গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানার গলফ ক্লাবে পুনর্মিলন।

১-৪ ফেব্রুয়ারি: হিসাববিজ্ঞান মাস্টার্স ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

১৩ ফেব্রুয়ারি: পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৫ ফেব্রুয়ারি: ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের ছাত্র সজিব ভূঁইয়ার ৩টি ইভেন্টে ১ম স্থান অর্জন ও ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং মেয়েদের মধ্যে ইকফাত-এর ২টি ইভেন্টে ১ম স্থান অর্জন।

২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

২১ ফেব্রুয়ারি: ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর গাজীপুর ন্যাশনাল পার্কে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন আয়োজন করে।

২২ ফেব্রুয়ারি: মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২য় প্রেসিডেন্ট কাপ ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ-এ অত্র কলেজ দলের রানারআপ হয়।

৫ মার্চ: প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ এর অধ্যক্ষ পদে যোগদান।

৬-৩১ মার্চ: ইংরেজি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের রাঙামাটি ও বান্দরবানে শিক্ষাসফর।

১৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধু'র ৯২ তম জন্ম দিবস পালন এবং 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

১৯ মার্চ: অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

২২ মার্চ: বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত।

২৪ মার্চ: এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

২৪ মার্চ: নাট্য ক্লাব কর্তৃক নাটক '১৯৭১' এর ২য় মঞ্চায়ন।

২৮ মার্চ: মানিকগঞ্জ বালিয়াটি জমিদার বাড়িতে আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি'র পিকনিক।

২৯ মার্চ: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং দেয়ালিকা 'রক্তজ' প্রকাশ।

২৯ মার্চ: ন্যাশনাল পার্কে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন।

১ মে: ঢাকা কমার্স কলেজ কফি হাউজ উদ্বোধন।

৭ জুন: শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন।

১২-২০ জুন: বিএনসিসি সদস্যদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ক্যাপসুল ক্যাম্পে অংশগ্রহণ।

২০ জুন: কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক ফলাহার।

১ জুলাই: একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

১১ জুলাই: দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শাওন আহম্মেদ মনু ৮ জুলাই ২০১২ মিরপুর-১০ এ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানব বন্ধন এবং ২ দিন শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শোক পালন।

১১ জুলাই: কলেজের বার্ষিক ইফতার।

১৮ আগস্ট: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের ইফতার পার্টি।

২৭ আগস্ট: ২নং অ্যাকাডেমিক ভবন-এ অনার্স-মাস্টার্স ক্যাফে উদ্বোধন।

১৩ সেপ্টেম্বর: সুন্দরবন-৭ লঞ্চযোগে ১১৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর নৌভ্রমণে অংশগ্রহণ।

১২-২৭ সেপ্টেম্বর: শ্রীলংকায় 'ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম'-এ বিএনসিসি ক্যাডেট মেহনাজ খানম বৃষ্টি'র অংশগ্রহণ।

৮-১১ অক্টোবর: ফিন্যান্স সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন-এ শিক্ষাসফর।

৩ নভেম্বর: ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাফেটেরিয়ায় ফাস্টফুডস কর্নার উদ্বোধন।

২০-২৪ নভেম্বর: মার্কেটিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও বান্দরবান-এ শিক্ষাসফর।

২০১২

১০-১৩ ডিসেম্বর: মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেট ও হবিগঞ্জ শিক্ষাসফর।

১২.১২.১২: কল্যাণ সংঘ কর্তৃক ১ম পিঠা উৎসব আয়োজন।

১৬ ডিসেম্বর: বিজয় দিবস উপলক্ষে আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি'র চিত্রাঙ্কণ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন।

১৬ ডিসেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের রক্তদান কর্মসূচি, বিজয় র‍্যালি, স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা আয়োজন।

১৬ ডিসেম্বর: রিডার্স অ্যান্ড রাইটিং ক্লাবের দেয়ালিকা 'ঝংকার' প্রকাশ।

২৫ ডিসেম্বর: জিবি চেয়ারম্যান এর আমন্ত্রণে গাজীপুরে শিক্ষকদের বনভোজন।

২০১৩

৪ জানুয়ারি: জিবি চেয়ারম্যান এর আমন্ত্রণে তার গাজীপুরস্থ রিসোর্টে শিক্ষকদের ভ্রমণ।

৫-১০ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের অফিস পরিদর্শন।

১১ জানুয়ারি: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই এবং রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও এর বালিয়াডাঙ্গি উপজেলায় হত দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

২৯ জানুয়ারি: অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

১ ফেব্রুয়ারি: এফবিএএ-এর উত্তরার প্রমি শ্যুটিং স্পটে বনভোজন।

২ ফেব্রুয়ারি: ন্যাশনাল পার্কের 'অর্কিড'-এ ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন।

৭ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ভোজ আয়োজন।

২১ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রভাত ফেরি, সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'একুশের গল্প' নাটক মঞ্চায়ন।

২৮ ফেব্রুয়ারি: হিসাববিজ্ঞান সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কুয়াকাটা শিক্ষাসফর।

১ মার্চ: অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পুনর্মিলন।

২ মার্চ: সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

৯ মার্চ: সিটি ক্লাব মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

১৭ মার্চ: জাতির জনকের জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল।

২২ মার্চ: এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

২২ মার্চ: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।

২৪ মার্চ: কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন এর ইন্তেকাল-এ দোয়াপাঠ।

২৪ মার্চ: মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নাট্যক্লাবের ডিসপ্লে।

২৪ মার্চ: স্বাধীনতা কাপ ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ দলের রানারআপ হওয়া।

২৬ মার্চ: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নাটক 'প্রত্যাবর্তন' মঞ্চায়ন।

২৯ মার্চ: গাজীপুরের নারগ্যানা ইন্টারন্যাশনাল পিকনিক অ্যান্ড স্যুটিং স্পটে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পিকনিক।

১৪ এপ্রিল: আবাসিক শিক্ষক পরিবারের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন।

২ মে: ৮ম বাংলাদেশ গেইমস-এ অত্র কলেজ ৫২ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এবং ৪ জনের পদক লাভ।

১৭ মে: কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা।

২২-৩০ জুন: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ।

৩০ জুন: ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রী নিবাস উদ্বোধন।

১ জুলাই: একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

৩ আগস্ট: কলেজ-এর ইফতার পার্টি আয়োজন।

১৩ আগস্ট: চীনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইয়ুথ গেইমস অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দ্বাদশ শ্রেণির সাজিদ ইশতিয়াক-এর জাতীয় বাস্কেট বল দলের হয়ে অংশগ্রহণ।

১৮ আগস্ট: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের যুগপূর্তি উৎসব পালন।

২১ সেপ্টেম্বর: কলেজের মাঠের জন্য সরকার থেকে জমি প্রাপ্তি উপলক্ষে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার ও অন্যান্যদের সংবর্ধনা।

২৫ আগস্ট: ডিপিএল ক্রিকেট টুনামেন্টে মার্কেটিং বিভাগ চ্যাম্পিয়ন।

১৮ সেপ্টেম্বর: ৪র্থ জাপান কাপ কারাতে প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজ ছাত্র পারভেজের ২টি রৌপ্য পদক এবং আব্দুর রহমান এর ব্রোঞ্জপদক লাভ।

২৪ সেপ্টেম্বর: নৌভ্রমণ ২০১৩ এ ১০৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ।

৮ অক্টোবর: শিক্ষাবোর্ড অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজ দলের ৮টি পদক লাভ এবং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মহিলা দ্বৈতে অত্র কলেজ দলের রানার-আপ হওয়া।

৮ নভেম্বর: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

১১ নভেম্বর: ঢাকা কমার্স কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৬ নভেম্বর: ঢাকা কমার্স কলেজ টিচার্স লাউঞ্জ উদ্বোধন।

১৬ ডিসেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের যৌথ বিজয় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা।

১৬ ডিসেম্বর: জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানব পতাকা তৈরিতে ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ।

১৬ ডিসেম্বর: সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় সঙ্গীতে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।

২০১৪

১১ জানুয়ারি: ফিন্যান্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি।

১৫ জানুয়ারি: সাচিবিক বিদ্যা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন।

১৭ জানুয়ারি: কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৩য় পিঠা উৎসব।

১ ফেব্রুয়ারি: ফিন্যান্স সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষাসফর।

১ ফেব্রুয়ারি: ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ও ইংলিশ ভার্সনের ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দের গাজীপুর সাফারি পার্কে শিক্ষাসফর।

১৪ ফেব্রুয়ারি: জিবি চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে গাজীপুরে শিক্ষকদের বনভোজন।

১৬ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

১৭ ফেব্রুয়ারি: পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৮ ফেব্রুয়ারি: হিসাববিজ্ঞান সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সিলেট সাতছড়ি শিক্ষাসফর।

১৯ ফেব্রুয়ারি: বার্ষিক ভোজ।

২১ ফেব্রুয়ারি: ঢাকা কমার্স কলেজের স্থায়ী শহীদ মিনার উদ্বোধন।

২২ ফেব্রুয়ারি: হিসাববিজ্ঞান সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের শেরপুরে শিক্ষাসফর।

২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি: মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও রাঙামাটিতে শিক্ষাসফর।

৬-১১ মার্চ: হিসাববিজ্ঞান সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কুয়াকাটায় শিক্ষাসফর।

৯-১৩ মার্চ: ফিন্যান্স সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন-এ শিক্ষাসফর।

১১ মার্চ: মার্কেটিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের গাজীপুর সাফারি পার্কে বনভোজন।

১৩ মার্চ: মার্কেটিং সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কুমিল্লা বার্ড-এ শিক্ষাসফর।

১৭ মার্চ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন পালন।

২৩ মার্চ: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

২৬ মার্চ: জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত গাওয়ার অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।

৩০ মার্চ: কল্যাণ সংঘ পরিচালিত আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন।

২ এপ্রিল: নরসিংদী ড্রিম হলিডে পার্ক-এ ব্যবস্থাপনা বিভাগের বার্ষিক বনভোজন।

১৫ এপ্রিল: ৪র্থ প্রেসিডেন্ট কাপ ফেন্সিং টুর্নামেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজ মহিলা দলের রানার-আপ ও পুরুষ দলের ৩য় স্থান অধিকার।

২০ এপ্রিল: যুক্তরাজ্যে কমনওয়েলথ গেইমস-এ অত্র কলেজ ছাত্র রিফাত-এর সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

২৫ এপ্রিল: দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়ান গেইমস-এ অত্র কলেজ ছাত্রী তাহনা'র অংশগ্রহণ।

২৭ এপ্রিল: আবৃত্তি পরিষদের সদস্য মেহরীন সুলতানা তিন্নি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে প্রথম হয়ে 'নরেন বিশ্বাস পদক ২০১৪' অর্জন।

১৫ মে: সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

৪ জুন: বিবিএ প্রফেশনাল ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রথম সেমিষ্টারের ক্লাস আরম্ভ।

১০-১৮ জুন: শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

১১ জুন: কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৭ম বার্ষিক ফলাহার।

১ জুলাই: একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

৭ জুলাই: রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের ইফতার পার্টি।

১৫ জুলাই: মিরপুর শাহ আলী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দরিদ্রদের নিকট রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের খাবার বিতরণ।

১৬ জুলাই: কলেজের বার্ষিক ইফতার।

১৮ জুলাই: ইংরেজি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার আয়োজন।

১১-১২ আগস্ট: কল্যাণ সংঘের সহযোগিতায় ৩য় নেসক্যাফে কফি উৎসব অনুষ্ঠিত।

১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস পালন।

৩০ আগস্ট: কল্যাণ সংঘ পরিচালিত 'ডি-ক্যাফে ঈগলু আইসক্রিম জোন' উদ্বোধন।

৪ সেপ্টেম্বর: নৌভ্রমণ অনুষ্ঠিত।

১০ সেপ্টেম্বর: বিএনসিসি'র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

১৫ সেপ্টেম্বর: ১৯তম চিটার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

২৭ সেপ্টেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক মিরপুর ভাষানটেক স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

২৯ সেপ্টেম্বর: ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র দ্বৈত ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজ দলের রানার-আপ ট্রফি অর্জন।

৩০ সেপ্টেম্বর: জাতীয় ফেডারেশন আয়োজিত বাঁশ-আপ প্রতিযোগিতায় ছাত্র ইভেন্টে অত্র কলেজ চ্যাম্পিয়ন এবং ছাত্রী ইভেন্টে রানার-আপ ট্রফি অর্জন।

২৬ অক্টোবর: রোটার‍্যাক্ট রিজিওনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন।

২৭ অক্টোবর: বাংলাদেশ ফ্লোরবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় ফ্লোরবল প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজ দলের মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এবং পুরুষ বিভাগে রানার-আপ ট্রফি অর্জন।

৭ নভেম্বর: টাঙ্গাইল মহেরা জমিদার বাড়িতে আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের শিক্ষাসফর।

৮ নভেম্বর: রোটার‍্যাক্ট জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতা।

১৬ ডিসেম্বর: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক বিজয় র‍্যালি, মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা, স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ ডিসেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত 'ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড হেলথ চেকআপ কর্মসূচি'।

১৬ ডিসেম্বর: বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কাজ, কাজ আর কাজ-এতো যে কাজ ঢাকা কমার্স কলেজের তার বিবরণ দেয়া যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ কলেজের বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যাবলির প্রতিবেদনে কিছু ঘটনা বাদ পরা অস্বাভাবিক নয়। কর্মই ধর্ম। ঢাকা কমার্স কলেজের সৃজনশীল শিক্ষকেরা পরিচালকবৃন্দের সুনীতি ও যৌথ সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনের পরামর্শমূলক নির্দেশনায় প্রচেষ্টা আর সফলতার হালখাতা প্রতিনিয়ত চষে বেড়াচ্ছেন। বিশাল অবকাঠামোর মহীরূহ, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রত্যহ বহুরূপ শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়াদি ঢাকা কমার্স কলেজকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। দীপ্তময় ঢাকা কমার্স কলেজ বেঁচে থাকুক তার কর্ম আর কৃতিত্বে। বেঁচে থাকুক আজীবন।

ইতিবৃত্ত স্মৃতিকথা কার্যক্রম

সাজানো বাগান : প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	৮০
আমাদের রজত জয়ন্তী : শহীদুল হক খান	৮১
ঢাকা কমার্স কলেজের গতিশীলতা : প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান	৮২-৮৪
সবার প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের উদ্যোগ ছিল চ্যালেঞ্জ আর এডভেঞ্চারে ভরা : এম হেলাল	৮৫-৯০
ঢাকা কমার্স কলেজ: ২৫ বছর ফিরে দেখা : প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম	৯১-৯৮
স্মৃতির দর্পণে পঁচিশ বছর : মোঃ রোমজান আলী	৯৯-১০২
একাল সেকাল প্রেক্ষিত: ঢাকা কমার্স কলেজ : মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	১০৩-১০৫
সময় বয়ে যায় : মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	১০৬-১০৮
জন্ম আমার ধন্য হলো (ঢাকা কমার্স কলেজের আত্মকথা) : নাঈম মোজাম্মেল	১০৯-১১২
ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রফেসর কাজী ফারুকী: একটি পর্যালোচনা : ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	১১৩-১২৪
স্মৃতিময় ঢাকা কমার্স কলেজ : মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	১২৫-১২৮
স্মৃতির ভগ্নাংশ : মোঃ মাহফুজুর রহমান	১২৯
ঢাকা কমার্স কলেজের সামাজিক কার্যক্রম : সুরাইয়া খাতুন	১৩০-১৩১
ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিচিতি ও কার্যক্রম : এস. এম. মেহেদী হাসান	১৩২-১৩৬
ইচ্ছার প্রতিফলন : মোঃ শহীদুল ইসলাম	১৩৭
ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও ২৫ বছরের অর্জন : মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	১৩৮-১৩৯
ঢাকা কমার্স কলেজে আমার শিক্ষকতা : মোঃ আনোয়ার হোসেন	১৪০-১৪২
ঢাকা কমার্স কলেজে ক্ষণিক সময়ে কিছু অভিজ্ঞতা : মাছুম আলম	১৪৩
ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার কার্যক্রম : মুহাম্মদ আশরাফুল করিম	১৪৪-১৪৫
ঢাকা কমার্স কলেজের অফিস কার্যক্রম : মোঃ নুরুল আলম	১৪৬
ঢাকা কমার্স কলেজের স্বয়ংক্রিয় হিসাব পদ্ধতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনা : মোঃ আশরাফ আলী	১৪৭-১৪৮
ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা : মোঃ এনায়েত হোসেন	১৪৯-১৫০
ঢাকা কমার্স কলেজের উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিক্রমা : মোঃ লিয়াকত আলী	১৫১
২৫ বছরের কিছু স্মৃতি : আলী আহাম্মদ	১৫২-১৫৩
স্বপ্নপূরণের শিক্ষালয় : মৌমিতা নওশীন সাথী	১৫৪
নেতা ও নেতৃত্ব তৈরির বিদ্যাপীঠ : ফরহাদ হোসেন বিপু	১৫৫
প্রভাব : হাসান-উল-হামিদ খান রুবেল	১৫৬
শেষের কথা : আরিফ হোসেন	১৫৭
পরিবর্তন : আরিফুল হক আদনান	১৫৭
সুশৃঙ্খল জীবন গড়তে বিএনসিসি : কাজী শফিক	১৫৮
হৃদয়ে গাথা কত স্মৃতি আঁকা : মোঃ সাব্বিউল ইসলাম শুভ	১৫৯
জীবন সংগ্রামে সাফল্য : ফারজানা সুলতানা রজনী	১৬০
সূর্য রশ্মি : আশরাফি রাইসা জীম	১৬০
আর কি তাকে পাব ফিরে : মাহামুদুল হাসান নাবিল	১৬১
গর্ব : নাজিবুল হায়দার চৌধুরী	১৬১
শিক্ষাঙ্গনের নক্ষত্র : মামুনুর রহমান সেতু	১৬১

সাজানো বাগান

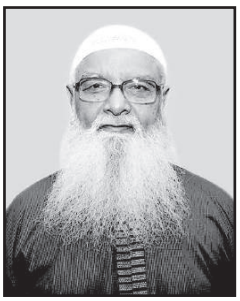

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, পরিচালনা পরিষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ ও
প্রক্টর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব
বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি

জীবনের হিরণ্ময় দিনগুলো কেটেছে সাজাতে বাগান।
ঘামে সিক্ত দোআঁশ মাটির বাগানে
ফুটেছে গোলাপ, চামেলী, চাপা ও পারুল।
মুগ্ধ নয়নে ফুল ফোটার আনন্দ
ভোগ করেছি ক্লান্ত দুপুরে।
বহু অফুটন্ত ও আধ ফোটা ফুল
পরিপূর্ণ হয়ে ফুটেছে বাগানে,
বাতাসে ছড়িয়েছে সুবাস।
মালিরা আস্তে আস্তে হয়ে উঠল কৃতঘ্ন
বাগানের দরজা খুলে
আহ্বান করলো বুনো ষাঁড়ের দলকে
রাতের আঁধারে ঢুকিয়ে দিল সজারুর দল
মুহূর্তে বাগান তছনছ।
গোলাপেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অঝরে কাঁদছে।
তদন্ত কমিটি গঠন, রিপোর্ট পেশ।
দেখা গেল মালি প্রধান সাধুবেশে ঢুকেছে
আসলে সিচকে চোর।
অসাধু কিছু মালি জুটেছে তার সাথে
এক জোট হয়ে বাগান সর্বনাশে মেতেছে তারা।
শ্রমিক মজুর কিষাণেরা
বাগানের পাশ দিয়ে যায় আর অশ্রু ফেলে
তারা কাঁদে আর ভাবে
তাদের লাগানো চারা কি ফুল দেবে না?
ফুল কি পরিপূর্ণ বিকশিত হবে না?
তারা কি আগের মত সুবাস বিলাবে না?
এ সকল প্রশ্নের জবাব পেতে তারা ঘুরে দাঁড়ায়।
মুষ্টিবদ্ধ হাতে শপথ নেয়
দরকারে মালি বিদায়
ষাঁড়-সজারুর পথ বন্ধ,
রুখতে হবে বাগান নষ্টের ষড়যন্ত্র।
আবার ফুল ফুটবে, সুবাস ছড়াবে,
বাগানের মালিক শান্তিতে বলবে
যাদের জন্য বাগান তারাই বাঁচাবে।

আমাদের রজত জয়ন্তী

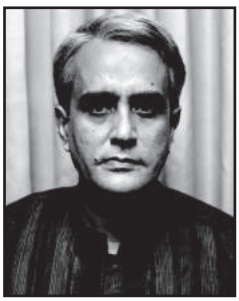

শহীদুল হক খান
সদস্য, পরিচালনা পরিষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ এবং
যুগ্ম-পরিচালক (অর্থ)
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

১৯৮৯-এর মাঝামাঝি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি, বসবাস ধানমন্ডি এলাকায়। আবাহনী মাঠে নিত্য আসা-যাওয়া। কখনও খেলাধূলা বা চারপাশটা রেকি করা। এখনও স্পষ্ট মনে আছে মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ধানমন্ডি-১২ নং সড়কে সাদা-কালো সাইনবোর্ড 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। তখন প্রায়ই নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ঐ এলাকায় জায়গা করে নিতে শুরু করেছে। আমার বা বন্ধুদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান আগ্রহ সৃষ্টি করতো, দুএকটি টুঁ-ও মেরেছি বলে মনে পড়ে। শিক্ষা জীবন অতিক্রম করা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রের কাছে ঢাকা কমার্স কলেজ অজানাই রয়ে যায়।

২০০৯ সাল, আমার অফিস স্থানান্তরিত হয় মিরপুরে, ঢাকা কমার্স কলেজের পাশেই তার অবস্থান। জীবনের প্রয়োজনে স্কুল কলেজের খোঁজ নেয়ার সময় আগেই হয়েছে। এর সুরম্য অতিকায় ভবন বাইরে থেকে দেখার সৌভাগ্য সেই প্রথম।

২০১২ সালে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ কন্যার জন্য জুতসই একটি প্রতিষ্ঠানের কথা মনে হতেই ঢাকা কমার্স কলেজকে বেছে নিলাম। প্রত্যেকের জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে পারিবারিক পরিবেশের পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত জরুরী। ঢাকা কমার্স কলেজে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই যেন ঠাসবুনন! শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বছরে পাঠ্য-পুস্তকের পাশাপাশি নানামুখী কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। অভিভাবক এবং পরবর্তীতে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসাবে আমরাও এর অনেকটাই আঁচ করতে পেরেছি।

এখনও ভর্তির দিনের কথা মনে পড়ে। ইংরেজির অধ্যাপক জনাব আব্দুল কাইয়ুম এর অফিস কক্ষে গিয়েছিলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, চা এর সাথে টা এবং আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব। নিজেকে সাবাস দিয়েছিলাম, সিদ্ধান্ত ঠিকই নিয়েছি। বছর না পেরোতেই এবং কলেজের নিয়মনীতির আলোকে আমাকে ৩ বছর মেয়াদে গভর্নিং বডির 'অভিভাবক সদস্য' পদ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় কলেজ থেকে। মনে পড়ে, আমার জীবন-বৃত্তান্তের একটি সংক্ষিপ্তসার কলেজ নিয়েছিলো।

সম্মানিত অভিভাবকদের অনুরোধ করবো তাদের সন্তানেরা যেন নিয়মিত কলেজে উপস্থিত হয় সেটা নিশ্চিত করতে। সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষার খাতা ও নম্বরপত্র মনিটরিং করে সন্তানের উন্নতি/অবনতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষক, গাইড শিক্ষক বা শিক্ষার্থী উপদেষ্টার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। তবে প্রথমেই কলেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত পুস্তিকাসমূহে লিখিত সকল নিয়ম-কানুন অবহিত হওয়া জরুরী। অনেক অভিভাবক সন্তানের প্রকৃত অবস্থা বা প্রয়োজন অনুভব করার আগেই কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট পড়ার জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকেন। আমার অনুরোধ থাকবে পিতা/মাতা/অভিভাবক নিজে সশরীরে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়ে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

শিক্ষাদান এক অনন্য পেশা। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সতর্ক ও ব্যস্ত থাকতে হয়। শিক্ষক নিজে অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। এ দেশের আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা অসামান্য কিছু ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টার ফসল ঢাকা কমার্স কলেজ তার সুবিশাল সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এ কলেজ সাফল্যময় ২৫ বছর অতিক্রম করেছে এবং যে দ্রুততায় নিজস্ব ভবনসহ শিক্ষা পরিমণ্ডলে সুনাম অর্জন করেছে তা বিস্ময়কর।

১৯৮৯ সাল, ঢাকা কমার্স কলেজের পথচলা এবং আমার কর্মজীবনের শুরু। আমার ব্যক্তি স্মৃতিতে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' আজীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের গতিশীলতা

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম উপাধ্যক্ষ

১. ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসের একটা শুভদিনে আমার আগমন ঘটে কল্যাণময়ী বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজে। এটা আমার জীবনের একটা মাইলফলক। এটি ছিল আমার জীবনে অনেকটা না বুঝেই জলে ঝাঁপ দেয়ার মত ঘটনা। কিন্তু সাঁতার জানা লোক হিসেবে যখন ভেসে উঠলাম, তখন দেখি আমার গলায় গৌরবের মালা দুলছে। তা হলে বিষয়টি কী? যাঁরা জানতে চান তাঁদেরকেই বলে রাখি, শুনুন তাহলে।

২. ১৮৪১ সালে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা কলেজ। দেশের সব সেরা মেধাবী ছাত্রদের মেলা ছিল এখানে এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বরা এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। এদেশের শিক্ষককুলমণিদেরও সমাবেশ ছিল এই কলেজে। ছাত্র শিক্ষকের মেধা ও মননের সম্মিলনে চলতে থাকতো ঢাকা কলেজ। এমনি ঐতিহ্যের অধিকারী ঢাকা কলেজে অনেক বছর শিক্ষকতা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি ১৯৭৪ সালের মে মাসে কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে প্রভাষক পদে বদলি হয়ে ঢাকা কলেজে যোগদান করি। সেই থেকে ১৯৯২ সালের জুলাই পর্যন্ত (মাঝখানে এক বছর ইডেন মহিলা কলেজে কর্মরত ছিলাম) ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করি। সৌভাগ্যক্রমে আমি ঢাকা কলেজে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়কও ছিলাম। এমনি শিক্ষকতার পরিবেশে বহু বছর কাজ করার কারণে পুরো পরিবেশটাকেই আমার নিজস্ব করে ফেলেছিলাম। মনে হতো যে ঢাকা কলেজ আমারই কলেজ। অন্তরে বাহিরে আমি ঢাকা কলেজের পরিবেশের সাথে একাকার হয়ে একাত্ম হয়ে কাজ করছিলাম। কলেজে যখন নিমগ্ন হয়ে কাজ করছিলাম, এমনি একদিন সরকারি আদেশ পেলাম- আমি হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের প্রফেসর পদে পদোন্নতি পেয়েছি এবং সরকারি করটিয়া কলেজ, টাঙ্গাইলে আমাকে জুলাই ১৯৯২ এর মধ্যে যোগদান করতে হবে। পদোন্নতির আদেশে যে মাপে আমি খুশি হয়েছি, ঢাকা কলেজ ছেড়ে যেতে হবে বলে সে মাপে আমি বিমর্ষ হয়েছি। কলেজের সাথে অনুরাগের যে শিকড় এতদিনে মাটির গভীরে প্রোথিত হয়েছিল তাকে টেনে তুলতে আমার মানসিক ও শারীরিক সকল শক্তির পতন হল। মনে হলো প্রোমোশন না হয়ে আমার যেন ডিমোশন হয়েছে। যাই হোক, এ হেন মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় আমি যথাসময়ে করটিয়া সরকারি কলেজে প্রফেসর এর পদে যোগদান করি। আমি সরকারি আদেশের বলে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের প্রফেসর পদ লাভ করি। সেই থেকেই আমি আমার নামের আগে প্রফেসর শব্দটি লিখে থাকি।

৩. ঢাকা কলেজ থেকে এবং ঢাকা শহর থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি যে পারিবারিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাই, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি ঢাকায় বদলি হয়ে ফেরত আসার জন্য একপায়ে দাঁড়ানোর অবস্থার মধ্যে ছিলাম। ঠিক এই অবস্থায় ঢাকা কমার্স কলেজের প্রেষণে অধ্যক্ষের পদে কর্মরত বন্ধুবর প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী আমাকে তাঁর কলেজে উপাধ্যক্ষের পদে প্রেষণে চলে আসার কথা জানালেন। আমি তাঁর প্রস্তাব কিছুটা বুঝে ও কিছুটা না বুঝেই গ্রহণ করলাম। ঢাকা কমার্স কলেজ কার্যক্রম তখন আবাহনী মাঠের দক্ষিণ পূর্বকোণে ধানমন্ডি রোড নং ৯ এ তে একটা ভাড়া করা বাড়িতে চলছিল। দোতলা বাড়ি বসবাস করার জন্যই তৈরি করা। বসবাসের উপযোগী সেই বাড়িতে অল্প পরিসর কক্ষে ও বারান্দায় ঢাকা কমার্স কলেজের ক্লাস কার্যক্রম চলছিল। কলেজটি স্বঅর্থায়নে পরিচালিত, সরকারি বা প্রাইভেট অনুদান গ্রহণ করে না। এমনি একটা ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত কলেজে আমার আগমন, তাই কিছুটা বুঝে আবার কিছুটা না বুঝেই রাজি হয়েছিলাম। কাজী সাহেবের গতিশীল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের কারণেই তিনি নিজে যেমন প্রেষণে এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে কর্মরত আছেন, তেমনি আমার জন্যও প্রেষণে বদলি হওয়ার সরকারি আদেশ মন্ত্রণালয় থেকে আনেন।

৪. আমার রচনায় প্রথম প্যারাতে না বুঝেই ঝাঁপ দেয়ার যে কথাটা ছিল তার ব্যাখ্যা আশা করি পরিষ্কার হলো। ঝাঁপ দিলাম কিন্তু কমার্স কলেজ আমাকে আরও বেশি অবদান রাখার সুযোগ করে দিল। উপাধ্যক্ষ হিসেবে কাজী সাহেবকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে আমিও সমৃদ্ধি লাভ করি। এ কারণেই যখন জলে ঝাঁপ দিয়ে আমি ভেসে উঠলাম তখন দেখি অন্যান্যদের সাথে আমার গলায় পারিজাতের মালা দুলছে। আমি অনেক বিস্তার লাভ করেছি, কমার্স কলেজে কাজ করার কারণে আমি আরও গৌরব লাভ করেছি, বড় হয়েছি। কমার্স কলেজের সুনামের সাথে আমিও রয়ে গেছি। আমার কর্মতৎপরতা সার্থক হয়েছে। কলেজ সফল হয়েছে- আমিও সফল থাকছি। কমার্স কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আমারও অমরত্ব রয়ে গেল।

৫. ঢাকা কমার্স কলেজ একটানা একই গতিতে গড়ে উঠার পিছনের রহস্যটা কী ছিল? সরকারি বা বেসরকারি কোনো রকম আর্থিক অনুদান ছাড়াই একটা প্রতিষ্ঠান এত দ্রুত এত বড় আকারে প্রতিষ্ঠালাভের পেছনে কি যাদুমন্ত্র কাজ করেছিল? তার উত্তরে বলা যায় অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের প্রবলতাই

কলেজকে সামনের দিকে ঠেলছিল। অর্থ, যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কারো আর্থিক সহায়তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উপার্জনের অর্থেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় এই ধারণাটাই কাজী ফারুকীর নিজস্ব উদ্ভাবন। স্বঅর্থায়নে অর্জিত অর্থবলের পরিমাণ অপরিমিত প্রাচুর্যে পরিণত হতে এবং সেই প্রাচুর্যের অর্থ বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠান এত বিশাল আকার ধারণ করবে এই কথাটাকেই তখন সকলকে বুঝানো যেত না, সকলের অনুমানে আসত না। কাজী সাহেবের সাথে একান্ত আলাপে আমি তা অনুভব করতাম। প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রথম বছরে কলেজ উন্নয়ন তহবিলে মাত্র ২৫০ টাকা নেয়া হতো। ১ বছর পর থেকে তা বছর বছর বৃদ্ধি করা হতো। বর্তমানে এই তহবিলে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য প্রতি বছর ৩,০০০ টাকা নেয়া হয়। এখন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০০০ হলে প্রতি বছর উন্নয়ন তহবিলে অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৮ কোটি টাকা। এই অর্জন কখনও থামবে না–অর্থ অর্জনের এই স্রোত চলমান থাকবে চিরদিন। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই স্বোপার্জনের অর্থেই বড় হতে পারে এই উদাহরণটা এখন স্পষ্ট হয়েছে আমাদের সকলের কাছে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আর্থিক অবস্থার দৈন্য কাটিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের মতই স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রয়োজন শুধু অতি উঁচু মনের ও দৃঢ় মনোবলের প্রতিষ্ঠান প্রশাসকের। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনুছ যাকে সামাজিক ব্যবসা বলে থাকেন ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম অনেকটা তাই।

৬. একাডেমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনাও এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতই নিরীক্ষার পর নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বলা যায় প্রতিটা কর্মকাণ্ডই এসিড টেস্ট মোকাবেলা করে সম্পন্ন হতে হয় বলে সকল কর্মকাণ্ডই সুস্পষ্ট সুফল প্রদান করে থাকে। একাডেমিক কার্যক্রম একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম থেকেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে আসছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারই একাডেমিক ব্যবস্থাপনার সংবিধান। ক্যালেন্ডারে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পাঠক্রমের কোর্স শেষ করে সাপ্তাহিক, মাসিক ও টার্ম পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ফিড ব্যাক (Feedback) নেয়ার কারণেই তাদের সকল পরীক্ষার ফলাফল এতটা উন্নত হয়। পরীক্ষার ভালো ফলাফলের কারণেই অধিক ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করে থাকে। বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মানে বেশি অর্থপ্রাপ্তি, আবার বেশি অর্থপ্রাপ্তি মানে কলেজের ভৌত অবকাঠামোর আরও উন্নতি। এমনি চক্রাকারে একমুখে চলতে থাকে ঢাকা কমার্স কলেজের সকল কার্যক্রম। এই চক্র সীমাহীন সময় ধরে চলতে পারবে যদি কলেজ প্রশাসনের হালটা যথাযথ ধরে রাখা হয়।

৭. মানব ইতিহাসে একটা স্পষ্ট ধারা এই যে, অতীতের লোকদের সকল কর্মকাণ্ডের ফলাফল প্রত্যক্ষ হয় বর্তমানে আবার বর্তমানের লোকদের কার্যক্রমের ফলাফল প্রত্যক্ষ হবে ভবিষ্যতে। আমাদের অতীত পুরুষদের সকল ধ্যান-ধারণা, আবিষ্কার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করছি আমরা বর্তমানে, আবার আমাদের কার্যক্রমের ফলাফল প্রত্যক্ষ করবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভবিষ্যতে। এমনি ধারার মধ্যেই বিশ্ব ইতিহাস প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। ঢাকা কমার্স কলেজও তার ব্যতিক্রম নয়। অতীত কমার্স কলেজের সাথে সম্পৃক্ত সকলের কাজের ফল প্রত্যক্ষ করছি আমরা আজ ২৫ বছর পূর্তির দিনে, আবার ৫০ বছর পূর্তির সময়েও এখন থেকে যারা কলেজ কার্যক্রমে অবদান রাখবেন তাদের ফলাফল প্রত্যক্ষ হবে। কথা থাকছে ২৫ বছর পূর্তিতে কলেজ যেভাবে গৌরবান্বিত হচ্ছে ৫০ বছর পূর্তির সময়েও সেরকম গৌরবান্বিত থাকবে কি না। গৌরবকে ধরে রাখতে হলে কলেজের অতীত নেতৃত্বের মতই বর্তমান নেতৃত্বকে নতুন নতুন গতিতে কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে কলেজ জাতীয়ভাবে গৌরবান্বিত হচ্ছে, তখন যেন আন্তর্জাতিকভাবে গৌরব বোধ করতে পারে সেরকম দিক নির্দেশনা দিয়ে কলেজকে চালাতে হবে। ৫০ বছর পূর্তির সময় আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে। তার জন্য নতুন নতুন কর্মধারা চালু করা প্রয়োজন।

৮. বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গতানুগতিক ধারায় চলে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়, সিলেবাসের পাঠদান করা হয়, পরীক্ষা নিয়ে ফলাফল প্রদান করা হয়। তাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিটাকে শুধু পাঠ্যবই ও পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেই আবর্তিত করে রাখা হয়। তাদের দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করার কার্যক্রম চালু করা গেলে তারা পাঠ্যবই এর নির্দিষ্ট জ্ঞানের পাশাপাশি পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়ে জ্ঞানের পরিধিকে সকল দিকে বিস্তার করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে সপ্তাহের একটা দিন যদি তাদেরকে সেই আলোকে গাইড করা হয়, তা হলেই চলে। সেরকম নির্দেশনায় পড়ার বিষয়গুলো থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, প্রবন্ধ, সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, উপন্যাস ও গল্প। এগুলো তাদেরকে মানবিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধি করবে এবং তারা পূর্ণ মানুষ হওয়ার তাগাদা নিয়ে কলেজ জীবন শেষ করবে। তখন তারা আরো গতিশীল মানুষ হয়ে উঠবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, শিক্ষকও তখন মানুষ গড়ার কারিগর হবেন। ঢাকা কমার্স কলেজ কি এমনি কার্যক্রম চালু করতে পারে না? সুন্দর করে কথা বলার অভ্যাস করার জন্য; ভাষার ব্যবহার শিক্ষার জন্য, শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য ডিবেট-এ অংশগ্রহণ সকল শিক্ষার্থীরই প্রয়োজন। এসব কার্যক্রমে অংশ নেয়ার ফলে শিক্ষার্থী সংস্কৃতিবান হয়ে শিক্ষিত হতে পারবে। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, লালন, হাছন রাজার জীবনী পড়ে মানবধর্মকে বুঝতে পারবে–দেশপ্রেমকে বুঝতে পারবে। এমনি কার্যক্রমের শুভফল হবে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন। তখনই প্রতিষ্ঠান হবে ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৯. বাণিজ্য বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য যদি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষিত (Oriented) করা হয় তাহলে

কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েই তারা স্বাধীনভাবে নিজকে কর্মে নিয়োজিত করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমদানি রপ্তানি ব্যবস্থা বিষয়ে তারা তাদের পাঠ্য বই থেকে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকে। এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যদি সে ঐ ব্যবসা নিজে করতে চায় তা হলে আর সাহস পায় না। পণ্য আমদানির বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় পুঁজির সরবরাহ থাকলেও সে বাস্তবে ঐ ব্যবসা করতে পারে না। এই কর্মে যদি তাকে বাস্তব ট্রেনিং দেয়া হয় তবেই তার পক্ষে ঐ রকম আমদানি রপ্তানি কাজে জড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানের বাস্তব পরিচিতি প্রদান করা হয় না বলে শিক্ষার্থী বাস্তবক্ষেত্রে তার জ্ঞানের প্রয়োগ করার সময় চোখে অন্ধকার দেখে।

১০. ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানকে বাস্তবে প্রশিক্ষিত (oriented) করার প্রোগ্রাম করতে পারে। গ্রুপ গ্রুপ করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাস্তব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণ করিয়ে ৭ দিন /১৫দিনের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। যে প্রশিক্ষণের পর অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন প্রদান করে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে বুঝাবে। তখন সে হাতে-কলমে তার পাঠ্য বিষয়কে শিখে নিতে, বুঝে নিতে পারবে। তখন সে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে নিজে নিজেই ব্যবসায়ী হওয়ার তাগাদা অনুভব করবে। উন্নত দেশের মত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঐরকম সংক্ষিপ্ত কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে পারে।

জার্মানিতে যা করা হয় তা হলো শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কর্ম পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যেসব পরিবেশে সেসব কর্মকাণ্ড চলছে তার ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়, দেখানো হয়। সেসব কর্ম সম্বন্ধে পরিচিতও করা যায়। ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড, বিমা কর্মকাণ্ড, উৎপাদন কর্মকাণ্ড, ট্রেডিং ব্যবসার কর্মকাণ্ড ইত্যাদির উপর ৭ থেকে ১৫ দিনের কোর্স করা হয়। এ রকম কোর্স করার কারণে শিক্ষার্থী বাস্তব কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে।

১১. আজকের মানুষ শুধু স্ব স্ব দেশের নাগরিক নন- তারা বিশ্বেরও নাগরিক। পৃথিবী সকলের কাছে অতি নিকটে চলে আসছে। তাই এখনকার পৃথিবীকে ক্ষুদ্র করে বুঝানোর জন্য বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ (Global village)। আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে, ছাত্র-ছাত্রীদের মননে ও কল্পনায় সে যে বিশ্ব নাগরিক এবং বিশ্বের সকল কর্ম-প্রবাহে তার পরিচিতি থাকা প্রয়োজন, সেরকম ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে (Inject) তাকে শিক্ষিত করতে হবে, তবেই তাঁর মধ্যে আন্তর্জাতিকতার ধ্যান ধারণা কাজ করবে। ঢাকা কমার্স কলেজ বর্ণিত আলোকে যদি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে তবে নিশ্চয়ই ৫০ বছর পরের শিক্ষার্থীরা শুধু গর্বিত বাংলাদেশের নাগরিকই হবেন না-তারা আন্তর্জাতিক নাগরিকও হবেন এবং তাদের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজও আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন করবে।

১২. আমার বক্তব্যকে, চিন্তাকে, ধ্যানকে, কলেজের জন্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রমকে, সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা না হলেও এ বিষয়ে কলেজ আরও গতিশীল হওয়ার জন্য প্রবন্ধে একটা আকুতি-মিনতি আছে। সুদক্ষ শিক্ষা প্রশাসক এ আকুতি-মিনতি থেকেই একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে নিতে পারবেন-এই আশাবাদ আমার রইল। ৫০ বছর পূর্তির দিনে আমি বেঁচে না থাকলেও রিলে রেসের (relay-race) মত আমার আশীর্বাদের কাঠিটা চলমান থাকবে।

ঢাকার প্রথম আধুনিক ও অনুকরণীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সবার প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের উদ্যোগ ছিল চ্যালেঞ্জ আর এডভেঞ্চারে ভরা

॥ এম হেলাল, সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকা www.helal.net.bd ॥

অর্থ-বাণিজ্য শিক্ষার যে বিপ্লব বাংলাদেশে এখন দেখা যাচ্ছে –তার সূচনা ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ৮০'র দশকে। বিশেষত বিবিএ, এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, বিবিএস, এমবিএস ডিগ্রি প্রদান ও গ্রহণের যে হিড়িক এখন দেখা যাচ্ছে –তার প্রাথমিক সূচনা হয় বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর বহু প্রমাণ রয়েছে, রয়েছে সরকারের বারংবার স্বীকৃতি। বিশেষত ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ এর জাতীয় পুরস্কারলাভ। এছাড়াও ১৯৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ-শিক্ষক' হিসেবে এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীকে জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতি।

একসময়ে ঢাকার শহরতলী মিরপুরে অনুন্নত ও অবহেলিত জনপদের পতিত ডোবায় প্রতিষ্ঠিত একটি অত্যাধুনিক বিদ্যায়তন গুণগত ও বিশেষায়িত শিক্ষাদান করে দ্বিমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের দু'নেত্রীর কাছ থেকে একইরূপ স্বীকৃতির সম্মাননা গ্রহণে কীভাবে সক্ষম হলো– এ বিষয়টি দেশের শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসকগণকে ভাবিয়ে তোলে।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম সাইনবোর্ড উত্তোলিত হয় ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট। সাইনবোর্ড উত্তোলনকালে ছিলেন (বা থেকে) আব্দুল মতিন, অধ্যাপক আবুল কাশেম, জিয়াউল হক, এম হেলাল, অধ্যাপক কাজী ফারুকী, অধ্যক্ষ শামসুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম চুন্নু, মনিরুজ্জামান, মুনির চৌধুরী, এস আর মজুমদার এবং হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়া দিগন্ত উন্মোচনের নেপথ্য রহস্য ও কারিশমা জানতে তখন শুধু ঢাকা মহানগরী থেকেই নয়, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহু শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসক ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আসতে থাকেন। এমনকি কোনো কোনো শিক্ষা-প্রশাসক দাম্ভিকতার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজে সরাসরি না গেলেও এ কলেজের বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-কৌশল নিয়ে নেপথ্যে রীতিমতো স্টাডি শুরু করেন। সে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল প্রয়োগ করে বহু শিক্ষাদ্যোক্তা নিজ প্রতিষ্ঠানকে সুউন্নত করার পাশাপাশি নিজেও হয়েছেন গৌরবান্বিত। এভাবেই বাংলাদেশে গুণগত বাণিজ্য শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের স্থপতি অধ্যাপক কাজী ফারুকী বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছেন। ঈর্ষা বহুক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ হলেও শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অনুরূপ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ঈর্ষাই ঘটিয়েছে বাংলাদেশের অর্থ-বাণিজ্য শিক্ষায় সৃজনশীল বিপ্লব।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র তথা ধানমন্ডিতে পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিটি কলেজে ভালো ছাত্রদের ভর্তি হতে দেখিনি আমার ছাত্রজীবন অবধি। অথচ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এর অনুকরণে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রশাসনে গুণগত

১৯৮৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরুর অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনপত্র। কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা এম হেলাল এর স্বাক্ষরে প্রেরীত এ পত্রে তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রীর সুপারিশ দেখা যাচ্ছে।

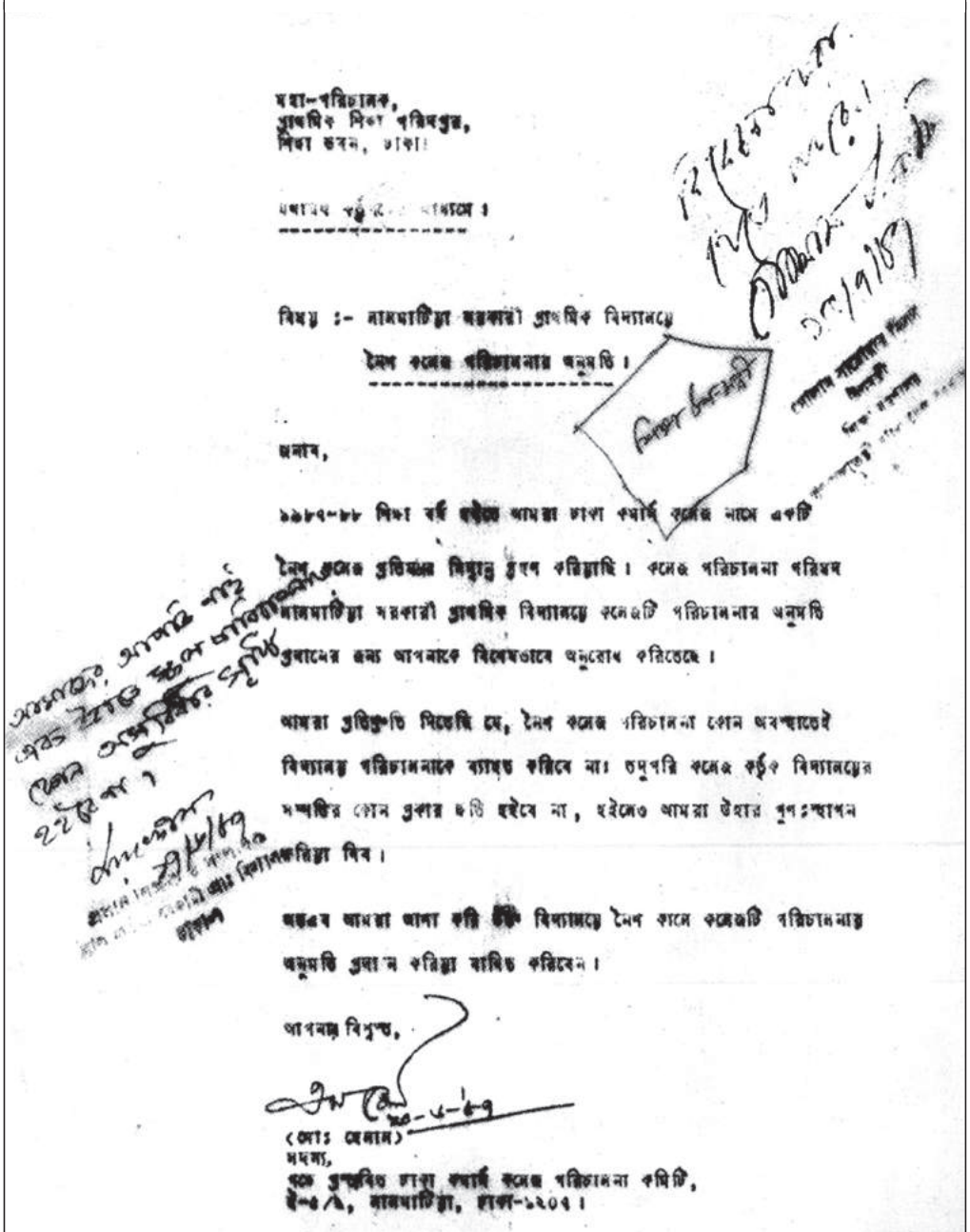

মহা-পরিচালক,
প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

বিষয় :- নারমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি।

জনাব,

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ হইতে আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ নামে একটি নৈশ কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করিতেছি। কলেজ পরিচালনা পরিষদ নারমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, নৈশ কলেজ পরিচালনা কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয় পরিচালনাকে ব্যাহত করিবে না। তদুপরি কলেজ কর্তৃক বিদ্যালয়ের সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইবে না, হইলেও আমরা উহার পূণঃস্থাপন করিব।

অতএব আমরা আশা করি উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশ কালে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ হেলাল)
সদস্য,
ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটি,
ই-৩/এ, নারমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

পরিবর্তন সাধন করে পরীক্ষার ফলাফলে চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করতে শুরু করে সিটি কলেজ। ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ মরহুম হাফিজ উদ্দিনের মতো সৈয়দ আবুল হোসেন, লায়ন এম কে বাশার, লায়ন নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ নিজেদের একচ্ছত্র পৃষ্ঠপোষকতায় যে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, সেসবই কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজের অনুকরণে ও প্রেরণায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ বলে বিজ্ঞজনরা মনে করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সগৌরবে সর্বদা সবার শীর্ষে অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয়নি, ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীসহ বিদগ্ধজনদের সোৎসাহে প্রতিষ্ঠা করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি' (BUBT)। ১৯৮৯ সালে ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হওয়া ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬,২০০; শিক্ষক ১৩৮ জন; স্টাফ ১০৩ জন; রয়েছে ৮টি লিফট এবং ৩,৯৫,০০০ বর্গফুটের অবকাঠামো। শিক্ষক-স্টাফদের মাঝে নেই অসন্তোষ, সবাই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত, তাদের ন্যায্য প্রাপ্তিতে। এখানে একজন প্রভাষকের মাসিক বেতন প্রায় ৩২,০০০ টাকা; সহকারী অধ্যাপকের ৫০,০০০ টাকা; সহযোগী অধ্যাপকের ৭০,০০০ টাকা। বহুতল দু'টি একাডেমিক ভবন ছাড়াও ১২তলা বিশিষ্ট দু'টি স্টাফ রেসিডেনসিয়াল ভবন রয়েছে। ১৯৯৮ সাল নাগাদ, যখন আমি এ কলেজের পরিচালনা পরিষদে ছিলাম তখনও দেখতাম– এ কলেজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণকারী মাত্রই মন্তব্য করে বলতেন, একে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মনে হচ্ছে না; এ যেন উন্নত বিশ্বের কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়।

ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় এ বিশাল বিদ্যায়তন গড়ে তোলা কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে আমারসহ বহুজনের বহু শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কৌশল ও প্রত্যয়ের ফসল এই

ঢাকা কমার্স কলেজ। এমনকি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সূচনায় এরূপ গুণগত মানের ব্যতিক্রমী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি যাবে না –তা নিয়ে সংশয় ও সন্দিহান হয়ে অনেকেই বলেছেন, এটি আকাশ-কুসুম কল্পনা; কেউ বলেছেন এটি বিলাসী উদ্যোগ, বিলাসী বাজেট ইত্যাদি। পন্ডিত ব্যক্তিত্বদের এরূপ হতাশাব্যঞ্জক কথা আমাদের নিকট দাঁড়িয়েছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষের হালকা পকেটের ততোধিক হালকা দানের দামে এবং জুতার সুখতলা ক্ষয় করে বৃষ্টি-রোদে ভিজে-শুকিয়ে সাধারণ এই আমি অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে দুর্বার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম, তার দু-একটি প্রসঙ্গ নিম্নে উল্লেখ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষের হালকা পকেটের ততোধিক হালকা দানের দামে এবং জুতার সুখতলা ক্ষয় করে বৃষ্টি-রোদে ভিজে-শুকিয়ে সাধারণ এই আমি অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণ করেছিলাম দুর্বার চ্যালেঞ্জ।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা
শুরুর সেই দিনগুলি

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিংয়ের ছাত্র এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক। এলাকাভিত্তিক একটি সমিতির স্যুভেনির প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রত্যাশায় ঢাকা কলেজের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর লালমাটিয়াস্থ বাসায় গেলাম এবং এটি ছিল তাঁর সাথে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ। ফারুকী সাহেব আমার একাডেমিক শিক্ষক না হলেও তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, আত্মবিশ্বাস ও মনোবল, সর্বোপরি বুকের মধ্যকার উদার প্রশস্ত বারান্দা আমাকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে– আমি তাঁকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম, সম্বোধন করতাম স্যার বলে।

অধ্যাপক কাজী ফারুকীর নিজস্ব প্রেসে প্রায় বিনা খরচে ম্যাগাজিন ছাপাবার আশ্বাসে পুলকিত হয়ে বিদায় নিচ্ছিলাম। বিদায়কালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন– 'আচ্ছা তুমিতো কমার্সে পড়ছ, কমার্স গ্র্যাজুয়েট। ঢাকায় একটা কমার্স কলেজ করলে কেমন হবে?'

তখন পর্যন্ত ঢাকায় বেসরকারি উদ্যোগে এত বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক পড়েনি। একটু ভেবে উত্তর দিলাম, 'ঢাকার বাইরে যেহেতু সরকারি কমার্স কলেজ সুনামের সাথে চলছে, ঢাকায়ও চলবে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা বিশেষায়িত কলেজ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা কি সহজ ব্যাপার, স্যার?'

'সহজ না কঠিন ভাবলেতো চলবে না। এরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যদি থেকেই থাকে, তবে তা করতে হবে। তুমি আরেকদিন একটু বেশি সময় নিয়ে আস, এ বিষয়ে আলাপ আছে।'

সেদিনের আহ্বান অনুযায়ী ২/৩ দিন পর এক বিকেলে অধ্যাপক ফারুকীর বাসায় গেলাম। অনেক কথা হলো; যার সারবত্তা হচ্ছে– দীর্ঘদিনের ঘুণেধরা গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে একটি কর্মমুখী ও জীবনমুখী আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে গড়ে তোলা প্রয়োজন, যে শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের তরুণ সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন-যুদ্ধের যোগ্য যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠবে। তারই একটি মডেল বা দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা প্রথমে স্বল্প পরিসরে শুরু করে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে; যেখানে শুধু আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরাই পড়াশোনা করবে না, বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরাও আসতে আগ্রহী হবে। এক কথায় মানুষ গড়ার এমন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে হবে– যেখানে শিক্ষিত বেকারের বদলে তৈরি হবে দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সম্ভার, বেরিয়ে আসবে জীবন যুদ্ধের সুযোগ্য যোদ্ধারা। কাজী ফারুকী স্যার জানালেন– এখন তাঁর প্রয়োজন দু'চারজন উদ্যোগী যুবক, যারা বিত্তের চেয়ে চিত্তের শক্তিতে অধিক শক্তিমান।

ঢাকা কমার্স কলেজের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন (ডানে) কলেজের ফাউন্ডার-অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং (বায়ে) কলেজের আরেক ফাউন্ডার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল।

আলাপ শেষে যখন সলিমুল্লাহ হলে ফিরছিলাম, তখন আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। দৃষ্টির গভীরে যেয়ে দেখলাম– কালো মেঘ শুধু লালমাটিয়া তথা ঢাকার আকাশকেই আচ্ছন্ন করেনি, বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনকেও ছেয়ে ফেলেছে। দূর থেকে মোয়াজ্জিনের আযান ভেসে আসছিল। সুদূর দিগন্তে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম– হে স্রষ্টা, এ মহান শিক্ষাবিদের সুমহান স্বপ্নের সাথে আমাকে এক করে তাঁর এ স্বপ্ন কবুল করে নাও।

তারপর থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে চলল আলাপ-আলোচনা ও বৈঠক। এসব আলোচনা ও বৈঠকে সবাই যে উৎসাহিত হতেন তা নয়, নিরুৎসাহিতও হতেন অনেকে। সম্ভবত এজন্যই ফারুকী স্যার ও আমি ছাড়া অন্যরা খুব একটা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন না। বাণিজ্য শিক্ষায় প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকীর বাসায়ও কয়েকটি বৈঠক হয়। এসব বৈঠকের মধ্যে ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের একটি বৈঠকের কথা আমার স্পষ্টই মনে পড়ছে। সে বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. এম হাবিবুল্লাহ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, খুলনা আজম খান কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ আবুল বাসার, অধ্যাপক কাজী ফারুকী, এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন, ড. খ ম কামাল, আমি এবং আরো ২/৩ জন। এ বৈঠকে কাজী ফারুকী স্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা করার পর উপস্থিতদের অধিকাংশই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, এটাতো কল্পকাহিনী! এর বাস্তবায়ন করতে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা লাগবে। এত টাকা আসবে কোত্থেকে?

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভার রেজুলেশন (৬-১০-'৮৮)

রেজুলেশন বুক নং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম সভা

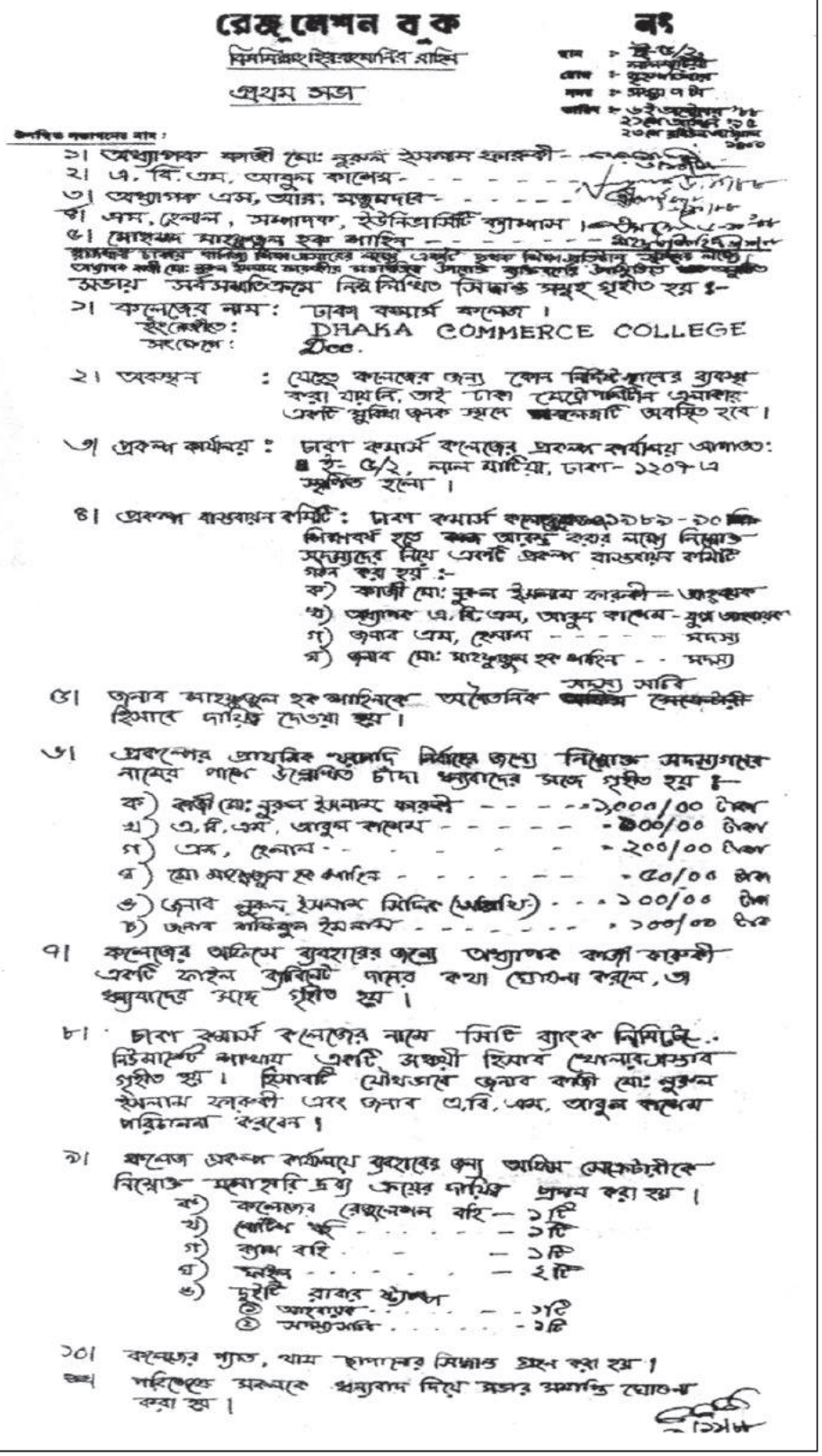

স্থান :- ই-৫/২, লালমাটিয়া
বার :- বৃহস্পতিবার
সময় :- সন্ধ্যা ৭ টা
তারিখ :- ৬ই অক্টোবর '৮৮, ২১শে আশ্বিন '৯৫, ২৩শে সফর ১৪০৯

উপস্থিত সদস্যদের নাম :
১। অধ্যাপক কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী – [স্বাক্ষর]
২। এ. বি. এম. আবুল কাশেম – – – – – [স্বাক্ষর]
৩। অধ্যাপক এস, আর, মজুমদার – – – – [স্বাক্ষর]
৪। এম, হেলাল, সম্পাদক, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। [স্বাক্ষর]
৫। মোহাম্মদ মাহবুবুল হক শাহিন – – – – [স্বাক্ষর]

রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে অধ্যাপক কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে [illegible] সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় :–

১। কলেজের নাম : ঢাকা কমার্স কলেজ।
ইংরেজীতে : DHAKA COMMERCE COLLEGE
সংক্ষেপে : Dcc.

২। অবস্থান : যেহেতু কলেজের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার একটি সুবিধা জনক স্থানে কলেজটি অবস্থিত হবে।

৩। প্রকল্প কার্যালয় : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় আপাতত: ই- ৫/২, লাল মাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭-এ স্থাপিত হলো।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি : ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে আরম্ভ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় :–
ক) কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী = আহ্বায়ক
খ) অধ্যাপক এ. বি. এম, আবুল কাশেম - যুগ্ম আহ্বায়ক
গ) জনাব এম, হেলাল – – – – – সদস্য
ঘ) জনাব মো: মাহবুবুল হক শাহিন - - সদস্য সচিব

৫। জনাব মাহবুবুল হক শাহিনকে অবৈতনিক সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৬। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচাদি নির্বাহের জন্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখিত চাঁদা ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয় :–
ক) কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী – – – – ১,০০০/০০ টাকা
খ) এ. বি. এম, আবুল কাশেম – – – – – – ৫০০/০০ টাকা
গ) এম, হেলাল - - - - - - ২০০/০০ টাকা
ঘ) মো: মাহবুবুল হক শাহিন - - - - - - ৫০/০০ টাকা
ঙ) জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিক (অতিথি) - - - ১০০/০০ টাকা
চ) জনাব শফিকুল ইসলাম - - - - - - - - ১০০/০০ টাকা

৭। কলেজের অফিসে ব্যবহারের জন্যে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি ফাইল ক্যাবিনেট দানের কথা ঘোষণা করলে, তা ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়।

৮। ঢাকা কমার্স কলেজের নামে সিটি ব্যাংক লিমিটেড নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিসাবটি যৌথভাবে জনাব কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী এবং জনাব এ. বি. এম, আবুল কাশেম পরিচালনা করবেন।

৯। কলেজ প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য সদস্য সেক্রেটারীকে নিম্নোক্ত মনোহারি দ্রব্য ক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
ক) কলেজের রেজুলেশন বহি – ১টি
খ) নোটিশ বহি - - - - - – ১টি
গ) ক্যাশ বহি - – – ১টি
ঘ) ফাইল - - - - - - – ২টি
ঙ) দুইটি রাবার স্ট্যাম্প
① আহ্বায়ক - - - - – - ১টি
② সদস্য সচিব - - - - - - ১টি

১০। কলেজের প্যাড, খাম ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
১১। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

[স্বাক্ষর] ৬/১০/৮৮

এভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। এর মধ্যে ফারুকী স্যারের বন্ধু অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং দুই ছাত্র মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু (বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ-প্রশাসন) ও মরহুম মাহফুজুল হক শাহীন (ইম্পেরিয়াল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ) এর সাথে পরিচয় হলো। পরবর্তীতে এ তিনজনও আমাদের উদ্যোগের সাথে একাত্ম হলেন। এরপর ১৯৮৭ সালে ঢাকা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরীর সাথে কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলাপ করার জন্য তাঁর আজিমপুরস্থ বাসায় যাই ফারুকী স্যার ও আমি। সেখানেও আমরা প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। তবে যতই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলাম, ততই বজ্র কঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে উঠছিলাম।

যাই হোক, অবশেষে অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরীর পরামর্শ ও আশ্বাস নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর ১৫ জুন ১৯৮৭ এর এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, ১৯৮৭-'৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে লালমাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের নৈশকালীন একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হবে। তদনুযায়ী ২০ জুন '৮৭ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশকলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমি আবেদন করি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে। এ বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষা-উপমন্ত্রী গোলাম সরওয়ার মিলনের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করি এবং তাঁর সুপারিশ নিয়ে কলেজ চালু করার আবেদনপত্র সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেই। কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে অনুমতি পাওয়া গেল না। এভাবে কলেজ শুরুর আরও কয়েকটি প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর ৬ অক্টোবর '৮৮ তারিখে আমাদের উদ্যোক্তাদের বিশেষ সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার ততোধিক দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিম্নরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

৬ আগস্ট '৮৯ ॥ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ভর্তি ফরম বিতরণ করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক কাজী ফারুকী। মাঝে প্রকল্প কমিটির সদস্য এম হেলাল এবং এ বি এম আবুল কাশেম।

অধ্যাপক কাজী ফারুকী – আহ্বায়ক
অধ্যাপক আবুল কাশেম – যুগ্ম আহ্বায়ক
জনাব এম হেলাল – সদস্য
জনাব মাহফুজুল হক শাহীন– সদস্য সচিব

এ সভায় ১৯৮৯-'৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের কাজ শুরুর জোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রকল্পের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ঢাকাস্থ ই-৫/২ লালমাটিয়া –এ ঠিকানা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে এ বৈঠকে উপস্থিতরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নরূপ চাঁদা দিয়ে প্রাথমিক তহবিল গঠন করি।

কাজী ফারুকী	১,০০০	টাকা
এম হেলাল	২০০	টাকা
আবুল কাশেম	১০০	টাকা
মাহফুজুল হক শাহীন	৫০	টাকা
শফিকুল ইসলাম চুন্নু	১০০	টাকা
নুরুল ইসলাম	১০০	টাকা

এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি ব্যাংক লিঃ এর নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা এবং কলেজের জন্য প্যাড ও স্ট্যাম্প তৈরির দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। আমার প্রতিষ্ঠিত প্রেস 'ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স' (UPP) থেকে বিনা খরচে আমি প্যাড ও স্ট্যাম্প তৈরি করে দেই। আর কাজী ফারুকী স্যার কলেজকে একটি স্টীলের ফাইল কেবিনেট দান করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ শুরুর জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবাই বাড়ি খুঁজতে থাকি। এরই মধ্যে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ বি এম শামসুদ্দিন এর সাথে কথা বলে তারই ইনস্টিটিউটে বৈকালিক শিফটে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থা করি এবং তদনুযায়ী উক্ত ইনস্টিটিউট (৪/৭ এ, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা) এ ১ জুলাই '৮৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক মোনাজাত ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলক উন্মোচন করি।

এরপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রচারপত্র বিলি করে ছাত্র ভর্তির আহ্বান জানাই এবং ৬ আগস্ট '৮৯ তারিখে সর্বপ্রথম ভর্তির ফরম বিতরণ করি; যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের।

এরপর ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৯০ সালে ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের পূর্বপাশে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। তখন কলেজ ফান্ডে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আহ্বান জানিয়ে

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী বলেন– তোমরা যদি কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে কলেজকে সহযোগিতা করতে চাও, তাহলে তা সাদরে গৃহীত হবে। স্যারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে সময়ে বি কম এর ছাত্র মোঃ শামীম শিকদার (রোল ডি-১৪৪) একটি সিলিং ফ্যান এবং দু'টি টিউব ভাল্ব, মোঃ সাইদুর রহিম বাপ্পী ১টি স্টিলের আলমারি এবং আরো কয়েকজন নিজ উদ্যোগে বিভিন্নভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। আরো অনেকে অনুরূপ নানা সহযোগিতা দিয়ে কলেজের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এভাবেই অজস্র বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা কমার্স কলেজ' আজ কর্মমুখী বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত ও ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রাত্যহিক শিক্ষাক্রম ছাড়াও ছাত্রদের নৈতিক ও গুণগত মান উন্নয়ন তথা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা, শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিত সভা, নিয়মিত বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, সেমিনার বা আলোচনা সভা, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক দিবস পালন, ছাত্রদের শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, বনভোজন, মাসিক ভোজ, বার্ষিক ভোজ, ঈদ পুনর্মিলনী ইত্যাকার বিভিন্ন কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট দিন ও সময় অনুযায়ী নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে; যার কিছু কার্যক্রম কতিপয় ক্যাডেট কলেজ ছাড়া অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি ঢাকা কমার্স কলেজ শুরুর সেই সময়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার শুধু ক্যাডেট কলেজ কেন, যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায়ই ছিল অত্যাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত –যা অনেক শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের নিকট গৃহীত হয়েছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।

> শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়া দিগন্ত উন্মোচনের নেপথ্য রহস্য ও কারিশমা জানতে তখন শুধু ঢাকা মহানগরী থেকেই নয়, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহু শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসক ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আসতে থাকেন। এমনকি কোনো কোনো শিক্ষা-প্রশাসক দাম্ভিকতার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজে সরাসরি না গেলেও এ কলেজের বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-কৌশল নিয়ে নেপথ্যে রীতিমতো স্টাডি শুরু করেন। সে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল প্রয়োগ করে বহু শিক্ষাদ্যোক্তা নিজ প্রতিষ্ঠানকে সুউন্নত করার পাশাপাশি নিজেও হয়েছেন গৌরবান্বিত।
>
> ঢাকা কমার্স কলেজ সগৌরবে সর্বদা সবার শীর্ষে অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয়নি, ড. শফিক সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীসহ বিদগ্ধজনদের সোৎসাহে প্রতিষ্ঠা করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি' (BUBT)

সরকারের কোনো আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই শূন্য থেকে শুরু করে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সেটিকে অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীতকরণ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক পদ্ধতিতে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষ ফলাফল অর্জন –এক কথায় অতিবাহিত সময়ের তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে এই বিশাল সাফল্য কোনো সহজ কাজ নয়।

এমনকি প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী সময়ে কিংবা বর্তমান সময়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সুযোগ্য নেতৃত্বে এ কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ঢের উন্নত এবং পাঠদানও ভালো।

আমার বিনম্র শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অধ্যাপক কাজী ফারুকী এবং প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিকসহ সবার প্রতি; যাঁরা এ কলেজের সূচনালগ্নে আমার যৌবনের সেই উত্তাল সময়ের গলদঘর্ম শ্রম, চিন্তা কিংবা অর্থ সাহায্যের বিনিয়োগকে বিপুল সাফল্যে ভরপুর করেছেন এবং পশ্চাদপদ এ সমাজ ও জাতিকে অনন্য সৃজনশীলতা ও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন।

মহাকবি ফেরদৌসি বলেছেন– 'যে গাছের ফল তিক্ত, সে গাছকে যদি তুমি বেহেশতেও রোপণ কর এবং যদি জল সেচনের সময় তুমি তার মূলে শরাবান তহুরা ঢাল, তবুও সে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তিক্ত ফলই দান করবে।' অথচ আমাদের সমাজে এবং শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জন্য কোমলমতি ছাত্র-যুবকদের শুধু শুধুই দায়ী করা হয়। কিন্তু তারা যে শিক্ষাঙ্গনের ফসল, সে শিক্ষাঙ্গনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কখনো তলিয়ে দেখা হয় না। ভেবে দেখা হয় না যে, এসব ছাত্র-যুবকের সুযোগ্য (?) অভিভাবকত্বের যারা দাবিদার, তারা কি তাদের সন্তানদের মানুষ করার লক্ষ্যে তথা শিক্ষার মূল লক্ষ্য 'মানবীয় গুণাবলি অর্জন' এর প্রয়াসে উপযুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়তে পেরেছেন? এ বিষয়টি ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজসহ দেশের বিরল দু'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদাংক অনুসরণ করে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষক-অভিভাবক, সমাজপতি ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা এখনই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

লেখকঃ
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক
ফোনঃ ৯৫৫০০৫৫, ৯৫৬০২২৫
web: www.helal.net.bd
e-mail: m7helal@yahoo.com

ঢাকা কমার্স কলেজঃ ২৫ বছর ফিরে দেখা

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক
ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৮০ সাল। আমি সবেমাত্র কলেজের একজন ছাত্র হিসেবে কয়েকজন শিক্ষকের খুব কাছাকাছি আসতে সক্ষম হই। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। আমার জীবনের বেশকিছু স্মৃতি ফারুকী স্যারের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশে আছে, যা কোনোদিনই ছিন্ন হবার নয়। ঢাকা কলেজে বিভিন্ন সময়ে স্যারের সাথে পড়াশোনার কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন কাজকর্মে কেন যেন আমিও স্যারের কাছে এগিয়ে যেতাম, স্যারও আমাকে ডেকে নিতেন। ঐ সময়গুলোতে প্রায়ই বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ধ্যানধারণা মাঝে মাঝে স্যারের কথায় বেরিয়ে আসত। তিনি এভাবে বলতেন তোমাদের নিয়েই আমি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাই- বলেই কী করতে চাই, কেন করতে চাই, সব বিষয় একে একে বলতে থাকতেন।

এভাবে সময়ের চাকা চলতে থাকে। একদিন স্যারের বাসায় গেলাম। বসলাম, কথাবার্তা হচ্ছে। একপর্যায়ে স্যার আমাকে বললেন, তোমাদের মতো ছেলেরা অর্থ উপার্জনের মতো অনেক কাজই করতে পারে। তুমিও কর না। আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে, কী করব- বলতেই স্যার অনেক পথনির্দেশনা দিয়ে ফেললেন। তখন স্যার বেশ কয়েকটি পাঠ্য বই লিখে বাজারে ছেড়েছেন। ফারুকী স্যারের ইউনিক প্রেস পুরান ঢাকায় চলমান অবস্থায়। আমি আর বিলম্ব না করে আমার গ্রামের বাড়ি পাবনাতে গেলাম। আমার বাবার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা এনে ঢাকায় পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবসাভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করি। আমার জীবনের প্রথম কর্ম হিসেবে ফারুকী স্যারের 'ইউনিক প্রেস'-এর সাপ্লাইয়ের কাজের সাথে জড়িত হই। বছর ঘুরে দেখতে পেলাম বেশকিছু টাকা মুনাফা হয়েছে। তখন থেকে আমার নতুন কিছু একটা করার ইচ্ছা, প্রবণতা মনের মধ্যে বাসা বাধতে থাকে। আমার যেন মনে হয় সবই সম্ভব, শুধু করলেই হয়। এর মাঝেই বেশ কটা বছর পেরিয়ে গেছে। ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত এর মধ্যে ঢাকায় কমার্স কলেজ হবে; কলেজ নিয়ে মাঝেমধ্যে কাজী ফারুকী স্যারের বাসায় গেলে আলাপ হয়, আসলে কলেজ কর্মকাণ্ড যা, তা শুধু ফারুকী স্যারের স্বপ্নে, উনার মুখ থেকেই মাঝে মধ্যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কলেজ সম্পর্কিত বাস্তব কোনো কর্মকাণ্ড তখনও শুরু হয়নি।

আমার পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে। স্যারের বাসায় ১৯৮৫ সালের মে মাসের ৪-৫ তারিখের দিকে স্যারের খুবই কাছের ছাত্র জনাব নজরুল ইসলাম খাঁন ভাইয়ের ছোট ভাই ফিরোজ আহমেদ খাঁন এসেছেন একটি হাউজিং কোম্পানি করা যায় কিনা সেজন্য। ফিরোজ সাহেব নাছোড়বান্দা। স্যারকে এই হাউজিং কোম্পানিতে রাখবেই। ফিরোজ সাহেব মানুষটি বেশ চালাক প্রকৃতির বুঝেই ফারুকী স্যার ফিরোজ সাহেবকে বললেন, আমি ও চুন্নু তোমার হাউজিং কোম্পানিতে থাকব। আর শুরু হলো দ্বিতীয় কার্যক্রম আমার জন্য। ফিরোজ সাহেবের সাথে আরও বেশ যোগ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটানোর সৌভাগ্য হলো আমার। হাউজিং কোম্পানির নামকরণ হলো আল-আমিন রিয়েল এস্টেট লিঃ এবং এই কোম্পানির সাথে যুক্ত হলেন প্রায় বিশজন স্বনামধন্য মানুষ। তাদের কয়েকজনের মধ্যে জনাব সামসুল আলম, সভাপতি, গোল্ড এ্যাসোসিয়েশন জনাব আব্দুল মতিন, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, বিসিআইসি প্রফেসর সাদেকুর রহমান, ঢাকা কলেজ, সেই সাথে ফারুকী স্যারসহ আরও অনেকে।

কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখতে পারিনি আল-আমিন রিয়েল এস্টেট লিঃ-কে। কারণ আমি সবেমাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের কোম্পানির এমডি ফিরোজ আহমেদ সাহেব শুধুই আমাকে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখাতেন এবং বলতেন, আপনি কত কোটি টাকা চান চুন্নু ভাই- শুধু আমি যা করি, আপনি দেখে যাবেন। বিষয়গুলো আমার তেমন ভালো লাগেনি। আমার মনে হয়েছে, ফিরোজ সাহেব নিজেও বিপদে পড়বেন, আমাকেও বিপদে ফেলবেন। একদিন ফারুকী স্যারকে বললাম ঘটনা। স্যার তাৎক্ষণিকভাবেই আমাকে বললেন, ফিরোজকে মিটিং ডাকতে বল, কিন্তু ফিরোজ আর মিটিং না ডাকায় আমিই সিদ্ধান্ত নিলাম, এই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে যাব। আমার ও অন্যান্য কয়েকজনের শেয়ার মূল্য নিয়ে বের হয়ে এলাম। এটি শেষ হতে না হতেই আবার নতুন কিছু করার চিন্তা করলাম।

অবশ্য ফারুকী স্যার আমাকে এই নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্ররোচিত করেছেন বলতে হয়। কারণ ফারুকী স্যার উনার বৈঠকখানায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রগুলো খুবই অপছন্দ করতেন এবং বলতেন চাকরি করে বড় ধরনের কেরানি হওয়ার কোনই যুক্তি নেই। তোমরা পারলে সৃষ্টিধর্মী কিছু কর। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিমভাবে গ্রিন ভেজিটেবল ও অন্যান্য ফার্মিং কর্মকাণ্ড-এর কথা বলতেন এবং এটাও উল্লেখ করতেন, এগুলোই দেশের ও জাতির জন্য প্রত্যেকের করা উচিত ও ভাববার বিষয়। তখন সময়টা ছিল ১৯৮৬ সাল। আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের কথা স্যারের চিন্তায় কাজ করছে।

কিন্তু বাস্তবে স্যার এই বিষয় ঐ সময়ের জন্য উপযোগী মনে করছেন না। কারণ আমার মনে পড়ে একদিন স্যার একবার বললেন, চুন্নু আস; কলেজ করার বিষয়টি শক্ত করে ধরি।

আবার কেন যেন কলেজ প্রসঙ্গটি নরম করে দিল। সম্ভবত তখন আরও কিছু দিক দিয়ে ফারুকী স্যার নিজেকে গোছানোর চিন্তাই করেছিলেন।

আমারও নিজের মধ্যে কেন যেন চাকরির বিষয়ে একটি অনীহাভাব কাজ করছে। চাকরি করে তো নিজের জন্য কর্মসংস্থান হবে, অন্যদের জন্য তো আর কিছু করতে পারব না। এর মধ্যে আমার অনার্স ও মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হয়েছে। আমি অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস দশম পজিশন পেয়েছি এবং মাস্টার্সও বেশ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছি। আমার চাচাত ভাই এমএ জলিলসহ বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিসিএস পরীক্ষা দিতে বলেছে। এমনকি ফরম পূরণ করে জমা দিয়ে পরীক্ষা না দিয়ে চলে এলাম স্যারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। নতুন কিছু সৃষ্টিধর্মী কাজ করা দরকার। ইতোমধ্যে আমার চাচাত ভাই এমএ জলিল পুলিশ ক্যাডারে টিকে গেছে এবং পুলিশে যোগদান করছে। মনটা কিছু হলেও দুর্বল হলো, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে শক্ত করতে সক্ষম হলাম। আমার মনের মধ্যে রেখে দেয়া সিদ্ধান্ত ফারুকী স্যারকে উনার বৈঠকখানায় আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলাম। স্যার আর কালবিলম্ব না করে আমাকে মাল্টি কৃষি ফার্ম করার ব্যাপারে ১০০ ভাগ স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত দিলেন। বললেন, এটাই তো আমি চাই এবং ভবিষ্যতে গাজীপুরের দিকে আমিও ফার্ম করব। তুমি পাবনাতে শুরু করে দাও।

শুরু হলো আমার তৃতীয় কর্মশালা সংগ্রাম। আমি বাড়িতে গেলাম, আবার বাবাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা বললাম এবং ফারুকী স্যারের অভিপ্রায়ের কথাও বাবার কাছে উল্লেখ করলাম। আমার বাবা প্রথমত খুবই উদ্বুদ্ধ হলেন। আমি আমার বাবার কাছ থেকে মাল্টি কৃষি ফার্ম করার জন্য ৪০ বিঘা জমি আমার বাড়ি সংলগ্ন এরিয়া থেকে ফার্মের জন্য নিয়ে প্রচণ্ড উদ্যমে পোল্ট্রি, ফিশারিজ, হ্যাচারি ও নার্সারির সমন্বয়ে মাল্টি প্রোগ্রাম শুরু করলাম। আমার বিশাল ফার্ম তখন পুরো নর্থবেঙ্গলের মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের সবচেয়ে একটি বড় কৃষি প্রকল্প। সেই এক বছরের মধ্যেই দূরদূরান্ত হতে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি লোকজন আমার প্রকল্পে ভিড় জমাতে শুরু করল। জেলা পর্যায়ের পদস্থরা ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা তাদের গাড়ি হাঁকিয়ে যখন আমার প্রজেক্ট দেখতে আসতেন, তখন আমার মনে হত আসলেই আমি ভুল করিনি। আমার সিদ্ধান্তই সবচেয়ে সৃষ্টিধর্মী। পাঠকবৃন্দ মনে কিছু নেবেন না, আসলে কলেজ ইতিহাস বলতে গিয়ে আমার নিজের অনেক কর্মের কথা নিজের অজান্তেই লিখতে হচ্ছে। কলেজের সাথে আমার কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ইতোমধ্যে ফারুকী স্যারের সাথে আমার যোগাযোগ একটু হলেও দূরে অবস্থান করার কারণে কমেছে। তবে উভয়েই উভয়ের খোঁজ-খবর ও কুশলাদি সবসময়ই রাখি। ১৯৮৬ সালের দিকে বেশ কয়েকবার ফারুকী স্যার ঢাকায় একটি বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে চাইলেও তা শুধু চিন্তা-চেতনার মধ্যে বিষয়টি রয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে। ১৯৮৭ সালের দিকে পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেও শুধু শক্তভাবে সবাই বিষয়টি গ্রহণ না করার ফলেই আবার উদ্যোগ কার্যক্রম পিছনের দিকে চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে স্যারের বাসায় ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার প্রয়োজনে গেলাম। কলেজ প্রসঙ্গে আলাপ তুলতেই স্যার বললেন, আসলে চুন্নু তুমি ঢাকায় থাকলে এ বছরই কলেজ শুরু করতাম। কথা বলতে বলতে জনাব শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যার ফারুকী স্যার কলেজ করলে সেই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে থাকার সদয় অনুমতি জ্ঞাপন করেছেন এবং সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যার সম্পর্কে প্রায় না হলেও ৪৫ মিনিটের উপর বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত কথাবার্তা বললেন। ঐ দিনের মতো স্যারকে কলেজ কার্যক্রমে জড়িত থাকব বলে আশ্বাস দিয়ে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় চলে গেলাম।

১৯৮৮ সালের শেষের দিকে স্যারের বাসায় আবার এলাম। আমার কুশলাদি স্যারকে পৌঁছালাম। ১৯৮৮ সালের বন্যায় আমার প্রকল্প বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুনে স্যার খুব বিষণ্ন হলেন, খুবই দুঃখ পেলেন। আমি স্যারকে বললাম, আমি আমার প্রকল্পকে পুনর্গঠন করব এবং এর পাশাপাশি এলাকায় একটি কলেজে অধ্যাপনায় জড়িত হয়েছি। ফারুকী স্যার আমার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং আমাকে সাহস যোগালেন। সেই সাথে কলেজের কথা বলতে গিয়ে জানালেন, সিদ্দিকী স্যারের থাকার কথা ছিল এবং তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, এখন তো মনে হচ্ছে আবার পিছিয়ে গেলেন। অতঃপর আরও বিভিন্ন বিষয়ে কথা শেষে আমি আমার বন্ধু দেলোয়ারসহ স্যারকে সালাম দিয়ে স্যারের বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম।

কিছুদিন পর সম্ভবত ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাস। আমি আমার প্রজেক্টের ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ গেলাম। কাজ শেষে ভাবলাম, যখন ঢাকায় এলাম তখন ফারুকী স্যারের বাসা হয়ে যাই। স্যারের বাসায় এলাম। দেখা হতেই স্যার বললেন, ভালো হলো চুন্নু এই মাত্র তোমার কাশেম স্যার চলে গেলেন। তখনও মাহফুজুল হক (শাহীন) স্যার বৈঠকখানায় বসে। শাহীন ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিল এবং ঐ কলেজে নর্থ হোস্টেলে আমি ও শাহীন থেকে এসেছি। তখন থেকেই শাহীন আমাকে খুব সম্মান করত। অনেকদিন পরে দেখা, বেশ ভালো লাগল। কথা বলতে বলতেই স্যার বললেন, চুন্নু আর একটু আগে এলে তো মিটিংয়ে যোগদান করতে পারতে। থাক, তুমি তো এখন বেশ টাকা-পয়সার মালিক।

আমি আবার স্যারকে বললাম, ব্যবসায়ে তো বেশ মার খেয়েছি। স্যার উল্লেখ করলেন যে, কিছুক্ষণ আগেই কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করেছি। তোমাকেও কমিটির সদস্য হতে হবে। তুমি পকেটে হাত দাও, কলেজ বাস্তবায়নকল্পে ১০০ টাকা দিয়ে শরিক হও। ঐ সময় মোট ১৫৫০ (এক হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা উঠেছে সেটাও উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, তুমি আর শাহীন

যদি আমার সাথে থাক তাহলে কীভাবে কলেজ করতে হয় সেটাও দেখব। তোমরা সেইভাবে থাকবে কিনা বল। শাহীন তো কথায় খুব ছরি ছুড়তে পারে। ও তো যেভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন কলেজ তখনই আমরা করে ফেললাম। যা হোক স্যার অনেক আশা, অনেক চিন্তা, অনেক স্বপ্নময় কথা বললেন, আমরাও শুনে গেলাম। আমি ও শাহীন ঐ দিনের মতো প্রস্থান করলাম স্যারের বাসা থেকে। এবারে আমার নিজের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। আমার প্রজেক্ট দ্বিতীয়বারের মতো আবার বন্যাকবলিত হয়েছে। প্রজেক্টের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়েছে। আমার মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছে। ফার্মের পাশাপাশি সাতবাড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা কাজে কিছুটা জড়িত হয়েছি। এই সময়ে অনেক কিছুই চিন্তা করছি। একবার ভাবছি, আমার মামাত ভাই সালামের সাথে স্কেল ব্যবসায় জড়িত হব কি? আবার ভাবছি, অন্য কোন ব্যবসা ঢাকাতেই করব কিনা এসব চিন্তার মধ্যে সময় কাটছে।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমার ছোট ভাই রোকনুজ্জামান ওমর বাড়িতে এলো। ওমরের সাথে ফারুকী স্যারের আলাপ হয়েছে আমার সম্পর্কে। আমার অনেক খোঁজ খবর স্যার নিয়েছেন। আমি কী ভাবছি, বা কী করছি অথবা নতুন করে কী করতে চাই, প্রজেক্ট ছেড়ে দিচ্ছি কিনা ইত্যাদি। ফারুকী স্যার ওমরকে বলেছেন, চুন্নকে জরুরী ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

আমি স্যারের খবর পেয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে ঢাকায় এলাম এবং সরাসরি স্যারের বাসায় পৌঁছলাম। ১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমার জন্য স্মরণীয় দিন। কারণ ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য আমি মনে করি এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমার দেশের বাড়ি পাবনা থেকে ফারুকী স্যারের বাসায় এসে পৌঁছলাম। ফারুরী স্যার তখন বাসায় ছিলেন। সন্ধ্যায় নামাজ সমাপ্ত করেই স্যারের বৈঠকখানায় স্যার আমাকে নিয়ে বসলেন এবং আমার কুশলাদি নিয়েই কলেজের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি আর কোন কিছু চিন্তা করতে পারবে না। শুধু কলেজ নিয়ে আলাপ-আলোচনাই হয়েছে, তেমন কোন কাজের কাজ হয়নি, তেমন কোন অগ্রগতিও হয়নি। সব যেন আরও ঝিমিয়ে যাচ্ছে। তুমি এখনই আমার টেবিলের সামনে আস এবং এখন থেকেই কলেজের বাস্তব কাজ শুরু হবে। স্যার অনেকটা শক্ত মনেই আমাকে বললেন, চুন্নু তুমি ও শাহীন থাকবে আমার সাথে। অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা কলেজ থেকে নতুন কলেজে চলে আসব। এর জন্য প্রয়োজনে চাকরি ছেড়েই চলে আসব। মাহফুজুল হক শাহীন তখন ফারুকী স্যারের বইয়ের প্রচ্ছদগুলো ডিজাইন করে দিত এবং যে কারণে বাংলাবাজারে স্যারের প্রকাশনাতেই বেশির ভাগ সময়ে থাকতে হত। তারপরও স্যার কলেজের প্রয়োজনে ডাকলেই শাহীন যথারীতি আমাদের সাথে যোগ দিত।

প্রথমত ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ দিবাগত রাতেই ফারুকী স্যারের বাসায় প্রসপেক্টাস লেখার কাজ শুরু করা হয়। স্যারের বাসায় কয়েকটা কলেজের প্রসপেক্টাস ছিল। আমরা দেখলাম। কিন্তু স্যার বললেন, "এগুলো দিয়ে তেমন কাজ হবে না আমাদের। কারণ আমরা ঢাকা কমার্স কলেজের প্রসপেক্টাস যেটা করব, অন্যান্য কলেজ থেকে সেটা হবে একেবারে ব্যতিক্রম।" আমি ও ফারুকী স্যার ঐ রাতেই ১২টা পর্যন্ত কাজ করলাম। রাতে আর ফেরা হলো না, স্যারের ওখানেই শুয়ে রইলাম। কিন্তু স্যার খাওয়া-দাওয়া শেষে আমাকে বললেন, "চুন্নু ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে এবং প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যারের বাসায় যেতে হবে।" জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী স্যার তখন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। যে কথা সেই কাজ। ভোর হতেই ফজরের নামাজ আদায় করেই আমি ও স্যার তাড়াহুড়া করে বের হচ্ছি। এমন সময় একটা চমৎকার ঘটনা ঘটল, যা আজও আমার মনে বেশ দোলা দেয়।

আমি যখন স্যারকে বললাম জনাব রশীদ চৌধুরী স্যার তো সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে যান, আপনি বলেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাড়াহুড়া করে প্যান্ট-শার্ট পরে খুব দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসতেই স্যারের স্ত্রী সকালে স্যারকে দুধের ছানা খাওয়ানোর জন্য পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেই স্যার বলে উঠলেন, "রাখো তোমার ছানা মাখন, চুন্নু চলো তো তাড়াতাড়ি।" তার সেদিনকার সেই উক্তিতে আমি এটাই বুঝতে পারছিলাম যে, ফারুকী স্যার তখনই কলেজ তৈরি করে ফেললেন। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর রশীদ চৌধুরী স্যারের বাসায় প্রথমবারের মতো গিয়ে যেটা আমরা পেলাম তা হলো নিয়ম অনুযায়ী ৬ মাস পূর্বে কলেজ করার জন্য আবেদন করতে হয়। কিন্তু আবেদন তো দূরের কথা, চৌধুরী স্যার এমনভাবেই স্যারকে কথা দিলেন যে, শিক্ষা বোর্ডের কাজ মনে হলো তখনই হয়ে গেল। তার বাস্তব প্রমাণ প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যার দেখিয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যারম্ভের অনুমতি দিয়ে। সেই সাথে আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম ফলাফলের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে যে শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিকে চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে, সে হলো আমাদের প্রথম ব্যাচে ভর্তিকৃত একমাত্র ছাত্রী মাসুদা খানম নিপা, তাকে ভিকারুন্নেছা নূন কলেজ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কলা বিভাগ হতে ঢাকা কমার্স কলেজে বাণিজ্য বিভাগে পড়ার সুযোগ করে দিয়ে। তাই নিপার ফলাফলের মাধ্যমে কমার্স কলেজের প্রথমবারেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্যে অবদান রশীদ স্যারের। এই মাসুদা খানম নিপাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হতে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের মহাসড়কে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এখন আবার পূর্বের কথায় যাই-

সকালটা খুবই সার্থক হলো মনে নিয়ে আমি ও ফারুকী স্যার আনন্দের সাথে আবার স্যারের বাসায় ফিরে এলাম। আমাদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের ২য় দিনে আরও মনোবল ও সাহস বেড়ে গেল। এবারে স্যারের সাথে প্রসপেক্টাস লেখার কাজে মনোনিবেশ

করলাম। তাছাড়া স্যার বললেন, এখন একটা মিটিংয়ের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি মিটিং করার জন্য ঐ দিন কাশেম স্যার, সাদেকুর রহমান স্যার, জিয়াউল হক, হেলাল ভাই, শাহীন ও স্যারের শ্বশুর এবং আরও কয়েকজনের সাথে স্যার ও আমি যোগাযোগ করলাম। মিটিং অনুষ্ঠিত হলো, অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে স্যার বললেন, কাগজপত্র যা লাগবে অর্থাৎ প্রিন্টিংয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র স্যারের প্রেস থেকে তৈরি করে দেবেন। একটা কাঠের আলমারি ও অন্যান্য জিনিসপত্র তাৎক্ষণিকভাবেই দেয়ার প্রস্তাব দিলেন স্যার। সেই সাথে কলেজ মনোগ্রাম তৈরির জন্য শাহীনকে দায়িত্ব দিলেন এবং আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি সেটা হলো কলেজের জন্য বাড়ি ভাড়া করার দায়িত্ব, সেটি দিলেন আমাকে। অন্যান্য দায়িত্ব কিছু কিছু অন্যদের মাঝে বণ্টন করে নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রত্যেকেই ঐ দিন প্রস্থান করলাম।

পরের দিন থেকে শুরু হলো বাড়ি ভাড়া করার সংগ্রাম। কারণ বাড়ি ভাড়া করতে না পারলে আমাদের কলেজ কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই তাগিদেই আমার জোর তৎপরতা। সারাদিন বাড়ি খুঁজে সন্ধ্যায় স্যারের বাসায় কলেজের অন্যান্য কাজকর্ম সম্পন্ন করা- এটাই হলো আমার রুটিন ওয়ার্ক। তবে মাঝেমধ্যে সন্ধ্যায় শাহীন ফারুকী স্যারের বাসায় আসে। কলেজ কাজকর্ম নিয়ে সমন্বয় সাধন করা হয়। এবারে প্রয়োজন হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেটি হলো সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আরেকটি মিটিং আমরা ফারুকী স্যারের বাসায় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। উক্ত মিটিংয়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কয়েকজনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তারা হলেন- ফারুকী স্যার, শাহীন, জিয়াউল হক ভাই, সাদেকুর রহমান স্যার, কাশেম স্যার, জামিল স্যার, মতিন ভাই- আরও কয়েকজন। সেই মিটিংয়ে গত মিটিংয়ের কাজের অগ্রগতি, কলেজের নামের বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে নাম স্থির ও সাংগঠনিক কমিটির রূপরেখা তৈরি করা হয়। চিটাগাং গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজ অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি এ্যাসোসিয়েশন আছে, যেখানে স্যার নিজেও জড়িত। ঐ দিনই ফারুকী স্যার আমাদের কলেজের সাথে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ স্যার যেটি বলছিলেন, সেটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট যে, চিটাগাং কমার্স কলেজ অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন ঢাকাতে এ ধরনের কমার্স কলেজ হলে সেখানে তারা স্পন্সরশিপে থাকতে চায়। তবে এ ক্ষেত্রে স্যারের ইচ্ছাটা যে ছিল, সেটা স্যারের কথায় সে দিন বুঝতে পারছিলাম। তবে উপস্থিত জিয়াউল হক ভাই (স্যারের প্রাক্তন ছাত্র) স্যারের এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ জিয়া ভাই যেটি বলতে চাচ্ছিলেন সেটি হলো আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ করতে পেরেছি বাকিটাও কষ্ট হলে আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

এ ক্ষেত্রে ফারুকী স্যার যুক্তি খণ্ডন করলেন যে, চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজ অ্যালামনাই'র সদস্যরা কলেজকে অর্থায়ন করতে চান। এটা হলে হয়ত কলেজটি দ্রুত সম্প্রসারণ করা যাবে। শুধু এই সুবিধার বিষয় সামনে রেখেই চিটাগাং কমার্স কলেজ অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনকে স্পন্সরশিপে আনতে আমরা উপস্থিত সবাই একমত হলাম। ফারুকী স্যার বললেন, তাহলে আমি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের লোকদের সাথে কথা বলি। এদিকে কিন্তু আমি একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে চালাচ্ছি প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। ঢাকা শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বাড়ি খোঁজা। বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দু'একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যার একটি- বাড়িটি ছিল মিরপুর সড়কের পূর্বপাশে, অর্থাৎ শ্যামলী সিনেমা হলের উত্তর-পূর্ব কোণে। বাড়িটি ছিল তৎকালীন বাংলাদেশ রেডিও-এর পরিচালক জনাব ফকরুদ্দিন আহমেদ সাহেবের। মেইন রোডের সাথে সংযুক্ত। নতুন বিল্ডিং আমার খুবই পছন্দ হলো। ফারুকী স্যারকে এনে দেখালাম। ভদ্রলোকের সাথে আমাদের আলোচনা হলো খুবই সাফল্যজনকভাবে। আমরা পরবর্তীতে বিলম্ব করে ফেলায় অন্য একজন বাড়িটা ভাড়া করে ফেলে। অবশেষে আমাদের প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন গেলাম, তখন এটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিষয়টি আমার ও স্যারের মনে খুব ব্যথা দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত- আরেকটি বাড়ির মালিকদের ব্যবহারের কথা না বললেই নয়। এই বাড়িটি পঙ্গু হাসপাতালের বিপরীতে, মিরপুর রোডের পশ্চিম পাশে সুন্দর গোছালো বাড়ি। বাড়িতে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম- কলেজের জন্য এটি হবে আরও সুন্দর। মনে মনে অনেক কল্পনা। কয়টা ক্লাস রুম, অধ্যক্ষের রুম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম। ভদ্রলোক অতীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিক ছিলেন। আমাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। সম্মান দিলেন। বাড়িটি আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে দিয়েও দিলেন। কিন্তু বাড়িটি কি করবেন জিজ্ঞাসা করলে কলেজ পরিচালনা করার কথা বলতেই শিহরিয়ে উঠলেন এবং বলা শুরু করলেন যে, এই বাড়িটা নিয়ে আমার ১১ নম্বর বাড়ি। আমি শিল্পকারখানা বাদ রেখে যে জন্য এই বাড়ি ভাড়া দেয়ার ব্যবসায়ে এসেছি আবার সেই ঝামেলা, না ভাই! আমাকে মাফ করবেন। তিনি আরও শুনালেন, আমি প্রথমত ভয় করি শ্রমিকদের, তারপর ভয় করি ছাত্রদের। আমার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে। আমাকে মাফ করবেন ইত্যাদি। আমি কিছুতেই সেদিন উক্ত ভদ্রলোককে বোঝাতে পারছিলাম না। পরবর্তীতে হতাশ হয়ে ফারুকী স্যারের বাসায় ফিরে আসি। ঐ বাড়িটি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর মধ্যে প্রত্যেকদিনই গরু খোঁজ করার ন্যায় কলেজের বাড়ি খুঁজে যাচ্ছি। কিন্তু মেলাতে পারছি না।

হঠাৎ একদিন সকালে স্যার বললেন চুন্নু বাড়ি পাওয়া গেছে। চলো দেখে আসি। বাড়ি কোথায় বলতেই স্যার বললেন, ২৭ নম্বর ধানমন্ডি ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরির নিকটে। গেলাম আমি ও স্যার। স্যারের পাতানো নানি। নানির ছেলে নেই। শুধু দুই মেয়ে। তাও

বাইরে থাকেন। এক মেয়ের জামাই থাকেন রাজশাহীতে। বাড়ি দেখে বেশ পছন্দ হলো। অনেক পরিকল্পনা স্যার ও আমি ঐ বাড়িতে বসেই করে ফেললাম। নানির সাথে কথা অনুযায়ী স্যারের বাসায় এসে তড়িঘড়ি করে ৭০,০০০ টাকার একটি চেক ফারুকী স্যার ব্যক্তিগত তহবিল হতে আমাকে দিলেন। আমি নানিকে গিয়ে দিয়ে এলাম। স্যারের বাসায় বসে দু'জনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরের দিন সকালেই নানি চেকটি ফেরত দিয়েছেন। কারণ তার জামাই কলেজের জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। কয়েকদিন পর স্যারের আরেক নানি প্রফেসর আফছারুন নেসা, তাঁর স্বামী ছিলেন জজ সাহেব। নানি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার রয়েছে অগাধ ভালোবাসা। নানির ছিল তেজগাঁও থানার উল্টোদিকে মেইন রাস্তায় একটি বিশাল বাড়ি। ওটাতে নানি একটি ইংলিশ স্কুল করতে দিয়েছিলেন এক ইংরেজকে। দীর্ঘদিন ঐ স্কুলের শিক্ষকতায় ছিলেন এক শিক্ষয়িত্রী, যিনি ঐ ইংরেজকে বিয়েও করেছিলেন। নানির বাড়ি ঐ মহিলা কিছুতেই ছাড়ছিলেন না।

নানি ফারুকী স্যার ও আমাকে বললেন তোমরা ওদের তুলে দিয়ে ঐ বাড়িতেই কলেজ কর। আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। সেই অনুযায়ী তেজগাঁও থানার A.C. জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের সাথে নানা, নানি, ফারুকী স্যার ও আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। পরিশেষে সবার চেষ্টায় বাড়ি খালি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, নানির অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শে এই নানিও ফারুকী স্যারকে না করে দিলেন। আমরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়লাম। তবুও চেষ্টা চলছে। দেখতে দেখতে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এবারে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে যেতে চাই সাংগঠনিক কমিটিতে। এর মধ্যে চিটাগাং কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কথার প্রেক্ষিতে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে মিটিংয়ের আয়োজন হলো। সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে রইলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা। উনি অবশ্য তখন বিসিআইসি সংগঠনের চেয়ারম্যান পদে বহাল ছিলেন। সে কারণেই প্রথম কি দ্বিতীয় সাংগঠনিক কমিটির মিটিং বিসিআইসির হেড অফিস মতিঝিলে, চেয়ারম্যান জনাব তোহা সাহেবের মিটিং কক্ষেই অনুষ্ঠিত হলো। আজকে সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম একজন সদস্য মরহুম আবুল বাসার সাহেব, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা-এর কথা শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করছি। তিনি এমনই ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের কোন মিটিংয়ে কখনই অনুপস্থিত থাকেননি। সব মিটিংয়ে বলা যায় উপস্থিত থেকেছেন। জনাব মোহাম্মদ তোহা সাহেবের সভাপতিত্বে ঐ দিনে যে সভা প্রস্তাবিত কলেজকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই মিটিংয়ে দুই-একটি ঘটনা আমার মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। উক্ত মিটিংয়ে চিটাগাং সরকারি কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্যই সাংগঠনিক কমিটির সদস্য হিসেবে ঐ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের কয়েকজন ছিলেন জনাব মোঃ এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল, জনাব সামছুল হুদা *এফসিএ*, জনাব আহমেদ হোসেন, জনাব আহম মুস্তফা কামাল, জনাব মোজাফফর আহমেদ, জনাব আবুল বাসার, জনাব এ.বি.এম আবুল কাশেম প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। ঐ মিটিংয়ে উল্লেখযোগ্য দু' একটি ঘটনার কথা আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। একটি হলো কলেজের অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা। এই আলোচনায় জনাব আহম মুস্তফা কামাল সাহেব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারকে মিটিংয়ে বলেছিলেন, ফারুকী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। একটি কলেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার রয়েছে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে ফারুকী স্যার মিটিংয়ে বলেই উঠেছিলেন যে, "টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা কিছু আছে তা সব বিক্রি করে দেব, তবু কলেজ আমরা করব।" খুব সাহসিকতার সাথে উক্তিটি করেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। পরবর্তীটি হল নামকরণের বিষয়। নামকরণের ক্ষেত্রে অনেকে অনেক নাম প্রস্তাব করছিলেন। কিন্তু কলেজের নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ' না হলে যেন স্যারসহ আমাদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত মনের চাওয়া-পাওয়া অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছিল। বার বার অবুঝের মতো এই নামটিই টানাটানি করতে করতে পরিশেষে এটিই সিদ্ধান্ত হলো। সেই সাথে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে আবার বাড়ি ভাড়া বিষয়ে আমার নাম উচ্চারিত হলো- মিটিং শেষে আমরা যার যার মতো প্রস্থান করলাম।

তখন প্রকল্প কার্যালয় হিসাবে ফারুকী স্যারের ই-৫/২, লাল মাটিয়ার বৈঠকখানাটি ব্যবহার করে আসছি। ঐ অফিসের নিয়মিত কর্মী যেন ফারুকী স্যার ও আমি। অন্যান্য সব কাজগুলো আমরা ঠিক ভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। তবে মাহফুজুল হক শাহীন যে দিন কর্মী হিসাবে ঐ প্রকল্প কার্যালয়ে আসে সেই দিন আমরা আরও একটু শক্তি ও আনন্দে নিজেদের ভরে ফেলি। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি কলেজের জন্য বাড়িটা আমাদের খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি প্রতিটি রাস্তায় সম্ভাব্য বাড়িগুলোর জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে এটা কলেজ কার্যক্রমে প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দেয়ায় ফারুকী স্যার ও আমি যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি। ফারুকী স্যার বিকল্প হিসেবে একদিন বিকালে স্যারের বৈঠকখানায় বসে বললেন, "চুন্নু, লালমাটিয়ায় সাত মসজিদস্থলে একটি রুমের বিষয়ে ইমাম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। এটা হলেই আপাতত আমরা কাজ শুরু করতে পারব। তুমি, আমি, শাহীন ১০ জন ছাত্র হলেও এ বছর কাজ করে যাব।" আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি খুব সাহসের সাথে বললাম, স্যার ইনশাআল্লাহ আমরা করতে পারব।

১৯৮৯ সালের মে মাসের শেষ প্রায়। দু'দিন পর স্যারের বাসায় লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সামসুদ্দিন সাহেব এসেছেন অন্য একটি বিষয়ে ফারুকী স্যারের সাথে পরামর্শ করতে। পরামর্শ করা শেষে আমাদের কলেজের আলাপ হতেই উনি নিজেই উপযাচক হয়ে কলেজের জায়গার বিষয়ে বিকল্প হিসেবে দুপুর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উনার ঐ স্কুলের

জায়গা ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলেন। আমরা উক্ত প্রস্তাব অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করলাম। তখন যেন আমরা আবার বাধা পেরিয়ে খুব অল্প সময়ে সব কিছুতেই অগ্রসর হতে পারব মনে হচ্ছে। জনাব সামসুদ্দিন সাহেবের সাথে কলেজের একটা চুক্তিপত্র হলো। কলেজ সবকিছু ব্যবহার করবে, এমনকি স্কুলের অধ্যক্ষ-এর চেয়ারটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। জনাব ফারুকী স্যার বললেন, এবার আমাদের কলেজের সভা/মিটিং কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুযায়ী মিটিং ডাকা হলো এবং শুরু হলো আমাদের অফিস কার্যক্রম। আমার কার্যক্রমের চাপ কমানোর জন্য স্যারের সাথে পরামর্শক্রমে পাবনা থেকে জনাব মোঃ রোমজান আলীকে নিয়ে এলাম যিনি বর্তমানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। আমার সাথে শাহীনের পাশাপাশি জনাব মোঃ রোমজান আলীও বেশ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ল। এর পূর্বেই কিন্তু কলেজের সাইনবোর্ড ঐ স্কুলের সাইনবোর্ডের সাথে আমরা তুলে দিয়েছি।

সব কাজই যেন সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত এলো। শিক্ষক হিসেবে প্রথমত নিয়োগপ্রাপ্ত হই আমি নিজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে, মাহফুজুল হক, ইংরেজি বিভাগে, মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগে এবং আবদুস ছাত্তার মজুমদার হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে। এখন শুরু হলো চতুর্মুখী অভিযান। চলছে দুর্বার গতিতে কলেজ কার্যক্রম। কলেজ এক্সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনারারি অধ্যক্ষ হিসাবে জনাব মোঃ সামসুল হুদা স্যার দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়েছেন। জনাব হুদা স্যার মাঝে মধ্যে সকালের দিকে উনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাবার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য হলেও কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কমার্স কলেজে আসেন, বসেন এবং সময়ে সময়ে ভালো পরামর্শ দিয়ে যান। বাস্তবতা যেটা সেটা হলো, জনাব কাজী ফারুকী স্যারের নির্দেশনায় আমি সব কিছুই শাহীন, রোমজান ও ছাত্তার মজুমদার সাহেবদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই সম্পন্ন করে ফেলি।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাস। এ পর্যায়ে এসে দুটি সমস্যাকে সামনে রেখে মূলত কাজ করছি। ১টি হলো কলেজের প্রচারণা অন্যটি হলো ছাত্র ভর্তি। কলেজের প্রচারকার্য নিয়ে অনেক কথা, তা বলে শেষ করা যাবে না। আবার ছাত্র ভর্তি করার জন্য যে আমাদের চারজন শিক্ষকের কার্যক্রম, সেটাও অল্প কথায় শেষ করা সম্ভব নয়। এর সাথে বিভিন্ন কথা জড়িয়ে আছে। হয়ত আমার অন্যান্য সহকর্মীর লেখায় আপনারা এ সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন।

ক্লাস শুরু করার পূর্বে আরও কয়েকজন শিক্ষক কলেজে নেয়া হল। তারা হলেন জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, বাহার উল্যা ভূঁইয়া, রওনাক আরা বেগম, কামরুন নাহার সিদ্দিকী, মিসেস ফেরদৌসী খান, আবু তালেব। এর পরে নেয়া হলো জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও জনাব জাহিদ হোসেন সিকদারকে।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলো ১ জন মেয়েসহ ৯৮ জন। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম তথা ক্লাস কার্যক্রম শুরু হলো দুপুর ২টা থেকে। তার আগে আমরা এই স্কুলের ছাদে সম্পন্ন করলাম নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, সাবেক অধ্যক্ষ, চিটাগং সরকারি কমার্স কলেজ। ক্লাস কার্যক্রম চলছে। ১ মাস ১ মাস করে সময় যাচ্ছে। সবকিছু জনাব ফারুকী স্যারের নির্দেশনায় আমি সকল শিক্ষককে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি তখনও। কিন্তু দিনে দিনে লালমাটিয়ায় স্কুলে কলেজ পরিচালনার বাস্তবভিত্তিক যে অসুবিধা তা ফারুকী স্যার অনুমান করেই আমাকে বার বার অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমিও এ বিষয়ে চিন্তিত। সেই অনুযায়ী খুব প্রাণপণ চেষ্টা করছি কলেজের জন্য বাড়ি পাবার। হঠাৎ ধানমণ্ডির আবাহনী মাঠের কোণে এক বাড়িতে মুখোমুখি হলাম এক মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতীর, যিনি আমাদের ধানমন্ডিস্থ কলেজের বাড়িওয়ালা, আমাদের খালাম্মা হিসেবে পরিচিত। ঐ সময়েই আমি কথা বার্তা বলে ধর্ম খালাম্মা পেতে ফারুকী স্যারের লালমাটিয়ার বাসায় নিয়ে আসি। স্যারও তাকে ধর্ম খালাম্মা সম্বোধন করেন। বাড়ির ব্যাপারে খালাম্মা তাৎক্ষণিকভাবে আমার ও স্যারকে অর্থাৎ খালাম্মার ধর্ম দুই বোনের ছেলেকে কলেজের জন্য বাড়ি মৌখিকভাবে দিয়ে দেন এবং খালার অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদেরকে জানিয়ে যান।

আমরা পরিশেষে খালাম্মার অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ি ভাড়া অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে দূর করি। অবশ্য এই অগ্রিম প্রদানের টাকা ফারুকী স্যারকে যারা মেটাতে সাহায্য করলেন তারা হলেন জনাব আহমদ হোসেন (বাদল) ও জনাব মোঃ সামসুল হুদা। তারা ব্যক্তিগতভাবে তিন লক্ষ টাকা কলেজকে ধার দিয়েছিলেন। ওটা না হলে হয়তোবা খালাম্মার অর্থনৈতিক সমস্যাও আমরা মিটাতে পারতাম না। কলেজের জন্য বাড়িটাও ধরে রাখা সম্ভব হত না।

যা হউক, এভাবেই আমাদের বাড়ির সমস্যা দূর হলো। কলেজ কার্যক্রমসহ ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমন্ডিতে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। চলতে থাকল আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক কার্যক্রম ধানমন্ডি ভাড়া বাড়িতে।

ধানমন্ডি ১২/A রোডে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম খুব সুন্দর ভাবেই চলতে থাকলো, ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য ধর্ম খালাম্মা ভাড়া চুক্তি করছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তো এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। তবে তখন কিভাবে কলেজের কার্যক্রম চলবে এ চিন্তা ফারুকী স্যার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমাকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে একটি সম্মানজনক পদবি দেয়ার জন্য ফারুকী স্যার নির্বাহী কমিটিতে আমাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আলোচ্য সূচিতে প্রস্তাব রাখলেন। সেই অনুযায়ী আমাকে প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়ে কলেজ প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার পথ প্রশস্ত করা হল।

১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট অধ্যক্ষ হিসাবে কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যার প্রেষণে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করলেন। শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অফিস ও অন্যান্য অফিসিয়াল কাজকর্মসহ কলেজের বাইরের যাবতীয় কাজই আমাকে করতে হত তখন। এর উপরে শুরু হলো ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব জমি কিভাবে অর্জন করা যায় সেই প্রক্রিয়া। আর এই জমির প্রক্রিয়ার গুরু দায়িত্ব যা কেউ কখনও পালন না করলে কারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। সরকারি হাউজিং অফিস হতে জমি বরাদ্দ নেওয়া এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। কলেজের ক্লাস, প্রশাসনিক কাজকর্ম সেরে সেগুন বাগিচায় হাউজিং অফিসে প্রায় প্রতিনিয়ত গিয়ে বসে বসে ফাইলের অগ্রগতি ও সেই সাথে মিরপুরে হাউজিং অফিসে যোগাযোগ রক্ষা করে দীর্ঘ ১৯৯০ হতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর অবিরাম কার্যধারা পরিচালনা করে হাউজিং সেটেলমেন্ট অফিস হতে বরাদ্দ পাওয়া গেল আজকের মিরপুরস্থ ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ঠিকানা।

বিশেষত হাউজিং এর জমির বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য ও অফিশিয়াল উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ ও তাদেরকে বরাদ্দ দিতে যিনি প্রণোদিত করেছেন তিনি হলেন আমাদের বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ও সাবেক পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এবং ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল ।

১৯৯৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের নামে বরাদ্দ পত্র যখন হাউজিং অফিস থেকে হাতে পেলাম, তখনকার আনন্দের যে অনুভূতি তা কোন ভাষা দিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বরাদ্দপত্র নিয়ে ধানমন্ডি পৌঁছানোর পর ফারুকী স্যারের মনের অব্যক্ত প্রফুল্লতাকে শুধু অনুভব করা যাচ্ছিল। স্যার যেন হাতে পেল এক সোনার হরিণ। ফারুকী স্যার শুধুই বলতেন, "চুন্নু তুমি শুধু কলেজের জন্য জায়গাটা এনে দাও, তাহলেই দেখবে আমরা কি করতে পারি"। জায়গা বরাদ্দের পর জমি দখল, এরপরই আরম্ভ হলো নির্মাণ কাজ। সুউচ্চ ভবন-১, ভবন-২, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক আবাসন, অডিটোরিয়াম সবই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল সময়ের আবর্তনে।

সেই সাথে কলেজের ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ঢাকা কমার্স কলেজের সুনাম, সুখ্যাতি ছড়াতে থাকে। অর্জিত ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব কলেজের সাথে জড়িয়ে যায়, তাদের দু-একজনের নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞ ও সংকীর্ণ মানসিকতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বুঝাবে না। তাদের একজন অত্র কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, যিনি আমাদের অগোছালো অফিস, ফাইলিং ব্যবস্থা ও অন্যান্য অফিসিয়াল নিয়মকানুন, বিধি-বিধানকে করে গেছেন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং যুগোপযোগী। যার সুফল ভোগ করছে কলেজ ও উপকৃত হচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ- আমরা সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী আরেকজন হলেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ঢাকা কমার্স কলেজের এক সংকটময় সময়ে শান্তির ছোঁয়া নিয়ে আগমন করেন এ দেশের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কলেজের সার্বিক উন্নয়ন তথা নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন শুরু করেন। শিক্ষকদের জন্য দেন আকর্ষণীয় বেতন স্কেল, গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, রিক্রেয়েশন ও অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধাসমূহ। তাছাড়া কলেজের জন্য বর্ধিত জমি বরাদ্দ নেন। বর্তমানেও কলেজের জমি বরাদ্দের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আপন গতিতে।

সর্বোপরি ঢাকা কমার্স কলেজের অডিটারিয়াম সংলগ্ন সুইপার পট্টির ১ (এক) বিঘা জমি কলেজের বহুদিনের প্রতীক্ষিত স্বপ্ন ছিল এই জমিটি যে কোনোভাবে কলেজের নামে বরাদ্দ নেওয়া। এই জমি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান স্যার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফিল্ড পর্যায়ে জমির বিষয়ে আমাকে কলেজের দু-চার জন শিক্ষক-কর্মকর্তা ব্যতীত প্রায় সবাই আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তবে যে কোন সময় এ বিষয়ে প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে যাদেরকে এক কথায় ব্যবহার করেছি তাদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। তারা হলেন অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (BUBT) এর জয়েন্ট রেজিস্টার জনাব মোঃ আজমল হোসেন।

সময় পেরিয়ে যায় কার্যক্রমও এগিয়ে চলে। অবশেষে বহু বাধা বিপত্তি, বিপদ-আপদ পেছনে ফেলে সুইপার পট্টির কলেজের কাঙ্ক্ষিত জমিটি বিগত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখ সরকারের কাছ থেকে কলেজের নামে বরাদ্দ পেলাম। বর্তমানে জমিটি সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের ওপেন ঘোষণা অনুযায়ী ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন এই জমিটি উন্মুক্ত মাঠ হিসাবেই থাকবে। কোয়ার্টারের ছেলে-মেয়েরা এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের খেলাধূলার প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। বাস্তবে আজ এই জায়গাটি দৃষ্টিনন্দন মাঠ হিসেবে সাজিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। এই জমি সংগ্রহ কার্যক্রমে আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো ঘটনা উল্লেখ না করে পারছিনা- ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার টেলিফোনে রিং দিয়ে বললেন, "চুন্নু, একুশে টেলিভিশনে আমাদের কলেজের বিরুদ্ধে সুইপার পট্টির জমির বিষয়ে মিথ্যা একটি প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, তুমি একুশে টেলিভিশনের সংবাদ দেখ, এখনই দেখাচ্ছে"। সেটি ছিল একটি মিথ্যা অপপ্রচার অর্থাৎ ষড়যন্ত্র করে, টাকা পয়সা দিয়ে সুইপারদের

একাংশদের (খৃষ্টানদের) ব্যবহার করে তাদের দিয়ে বলানো-কমার্স কলেজ তাদের কোন টাকা পয়সা দেয়নি, মারধর করে জায়গা থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে ইত্যাদি। মিথ্যা মিথ্যাই। আমরা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সুশৃঙ্খলভাবে জমি বরাদ্দ নিয়েছি। কিন্তু আমি যেটি উপলব্ধি করেছি তা হল ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার সন্ধ্যা থেকে রাত ৩.৪৫ মিঃ পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টার সংবাদের পরই যখনই প্রতিবেদনটি একুশে টেলিভিশনে দেখানো হয় তখন স্যার টেলিফোনে আমার সাথে পরামর্শ শেয়ার করেন-কি ব্যবস্থা নেবেন। সুইপারদের সর্দারকে দিয়ে মিথ্যা প্রচারনার বিরুদ্ধে একুশে টেলিভিশন চ্যানেলের এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করানো ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা বলা-অর্থাৎ স্যার পারেনতো তখনই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলবেন। কারণ স্যারের শুধুই চিন্তা ছিল কলেজের ঐতিহ্য যাতে কোন ক্রমেই কেউ নষ্ট করতে না পারে। পরিশেষে কলেজের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচার আমরা ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের নেতৃত্বে ইন্‌শা-আল্লাহ রোধ করতে সক্ষম হয়েছি।

সর্বশেষ যে কাজটি না হলে ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারসহ বিশেষ করে জনাব এ এফ এম সাওয়ার কামাল স্যার তাদের কমার্স কলেজের উন্নয়নের কাজে অসম্পূর্ণতা থাকতো বলে মনে করতেন সেটি হলো, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন করার জন্য বেড়িবাধের পার্শ্বে ১৫ (পনের) কাঠা জমি ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া। এই উদ্যোগও অনেকটা সফল হওয়ার পথে কারণ বিগত ২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে এই ১৫ কাঠা জমি কলেজের নামে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কর্মচারিদের আবাসনের জন্য বহুতল ভবনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং তা প্রয়োগ করে ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের শীর্ষে ধরে রেখেছেন, যা সবার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের শারীরিক সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। তিনি তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

এ ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ নামে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যারা নীরবে অবদান রেখে যাচ্ছেন তাদের স্মরণ না করলে আমার এ লেখাটি একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমি মনে করি। তারা হলেন জি বি সদস্য জনাব মোঃ আহমেদ হোসেন (বাদল), জনাব ডাঃ আবদুর রশীদ, প্রফেসর আলী আজম, এ্যাডভোকেট আবু ইয়াহিয়া (দুলাল), জনাব মোঃ শহিদুল ইসলামসহ কলেজের অনেক হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ।

ঢাকা কমার্স কলেজ এখন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এটি একটি পরিচিত নাম। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি।

কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে কলেজের মূল উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের কাছে। সময়ের স্বল্পতায় আরও চমকপ্রদ ঘটনা কলেজকে ঘিরে যা সংক্ষেপে লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব, ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলাম। ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাস যেন কোনদিন বিকৃত করে কেউ উপস্থাপন না করেন, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেই ইতি টানছি। সবাইকে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

স্মৃতির দর্পণে পঁচিশ বছর

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
বাংলা বিভাগ

১৯৮৯ সাল। সাতবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতা করছি। তার পূর্বে জামিরতা কলেজ, সিরাজগঞ্জে শিক্ষকতা করেছি দুবছর। ফাকে পিএসসি-র রিক্রুটে মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধীনে সরকারি চাকরি করেছি অল্প কদিন, একটি এনজিওতে কাজ করেছি মাস খানেক। শুধুই ছোটাছুটি, কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারিনি। জীবন প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা আমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তবে, যেখানে যা-ই করি না কেন, শিক্ষকতার টানেই বোধ করি কলেজকেই আশ্রয় করেছি শেষ পর্যন্ত।

যা বলছিলাম, ১৯৮৯ সাল। বন্ধুবর জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নুর হাত ধরে ঢাকায় আসলাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ' সম্পর্কে জানতে। পূর্বের একটু কথা থেকে গেল, আমার সহপাঠী এক বন্ধু তখন ঢাকার ধানমন্ডিতে 'কনসার্ন' এনজিও-র উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। ওর সাথে পূর্বেই যোগাযোগ ছিল। ও বলেছিল, "আগে আসতো ঢাকায়, পরে ভালো কিছু একটা হয়ে যাবেই।" ঢাকা কমার্স কলেজকে ঘিরে ঠিক এমনিভাবেই আমার ঢাকায় আগমন, আড়ালে থাকলো 'কনসার্ন এনজিও'। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার ঐ সহপাঠী বন্ধু বর্তমানে ভারতে কনসার্নের কান্ট্রি ডিরেক্টর।

১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসের শুরুর দিকের কোনো এক সন্ধ্যায় প্রফেসর ফারুকী স্যারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ও আলাপ। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরলেন। জানলাম, লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে বিকাল শিফটে ভাড়া ঠিকঠাক হয়েছে, কলেজের সাইন বোর্ড উঠে গেছে। এখন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পালা। জানলাম, ইতোমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি হয়ে গেছে।

পরদিন বিকাল ২টায় কলেজ অফিসে গেলাম এবং সহকর্মী হিসেবে পেলাম জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু ও মাহফুজুল হক শাহীনকে। অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোঃ সামছুল হুদা এফ.সি.এ। আর এসব সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের পেছনে অনুঘটক হচ্ছেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

১১ আগস্ট ১৯৮৯-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮ আগস্ট ১৯৮৯ তারিখে ইন্টারভিউ'র পর নতুন একজন সহকর্মী পেলাম হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদারকে। উল্লেখ্য, এটাই কলেজের প্রথম শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রথম ইন্টারভিউ। এই ইন্টারভিউ বোর্ডেই মজুমদার সহ আমরা চার জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছিলাম বা রেগুলার হয়েছিলাম।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু এবং মাহফুজুল হক শাহীন এর দায়িত্ব পড়ে কলেজের বাইরের কাজ করার। যেমন, বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় কিনা, শিক্ষা বোর্ডের কাজ ও যোগাযোগ বৃদ্ধি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা। জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার ও আমার কাজের দায়িত্ব পড়ে ভর্তি ফরম বিতরণ এবং ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক আসলেই তাঁর বা তাঁদের কাছে কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তুলে ধরা, কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য আকৃষ্ট করা, কলেজের Prospectus বিতরণ করা, কলেজের 'প্রসঙ্গ কথা' নামে প্রচারপত্র দেওয়া। এসবের বিনিময়ে যা নির্ধারিত টাকা নেওয়া হতো তা হিসাব নিকাশ ঠিক-ঠাক করে রাখতে হতো এবং পরদিন সকালে ব্যাংক খুললে জমা করতাম কলেজের চলতি হিসাব নং-৪১০৫, জনতা ব্যাংক, মোহাম্মদপুর শাখায়।

কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের ছোট একটি রুমে বসে দুজনে কাজ করতাম। অত্যন্ত গরম, ফ্যান ছিল না। কিন্তু তারপরও সব সহ্য করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য অনলস কাজ করেছি। সে দিনের কথা মনে হলে এখনো মনে পুলক অনুভব করি। সৃষ্টির কী আনন্দ! যে দিন বেশি ফরম বিক্রি করতে পারতাম, সে দিন যেন ধন্য হয়ে যেতাম। ঔষধ বিক্রেতার মত লেকচার দিয়ে ফরম বিক্রি করার কষ্টের মাঝে যে কী আনন্দ ছিল তা পাঠক মাত্রেই বুঝবেন।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ শুক্রবার দিনটি খুবই স্মরণীয়। কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রথম লিখিত পরীক্ষা। পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষা হয়ে চূড়ান্ত ভর্তি তালিকা প্রকাশ। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি-তে ২য় বিভাগে পাস। হাজার অনুরোধেও ৩য় বিভাগে পাস নেওয়া হতো না। উল্লেখ্য, প্রথম ভর্তি আবেদন ফরম যে ছেলেটি নিয়ে ছিল, ঐ ছাত্রটি নটরডেম কলেজে ভর্তি হয়েছিল। অতঃপর মোশারেফ হোসেন কলেজের প্রথম ছাত্র হয়ে যায়।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস মিলে ভর্তি সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮৫ জন। কর্তৃপক্ষ নতুন শিক্ষক নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। যথারীতি ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন সহকর্মী পেলাম জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মিসেস কামরুন নাহার সিদ্দিকী, মিসেস ফেরদৌসী খান, মিসেস রওনাক আরা বেগম এবং জনাব চন্দন কান্তি বৈদ্য।

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ বিকাল ৩টা, ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি সংখ্যা ৯৮জন। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের তিন তলার ছাদের উপরে কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন-বরণ অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি সর্বজন শ্রদ্ধেয় মরহুম প্রফেসর শাফায়াত আহ্‌মাদ সিদ্দিকী স্যার। উপস্থিত

ছিলেন কলেজের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ এবং গণ্য-মান্য অতিথিবর্গ। সেদিনের একটি বিষয় আমার খুব মনে পড়ে, কলেজের প্রথম ব্যাচ, পুরনো কোনো ব্যাচ বা ছাত্র-ছাত্রী থাকার কথা না। তাই আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নবীনদের বড় ভাই-বোন হয়ে ওদেরকে বরণ করেছিলাম।

১১ নভেম্বর ১৯৮৯, ঢাকা কমার্স কলেজের ধারাবাহিকতায় একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বিকাল ২টায় প্রথম ক্লাস কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। আজকে ভাবতে বিস্ময় লাগে এস.এস.সি পাস করা ছেলে-মেয়েরা, কিন্ডারগার্টেনের ছোট ছোট বাচ্চাদের ব্যবহৃত হাইবেঞ্চ, লোবেঞ্চে বসে ক্লাস করেছে। আমরা টিচাররা অপেক্ষাকৃত ছোট চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করেছি। ব্যবহার করেছি ছোট ব্লাক বোর্ড।

সেদিনকার ছাত্র-ছাত্রীরা আজকের মতই কলেজ ইউনিফর্ম পরিধান করত; শুধু আজকের সাথে সেদিনের পার্থক্য এটুকুই যে, সে সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব নামের ছোট প্লেট বা ফলক বুকে লাগানো থাকতো। যাতে সহজেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর বা শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম জানতে পারে। বিশেষ করে একজন শিক্ষক যেকোনো শিক্ষার্থীর নাম জানতে পারাটা বা নাম ধরে ডাকতে পারাটা শিক্ষা-কৌশলের একটা অন্যতম উপায়। তাতে শ্রেণির সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটিও শিক্ষকের আয়ত্তের মধ্যে থাকে। আর শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার উপযোগী সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

শুরুতে কলেজের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকার কথা নয়। শিক্ষক-কর্মচারীরা সম্মানী পেতেন সামান্যই। শুরুতে শিক্ষকদের সম্মানী ছিল ২০০০/২৫০০ টাকা করে। এর থেকে ১০০০ টাকা করে কলেজের নামে অনুদান কর্তন করা হতো, বিপরীতে অনুদানের স্লিপ/রশিদ দেয়া হতো। মোটকথা সম্মানি দাঁড়াতো ১০০০/১৫০০ টাকা। শুরু থেকে এভাবে গড়িয়ে চলেছে ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত। মেসে থাকতাম, এই সামান্য টাকায় মাস যেতো না, যাবার কথাও নয়; নির্ভর করতে হতো বাবা-মায়ের ওপর।

কয়েকজন কর্মচারীর অবস্থা ছিল আরও সঙ্গিন। ওদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাখা হতো। তারমধ্যেও মাঝে মাঝেই ভীষণ বিড়ম্বনায় পড়তে হতো আমাদের। মিজান নামের এক পিয়ন ছিল। সামান্য বেতনে ওর স্বভাবতই চলার কথা নয়, অনেক বুঝানোর পরও একদিন মিজানকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মিজানের কাজ ছিল পিয়ন কাম দপ্তরি। যথাসময়ে ক্লাস বেল দেওয়াটাই ওর প্রধান কাজ। এখন প্রশ্ন হলো ক্লাস শুরু হবে, ঠিকমত ক্লাস বেল দেয়ার কাজটি করবে কে? অতঃপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পালাক্রমে আমরা শিক্ষকরাই আপাতত ক্লাস বেল দেয়ার কাজটি সেরে নেব। এরপর আরেকজন পিয়ন কাম দপ্তরি পাওয়া গেল, আপাতত ঝামেলা গেল।

শহীদ নামের এক দারোয়ান কাজ করতো। সামান্য টাকায় ওর পোষায় না, সে বারবার বলতো কথাটা। ওকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাখতাম। একদিন হঠাৎ শহীদ উধাও। ভীষণ ভাবনায় পড়লাম আমরা, উপায় কী হবে? এত কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে প্রধান ফটক অবারিত, খোলা। আমরা শিক্ষকরা এদিন পালাক্রমে গেইট সামাল দিয়েছি। পরে দ্রুত আরেকজন দারোয়ান খুঁজে নিয়েছি।

কলেজ অফিসের অনেক কাজকর্ম। একমাত্র কর্মচারী আলী আহাম্মদ। আলী আহাম্মদের একার পক্ষে এত কাজ বুঝে নেয়াও সম্ভব না, একার পক্ষে এত কাজ করাতো একেবারেই অসম্ভব। একদিনের কথা মনে পড়ে, কাজ জমে আছে প্রচুর। আলী আহাম্মদও অসুস্থ্য। কলেজ শেষে আমি এবং কাইয়ুম সাহেব অফিসের কাজ শুরু করলাম। কাজ করতে করতে রাত ১২টা বেজে গেছে। মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি আর থামে না। রাতভর থাকাও সম্ভব না। আবার ভর্তির রেজিস্ট্রার অনিরাপদ অবস্থায় রাখাও ঠিক হবে না। কারণ পরদিন সকালেই কিন্ডারগার্টেনের ক্লাস হবে। শেষে বড় বই দুটো (ভর্তি রেজিস্ট্রার ও হিসাব রেজিস্ট্রার) প্রথমে কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে, পরে পলিথিন দিয়ে পেঁচিয়ে, পরনের প্যান্ট গুটিয়ে রাত ১২:৩০ টার দিকে ফারুকী স্যারের বাসায় গিয়ে হাজির। স্যার দেখে অবাক। বকাও দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাবিকে ডেকে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং দ্রুত বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে জাতীয় বেতনক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রভাষকবৃন্দ ১,৬৫০ টাকা বেতনক্রম পেতেন। শুধু মূল বেতনটি শিক্ষক-কর্মচারীদের দেয়া হতো। বাড়ি ভাড়া বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো না। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মুল বেতনের সাথে আনুষঙ্গিক ভাতাসমূহ দেয়া শুরু হয়। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে Contributory Provident Fund চালু করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কনসেপ্ট ছিল একটা টিমওয়ার্ক-এর মাধ্যমে যেকোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। এ আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমরা তখন একজোট হয়ে কাজ করেছি। কোনো কাজকেই আমরা ছোট মনে করিনি।

১৯৯১ সাল। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ব্যাচের এইচ.এস.সি-র ফলাফল বের হলো। এটা ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য সবচেয়ে আনন্দ মুখর একটি দিন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কমার্সের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রী নিপা ২য় এবং ফয়সাল ১৫তম স্থান অধিকার করেছে। ১০০% পাস করেছে এবং প্রায় সবাই প্রথম বিভাগ পেয়েছে। আমরা শিক্ষকরা আনন্দে আত্মহারা। আমরা পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ফারুকী স্যার আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আনন্দের অশ্রু ঝরালেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা কলেজে ছুটে আসলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন। ফারুকী স্যার বললেন, "আল্লাহপাক তোমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, তোমাদের এতদিনের হাড়ভাঙ্গা শ্রম ও সকল প্রচেষ্টা আজ সফল হয়েছে। ঢাকার বুকে তোমাদের পরিচয়

আজ সবাই জানবে। ঢাকা কমার্স কলেজের চলার গতি দ্রুততর হবেই ইন্‌শাল্লাহ"।

১৯৯৩ সালের ২৫ অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজ মিরপুরের বর্তমান জায়গাটির দখল বুঝে পেল। অতঃপর মহাসমারোহে এখানকার কাজ শুরু হলো। একদিকে ধানমন্ডি ক্লাস ও পরীক্ষাকার্যক্রম সঠিকভাবে চালানো, অপরদিকে, মিরপুরে বর্তমান জায়গাটিকে উপযুক্ত করে ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি। আমরা প্রতিদিন সকালের দিকে পালা করে এসে কলেজের কাজ দেখাশুনা করতাম। আবার বিকেলে কলেজ ছুটির পর সবাই চলে আসতাম। মিরপুরে কলেজের কাজ এভাবে আমরা দেখাশুনা করতাম। পুরো ১৯৯৪ সাল লেগে গেল ক্লাস চালানোর উপযোগী ভবন নির্মাণে।

১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে ধানমন্ডি থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে তার নিজস্ব ভবন মিরপুরে। ক্লাস শুরু হয় ১৯৯৫ সালে জানুয়ারির ২২ তারিখে। ধানমন্ডি ছোট-ছোট ক্লাসরুম ছেড়ে এসে শিক্ষার্থীরা যেমন আনন্দ পাচ্ছে, তেমনি আনন্দে মন ভরে গেছে শিক্ষকদের। এখন বড়-বড় খোলা মেলা রুমে ক্লাস, শিক্ষকদের বসার জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা, ছাত্রীদের কমন রুম, প্রতিটি বিভাগীয় রুমের ব্যবস্থা এসব কিছুই শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের আনন্দে ভাসিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, আর ভাড়াবাড়ি নয়, নয় কারো খবরদারি। ঢাকা কমার্স কলেজ এখন তার নিজস্ব জায়গায়, নিজস্ব ভবনে।

মিরপুরে কলেজ নির্মাণ কাজ খুব দ্রুততর হয়েছে। ভবন-১ এর নির্মাণ কাজের ঘটনা আজও চোখে ভাসে। ইঞ্জিনিয়ার, লেবার, কন্ট্রাক্টরদের সাথে আমরা বলা চলে রাত-দিন পরিশ্রম করেছি, দেখাশুনা করেছি। সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, বিরামহীন কাজ। খুব অল্প দিনেই ১নং ভবনের কাজ শেষ হলো। আবার এই অবিরত কাজ চলার মধ্যেই শ্রেণিকার্যক্রম চলতো। কোনটাই থেমে থাকেনি। এরপরে হলো শিক্ষক আবাসিক ভবন-১। অতঃপর রাস্তার পাশে ১৭ তলা অ্যাকাডেমিক ভবন। এভাবে একের পর এক করে অবকাঠামোগত অগ্রগতি হয়েই চলেছে।

শুধু ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নই নয়, কলেজের অ্যাকাডেমিক উন্নয়ন হয়েছে উত্তরোত্তর। উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম ব্যাচ থেকেই অদ্যাবধি সকল ব্যাচের ফলাফলে চমক এসেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ২০০০ সাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৫ সালে ঢাকা বোর্ডে প্রথমসহ মোট ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল হয় আরো চমৎকার। এ বছর ১ম সহ মোট ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পায়। এভাবে ২০০০ সালের ফলাফল স্মরণযোগ্য। ২০০০ সালেও ১ম সহ মোট ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল এখনো সমগতিতেই এগিয়ে চলছে।

অপর দিকে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স, মাস্টার্স শ্রেণির ফলাফল এগিয়ে চলেছে সমতালে। কলেজে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রতিটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণিতে পাস করছে এবং ধারা অব্যাহত আছে।

উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স, মাস্টার্সের ধারাবাহিক এই ঈর্ষণীয় ফলাফল সারাদেশে কলেজের খ্যাতিকে নিয়ে গেছে সুউঁচ্চ মাত্রায়। যেখান থেকে নামার আর কোনো সুযোগ নেই। এখন একটিই কাজ হচ্ছে, এ খ্যাতি ও সুনামকে অক্ষুণ্ন রাখা, সমান মাত্রায় ধরে রাখা। আর এর জন্য প্রয়োজন কলেজ সংশ্লিষ্ট সবারই নিরলস ও অবিশ্রান্ত শ্রম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া।

শুধু অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমই নয়, শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমেও দুয়ার খুলেছে একের পর এক। খেলাধুলা, বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম কলেজের সামগ্রিক পরিবেশ ও অবস্থানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি ইলিশ ভ্রমণ, একসময়ের সুন্দরবন ভ্রমণ এবং বিভিন্ন অনার্স-মাস্টার্স বিষয়ের দেশে-বিদেশে শিক্ষা সফর কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত (ফাঁকে-ফাঁকে কিছু বাদ ধরলে) প্রায় ১৪ বছর টানা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, উচ্চ মাধ্যমিক (প্রশাসন) এর কাজ করেছি। এই সময়টুকু আমার কাছে ঢাকা কমার্স কলেজের স্বর্ণোজ্জ্বল সময়। আমার জীবনের তারুণ্যের উৎকৃষ্ট সময়টুকু কলেজের সেবার কাজে ব্যয় করতে পেরে সত্যি আমি ধন্য। সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই কলেজ কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা আমাকে এ কাজে যোগ্য মনে করে এ রকম একটি গুরু দায়িত্ব পালনে সুযোগ দিয়েছেন। এ সময়টিতে অনেক কাজ করতে হতো। নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন শিক্ষকের পাঠদানের পাশাপাশি এ কাজটি করতে হতো। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে মাত্র একজন পিয়নকে সাথে নিয়ে একা এ কাজটি করা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ ও ২০০২ সাল বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্মরণযোগ্য। কারণ এ দুবছরই ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। আরও স্মরণযোগ্য যে, ১৯৯৩ সালে প্রফেসর কাজী ফারুকী ঢাকা কমার্স কলেজে থাকাকালীন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক'-এর মর্যাদা পান।

২০০১ সালে যুগপূর্তি ও ২০১০ সালে দুদর্শকপূর্তি উদ্‌যাপন ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কলেজের শুরু থেকে বারো বছরের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট দলিল 'যুগপূর্তি স্মরণিকা'। আর বিশ বছরের ইতিবৃত্তও পাওয়া না পাওয়ার দলিল 'প্রদ্যোত' নামের স্মরণিকা আমার হাতেই করা। কারণ দুটোরই সম্পাদনা পরিষদের আহবায়কের ভূমিকায় আমাকে কাজ করতে হয়েছে।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান স্যারের ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে সংযুক্ত হওয়া কলেজের গতিকে আরো তরান্বিত করেছে। তাঁর মতো একজন দক্ষ সংগঠকের সম্পৃক্ততা কলেজ প্রশাসনে যেমন গতি এসেছে, অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমও সুসংগঠিত হয়েছে সুচারুরূপে। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে বিশেষ করে কলেজ অফিস, হিসাব শাখা হয়েছে অনেক পরিচ্ছন্ন ও যুগোপযোগী। তাঁর সাহচর্যে, আমার অনেক অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছি সানন্দে। তাই আজ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

১৯৯৮ সাল। ঢাকা কমার্স কলেজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানে কিছু সমস্যা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমস্যা যখন ঘনীভূত হয়, তখন সংকট হয় আরো জটিল থেকে জটিলতর। ঠিক এমনই এক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি ঢাকা কমার্স কলেজ। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে শক্ত হাতে কলেজের হাল ধরলেন, বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, এ দেশের স্বনাম ও সুনামখ্যাত পরিবারের সদস্য, আমাদের সকলের অতিপ্রিয় মানুষ প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার। যার সুদক্ষ নেতৃত্বে কলেজের স্তিমিত প্রায় গতিতে চঞ্চলতার ছোঁয়া লেগে কলেজ এগিয়ে চললো সামনের দিকে। তিনি দায়িত্ব নিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের 'চেয়ারম্যান'-এর। সেই থেকে কলেজের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক উন্নতি হয়ে চলেছে সমতালে। তাঁর নেতৃত্বেই কলেজ পেয়েছে নতুন নতুন জায়গা ও জমি, বেড়েছে কলেজের পরিধি ও সীমানা।

১৯৯৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের মিরপুরের জমি বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য এবং যিনি এ ব্যাপারে সরকারের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ করেছেন, তিনি হলেন তৎকালীন সরকারের সাবেক সম্মানিত সচিব ও ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের সাবেক সম্মানিত সভাপতি এবং ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল স্যার। যাঁর প্রচেষ্টা না থাকলে হয়তো মিরপুরের এ জায়গা প্রাপ্তি সম্ভব হতো না; এমনকি কলেজের অগ্রগতিও দ্রুততর হতো না।

ঢাকা কমার্স কলেজের 'রজত জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে। শীঘ্রই কলেজ নবরূপে সেজে উঠবে। মহাসমারোহে স্মৃতি রোমন্থন হবে বিগত ২৫ বছরের কীর্তিগাঁথা। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই ব্যকুল হয়ে অপেক্ষা করছে ৭ নভেম্বর, ২০১৫ দিনটির জন্য। ঐ দিন দেশের খ্যাতিমানদের পদস্পর্শে ধন্য হবে ঢাকা কমার্স কলেজ চত্বর।

আজ মনে হচ্ছে- এইতো সেদিন কলেজ যাত্রা শুরু করলো। এরই মধ্যে দিয়ে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' স্বমহিমায় মিরপুরের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ কলেজের সুনাম আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও। সেই যৌবনে এসেছিলাম এ কলেজে, আজ বার্ধক্য ছুঁই ছুঁই। চাকরি জীবনের বিদায়ের ঘণ্টা প্রায় বাজো-বাজো, পেছনে পড়ে থাকলো এ কলেজে বিগত ২৬ বছরের কর্মগাঁথা। হে অনাগত কর্মীকুশলী! সময়ের হাত ধরে তোমরা একদিন আসবে এই পবিত্র অঙ্গনে; তোমরা ভালোবেসো আমাদের শ্রমলব্ধ এ শিক্ষাঙ্গনকে। যেমনটি ভালোবাসি আমরা। তাই স্মৃতি হয়ে থাক 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' এ ঢাকা কমার্স কলেজ।

একাল সেকাল

প্রেক্ষিত : ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
ইংরেজি বিভাগ

১৯৮০ এর দশক থেকে বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। পরিবর্তনটা যে একেবারে আট-ঘাট বেধে হয়েছিল আমার কাছে ঠিক তেমনটি মনে হয়নি। তাৎক্ষণিক এই প্রেক্ষিতটাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়েই রাজধানী ঢাকা শহরে বাণিজ্য শিক্ষার একটি একক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের মস্তিষ্কপ্রসূত শিশুটি যে প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর -এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তাঁর সাথে বাণিজ্য শিক্ষার মনীষী বা ঋষি হিসেবে খ্যাত ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর শাফায়েত আহমদ সিদ্দিকী, প্রফেসর আলী আজম, জনাব মোহাম্মদ তোহা, জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল), জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, জনাব মোঃ সামছুল হুদা প্রমুখ ব্যক্তির ভাবনাসমূহ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠায় রূপ পরিগ্রহ করলো। আর এর সাথে যুক্ত হলেন সর্বজনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (চুন্নু), মোঃ মাহফুজুল হক (শাহীন), মোঃ রোমজান আলী, মোঃ আবদুছ সাত্তার মজুমদার, কামরুন নাহার সিদ্দিকী, মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ফেরদৌসী খান, রওনক আরা বেগম, চন্দন কান্তি বৈদ্যদের মত কিছু প্রাণোচ্ছল, উদ্দীপ্ত ও অদম্য কর্মযোগী মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা কমার্স কলেজ। সময়টি ছিল ১৯৮৯ সাল।

১৯৮৯ থেকে ২০১৪ সাল-সময়ের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় মোটামুটিভাবে রাজসিক চেহারায় প্রতিভাত ছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। অথচ ২০১৫ সালের দৃশ্যপট একেবারেই ভিন্ন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে গৃহীত তথ্যচিত্র (যেটা এই স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়) এর রূপরেখায় এটা অনেকটা স্পষ্ট যে, বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা আগের অবস্থানে নেই। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুপাতে বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। বিজ্ঞান শাখায় এ সমস্যাটি অনেকটা অনুপস্থিত ছিলো। মানবিক শাখায়ও শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রটা বাণিজ্য শাখার মত চোখে পড়ার মত কিছু ছিল না। কেনো এই হঠাৎ টার্নআপ? কারণটি অবশ্যই গবেষণাকে ইঙ্গিত করবে। ওদিকে যাবার সাধ্য আমার নেই। আপাত পরিসরে আমি ঢাকা কমার্স কলেজেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাই।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষার একটি একক প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা অনুপস্থিত। বাণিজ্য শিক্ষা তার পূর্বাবস্থানের দিকে অগ্রসরমান। বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ হ্রাসের সম্ভাবনা কম। উপরন্তু বাড়তে থাকবে। মানবিক শিক্ষার বিষয়টা স্থিতিশীল না হলেও এটা কাউকে ভাবনাগ্রস্ত করে বলে মনে হয় না।

ঢাকা কমার্স কলেজে ১৯৮৯-৯১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর প্রকৃত সংখ্যা ছিল ৯৮ জন। পরীক্ষা দিয়েছিল ৬১ জন। ১০০০ টাকা বেতনের ১৩ জন শিক্ষকের জন্য সেটা সমস্যা হয়নি। পরবর্তীতে শিক্ষার্থী বেড়েছে এবং আনুপাতিক হারে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীও বেড়েছে। বেতন-ভাতা সমস্যা হতে পারে আপাতদৃষ্টে এটা আমার কখনো মনে হয়নি। কারণ আমি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। জীবনটাকে হিসাবের মানদন্ডে কখনো পরিমাপ করিনি! করতে চাইও না। কিন্তু সামগ্রিক বিষয়টা আমার একার নয়। যেখানে সকলের ভাগ্য জড়িত সেখানেতো ভাবতেই হয়। বিদগ্ধজনেরা যে প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে ১৯৮৯ সালে ঢাকায় ঢাকা কমার্স কলেজের গোড়াপত্তন করেছিলেন আজ ২৫ বছর পর সেই প্রেক্ষিতের দৃশ্যপট পাল্টেছে। বাণিজ্য শিক্ষার একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকাতে একটিও ছিলো না। সরকারি পর্যায়ে চিটাগাং কমার্স কলেজ ও খুলনায় আজম খান কমার্স কলেজ ছাড়া বাণিজ্য শিক্ষার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিলো না। এখন শুধু ঢাকাতেই গুলশান কমার্স কলেজ, বাংলাদেশ কমার্স কলেজসহ ৪/৫টি একক বাণিজ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রত্যেকটি জেলাতেই এখন একাধিক একক বাণিজ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এছাড়া প্রত্যেকটি কলেজেতো বাণিজ্য শাখা আছেই।

১৯৯৩ সাল থেকে আমরা দেখেছি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা কমার্স কলেজে লেখা-পড়া করার জন্য এসেছে। এখন যে আসে না এমনটি না তবে আনুপাতিক হারে সংখ্যা ক্রমাবনতির দিকে ধাবমান। ঢাকা শহরে যানজট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অন্য এলাকায় বসবাসরত শিক্ষার্থীরা মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হতে সাহস পাচ্ছে না। এটা জরিপ করলে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে যে, হাতে গোণা কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বাণিজ্য শাখায় তার চাহিদা মাফিক পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পাচ্ছে।

১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬১ জন, শিক্ষক ১৩ জন ও স্টাফ ২ জন। ২৫ বছরে সেই সংখ্যা

দাঁড়িয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স, মাস্টার্স ও বিবিএ-তে গড়পড়তা ৬ হাজার , শিক্ষক ১৩২ জন, কর্মকর্তা-কর্মচারী ১০৩ জন যাদের বেতন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ২০০৯ সালের বেতন কাঠামো মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশাল এই কর্মযজ্ঞের বেতন-ভাতার সিংহভাগই আসে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের থেকে। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ২৬০০ জন শিক্ষার্থীর চাহিদার বিপরীতে ২০১০ সালে ২০২৬ জন, ২০১১ সালে ২০৪৩ জন, ২০১২ সালে ২৪৪৬ জন, ২০১৩ সালে ১৯৪০ জন ও ২৮০০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ২০১৪ সালে ২৭৪৬ জন ও ৩০০০ শিক্ষার্থীর চাহিদার বিপরীতে ২০১৫ সালে ২০১৬ জন। অনার্স, মাস্টার্স ও বিবিএতে ব্যতিক্রমী দু'একটি বছর ছাড়া শিক্ষার্থী ভর্তি কখনোই স্থিতিশীল ছিল না।

একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজকে বাণিজ্য শিক্ষার একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রাখা আর কতদিন সম্ভব সেটি বোধ করি আমার মত ছোট মানুষের চিন্তায় আসা বাহুল্যমাত্র। তবে বিগত বছরগুলোতে ভর্তির পরিসংখ্যান যে অ্যালার্মিং তা বোধ করি সকলের বোধগম্য। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় ঢাকা কমার্স কলেজে বিজ্ঞান শাখা খোলার আবশ্যকতা কোনোভাবেই অবহেলা করা যায় বলে আমি মনে করি না। অস্তিত্ব সংকটের পারিপার্শ্বিকতা যাতে মহীরুহে রূপ পরিগ্রহ না করে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সজাগ দৃষ্টি থাকা একান্তভাবে আবশ্যক।

কলেজ/মহাবিদ্যালয় প্রধানত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখার সমন্বয়ে হয়ে থাকে। বিজ্ঞান শাখার ফলাফল সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। ফলাফল বিবেচনায় বিজ্ঞান শাখার ধারে কাছেও বাণিজ্য বা মানবিক শাখা কখনই থাকতে পারে না। সুতরাং যেসকল কলেজে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখা আছে তাদের সাথে বাণিজ্য শাখার একক কলেজ হিসেবে ফলাফল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কিংবা প্রতিযোগিতা করা কখনোই সম্ভব নয়। তিন শাখার কলেজসমূহের সাথে একক বাণিজ্য শাখার কলেজ হিসেবে ফলাফল প্রতিযোগিতায় নামা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিবেচনার আরো কারণ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি মেধার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়। বাকীরা (যারা বিজ্ঞানে ভর্তির অযোগ্য ধরা হয়) ভাগাভাগি হয়ে মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হয়। ১৯৮০ এর দশকের আগের চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা বিজ্ঞান ও মানবিকে ভর্তি হতে পারতো না (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) তারাই কমার্স পড়তো। ১৯৮০ এর দশকে বাণিজ্য শিক্ষায় একটা বিপ্লব হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু ওই একটিমাত্র বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এটিকে শাশ্বত মনে করার কিছু নেই। এটাই শাশ্বত যে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরাই সর্বোচ্চ ফলাফল করে থাকে। সুতরাং ফলাফল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞানের বিকল্প নেই।

মিরপুর এলাকায় হারম্যান মেইনার ও বিসিআইসি কলেজ ব্যতীত বিজ্ঞান শাখার জন্য ভালো মানের কোনো কলেজ নেই। উপরন্তু কলেজ দুটিতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যাও সীমিত। ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান পড়তে বাধ্য হয়ে মিরপুরের বাইরে যেতে হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজে যদি বিজ্ঞান শাখা খোলা হয় তবে এ অঞ্চলের মেধাবী শিক্ষার্থীরা ঢাকা কমার্স কলেজকে বেছে নেবে বলে আমার বিশ্বাস। এক্ষেত্রে বাণিজ্য শাখায় বেশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা মিলে ২,২০০ থেকে ২,৫০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করলে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ফলাফল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার একটা রাস্তা তৈরি করে দেবে যেটা বর্তমান অবস্থায় নেই। মনে রাখা আবশ্যক যে, ফলাফল সামগ্রিক (বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক) হয়ে থাকে। শাখাভিত্তিক নয়। সুতরাং স্ব-প্রণোদিত শাখাভিত্তিক ফলাফলে তুষ্টতা খোঁজা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আরো একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ২০১৫ সালে বাণিজ্য শিক্ষার ফলাফল সার্বিকভাবে খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো আইসিটি। যেটা মূলত বিজ্ঞান বিষয়। এই বিষয়ে বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীদের ভালো করার সক্ষমতা কম। তাই বাণিজ্য শাখায় জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বিগত বছরগুলোর মতো হওয়ার সুযোগ থাকছে না। উপরন্তু সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টিতে যেকোনো মেধার শিক্ষার্থী সহজেই এ+ পেয়ে যেতো। এটি বিলুপ্ত হওয়া মানে বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীদের জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে আরো একটি অশনি সংকেত যোগ হবে। বর্তমানে বাণিজ্য শাখায় জিপিএ-৫ পেতে হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ৪টি বিষয়ে এ+ পেতে হবে এবং কোনো বিষয়ে এ- পেলে চলবে না। বিগত বছরগুলোতে তিনটি বিষয়ে এ+ পেলে চলতো। বাণিজ্য শাখায় জিপিএ-৫ পাওয়া বর্তমানে যেকোনো সময়ের থেকে কঠিন। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা অনেকটা সহজেই কৌশলগত কারণে জিপিএ-৫ পেয়ে যায়।

প্রশ্ন থেকে যায় ঢাকা কমার্স কলেজে বিজ্ঞান শাখা খুললে কলেজটি যে বিশেষত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই বিশেষত্ব থেকেতো সরে আসতে হবে কিংবা কলেজটির নাম পরিবর্তন করতে হবে। সরকারি বিজ্ঞান কলেজেতো বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। এতে কি বিজ্ঞান

কলেজের বিশেষত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? কলেজতো কলেজই। এখানে সকল শাখার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করবে এটাই স্বাভাবিক। কলেজের নামকরণ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দিতে পারে-এ ভাবনা সামগ্রিকতায় একেবারেই পার্শ্বিক। এখানে সামগ্রিক একত্বই ভাবনা হওয়া যৌক্তিক ও কল্যাণকর।

প্রতিবছর কলেজের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেই তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে কি? প্রশ্নটি বিশ্লেষণমূলক হলেও আপাতদৃষ্টে বাণিজ্য শিক্ষার্থী তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া যোগাযোগ সমস্যা, যানজট, আবাসিক সমস্যা প্রভৃতি কারণে শুধু বাণিজ্য শিক্ষার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিবছর ২,০০০ এর অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হবে-এই ভাবনার সাথে বাস্তবতার দূরত্ব এখন অনেকটাই দৃশ্যমান। সুতরাং বাস্তবতার নিরীখেই সবকিছুর সমাধান হওয়া কাম্য।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতি বছর যত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করে বাস্তবতার নিরীখে তা ৯/১০টি কলেজের বাণিজ্য শিক্ষার্থীর সমান। পক্ষান্তরে এটি একটি প্রাইভেট কলেজ। এখানকার সবকিছুই শিক্ষার্থীর বেতননির্ভর। তাই প্রতিবছর পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি একটি বড় ধরনের চিন্তা। সমস্যাও বটে। শুধু একটি শাখা থেকে এত বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী একটি কলেজে ভর্তি হওয়া বা করানো বর্তমানে অনেকটাই অবাস্তব। তাই সময় এসেছে শিক্ষার্থী প্রতুলতার সমতা প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবতাভিত্তিক, যৌক্তিক, সময়োপযোগী ও গ্রহণীয় সমাধানের পথ বের করতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ কোনো ডাক্তার, প্রকৌশলী, কেমিস্ট, বিজ্ঞানী, ফার্মাসিস্ট, কৃষিবিদ, কম্পিউটার অ্যানালিস্ট, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ইত্যাদি সৃষ্টি করবে না- এটা কতটুকু যৌক্তিক। একটি কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশ তথা বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখবে এটাই ভাবনা হওয়া উচিৎ। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আকর্ষণীয় বিষয়গুলোতে বিজ্ঞান পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অবাধ বিচরণ। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ (ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিসস্ট্রেশন) এর ভর্তি পরীক্ষায় ৮৫% ভাগেরও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখা থেকেই উত্তীর্ণ হয়। এমনকি বিজ্ঞান শাখার অনেক শিক্ষার্থী মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে ভর্তি হয়। বর্তমান সময়েও দেখা যায় বাণিজ্য শিক্ষার মহীপালেরাও কলেজ জীবনে বিজ্ঞানেরই ছাত্র/ছাত্রী ছিলেন। সুতরাং ঢাকা কমার্স কলেজকে বিজ্ঞান শিক্ষার তীর্থক্ষেত্র কেনো হতো পারে না? এটা যদি হয় তাহলে দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হবে এবং একই সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের বিস্তৃতিও মিশে যাবে ওই সীমাহীন অনন্ত-অসীমে যার বিরাটত্বে আমাদের একটু অংশদারিত্ব থাকবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের একাল সেকাল এর ব্যাপ্তি বহুমূখী। এটা লিখে বিশ্বকোষের মত কয়েকটি কলামেও শেষ করা যাবে না। আমি শুধু আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে একটি অপূর্ণ আঙ্গিনায় দৃষ্টিছাপ ফেলতে চেয়েছি। জানি না সেই অপূর্ণতায় সামান্য হলেও কিছু দিতে পেরেছি কিনা। নাইবা পারলাম। চেষ্টা করেছি। এতটুকু সান্ত্বনাও কিন্তু বেঁচে থাকার একটা বড় অবলম্বন হয়ে আবির্ভূত হতে পারে। সেটাও বা কম কিসের?

সময় বয়ে যায়

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও
অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, *Time and tide wait for none.* *সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।* বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ সেশনজট পেরিয়ে ১৯৯২ সালের জুন মাসের দিকে মাস্টার্স এর রেজাল্ট হলো। দৈনিক পত্রিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে নিয়োগপত্র পেলাম। কলেজ তখন ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ভাড়া বাড়িতে ছিল। বড় দুলাভাই এর পরামর্শ মোতাবেক আমি ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান করলাম। তিনি আমাকে শিক্ষকতা পেশায় যেতে বেশি আগ্রহী করে তুললেন। তিনি বললেন, সৎ উপায়ে তুমি এ চাকরি করতে পারবে। এছাড়া ইচ্ছা করলে বই লিখতে পারবে, এতে তোমার পরিচিতিও হবে এবং অর্থও আসবে। আমি যোগদান করার পর আমাদের সিনিয়র শিক্ষকের সাথে এক কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। আমাদের সাথে তখন সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। শুধু উচ্চমাধ্যমিকের কয়েকটি সেকশন এবং ডিগ্রি পাশ একটি সেকশন ছিল। অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার যেন এক কমান্ডার "Do or die"। স্যারের ডিকশেনারিতে No বলে কোনো কথা নেই। আমি যোগদান করার সময় স্যার আমাকে বললেন, তুমি ২৫০০ টাকা স্থিরকৃত বেতন পাবে। তবে আমার সাথে থাকো, ভবিষ্যতে আমি তোমাদেরকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিবো। খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই কলেজের জন্য রেডি হয়ে কলেজে আসতাম, আবার ডাবল শিফট করে বাসায় যেতে রাত হতো। ফ্যামিলির পিছুটান না থাকায় মনে মনে প্রত্যাশা করলাম জীবনে একটা চ্যালেঞ্জিং পেশা গ্রহণ করি। সে দিনের শ্রেণিকক্ষ ছিল কয়েকটি পাকা রুম, কিছু আবার ছিল টিনের চাল ও বাঁশের তৈরি মুলির বেড়া এবং কাঠের বোর্ড। এসি তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় ফ্যানের বাতাসও ঠিক মতো পাওয়া যেত না।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বৎসর পূর্তিতে আমার চাকরি প্রায় ২৩ বছর। এই ২৩ বছরের অনেক আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আমার মনের কোঠায় রয়েছে। এদের কয়েকটি বিচ্ছিন্নভাবে লিখে যাচ্ছি। বাংলা নববর্ষ ১৪০০ সাল খুব বড়ো এবং ব্যাপক আয়োজন করে আবাহনী মাঠের অডিটোরিয়ামে পালন করা হয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার কনসেপ্টটি অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার খুব কঠিনভাবে মেনে চলতেন। যেমন যেকোনো অনুষ্ঠানে সবার যাওয়া ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। সফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যারের বিয়েতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন শিক্ষক যায়নি বলে তাকে শোকজ করা হয়েছিল।

সুন্দরবন ভ্রমণ কলেজের একটি নিয়মিত প্রোগ্রাম ছিল। ১৯৯২ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলেজের প্রথম সুন্দরবন ভ্রমণসহ আমি অনেকবার সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছি। সুন্দরবন ভ্রমণে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে। এর মধ্যে একবার লঞ্চ সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, পরে ফিসিং ট্রলারের সহায়তায় সঠিকভাবে আমরা কিনারায় আসতে পেরেছি। একবার হিরণ পয়েন্ট থেকে সমুদ্র

১৯৯২ সালে কলেজের প্রথম সুন্দরবন ভ্রমণে (ডান থেকে) লেখক, উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান এবং শিক্ষক মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্

দিয়ে কুয়াকাটা যাবার সময় সমুদ্রের ঢেউয়ে লঞ্চ প্রায় ডুবে যাচ্ছিল, আল্লাহর অশেষ রহমতে লঞ্চ চালকের সাহসিকতায় যাত্রা বাতিল করে সমুদ্রের কিনারায় আসতে পেরেছি। মোট দুইবার লঞ্চ নদীর চরে আটকা পড়ে ২৪ ঘণ্টা পরে জোয়ারের সময় ছাড়া পেয়েছি। ২০১০ সালে আমি ভ্রমণ কমিটির আহবায়ক থাকায় সে বছর সুন্দরবন ভ্রমণও আমার দায়িত্বে ছিল। পটুয়াখালীতে লঞ্চ আটকে পড়া এবং কলাপাড়া থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুন্দরবনে যাওয়ার দুঃসাহস সকলের মনে থাকবে। কলাপাড়া বাজার থেকে ভাঙ্গা বা খারাপ রাস্তায় নসিমন বা ভটভটিতে চড়ে কুয়াকাটা সি বিচে যাওয়ার কষ্ট কখনও ভুলবার নয়। প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্যার ফেরার পথে রাস্তা বাদ দিয়ে ট্রলারের মাধ্যমে কলাপাড়ায় আমাদের নোঙ্গর করা লঞ্চে এসে উঠেছেন।

১৯৯৪ সালে অধ্যক্ষ ফারুকী স্যারসহ ১২ জন শিক্ষক রাঙামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবন, কাপ্তাই লেক ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সেন্টমার্টিনে যে ঐতিহাসিক শিক্ষাসফর করেছি তা জীবনে ভুলবার মতো নয়।

সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলারে ডুবো ডুবো ভাব নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপ ভ্রমণ করেছিলাম। সেন্টমার্টিনে তখন থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় দ্বীপটি পরিদর্শন করে সেই দিনই সন্ধ্যায় টেকনাফ এসে উপস্থিত হয়েছি। যাতায়াতে খাবার তেমন কিছু না থাকায় আমরা চিড়া, গুড়, নারিকেল কিনে নিয়েছিলাম এবং পথিমধ্যে সেগুলো খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছিলাম। বান্দরবনে চিম্বুক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি তা সব সময় মনে থাকবে।

১৯৯৪ সালে শিক্ষাসফরে রাঙামাটিতে সহকর্মীদের সাথে লেখক

কলেজের জায়গা একবার হয় তো হয় না। ১৯৯৩ সালে ধানমন্ডিতে ক্লাস নিচ্ছিলাম, হঠাৎ খবর পেলাম কলেজ সরকারি হাউজিং থেকে মিরপুরে জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে। অধ্যক্ষ ফারুকী স্যার সাথে সাথে আমাদেরকে মিষ্টি খাওয়ালেন। মিরপুরে কলেজের জায়গা দেখতে এসে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কেননা, জায়গাতো বরাদ্দ দেয়া হয়নি, আসলে আমরা বরাদ্দ পেয়েছি পরিত্যক্ত একটি গভীর পুকুর এবং পাশে কিছু বস্তিঘর। পুলিশের সাহায্যে আমরা উচ্ছেদ করলাম। সেদিন আব্দুস ছাত্তার মজুমদার স্যার আমাকে বললেন, খুব পিপাসা পেয়েছে, চল ড্রিংস পান করি। কিন্তু এই এলাকায় কোনো দোকান ছিল না বিধায় আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে বিআইএসএফ ফ্যাক্টরির সামনে যেয়ে একটি দোকান পেলাম এবং সেখান থেকে কোক পান করলাম। দীর্ঘ ২২ বছর পর আজ কলেজের সামনে অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে। অনেকে এখন ঢাকা কমার্স কলেজ রোডকে বলে মিরপুরের বেইলি রোড। তারপর দমকল দিয়ে পুকুরের পানি অপসারণ করে ২০ তলা ভবনের পাইলিং কাজ শুরু হলো। অনেকে বললেন, নতুন কলেজ টাকা নেই, ২০ তলা পাইলিং কেন? স্যার বললেন, আমাদের জায়গা কম সুতরাং আমরা হাইরাইজ করব। আকাশ খোলা আছে। এক সময় তোমাদের টাকা থাকবে, কিন্তু জায়গা থাকবে না। আমরা ধানমন্ডিতে ক্লাস করে নিয়মিত রোস্টার ডিউটি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ তদারকি করতাম। ইট, রড, সিমেন্ট নিজেরা গিয়ে ক্রয় করেছি। সবার লক্ষ্য ছিল কলেজের ১টি পয়সা কীভাবে কম খরচ করা যায়। খুব দ্রুত কাজ শুরু হলো। কারণ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার সব সময় বলতেন, যত তাড়াতাড়ি নিজের ভবন অর্থাৎ মিরপুরে আসা যায় তত ভালো। কারণ ধানমন্ডিতে আমাদের অনেক টাকা ভাড়া দিতে হয়। কলেজ নির্মাণ কাজ করতে যেয়ে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন পড়ে গেল। অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার আমার নিকট টাকা ধার চাইলেন, আমি তাৎক্ষণিক ৫০,০০০ টাকা ধার দেই। এরপর আমরা দুই বার সরকার থেকে জমি বরাদ্দ পাই। একবার পেলাম অডিটরিয়ামের জায়গা এবং অন্যবার পেলাম মাঠের জমি। বর্তমানে ১৫ তলা, ১১ তলা, ৮ তলা ভবন এবং ১২ তলা কোয়াটার সব কিছুর নির্মাণই যেন চোখের সামনে ভাসছে। একদিন আসরের নামাজের পর অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যারসহ আমরা বি.ইউ.বি.টি-র সাইন বোর্ড উত্তোলন করলাম। আজ বি.ইউ.বি.টি দেশের একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে এসে বলে, স্যার আমরা অতীতে অনেক কষ্ট করেছি। এখন ছাত্র-ছাত্রীরা লিফটে উঠা-নামা করে, এসি ক্লাস রুম, জেনারেটর, নিজস্ব পানি আরো কত সুযোগ-সুবিধা। কথায় বলে, "এক পুরুষে করে ধন, আরেক পুরুষে খায়।"

আমার এ কলেজে চাকরির অন্যতম একটি ভালোলাগা হলো- এ কলেজের পরীক্ষার ফলাফল। এইচ.এস.সি., অনার্স, মাস্টার্স সকল শ্রেণিতে বাংলাদেশের সেরা ফলাফল। একবার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ফরহাদ স্যারের সাথে আমার একটি মিটিং হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্যার আমাকে প্রশ্ন করলেন, কীভাবে আমাদের ১০০% ছাত্র-ছাত্রী এইচ.এস.সি পরীক্ষায় পাস করলো। তিনি আরো বললেন, এত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অসুস্থতা বা অন্য কোনো সমস্যা হয়নি এটাও একটা আশ্চার্য ব্যাপার। তিনি আমাকে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনেকবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। সময়ের তালে তালে কলেজও অনেক বড় হয়েছে, সাথে সাথে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু দিন আগে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা হয়েছে। কেননা আমাদের কলেজ থেকে প্রায় ৩৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে বা পড়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে এ কলেজে আমার চাকরির ২৩ বছরে আমি অনেক কমিটি এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছি। এ দায়িত্ব রোটেশনের ফলে আমি অনেক কিছু শিখেছি। এর মধ্যে ৫ বার বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং ২ বার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। প্রায় ১২ বছর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সব সময়ই কলেজের কাজকে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে চেষ্টা করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে দায়িত্ব পালনের সময় বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে তা স্মরণ থাকবে। একদিন এক ছাত্র একটি আবেদন নিয়ে এসেছে তার ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার কারণে সে কলেজে আসতে পারেনি। আমার সন্দেহ হলে তার

বাবাকে ফোন করে জানলাম সে সম্পূর্ণ মিথ্যা লিখেছে। আবার অনেক ছাত্র লিখে তার বোনের বা ভাইয়ের বিয়ে, দাদা-দাদী, নানা-নানী মারা গেছে, বা মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদির জন্য ছুটি প্রয়োজন। পরে খবর নিয়ে জানা যায় এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্য আমরা ছুটির বিষয়ে খুব কড়াকড়ি বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এছাড়া আমি গভর্নিং বডিতে শিক্ষক প্রতিনিধি থাকার সময় শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল স্যারসহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে।

কিছু আনন্দের স্মৃতি বলতে ১৯৯৩ সালে মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব জায়গা বরাদ্দ পাওয়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কলেজ পর পর দুইবার শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি লাভ করা, একইভাবে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়া। বাংলা ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন, যুগ পূর্তি, দু'দশক পূর্তি এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ২৫ বছর পূর্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারা। ফলাফলে ঢাকা বোর্ডে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার ১ম স্থান দখল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বহুবার ১ম স্থান দখল এদের মধ্যে অন্যতম। ফলাফল বের হলে জি.পি.এ. ৫ পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যে আনন্দিত হয়, সাথে সাথে আমিও আনন্দিত হই। সম্ভবত ২০০৭ সালে চাঁদপুরের ইলিশ ভ্রমণের সময় র‍্যাফেল ড্রতে আমি ১ম পুরস্কার হিসেবে একটি মোবাইল সেট পাই।

কিছু দুঃখের স্মৃতি মনে বার বার দোলা দেয়া ১৯৯৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, কলেজে চাকরিরত অবস্থায় বাড়ি থেকে টেলিফোন মারফত জানতে পারলাম, আমার বাবা মারা গেছেন। এছাড়াও সহকর্মী হিসাববিজ্ঞান বিভাগের নুর হোসেন, বাংলা বিভাগের তৃষ্ণা গাঙ্গুলী, সাবেক সহকর্মী ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন স্যার, নিরাপত্তা প্রহরী সুভাষসহ আরো অনেকের অকালমৃত্যু বার বার মনে পড়ে।

সুদীর্ঘ চাকরি জীবনে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। একবার যশোর বোর্ডে যাবার সময় ফেরিতে এক ছাত্রের সাথে দেখা হয়। রাজশাহি বোর্ডে একবার এক ছাত্রের সাথে দেখা পাই। এমনিভাবে দেখা পাই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সি বিচ, সদরঘাট লঞ্চে ইত্যাদি স্থানে। একবার বরিশাল বোর্ডের কাজ সেরে আমি আর সহকর্মী জনাব আবু তালেব ঢাকা আসার সময় লঞ্চে উঠে কোনো কেবিন পাইনি। হঠাৎ লঞ্চে আমাদের কলেজের এক ছাত্রের দেখা পাই, সে সাথে সাথে আমাদেরকে তার সিট দিয়ে দেয়। রাজশাহি যাবার সময় হানিফ কাউন্টারে এবং ঈদের সময় একবার বাড়ি যাওয়ার সময় কুমিল্লায় একটি মাইক্রোবাস আমার গাড়িকে ধাক্কা দেয়, এ সময় দেখি আমার এক ছাত্র এগিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করার জন্য আবার চট্টগ্রাম বোর্ডে যাবার সময় কুমিল্লার এক হোটেলে আমি এক প্রাক্তন ছাত্রকে চিনতে পেরেছি, কিন্তু সে প্রথমে আমাকে চিনতে পারেনি। একবার শিক্ষা সফরে নেত্রকোণার দুর্গাপুর উপজেলা যাবার পথে ফেরি বন্ধ ছিল, এ সময়ে সেখানকার স্থানীয় চেয়ারম্যানের ছেলে আমাদের ছাত্র ঢাকা কমার্স কলেজের গাড়ি দেখে এগিয়ে আসে। পরে সে লোকজন নিয়ে আমাদের গাড়ি পার করে দেয় এবং খুব সহযোগিতা করে। বিরিশিরিতে গারো আদিবাসীদের দেখলাম, তাদের মহিলারা কাজ করে এবং পুরুষরা ঘরে থাকে। নেত্রকোণার বালিশ মিষ্টি খেয়েছি। খুব বড় সাইজের মিষ্টি যার নাম বালিশ, যা শোবার বালিশের মতো বড়। একজনের পক্ষে একটি মিষ্টি খাওয়া কঠিন।

১৯৯২ সালে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে নতুন উদ্যোমে একটা নতুন কিছু করি এ স্লোগানে মাথা ভর্তি কালোচুল নিয়ে প্রভাষক পদে এ কলেজে যোগদান করেছিলাম, সামনে নিজস্ব কোনো স্বপ্ন ছিল না, ছিল অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যারের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আজ ২৩ বছর পর আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের মাথার পাকা চুল এবং টাক দেখলে মনে হয় বয়স কিছুটা হলেও বেড়েছে। আজ আমি সহযোগী অধ্যাপক। চোখ বন্ধ করলে মনে হয় সে দিনের ঘটনা কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতায় বলে ২৩ বছর পার হয়ে গেছে। পার হয়ে গেছে জীবনের ২৩টি সোনালি অধ্যায়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে কিছুটা হলেও জ্ঞান দান করেছি। সেজন্য আমি আনন্দিত। আজ আমি ক্লান্ত নই, খুবই আনন্দিত। যখন ফলাফল বের হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ ও উল্লাস দেখি, তখন আমার সমস্ত কষ্ট মুছে যায়, মন ভরে যায় আনন্দে। আমার ভালোলাগা আমি সমাজকে কিছু দিতে পেরেছি। যখন দেখি আমার কোনো ছাত্র জীবনে এগিয়ে গেছে, আমি আমার জীবনের শিক্ষকতার স্বার্থকতা খুঁজে পাই। দেখতে দেখতে এভাবে মানুষ চাকরি থেকেও অবসর গ্রহণ করে কিংবা আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় কিন্তু এ সকল স্মৃতি নিয়ে সময় বয়ে যায়- তার নিজস্ব গতিতে।

জন্ম আমার ধন্য হলো
(ঢাকা কমার্স কলেজের আত্মকথা)

নাঈম মোজাম্মেল
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

বয়স আমার পঁচিশ: আমি ঢাকা কমার্স কলেজ। আমি আজ পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছি। পঁচিশ বছরের এক টগবগে যুবক আমি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসেবে বড় না গুণের হিসেবে।' তবু বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের বেশ মূল্য আছে, সেকথা বিদগ্ধজন মাত্রই স্বীকার করবেন। কারণ আমি আজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল। আর পৃথিবীতে যারাই শ্রেষ্ঠকীর্তি নির্মাণ করে ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছেন তারা এ বয়সেই হয়েছেন।

আমার জন্ম: আমার জন্ম ১লা আগস্ট ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। মানুষের থাকে একজন জন্মদাতা। বস্তুর থাকে স্রষ্টা। শিল্পের থাকে শিল্পী। প্রতিষ্ঠানের থাকে প্রতিষ্ঠাতা। আমার প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী ফারুকী। কাজী ফারুকীকে সহযোগিতা করেছেন একদল বিদ্যোৎসাহী মানুষ। কাজী ফারুকী বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। দেশে বিদেশে পরিচয় বাণিজ্য শিক্ষার খ্যাতিমান লেখক হিসেবে। তারপর ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে। সন্তান যেখানে পিতাকে হারিয়ে দেয়, সেখানেই পিতার আনন্দ। কাজী ফারুকী আমাকে গড়ে তুলেছেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, গড়ে তুলেছেন মনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তার জীবনে শয়নে-স্বপনে ছিলাম আমি, আর আমি। তার ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রেষ্ঠ আমি: কথায় আছে, 'যে জাতি গুণীর কদর করতে জানে না, সেখানে গুণীর জন্ম হয় না।' না এ জাতি গুণীর মর্যাদা দিয়েছে। ১৯৯৩ সালে কাজী ফারুকীকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ তুলে দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আমি যখন সাত বছরের শিশু, তখনই আমি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই। ১৯৯৬ সালে সরকার আমাকে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে মনোনীত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর হাতে শ্রেষ্ঠত্বের সনদ তুলে দেন। আর আমি যখন তের বছরের দুরন্ত শিশু, ২০০২ সালে বিএনপি সরকার আমাকে পুনরায় শ্রেষ্ঠ কলেজ মনোনীত করে। সে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক কাজী ফারুকীর হাতে তুলে দেন এ স্বীকৃতিপত্র। এ জাতি দুবার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে আমাকে। সবই তো পেলাম। আজ একটাই চাওয়া স্রষ্টার কাছে:

তোমার পতাকা যারে দাও প্রভু-
তারে বহিবারে দাও শক্তি।

ঠিকানা আমার: জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো। অপরাজনীতি আর সংস্কৃতির কালো থাবায় যখন বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশ কলুষিত, তখন আমার জন্ম। জন্ম আমার (১৯৮৯) নিজের ঘরে নয়, বলা যায় মাসির ঘরে। লালমাটিয়ার একটি শিশুকাননে। জন্ম তো আর একদিনে হয় না। তারও আগে ১৯৮৬ সাল থেকে আমাকে নিয়ে কত সিটিং, কত মিটিং কত গবেষণা। সব হতো লালমাটিয়াস্থ প্রফেসর কাজী ফারুকীর বাসায়। ১৯৯০ সালে আমার ঠাঁই হয় অভিজাত এলাকা ধানন্ডির একটি দোতলা ভাড়া বাড়িতে। 'হরকত মে বরকত' অর্থাৎ আমার ঠিকানা বদলের মধ্য দিয়ে কলেজের উন্নয়নের গতি বেগবান হয়।

আপন আলয়ে: ধানমণ্ডির অভিজাত এলাকা হলেও সেটা পরের বাসা। আমরা যে ভাড়াটে। নিজস্ব একখণ্ড জমির জন্য কাজী ফারুকীর কী তীব্র ব্যাকুলতা। একখণ্ড জমির স্বপ্ন যেন নেশায় পরিণত হয়েছে। রাজধানীর জমি যেন সোনার হরিণ। ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত রাতদিন কী ছোটাছুটি! তৎকালীন সরকারের পূর্তমন্ত্রীর বদান্যতায় জমি পাওয়া গেল মিরপুরে। সেদিনকার কথা আমি কোন দিন ভুলবো না। জমির বরাদ্দপত্র হাতে পেয়ে কাজী ফারুকীকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেন শফিকুল ইসলাম স্যার। সর্বজনাব রোমজান আলী, মাহফুজুল হক শাহীন, বাহার উল্যাহ, আবদুল কাইয়ুম, মোঃ ইলিয়াছ, জাহিদ হোসেন সিকদার, নুর হোসেন, আবু তালেব, রওনক আরা, মাওসুফা ফেরদৌসী, ওয়ালি উল্লাহ, সাইদুর রহমান সবার চোখে আনন্দের অশ্রু।

গোবরে পদ্মফুল: ১৯৯৫ সালে আমাকে নিয়ে আসা হয় আপন ঠিকানায়। মিরপুরের চিড়িয়াখানা রোডে। আমার নামে কেনা নিজস্ব জমিতে। পানিভর্তি পুকুরে আমার সাইনবোর্ড টানিয়ে মালিকানা ঘোষণা করা হল। শুরু হল নির্মাণ মহাযজ্ঞ। সেদিনের যে দৃশ্যটি সবার হৃদয় ছুঁয়ে যায় তা হচ্ছে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত কাজী ফারুকী যখন রাতে সেজদা আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে নির্মাণ কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। বিরামহীন কর্মযজ্ঞ চলছে রাতদিন। শিক্ষকরা দিনে ক্লাস–পরীক্ষা নিতেন, তারপর কাজ আর কাজ, কাজ শেষে কলা আর মুড়ি। আজ আমি গগনচুম্বি সুরম্য অট্টালিকায়। গোবরেও পদ্মফুল ফোটে। মিরপুরের চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলায় বদ্ধপুকুরে প্রস্ফুটিত আমি আজ। সৌরভ ছড়াচ্ছি সারাদেশে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে।

জাগ্রত পরিবার: 'ঢাকা কমার্স কলেজ, আমরা একটি জাগ্রত পরিবার। শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ এ আমাদের অঙ্গীকার।'

–কথাগুলো আমার সংগীতের। সংগীতটি রচনা করার জন্য আমি

হাসানুর রশীদের কাছে কৃতজ্ঞ। যে পরিবারে পরস্পরের সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকে, সে পরিবারের উন্নতি অনিবার্য। শিক্ষক-শিক্ষার্থী –কর্মকর্তা-কর্মচারি সমন্বয়ে এ পরিবার। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের রয়েছে কিছু দায়িত্ব। এক্ষেত্রে আমার শিক্ষকদের দায়িত্ব বেশি ও বহুমাত্রিক। শিক্ষকের প্রধান কাজ শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে গড়ে তোলা। শিক্ষক যদি নিজে অনিয়ম করে কাজে ফাঁকি দেন, তবে শিক্ষার্থীকে তিনি কী শেখাবেন? পরস্পরের সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসা আর ত্যাগ স্বীকার করার দৃশ্য দেখে আমি আপ্লুত হই। আমার চোখে জল আসে। মনে রাখতে হবে পারিবারিক ঐক্যে ফাটল দেখা দিলে, সে ফাটলে সাপ প্রবেশ করে তোমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে।

আমিই প্রথম: রাজধানী ঢাকায় আমিই প্রথম কমার্স কলেজ। স্বঅর্থয়ানে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত শ্লোগান আমার কপালেই আমি প্রথম ধারণ করি। কথাটা নিছক বুলি নয়। আমার জন্মলগ্নেই 'সরকার থেকে কোন অনুদান নেবো না' এই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামায় সই করেন কাজী ফারুকী। ঐ অঙ্গীকারই আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে। আমার এ বিশাল সম্পদ কারো দানে নয়। প্রতিটি কণা আমাদের অর্জন। আজ সবাই আমাকে অনুসরণ করে এ মূলনীতি ধারণ করছে। তাতে আমার কষ্ট নেই। কষ্ট হবে তখনই যখন কথাটি সিগারেটের প্যাকেটে লেখার মতো নিছক বুলিতে পরিণত হবে। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষে গেইটের বাইরে এসে একজন শিক্ষার্থী সিগারেট ধরায়। শৃঙ্খলা কমিটির আহবায়ক তখন আবদুল কাইয়ুম। বিষয়টি কাজী ফারুকীর কানে আসে। কলেজ জীবনে প্রথমদিন ধূমপানের অপরাধে দ্বিতীয় দিন উক্ত শিক্ষার্থী বহিষ্কারাদেশ হাতে করে বেরিয়ে যেতে হয়েছে।

প্রথম সন্তান: ১৯৯১ সালে আমাদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম ফল প্রকাশিত হয়। ৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৩ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। মেধা তালিকায় ২য় স্থান লাভ করে প্রথম ও একমাত্র ছাত্রী মাসুদা খানম নিপা, আর ১৫ তম স্থান লাভ করে মাহমুদ ফয়সল খান। সেই নিপা আজ এ কলেজেই হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। মেয়েটি যেন মায়ের কোলে থেকে মায়ের সেবা করছে। গ্রাম থেকে আসা মোশারেফ আমার প্রথম ছাত্র। মোশারেফও আজ হিসাববিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আমার প্রথম কর্মচারী আলী আহমেদ আজো সেবা করে যাচ্ছে আমার। প্রথম মানুষ, প্রথম দেখা, প্রথম প্রেম, প্রথম ছাত্র–সব প্রথমেরই অন্য রকম শিহরণ। অন্য রকম অনুভূতি। ভোলা যায় না।

শুভ কামনা: প্রথম শিক্ষক ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। কাজী ফারুকীর এ ছাত্র তাঁর অন্যতম সহযোদ্ধা, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শিক্ষক। শফিকুল ইসলাম স্যার সম্প্রতি উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব লাভ করেছে। এটি সবার জন্য আনন্দের। শফিকুল ইসলাম স্যার যোগ্যতার সাথে কাজ করে সবার জন্য এ পথ নিষ্কণ্টক করবে আশা করি। যারা আমার জন্মলগ্ন থেকে আমাকে গড়ে তুলেছে, যারা আমার সুখ-দঃখের সাক্ষী, তারা আমার বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। তাঁর সমসাময়িক সহকর্মীরা পর্যায়ক্রমে আমার দায়িত্ব নেবে সেটাই আমার পরম চাওয়া। তাদের সে যোগ্যতা রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

ফলে পরিচয়: প্রতিটি বছর ফল ঘোষণার দিন আমি আনন্দের উত্তেজনায় কাঁপতে থাকি। আমি দেখেছি কাজী ফারুকীকে, কী সাংঘাতিক উত্তেজনা আর ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন ফলাফলের দিন। ফল ঘোষণায় প্রতিবারই আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। মিষ্টি বিতরণের ধূম পড়ে যায় পরিচালনা পরিষদ সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থী–কর্মকর্তা, কর্মচারী, সাংবাদিক আর শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে। প্রতিটি ফলেই আমরা রেকর্ড করেছি আর পরবর্তী ফল প্রকাশে তা আমরাই ভেঙেছি। আমি ছিলাম সেরাদের সেরা, অন্তত ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েও আমি শীর্ষস্থান অর্জন করছি। শিক্ষাবোর্ড সাম্প্রতিক বছরে শীর্ষ ১০ বাছাইয়ের নতুন সূত্র অনুসরণ করছে। নতুন সূচকের কারণে হয়ত আমরা ফল তালিকার শীর্ষে থাকি না। এটা কোনভাবেই মানা যায় না। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার কর। সূচক, ফরমুলা, সূত্র আমি বুঝি না। আমাকে শীর্ষস্থানে রাখার অর্থ সমাজে নিজেদের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া।

রত্নগর্ভা আমি: সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বিভোর আমি। আমি একটি কারখানা। যুগোপযোগী মানুষ গড়ে তোলা আমার কাজ। যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ার লক্ষ্যেই আমার নিরন্তর প্রয়াস। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজী ফারুকীর নেতৃত্বে একদল কারিগর ঐকান্তিকভাবে এ কারখানায় কাজ করে যাচ্ছে সৃষ্টি সুখের আনন্দে। আমাদের উৎপাদিত মানবসম্পদের কদর রয়েছে বিশ্বব্যাপী। আমাদের তৈরি মানবসম্পদ জাতির সম্পদে পরিণত হয়েছে। নিপা, ইমতিয়াজ, হোমায়রা, তানজিনা, সোবহান, সাইফুল, স্নিগ্ধা, খোকন বেপারী, সাদ্দাম, সাইফুল, মাহবুব, নুরনবী এ রকম কত রত্ন আমরা জাতিকে উপহার দিয়েছি। রত্নগর্ভা হিসেবে আমি আজ সফল, সার্থক আর নন্দিত।

সবচেয়ে ভারী বস্তু: পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বস্তু পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ। জন্মিলে একদিন মৃত্যুর কোলে ঠাঁই নিতেই হবে। কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি বস্তুর মতোই দুর্বহ। তেমনি একটি মৃত্যু হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোঃ নুর হোসেনের মৃত্যু। সদা হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, সদালাপি, মিষ্টভাষী নুর হোসেন আর নেই একথা ভাবলে আমার হৃদয় খান খান হয়ে যায়। মোঃ মাহফুজুল হক শাহিন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। কী দুরন্ত

সংগঠক, কী তুখোড় ইংরেজির শিক্ষক। কলেজ প্রতিষ্ঠার বিশাল কর্মযজ্ঞে কাজী ফারুকীর যেন ডান হাত। শাহীনকে দেখে আমার মনে হতো 'জহরি জহর চেনে'। ফারুকীও তেমনি শাহিনকে চিনেছে। শাহীন পরবর্তীকালে ঢাকা ইমপেরিয়াল কলেজ গড়ে তোলে। শাহীন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে ২০১৩ সালে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করে। তৃষ্ণা গাঙ্গুলি (বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক) সাহিত্য ও সংস্কৃতি আমোদি, শিক্ষার্থীবান্ধব এই মেয়েটি অল্প সময়ের মধ্যেই সবার মন জয় করে ফেলেছিল। দ্বিতীয় সন্তান জন্মের আনন্দে বিভোর তৃষ্ণা ভোরে উঠে স্বাভাবিকভাবেই গেল হাসপাতালে। সৃষ্টি সুখের উল্লাস উপভোগ করার জন্য। সন্তান জন্ম হলো। তৃষ্ণা তৃপ্তির ঘুম ঘুমালো। চির নিদ্রায় শায়িত হল।

স্বপ্ন মানুষকে বড় করে: আমার স্বপ্নদ্রষ্টা কাজী ফারুকী একজন স্বপ্নবিলাসী মানুষ। কেবল স্বপ্ন দেখেই তিনি তৃপ্ত হননি। স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় বন্দি না করা পর্যন্ত তিনি নিরন্তর ছুটেছেন তার পেছনে নেশার মতো। আমার সুপরিসর অবকাঠামো, ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, সেমিনার, শিক্ষক ভবন, ছাত্রী হোস্টেল, খেলার মাঠ সবই সে স্বপ্নেরই মূর্তিমান রূপ। স্বপ্ন আছে বলেই মানুষ পরিশ্রম করে, সাধনা করে, বেঁচে থাকে। কাজী ফারুকী নিজে স্বপ্ন দেখতেন, অপরের মাঝে তিনি স্বপ্ন সঞ্চার করতে পারতেন। তিনি শিক্ষকদের স্বপ্ন দেখাতেন উন্নত জীবনের। তিনি বলতেন 'তোমরা কাজ করে যাও, তোমাদের গাড়ি-বাড়ি, মান-মর্যাদা সবই হবে। মানুষ বলবে ঐ যে কমার্স কলেজের শিক্ষক।' এ সবই হয়েছে আমার অধিকাংশ শিক্ষকের।

গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু: আমার ২৫ বছরের জীবনে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ে আমি আপোস করিনি। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির রহস্য সেখানেই। সময়মত কলেজে উপস্থিতি, ক্লাস নেয়া, পরীক্ষা গ্রহণ আমাদের ঐতিহ্য। পরীক্ষায় সামান্যতম অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ নেই এখানে। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ, বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ, বার্ষিক ভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠান একটি বছরের জন্যও বন্ধ হয়নি এখানে। বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন এখানে স্রষ্টার কাছে মোনাজাত করা হয়, মিলাদ মাহফিল হয়। নবীনবরণ, বিদায় অনুষ্ঠান, ইফতার পার্টি, মধুমাসের ফলাহার সব কিছুই আমার ব্যতিক্রমধর্মী অথচ সুন্দর প্রয়াস। তবে কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের শৈথিল্য আমাকে পীড়া দেয়। বার্ষিক বনভোজন, বিদেশে শিক্ষা সফর, শিক্ষক ভ্রমণ এগুলোও নিয়মিত হওয়া চাই। মনে রাখবে, এগুলো তোমাদের সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখবে। এগুলো হারালে তোমরাও হারিয়ে যাবে। শিক্ষক ওরিয়েন্টেশনও নিয়মিত হওয়া চাই।

মায়াবি বন, নীলজল: সাত দিনব্যাপি সুন্দরবন ভ্রমণ আমাদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং আকর্ষণীয় শিক্ষা সফর কর্মসূচি। ঐতিহ্যবাহী এ সুন্দরবন ভ্রমণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবনের অপার সৌন্দর্য উপভোগ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। মনে আছে, আমার বয়স যখন তিন (৩০/১২/১৯৯২), তখনই প্রথমবারের মতো তোমরা আমাকে সুন্দরবন ভ্রমণে সম্প্রতি নিয়ে যাও। এরপর প্রায় প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সে ভ্রমণ। সম্প্রতি কয়েকটি বছর সুন্দরবন ভ্রমণ হয় না। সাগরের নীলজল, জোয়ার ভাটার লুকোচুরি, রহস্যময় কুয়াশায় খেলা, উজান ভাটির টানাটানি কত দিন দেখি না! শিক্ষার্থীরাও বঞ্চিত হচ্ছে সমুদ্রের নীলজলের ছোঁয়া আর বনের সবুজ আর মায়াবি হরিণের ভালোবাসা থেকে। আমি আশা করি, এসব সৃজনশীল অনুষ্ঠান যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষক জীবনের পূর্ণতা: আমি যেহেতু শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছি, আমার শিক্ষকগণ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আমার প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষকই কর্মজীবনের প্রথম দিন থেকে এখানে আছে। এর চেয়ে আরো ভালো চাকরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে ছেড়ে যায়নি। তারা জানে এখানে কাজের চমৎকার পরিবেশ রয়েছে। এখানে সময় মতো পদোন্নতি হয়ে থাকে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি সময় মতো পদোন্নতি কার না প্রত্যাশিত? কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জীবনের সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে প্রফেসর পদ। আমার প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের সাতজন ইতোমধ্যে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পেয়েছে। অপরাপর যারাই বিভিন্ন পদে পদোন্নতির অপেক্ষায় আছে, তাদের পদোন্নতি হবে এটাই আমার প্রত্যাশা। এতে আর্থিক প্রাপ্তির ঘরে তেমন কিছু যোগ না হলেও এটা শিক্ষকদের জন্য গৌরবের আর আমার জন্য পরম আনন্দের।

আমি এক রাজহংসী: আজ আমি সম্পূর্ণা। ১১ তলা একটি অ্যাকাডেমিক ভবন-১, ১৫ তলাবিশিষ্ট অ্যাকাডেমিক ভবন-২, ৩টি ১২ তলা বিশিষ্ট ৬৬ টি ফ্ল্যাটের শিক্ষক আবাসিক ভবন, ছাত্রী-হোস্টেল সবই তো হলো। প্রতিষ্ঠাতা কাজী ফারুকীর নামে অডিটোরিয়াম হলো। একটি মাঠের প্রয়োজন ছিল। ছোট পরিসরে হলেও একটি মাঠও হলো। শিক্ষক সংখ্যা ১৩২ ছাড়িয়েছে। শিক্ষার্থী বেড়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারী কোন কিছুরইতো অভাব নেই। তবু মাঝে মাঝে কোথাও যেন শূন্যতা অনুভব করি। মনে রাখবে, দেশ ভালো থাকলে যেমন দেশবাসী ভালো থাকে, তেমনি আমি ভালো থাকলে তোমরা ভালো থাকবে। আমি সোনার ডিম পাড়া এক রাজহাঁস। আমি জাতিকে সোনার সন্তান উপহার দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের দিয়েছি মান-মর্যাদা আর সোনালি ভবিষ্যৎ। সাবধান, সোনার ডিমের লোভে আমাকে হত্যা করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

যে নদী হারায়ে স্রোত: Men may come and men may go, but I go on for ever. আলফ্রেড লর্ড টেনিসন নদীর আত্মকথা স্বরূপ এ কথা বলেছেন। আমিতো নদীর মতই গতিশীল

ও চিরচঞ্চল। আমার কোলে কত কোমলমতি শিক্ষার্থী আসে, কত শিক্ষার্থী আমাকে ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আমি রয়ে যাবো কাল থেকে কালান্তরে। আমার শিক্ষক-শিক্ষার্থী তারুণ্য-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পদার্পণ করছে। কিন্তু আমি অনন্ত যৌবনা। তারুণ্যের পদভারে সদা মুখরিত আমার ক্যাম্পাস। আমি যে জ্ঞানের সুতিকাগার, বিদ্যার বাতিঘর। যতদিন এখানে জ্ঞানচর্চা হবে সত্য-সুন্দরের চর্চা হবে, ততদিনই তারুণ্য আর তারার মেলা বসবে আমার কোলে। নদীতে স্রোত না থাকলে সে নদীতে চর জাগে, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নদীর অপমৃত্যু হয়। তোমরা যদি আমার আদর্শ ধারণ না কর, অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো লালন না কর, নিয়ম-শৃঙ্খলা পালন না কর, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা না কর, তবে আমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রদীপটিও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একদিন নিভে যাবে।

আমার প্রত্যাশা: কোন মানুষ যে নৌযানে করে অথৈ সাগর পাড়ি দেয়, যাত্রাপথে কেউ সে নৌযানের এতটুকু ক্ষতি করে কি? আমার পিঠে চড়ে তোমরা পাড়ি দিচ্ছ জীবনসমুদ্র। আমার এতটুকু ক্ষতি হলে আমি ডুবে যাবো অথৈ সাগরে। তখন তোমাদের কী হবে? অসতর্কতা, দাম্ভিকতা আর সামান্য ভুলের কারণে সর্ব বৃহৎ টাইটানিকের পরিণতির ইতিহাস কার অজানা? সে দৃশ্য কি একবারও কল্পনা করেছ? এ পঁচিশ বছরে আমার যে হিমালয়ের মতো সুউচ্চ স্ফটিকস্বচ্ছ ইমেজ গড়ে উঠেছে, তা ধরে রাখার দায়িত্ব আজ তোমাদের সবার। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকদের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক বেশি। অতীতেও আমার উন্নতি আর অগ্রগতির জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে। ভবিষ্যতেও আমার শিক্ষকরাই আমাকে আগলে রাখবে কালবৈশাখীর ঝড়-ঝঞ্ঝায়।

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রফেসর কাজী ফারুকী: একটি পর্যালোচনা

সংকলন, সম্পাদনা ও রচনায়:
ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

উপস্থাপন

১৯৮৯ সাল। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করছিল এক ধরনের অস্থিরতা। দলীয় লেজুড়বৃত্তি ছাত্র রাজনীতি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, ছাত্র নামধারী ক্যাডারদের সম্মুখ গোলাগুলি, হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লাশের রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে করেছিল কলুষিত। এমনই এক অমানিশায় অসম্ভব আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান একজন সেনাপতি কিছু সংখ্যক গুণী শিক্ষক, সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষি ও ছাত্রকে সাথী করে বীরদর্পে এগিয়ে চললেন। লক্ষ্য চট্টগ্রাম ও খুলনার মতই ঢাকায় বাণিজ্য/ব্যবসায় শিক্ষার একটি বিশেষায়িত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষাঙ্গনের 'বাতিঘর' হিসেবে আবির্ভূত হলো ঢাকা কমার্স কলেজ, বাংলাদেশের প্রথম স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান। এ সেনাপতি হলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। যিনি কাজী ফারুকী নামে খ্যাত। কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফারুকী স্যার (১৯৯০) উল্লেখ করেন, 'এ কলেজটি সর্বোতভাবেই একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষাদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন এবং অনুশাসন। কারণ আমাদের লক্ষ্য একজন ছাত্রকে একই সংগে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।'

অসম্ভব আত্মত্যাগ ও পরিবারের সদস্যদের বঞ্চিত করে সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে, কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য বানিয়ে উদ্যোক্তা, সংগঠক, প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও অধ্যক্ষ হিসেবে নির্মাণ করলেন ঢাকা কমার্স কলেজ। তাঁর সহযোদ্ধারাও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। সূচিত হলো একের পর এক সাফল্যের মাইলফলক। পরিণত হলো শিক্ষাঙ্গনে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ঢাকা কমার্স কলেজের সফলতার নেপথ্যে বিভিন্ন পক্ষের অবদান সম্পর্কে ফারুকী স্যারের (২০১০) সরল স্বীকারোক্তি, 'আমার বিশ্বাস স্বঅর্থায়নে পরিচালিত এবং ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যে সে ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যার একক কৃতিত্ব কারো নেই, আছে পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। আমি বিশ্বাস করি যে, কোনো মহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ, মহৎ উদ্দেশ্য ও স্বচ্ছতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইস্পাত কঠিন কর্মপ্রচেষ্টা, দৃঢ়মনোবল, বিশ্বস্ততা, কঠোর পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব এবং সৎ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনীর। ঢাকা কমার্স কলেজ মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম দান, তাই আল্লাহ ঢাকা কমার্স কলেজকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন। সৌভাগ্যের বিষয় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান অবস্থায় উন্নিত হওয়ার জন্য এসবই বিদ্যমান ছিল এবং আরো ছিল কলেজ পরিচালনা পরিষদের আন্তরিক সহযোগিতা, নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সঠিক নির্দেশনা কাজের গতিকে করেছে ত্বরান্বিত। ফলশ্রুতিতে মাত্র বিশ বৎসরে ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও অবকাঠামোর উন্নতি হয়েছে অকল্পনীয় পর্যায়ে, যা আমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে চেয়েছি, পেয়েছি তার চাইতে অনেক অনেকগুণ বেশি। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত যারা আমাদের আর্থিক এবং অন্যান্যভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।' প্রগতি প্রথম সংখ্যায় (১৯৯০) তিনি উল্লেখ করেন, '১৯৮৯ সালের মধ্যভাগে যাত্রা শুরু করে ১৯৯০ সালের এই সময়ে এসে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যেই সাফল্যের ৩৬৫ দিন পেরিয়ে এসেছে। সূচনা লগ্নের এই সময়টা কলেজের জন্য ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। কিন্তু বন্ধুবর অধ্যক্ষ মোঃ শামসুল হুদার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যোগ্য নেতৃত্বের ফলে এই ৩৬৫ দিনের প্রতিটি মুহূর্তেই ছিল সাফল্যের অগ্রযাত্রায় অগ্রসরমান।'

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে ফারুকী স্যার কলেজের অধ্যক্ষ পদ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণ করলেও প্রকৃত অর্থে আমৃত্যু কখনোই তিনি কলেজ হতে অবসর গ্রহণ করতে পারবেন না। কেননা ঢাকা কমার্স কলেজ এবং প্রফেসর কাজী ফারুকী এক ও অভিন্ন স্বত্ত্বা। কলেজের পরিচালনা পরিষদের বিশেষ অনুরোধে বর্তমানে তিনি কলেজের অনারারি প্রফেসর ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য পদে থেকে তাঁর মূল্যমান পরামর্শ দানের মাধ্যমে কলেজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এর উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থী ও সম্মানিত পাঠকগণ কিছুটা ধারণা লাভ করবেন। বিশেষ করে এর আলোকে কলেজের নীতি নির্ধারকগণ ফারুকী স্যারের দৃষ্টিতে কলেজের অসমাপ্ত বিভিন্ন

কাজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রফেসর কাজী ফারুকী সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য সৃষ্টি। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্মীয় প্রভৃতি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশকে করেছেন আলোকিত। শিক্ষানুরাগী প্রফেসর কাজী ফারুকী একাধারে একজন জনপ্রিয় শিক্ষক, লেখক, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার, বক্তা। আবার ধর্মানুরাগী প্রফেসর কাজী ফারুকী একজন দানশীল ব্যক্তিও বটে। পরিবারের কাছে তিনি যেমন একজন আদর্শ স্বামী, পিতা, তেমনি সমাজের কাছে তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ঢাকা কমার্স কলেজ যেমন তাঁর অমর কীর্তি, একইভাবে নিজ গ্রামে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'প্রিন্সিপ্যাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজ', বাইতুর মামুর জামে মসজিদ, চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকায় লালমাটিয়া সরকারি প্রাইমারী স্কুল। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) এর অন্যতম উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা মহিলা কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রফেসর কাজী ফারুকী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ঢাকাস্থ লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি, লক্ষ্মীপুর বার্তাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ও করে যাচ্ছেন। ফারুকী স্যারের প্রতিভা ও অবদানের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই একাধিক প্রবন্ধ রচনার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে শুধু ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর অসামান্য অবদানের কিছু খন্ডিত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। তাছাড়া প্রবন্ধের কলেবর ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

মাত্র ১,৫৫০ টাকার (যার ১,০০০ টাকা কাজী ফারুকী স্যারের দেয়া) প্রাথমিক তহবিল গঠন করে শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র ও সুহৃদদের সাথে নিয়ে দুর্নিবার ইচ্ছা শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সকল বাধা বিপত্তিকে ভূলুণ্ঠিত করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ঢাকা কমার্স কলেজকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে মানুষটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন প্রফেসর কাজী ফারুকী, বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে এক উজ্বল নক্ষত্র, জীবন্ত কিংবদন্তি, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, স্বনামধন্য লেখক, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শিক্ষা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহশিক্ষা কার্যক্রম, অবকাঠামো প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন মাইলফলক। ফলে তাঁর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বঅর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতিও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ পরিণত হয়েছে ব্যবসায় শিক্ষার তীর্থ স্থানে। এ প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করে সমগ্র বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান ও এর প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে প্রবন্ধ রচনা সময়েরই দাবী। তাছাড়া এ প্রবন্ধটি আগামী প্রজন্মের কাছে যেমন ঢাকা কমার্স কলেজের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, একইভাবে এ প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্তদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত ফারুকী স্যারের সাথে আলোচনা এবং কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত কলেজ বার্ষিকী প্রগতির বিভিন্ন সংখ্যা, যুগপূর্তি অ্যালবাম ২০০১, দু'দশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০ এবং ফারুকী স্যারের অধ্যক্ষ পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক 'কীর্তিমান কাজী ফারুকী' প্রভৃতি প্রকাশনাকে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি পর্যালোচনা

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি পর্যালোচনা অংশের প্রথম তিনটি অংশ যথা- ক) কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, খ) একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি এবং গ) কলেজের অসম্পূর্ণ কাজ/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য ফারুকী স্যারের বিভিন্ন লেখা হতে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। তথ্য বিকৃতি যেন না ঘটে সেজন্য ভাষাগত কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি জায়গায় শুধু শিরোনাম সংযুক্ত ও আধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ক. কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

১. কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি: দেশের দুই বন্দর নগরী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বাণিজ্য শিক্ষার জন্যে দু'টি পৃথক কলেজ থাকলেও দেশের প্রাণকেন্দ্র, রাজধানী ঢাকায় কোনো পৃথক কমার্স কলেজ ছিল না। যদিও এর অভাব দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হচ্ছিল এবং অনেকেই ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করছিলেন। আমিও তাদের দলেরই একজন। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা থাকলেও নিজের আর্থিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা হেতু ড্রয়িং রুমে বা চায়ের টেবিলেই এ ধরনের আলোচনা হতো বেশি। যাদের সংগে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে ঢাকা কলেজে আমার সহকর্মীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের কতিপয় শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাই অধিক। তারা প্রত্যেকেই আমাকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক আশ্বাস অকৃপণভাবে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। এদের মধ্যে কাছেই অবস্থান করে যিনি আমাকে সর্বাধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় জনাব আসাদুল্লাহ। বলতেই হয়, ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁর সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নেওয়াই আমাকে কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যায়। অবশেষে ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখে আমার লালমাটিয়াস্থ বাসায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, অধ্যাপক জামিল, অধ্যাপক মজুমদার ও আমার উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ

সাহেবের সভাপতিত্বে এ সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সকলেই একমত হন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম অগ্রনায়ক প্রফেসর মোঃ শাফায়াত্ আহমাদ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের প্রফেসর ড. হাবিবুল্লাহ প্রমুখ বাণিজ্য শিক্ষা বিশারদদের সাথে কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হোক। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং তাঁরাও ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। এরই সূত্র ধরে ১৯৮২ সালে ৫ মার্চ প্রফেসর সিদ্দিকী স্যারের ধানমন্ডির বাসায় তাঁর সভাপতিত্বে ড. হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক আবুল বাশার, অধ্যাপক হোসেন আহমেদ, অধ্যাপক আনোয়ার এবং আমিসহ আরো কয়েকজন মিলে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হই। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই একমত হন। অত:পর ১৯৮৩ সালে ৭ ডিসেম্বর ই-৫/২, লালমাটিয়ায় আমার সভাপতিত্বে অধ্যাপক মজুমদার, নূরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি দিলশাদ হোসেনসহ একটি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আর্থিক দিকটি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হবে। আর তখনই জনাব দিলশাদ হোসেন প্রাথমিকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর বিভিন্ন অসুবিধাহেতু ১৯৮৫ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সব ধরনের চিন্তা ভাবনা স্তিমিত হয়ে যায়। আর এ সময়েই অধ্যক্ষ হিসেবে সিদ্দিকী স্যার ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। ফলে পুনরায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আলোচনা পুনর্জীবন লাভ করে। এ পর্যায়ে সিদ্দিকী স্যারের বাসায় ড. হাবিবুল্লাহ, ড. শহীদ উদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক জনাব এম হেলাল, জনাব কামাল, জনাব গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীসহ আরো কয়েকজন মিলে আমরা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পর পর বেশ কয়েকটি আলোচনা সভায় একত্রিত হই। সর্বশেষ সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার এক পর্যায়ে ড. হাবিবুল্লাহ স্যার ৪০ লক্ষ টাকার একটা প্রাথমিক বাজেটের উল্লেখ করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮/৯/৮৬ খ্রি. তারিখে প্রফেসর সিদ্দিকী স্যারের বাসায় তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব এম হেলাল, গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, মোঃ নুরুজ্জামান এবং আমার উপস্থিতিতে বিভিন্ন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ইত্যাদির নিরীখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান করার উদ্দেশ্যে বাড়তি জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার জাতীয় প্রচেষ্টায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে কালক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার অভিপ্রায়সহ ঢাকায় এখন সূচনা পর্বে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যবসায় এবং প্রায়োগিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত সকলেই একমত হন। উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা ও এতদুদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ কল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সক্ষম বিদ্যোৎসাহী ও সমাজদরদী ব্যক্তিবর্গসহ আলাপ আলোচনার জন্য পুনরায় ২৬/৯/৮৬ তারিখে একটি বর্ধিত সভা আহবানের জন্য অধ্যক্ষ শাফায়েত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে উক্ত সভা আর অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুর রশিদ স্যারের সাথে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয় এবং তিনি এই বিষয়ে আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ১৯৮৭ সালে জুন মাসের ১৫ তারিখ পুনরায় আমরা ই-৫/২, লালমাটিয়ায় এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হই এবং উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ হতে লালমাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি নৈশ কলেজ হিসেবে পরিচালনা করা হবে। এতদোপলক্ষ্যে ২০/৬/৮৭ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব এম হেলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব গোলাম সারোয়ার মিলনের সুপারিশসহ পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর- এর নিকট একখানি দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। ফলে অন্যত্র কলেজটি পরিচালনা করা যায় কিনা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য সকলকেই অনুরোধ করা হয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৮৮ সালে জানুয়ারি মাসে লালমাটিয়া বয়েজ হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষের সাথে নৈশকালীন কলেজ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রথমে তারা এ বিষয়ে রাজি হলেও পরে জুন মাসের দিকে অপারগতা প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে সিদ্দিকী স্যার চট্টগ্রাম চলে যান। ফলে আমাদের উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্তু তাই বলে আমরা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কখনোই হতোদ্যম হইনি। তথাপিও ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষেও কলেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হই।

২. কলেজ বাস্তবায়ন পর্ব/আনুষ্ঠানিক যাত্রা: অত:পর ০৬ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে ই-৫/২, লালমাটিয়াস্থ আমার বাসায় আমার সভাপতিত্বে অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম, অধ্যাপক এস আর মজুমদার, জনাব এম হেলাল, জনাব জিয়াউল হক ও জনাব মাহফুজুল হক শাহিনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে যে কোনো ভাবেই হোক ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয় ই-৫/২, লালমাটিয়ায়। তাছাড়া নিম্নোক্ত সদস্যগণকে নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

গঠন করা হয়।
(ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী (আহবায়ক)
(খ) অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম (যুগ্ম আহবায়ক)
(গ) জনাব এম হেলাল (সদস্য)
(ঘ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহিন (সদস্য সচিব)

এ সভায় সর্বপ্রথম কলেজ বাস্তবায়নের জন্যে তহবিল গঠনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণ চাঁদা প্রদান করেন-

(ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	১,০০০/০০ টাকা
(খ) অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম	১০০/০০ টাকা
(গ) জনাব এম হেলাল	২০০/০০ টাকা
(ঘ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহিন	৫০/০০ টাকা
(ঙ) জনাব শফিকুল ইসলাম (চুন্নু)	১০০/০০ টাকা
(চ) জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী (অতিথি)	১০০/০০ টাকা

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি ব্যাংক লি: এর নিউমার্কেট শাখায় ঢাকা কমার্স কলেজের নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাড়ি ভাড়া করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্ব জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব মাহফুজুল হক ও এম হেলালকে অর্পণ করা হয়। সাথে সাথে কলেজের প্যাড, স্ট্যাম্প ইত্যাদি তৈরি করারও পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি খুঁজে অবশেষে ১৯৮৯ এর মার্চ মাসে ২৭ নং রোডে (পুরাতন) মাসিক ১২,০০০/০০ টাকা ভাড়া চুক্তিতে একটি দোতলা বাড়ির নীচের তলা ভাড়া নেওয়া চূড়ান্ত করে ৭০,০০০/০০ টাকার একটি চেক অগ্রিম দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো অন্যান্যদের মত এ বাড়িওয়ালাও কলেজকে বাড়ি ভাড়া দিতে অক্ষমতা জানিয়ে পরদিন প্রদত্ত চেকটি ফেরত দিয়ে যান। এর পরেও আমরা ভেঙ্গে পড়িনি বরং অধিক উদ্যমে বাড়ি খুঁজতে থাকি। এরই এক পর্যায়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে হঠাৎ জুন মাসের কোনো এক সুপ্রভাতে কিং খালেদ ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ এ বি এম শামসুদ্দিন সাহেব আমার বাসায় দেখা করতে আসলে কথা প্রসঙ্গে তাঁর সাথে কমার্স কলেজ সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর ইন্সটিটিউট ভবনে বৈকালিন শিফটে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনার আমন্ত্রণ জানান। তৎক্ষণাৎ আমি সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করি এবং পরদিনই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির এক সভায় বিষয়টি উত্থাপন করে জনাব শামসুদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামী জুলাই হতে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় লালমাটিয়াস্থ ব্লক এফ-এর ৫/৭-এ অবস্থিত কিং খালেদ ইন্সটিটিউটে স্থানান্তর করা হবে। তদানুযায়ী ১ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে কিং খালেদ ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গনে মোনাজাতের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলক (Sign Board) আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা ওসমান গনি। তখন আমাদের আনন্দ কোন পর্যায়ে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বার বার ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলকের দিকে যে তাকিয়েছি এই কথা ঠিক। কারণ মনে হচ্ছিল, সত্যি কি অবশেষে আল্লাহর রহমতে ঢাকা কমার্স কলেজের অগ্রযাত্রা শুরু হলো। উপস্থিত সকলে ছিল আনন্দমুখর। সকলের চোখে মুখে ও আচরণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সৃষ্টি সুখের উল্লাসের এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দ আভা। এ আনন্দঘন মুহূর্তে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। ছবি তোলা হলো।

সেদিনকার পবিত্র অনুভূতির কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা গেলেও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশেষ কারণে সেদিন অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ঢাকা কমার্স কলেজের সাইন বোর্ড উত্তোলন করতে হয়েছিল। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এতে অনেকেই রাগ করেছিলেন। তাছাড়া যারা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, তারাও ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে খবরের কাগজে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, পোস্টার ও প্রচার পত্র বিলি করা হয়। ১৯৮৯ সালের ৬ আগষ্ট রোজ সোমবার ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য অন্যতম স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। কারণ এই দিন সর্ব প্রথম ছাত্র ভর্তির জন্য আবেদন ফরম প্রসপেক্টাসসহ আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদের নিকট বিতরণ করা হয়। প্রথম যে ছাত্রটি ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করে, তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। তাই এদিনটি ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং অ্যাসোসিয়েশন কলেজের সাথে সম্পৃক্ত হতে সম্মত হয়। আর এভাবেই যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। অত:পর ৮/৮/৮৯ তারিখে সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ তোহার সভাপতিত্বে কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব মোঃ শামসুল হুদাকে কলেজের অনারারি অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আমাকে আহবায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল গঠন করা হয়, অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমানকে আহবায়ক করে ষোল সদস্যের একটি অর্থ কমিটি গঠন করা হয় এবং ড. মোঃ হাবিবুল্লাহকে আহবায়ক করে সাত সদস্যের একটি শিক্ষক নিয়োগ নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী এবং ড. হাবিবুল্লাহকে নিয়ে অধ্যক্ষের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী কলেজ আহবায়ক কমিটি পুনর্গঠন করে এগার সদস্যের একটি কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি করা হয় জনাব মোহাম্মদ তোহাকে এবং আমাকে করা হয় সদস্য সচিব।

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে আর একটি গৌরবের দিন। কারণ এই দিন এক মহতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানপত্র ও রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে

ছাত্রদেরকে বরণ করে নেওয়া হয় এবং এই দিনই ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেণি-কার্যক্রমের চাকা চলতে শুরু করে। ছাত্রদের মধ্যে ক্লাশ শুরুর প্রারম্ভে একটি সুন্দর ফাইলে করে কলেজের মনোগ্রাম অংকিত বলপেন, অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর শাফায়াত্ আহমাদ সিদ্দিকী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম সদস্য এ এফ এম সরোয়ার কামাল ও অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় কমপক্ষে ২য় বিভাগ। ফলে প্রচুর সংখ্যক আবেদনকারীর মধ্য হতে লিখিত ও মৌখিক নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক বাছাইকৃত ছাত্রদেরকে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয়।

কলেজের কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কিং খালেদ ইনস্টিটিউট হতে ধানমন্ডির ১২/এ নং রোডের ২৫১ নং বাড়িতে কলেজটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। অগ্রিম তিন লক্ষ টাকা এবং ২৫ হাজার টাকা ভাড়ার চুক্তিতে দোতলা বাড়িটি ভাড়া নেয়া হয়। ২১ জানুয়ারি ১৯৯৫ পর্যন্ত এই বাড়িতেই কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই দোতলা বাড়িটিতেও একসময় কলেজের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। ফলে ১৯৯২ সালে ভাড়া নেয়া হয় পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ির নিচতলা এবং ঐ বাড়ির খালি জায়গায় টিনশেড ঘর তোলারও ব্যবস্থা করা হয়। মনে পড়ছে, এপর্যায়ে আমরা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ছিলাম এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ সাহেবের আত্মীয় এবং আমাদের বন্ধু শিল্পপতি বিদ্যানুরাগী জনাব আহমদ হোসেন (বাদল) আমাদের ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন, যা আমরা বাড়ির মালিককে অগ্রিম হিসেবে দিয়েছি। দুঃখের বিষয় হল জনাব আহমদ হোসেন ও জনাব শামছুল হুদা কলেজের জন্য তিন লক্ষ টাকা নিয়ে শনির আখড়া দিয়ে আসার সময় টাকাগুলো হাইজ্যাক হয়ে যায়। তারপরও আহমদ হোসেন তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখেন এবং কলেজের জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যবস্থা করে দেন। এছাড়া আজ পর্যন্তও তিনি কলেজকে এবং কলেজের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই ঔদার্যের কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না। প্রসঙ্গত মিরপুরে কলেজের নিজস্ব জায়গা বরাদ্দের ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয় তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদের যুগ্মসচিব ও কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমাদের বন্ধু জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামালকে। তিনি তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও হাউজিং এর তখনকার চীফ ইঞ্জিনিয়ার নুরুদ্দিন সাহেবের সহযোগিতায় জমিটি কলেজের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। অডিটোরিয়ামের ১৩ কাঠা জমি বরাদ্দ দেয় তখনকার মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারেফ হোসেন।

১৯৮৯-৯০ শিক্ষা বর্ষে কলেজে বি কম পাস কোর্স চালু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষ হতে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ১৯৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক কোর্সে যথাক্রমে ৯৯ ও ১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কলেজের ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬০০০। প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র ৯ জন শিক্ষক এবং ১জন অফিস কর্মচারী নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ১১০ জন এবং কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ জন।

কলেজের নামকরণ: কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক হিসেবে আমি কলেজের নাম Dhaka Commerce College রাখার প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। কমিটির সদস্য শাহীন, হেলাল প্রমুখ ঢাকা কমার্স কলেজটির নাম কাজী ফারুকী কমার্স কলেজ করার প্রস্তাব করলে আমার আপত্তিতে তা বাতিল হয়ে যায়। তবে একই সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে ভবিষ্যতে Bangladesh University of Business and Technology নামে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত হয়।

খ. একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি

১. শিক্ষা কার্যক্রম: ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কোর্সপ্লান ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীগণকে কোর্স প্লান অনুযায়ী পাঠদান করা হয় এবং সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিনমাস পর পর টার্ম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকা কমার্স কলেজকে অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে উপকৃত হচ্ছে।

২. শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম: ঢাকা কমার্স কলেজ-এ শুধু লেখাপড়াই করানো হয় না, এখানে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিকী ও দেয়ালিকা প্রকাশ, সেমিনার, বিতর্ক অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান ও দিনগুলো (২১শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস ইত্যাদি পালন, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, বনভোজন ইত্যাদি) শিক্ষাভিত্তিক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া শিক্ষাসফর, শিল্প কারখানা পরিদর্শন, বনভোজন ইত্যাদি শিক্ষানুসংগিক কার্যাবলিও নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ একটি রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত এলাকা। এখানে কোনো ছাত্র সংসদ নেই। তবে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র কল্যাণ পরিষদ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাভিত্তিক যাবতীয় কল্যাণকর কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে কলেজ বিতর্ক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্লাব গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে

ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ সখ ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ক্লাবের সদস্য হয়ে মেধা পরিস্ফুটনে সক্ষম হয়।

৩. ফলাফল: পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় উচ্চ মাধ্যমিক এবং অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল প্রথম থেকেই সর্বোত্তম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের গড় হার প্রায় ৯৯% এবং অনার্স ও মাস্টার্সের গড় পাশের হার ৯৯.৯৬%। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ অধিকাংশ মেধা স্থান অধিকার করেছে।

৪. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা: কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজেই একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একজন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষা শাখা গড়ে তোলা হয়েছে, একাজে পরীক্ষা কমিটি তাদেরকে সাহায্য করছে। পরীক্ষা কমিটি নিয়মিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা ভীতি কমে যায় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় উত্তম ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়।

৫. নিয়ম শৃংখলা: ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন ছিল উত্তপ্ত ও কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আমরা এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শ্লোগান নিয়ে কলেজ কার্যক্রম আরম্ভ করি। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীগণ রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। তখন এ বিষয়ে অনেকের শংকা থাকলেও আমাদের অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ শ্লোগানটি সাদরে গ্রহণ করছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে রোল নং অনুযায়ী বিন্যস্ত ডেস্কে বসতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরে আই.ডি কার্ড লাগিয়ে সকাল ৭.৫৫মি. এর মধ্যে কলেজে প্রবেশ করতে হয়। শিক্ষকগণ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশকালে পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ক্লাশে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। কোনো কারণে কলেজে উপস্থিত থাকতে না পারলে লিখিত আবেদন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হয়। কোনো শিক্ষার্থী কলেজের নিয়ম-শৃংখলা না মানলে এবং টার্ম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আই.ডি কার্ডধারী অভিভাবক ডেকে বিষয়টি অবহিত করা হয়।

৬. কলেজের পাওনা গ্রহণ: শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময় এবং প্রতি তিন মাস অন্তর ব্যাংকে কলেজের পাওনা পরিশোধ করতে হয়। কলেজের যাবতীয় লেন-দেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৭. অবকাঠামোর উন্নয়ন: ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয় লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমন্ডির রোড নং ১২ এর ২৫১ নং বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। অত:পর ১৯৯৩ সালে হাউজিং হতে ক্রয় করা হয় মিরপুরের বর্তমান অবস্থানে বরাদ্দকৃত প্রায় ৪ বিঘা জমি এবং এই জমির আড়াই বিঘাই ছিল রাস্তা থেকে ২৪ ফুট নীচু একটি পুকুর। জমির এই অবস্থান দেখে অনেকেই হতাশ হয়। ১৯৯৪ সালের ০৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় নির্মাণ কাজ। Consultant হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় বাংলাদেশের বিখ্যাত Consultant firm মেসার্স শহীদুল্লাহ অ্যাসোসিয়েটকে। নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা আর্কিটেক্ট রবিউল হোসেনকে দিয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। কলেজের ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা হয় মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী একটি মডেল। প্রথমেই ২১১ ফুট লম্বা এবং ৫৫ ফুট চওড়া ১১ তলা ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ১১ তলার অত্যাধুনিক এ ভবনটির প্রতি তলার Floor Space ১১৫৫০ ফুট।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ প্রস্তুত করেন Structural Design- সম্পূর্ণ অসমতল ভূমিতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ভবনটিতে ৪০ ও ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বসার জন্য তৈরি করা হয় শ্রেণিকক্ষ। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের জন্য পৃথক রুম, লাইব্রেরি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, কমন রুম ইত্যাদির জন্য প্রতি তলায় কক্ষ বিন্যাস করা হয়। বর্তমানে এই ভবনটি ছাড়াও ২০ তলা ২য় একাডেমিক ভবন, ৬ তলা প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১২ তলা ২টি আবাসিক ভবন এবং ১টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়। এছাড়া রূপনগরে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের জন্য ২টি ৫ কাঠার জমিও ক্রয় করা হয়েছে। অচিরেই এই প্লট ২টিতে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত: এ পর্যন্ত নির্মিত ভবনগুলোর Floor Space এর পরিমাণ প্রায় ৩,৬০,০০০ বর্গফুট। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের বসার কক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষে Air Conditioner বসানোর কাজ। কলেজের বিভিন্ন ভবনে স্থাপন করা হয়েছে ৬টি লিফট। কলেজে রয়েছে ২০০০ KVA একটি বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এবং ৫০ ও ৩১০ KVA এর দু'টি ডিজেল জেনারেটর। উল্লেখ্য জমি ক্রয়, ভবনসমূহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, লিফটসহ সবকিছুর জন্যে ৩০/৬/২০১০ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ২১ কোটি টাকা। 'প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী অডিটোরিয়াম' সংলগ্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও টিচার্স কোয়ার্টারে বসবাসকারীদের ব্যবহারের জন্য কলেজের প্রায় ২০ কাঠা আয়তনের একটি নিজস্ব মাঠের উন্নয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১৫৫০ টাকার তহবিল নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এযাবৎ উন্নয়ন ও অবকাঠামো বাবদ ব্যয় হয়েছে ২১ কোটি টাকা। বর্তমানে কলেজ তহবিলে জমা আছে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। বিল্ডিং নির্মাণে প্রতি বর্গফুটে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৬০০ টাকার মত। Consultant এবং আমাদের নিজস্ব প্রকৌশল বিভাগ এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্মাণ কাজ নিবিড় তত্ত্বাবধানে শ্রমিক ঠিকাদার দ্বারা কাজ করানো হয়েছে। ফলে অপব্যয় ও অপচয় কম হয়েছে। ব্যয় হয়েছে অকল্পনীয়ভাবে কম। আর এসব কিছুই করা হয়েছে নিজস্ব

অর্থায়নে। সরকার বা অন্যকোনো এজেন্সি হতে আমরা কোনো টাকা গ্রহণ করিনি। তবে নির্মাণ সামগ্রি সরবরাহকারী মহৎপ্রাণ শিক্ষানুরাগী কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাকিতে দ্রব্যগুলো সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া না গেলে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দ্রুত সম্পন্ন করা যেত না। নির্মাণ সামগ্রির মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্রতি লটের রড, ইট ও সিমেন্ট Consultant firm এবং BUET কর্তৃক পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ঢালাই কাজের সময় মান নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্য হতে কিছু অংশ সিলিন্ডারে ভরে BUET ও Consultant firm দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালে এক পর্যায়ে কলেজের প্রকটভাবে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তখন পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ধার করতে হয়। নির্মাণ সামগ্রি সরবরাহকারীদের তখন প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। এ পাওনার জন্য তারা আমাদেরকে কখনো তাগিদ দেয়নি। আমাদের সুবিধামত তাদের পাওনা টাকা অল্প অল্প করে পরিশোধ করেছি।

৮. অর্থনৈতিক কাঠামো: কলেজ শুরুর প্রথম দিকে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে সামান্য যাতায়াত ও হাত খরচ দেয়া হতো এবং তাঁদেরকে আশ্বাস দেয়া হতো পরিশ্রম করে কলেজটিকে গড়ে তুললে তোমাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ক্রমান্বয়ে অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি, পরিচালনা পরিষদের সহায়তায় শিক্ষক কর্মচারীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পেরেছি। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে ঢাকায় বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছেন এবং অদুর ভবিষ্যতে অন্যরাও বাড়ি গাড়ির মালিক হবেন।

৯. ভ্রমণ: দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জনের জন্য সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ বৈচিত্র স্বচক্ষে দেখার জন্য বর্ষাকালে ইলিশ ভ্রমণ ও শীতকালে সুন্দরবন ভ্রমণসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

১০. দক্ষ পরিচালনা পরিষদ: ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুন্য থেকে বর্তমান স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে একাজগুলো সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। বিশেষ করে পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভাপতি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সভাপতি জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল এর আন্তরিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনায় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ফলশ্রুতিতে আজ সমগ্র দেশে ঢাকা কমার্স কলেজ অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গণ্য হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বিগত ১২ বছর যাবৎ আমাকে যেভাবে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, অনুরূপ আগামীতেও অব্যাহত রাখবেন। ১৯৯৮ সালে বিশেষ পরিস্থিতিতে কলেজের প্রয়োজনে প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে কলেজের সার্বিক উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। ফলে কলেজের সার্বিক উন্নতি গতি লাভ করে। ২০০২ সালে তিনি জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামালকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে নিজে একজন সদস্য হন। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল অত্যন্ত সফলতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে পুনরায় ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নেন। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল সদস্য হন। মোট কথা তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও টিম ওয়ার্কে - ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্নমূখী উন্নতি সম্ভব হয়। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি তাঁদের আন্তরিক ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ঢাকা কমার্স কলেজ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। আল্লাহ তাঁদের সহায় হোন।

১১. স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান: কলেজের যুগপূর্তি (২০০১) অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদানের জন্য তৎকালীন মাননীয় এল জি আর ডি মন্ত্রী ও পরবর্তীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ শফিউল্লাহ, ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ, চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শাফায়াত্ আহমাদ সিদ্দিকী এবং এনসিটিবি এর সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আলী আজমকে স্বর্ণ-পদক ও সম্মাননা প্রদান করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সামসুল হুদা এফসিএ, জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম, জনাব আহমেদ হোসেন ও প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীকে স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান করেন। কলেজের ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সর্বজনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ রোমজান আলী, মোঃ আব্দুছ ছাত্তার মজুমদার, মোঃ বাহার উল্লা ভূঁইয়া, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ও রওনাক আরা বেগমকে স্বর্ণপদক ও সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত দু'দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য স্বর্ণপদক ও সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী মরণোত্তর, জনাব মোহাম্মদ তোহা এফ.সি.এ, প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ, প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, জনাব আ হ ম মোস্তফা কামাল ও প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীকে। উক্ত সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় পূর্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান।

১২. বার্ষিক ভোজ ও ভ্রমণ: ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনালগ্ন হতে অদ্যাবধি বার্ষিক ভোজে ছাত্র-শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন।

১৩. অন্যান্য: কলেজে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতি বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের বার্ষিকী প্রগতি, বার্ষিক ক্যালেন্ডার ও ডাইরি এবং শিক্ষকদের লেখায় সমৃদ্ধ Dhaka Commerce College Journal প্রকাশিত হয়। কলেজের নতুন নিয়োগকৃত শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি বছর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও ট্রেনিং করা হয়। তাছাড়া ফলের মৌসুমে আয়োজন করা হয় ফলাহারের মত অন্যান্য কার্যক্রম।

গ. কলেজের অসম্পূর্ণ কাজ/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. শিক্ষা পরিকল্পনা: শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়: গইঅ কোর্স প্রবর্তন করা হবে এবং BBA ও MBA Program রেখে পর্যায়ক্রমে সম্মান কোর্সসমূহ তুলে দেয়া হবে। চতুর্থ পর্যায়: পরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লেখিত পর্যায়গুলো অতিক্রমকালে কলেজের শিক্ষকগণ কেবল অভিজ্ঞতাই অর্জন করবে না, যথেষ্ট দক্ষও হয়ে উঠবে। তাছাড়া এসময়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারি কলেজের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্বনাম খ্যাত বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌গণকে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন ও ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পাঠদানের জন্য নিয়োগদান ও আমন্ত্রণ জানানো হবে। কেবল তাই নয় ব্যাংক, বীমা, ব্যবসায় ও শিল্প এবং বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে Resource Person হিসেবে Lecture দেয়ার জন্য আনা হবে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই উপকৃত হবেন। অবশ্য এ পর্যায়ের আংশিক বাস্তবায়ন ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

২. শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা: বাণিজ্য/বাবসায় শিক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে প্রয়োগভিত্তিক করে পাঠদান করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

ক) ডামি ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, পোল্ট্রি ফার্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা।

খ) বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জ্ঞানদানের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে Demonstration *এর ব্যবস্থা।*

গ) শিল্প কারখানা ও স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানদান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা।

ঘ) দেশের সংবিধান এবং কোম্পানি, অংশীদারি, সমবায়, আয়কর, কারখানা ইত্যাদি আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানদান।

ঙ) পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও সভা অনুষ্ঠান সম্পর্কে ক্লাসে Demonstration.

চ) বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং কলেজের প্রতিটি কার্যে কম্পিউটারের ব্যবহার।

ছ) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অডিও/ভিডিও সিস্টেমের ব্যবহার।

জ) দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প কারখানা ইত্যাদির চাহিদানুযায়ী কর্মী তৈরির লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত Need based Syllabus *তৈরি এবং তদনুযায়ী পাঠদান।*

ঝ) জ্ঞানের আন্তঃ বিনিময়ের জন্য এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু।

ঞ) শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ট) দেশ ও বিদেশে নিয়মিত ভ্রমণের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং জীবনবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম সচেতনা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. লাইব্রেরি: ভবিষ্যতে কলেজের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিসমূহকে **'ইন্টারনেট সিস্টেম'** এর সাথে যুক্ত করা হবে। নিয়মিত ছাড়াও দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য লাইব্রেরি ওয়ার্ক হবে বাধ্যতামূলক।

৪. অবকাঠামো: ২০ তলা ভবনের অবশিষ্ট ৭ তলার নির্মাণ কাজ শেষ হলে ছাদের উপর নির্মিত হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুইমিংপুল। অডিটোরিয়ামের অভ্যন্তরীণ কাজ কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। স্টাফদের বাসস্থানের জন্য রূপনগরে ৪ ও ৬ নম্বর রোডে প্লট ক্রয় করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মিত হবে। ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ আবাসিক করারও পরিকল্পনা রয়েছে। তদোপরি ঢাকা শহরের অদূরে একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে। অবশ্য বর্তমানে কলেজে ৭২ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হোস্টেল চালু আছে।

৫. শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষার্থীদের আগমন-প্রস্থানের সময় ও শিক্ষাদান পদ্ধতি: শ্রেণিকক্ষে নির্মিত হবে Open Book Self যেখানে ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ বই থাকবে। শিক্ষার্থীগণ সকাল ৮ টায় কলেজে আসবে, ১০:৩০ নাস্তা খাবে, ১টা থেকে ২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজ, বিকাল ৪টায় নাস্তা খেয়ে ৫টায় বিশ্রামের জন্য বাড়িতে যাবে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানসহ বিভিন্ন পড়ালেখা বিষয় সম্পর্কে সাহায্য করবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠাগার থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীকে বাড়ি হতে কোনো বই আনতে হবে না এবং প্রাইভেটও পড়তে হবে না।

৬. আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা: সময়ের ধারাক্রমে কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুচারুভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কলেজ কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে অনুভব

করছেন। একারণে কলেজের সকল অফিস, হিসাবশাখা, লাইব্রেরি, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের অফিস, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরীক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল, রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ এবং ফলাফল প্রেরণ, পরবর্তী করণীয়সমূহ যাতে সময়ক্ষেপণ না করে করা যায় এরূপ সফ্টওয়্যার ডেভেলপের কাজ চলছে। এজন্য প্রয়োজনীয় সার্ভারবেইজড নেটওয়ার্কিং এর কাজ যাচাই বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। OMR মেশিন এর মাধ্যমে সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বোর্ডে SIF পূরণসংক্রান্ত কার্যক্রমও OMR মেশিনের মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে। তাছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সকল ইনফরমেশন OMR এর মাধ্যমে ডাটা বেইজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

৭. অটোমেশন: কলেজের সকল কাজকে কম্পিউটার বেইজড অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য আদান প্রদানের আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে মোবাইল যোগাযোগও ত্বরান্বিত করা হবে।

৮. শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য: কলেজ হতে প্রতি বছর প্রায় ১০% শিক্ষার্থীদেরকে অর্ধ ও বিনা বেতনে পড়া লেখার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সীমিত আকারে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক, থাকা-খাওয়া ও পড়ালেখার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে পরিকল্পিত উপায়ে অধিক সংখ্যায় মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক সহায়তার জন্য সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে। ছাত্র কল্যাণ তহবিল হতে অর্থের যোগান ছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট হতে যাকাতসহ অন্যান্য দান গ্রহণ করে প্রোগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব।

৯. মিডিয়া সেন্টার: কলেজের একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে কলেজের কক্ষসমূহে প্রচারের জন্য মিডিয়া সেন্টার থাকবে। মিডিয়া সেন্টার হতে প্রতিটি কক্ষের সাথে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তাছাড়া নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে।

১০. আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প: আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে পরীক্ষা পাসের পরই চাকুরি প্রাপ্তি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হলো দেশে বেকারত্ব সৃষ্টি না করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। যেমন-

ক) ঢাকার অদূরে একটি Rural Campus *প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন খামার, কুটির শিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এখানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ যৌথভাবে কাজ করবে এবং মুনাফা অর্জন করবে।*

খ) প্রতি বছর ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি করে কোম্পানি গঠন এবং কোম্পানির শেয়ার তাদের মধ্যে বন্টন। এতে করে শিক্ষা জীবন শেষে প্রত্যেক ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ একটি কোম্পানির মালিক হবে। পরীক্ষা পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত কোম্পানির পরিচালনা ও মালিকানা লাভ করবে।

গ) এ প্রতিষ্ঠানে পড়াকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে পর্যায়ক্রমে কলেজ, অফিস, ড্যামি ব্যাংক, ক্যাফেটেরিয়া ও অন্যান্য সংগঠনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করতে হবে এবং এ কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক পাবে।

এসব আত্মকর্মসংস্থান সংগঠিত করার জন্য একটি পৃথক আত্মকর্মসংস্থান সেল থাকবে।

১১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ: শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া হবে।

১২. গবেষণা কার্যক্রম: এ কলেজের শিক্ষকগণ নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করবেন।

১৩. উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন: শিক্ষকদেরকে দেশে ও বিদেশে MBA, M. Phil Ges Ph. D ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিধি মোতাবেক ছুটি ও আর্থিক সহায়তার বিষয়টি অব্যহত রাখা হবে।

১৪. পরিবহন ব্যবস্থা: ছাত্র-ছাত্রী, কলেজ ক্যাম্পাসের বাহিরে বসবাসকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের আনা নেয়ার জন্য ভবিষ্যতে পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। অবশ্য বর্তমানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে।

আশাবাদ: আমি আশা করি ভবিষ্যতে কলেজ প্রশাসন অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করবেন এবং কলেজে আরো উন্নতি সাধন করবেন।

বিশিষ্ট জনদের মন্তব্য

প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার সম্পর্কে ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও শিক্ষক মন্ডলি'র কতিপয় মন্তব্য তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, মন্তব্যগুলো ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক 'কীর্তিমান কাজী ফারুকী' (২০১০) ও দু'দশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম (২০১০) হতে সংকলিত।

কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন, 'কিছু সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীকে সাথে নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাজী ফারুকী যে তথ্যটি সকলের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যভাবে পৌঁছাতে পেরেছেন তা হচ্ছে, দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তির কাছে অপ্রতিরোধ্য বাধা-বিপত্তিও ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য।

তাঁর সৃষ্টি ঢাকা কমার্স কলেজই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পরিচালনা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল উল্লেখ করেন, 'কাজী ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, স্বনামধন্য লেখক। বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে একটি উজ্জল নক্ষত্র। বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কাজী ফারুকীর অবদান জাতির কাছে অনস্বীকার্য। তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছেন ব্যবসায় শিক্ষার তীর্থস্থান ঢাকা কমার্স কলেজ ।'

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোঃ আলী আজম বলেন, 'দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজী ফারুকী একটি উজ্জল নক্ষত্র। একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। ব্যবসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দেশ ও জাতীর কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁর একজন শিক্ষক হিসেবে অতি নিকট থেকে গত ২০ বছর শিক্ষার জন্য তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সংগে নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের মত একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মত দুঃসাধ্য একটি কাজ করতে তাঁকে দেখেছি। তাঁর কর্মনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য তাঁর সার্থক প্রচেষ্টাও আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রতি মুহূর্তে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে আমিও অনুপ্রাণিত হয়েছি ।'

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) এর উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ্ কাজী ফারুকী স্যার সম্পর্কে বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজ সৃষ্টিতে তিনি তাঁর ক্রাফটসম্যানশিপের সবটুকুই অত্যন্ত নিপুন হস্তে সুদক্ষ কারিগরের মত প্রত্যেকটি উপকরণের সাথে একাত্ম করে মিলিয়ে ও মিশিয়ে দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজকে এমন একটি উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যেটা সমগ্র দেশবাসীর কাছে যেমন একটি গর্বের ও প্রেরণার উৎস তেমনি আমাদের কাছেও এটি একটি চ্যালেঞ্জের প্রতীক। তিনি তাঁর এই সৃষ্টির মাধ্যমে সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল ।'

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী প্রফেসর শামসুল হুদা, এফ সি এ বলেন, '১৯৮৮ সালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকীর অনুপ্রেরণায় ঢাকায় অবস্থানরত চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা একত্রিত হন এবং এলামনি এসোসিয়েসন গঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন আমাদের বড়ভাই মোহাম্মদ তোহা (এফসিএ)। এলামনির এক মিটিং-এ আমাদের বন্ধু কাজী ফারুকী ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কাজী ফারুকীর কর্ম উদ্যোগের গতি অনেক দ্রুত ছিল বিধায় কলেজের গতিও দ্রুততর হতে লাগল। এ গতির সাথে আমরা অনেকেই তাল মিলাতে পারিনি। এ কারণে অনেকেই কলেজের সংশ্লিষ্টতা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে পড়ে ।'

কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও পরিচালনা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন, 'অবশেষে দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিমত ব্যক্ত করলেন মহানায়ক প্রফেসর কাজী ফারুকী। দিনটি ছিল ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮। সিদ্ধান্ত হল ১৯৮৯-১৯৯০ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি করে যাত্রা শুরু হবে "ঢাকা কমার্স কলেজ"-এর। চাল নেই, চুলা নেই কিন্তু আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান কাজী ফারুকী। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ক'জনা ।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক জনাব এম. হেলাল ও পরিচালনা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য বলেন, 'আজকে বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষার যে বিপ্লব-বিশেষতঃ বিবিএ, এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, বিবিএস, এমবিএস ডিগ্রি প্রদান ও গ্রহণের যে হিড়িক, তার প্রাথমিক সূচনা হয় প্রফেসর কাজী ফারুকীর হাতে, বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার প্রমাণ ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে "শ্রেষ্ঠ কলেজ" হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ-এর জাতীয় পুরস্কার লাভ এবং ১৯৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে "শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক" হিসেবে প্রফেসর ফারুকীর জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতি ।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক এবং বর্তমানে উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু বলেন, 'কলেজের অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা-এই আলোচনায় জনাব লোটাস কামাল সাহেব কাজী ফারুকী স্যারকে মিটিংয়ে বলেছিলেন, ফারুকী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। একটি কলেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে ফারুকী স্যার মিটিংয়ে বলেই উঠেছিলেন যে, টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা কিছু আছে তা সব বিক্রি করে দেব, তবু কলেজ আমরা করব। খুব সাহসিকতার সাথে উক্তিটি করেছিলেন বলে আমার মনে হয় ।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক এবং বর্তমানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ রোমজান আলী বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একটাই কনসেপ্ট ছিল - একটা টিমওয়ার্ক - এর মাধ্যমে যে-কোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। এই আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমরা তখন একজোট হয়ে কাজ করেছি। কোনো কাজকেই আমরা ছোট মনে করিনি। এই কর্মযজ্ঞের একমাত্র পরিকল্পনাকারী, একটি মাথার সিঞ্চিত নির্দেশনা, এক সফল সংগঠক এবং এই মহামন্ত্রের সত্যদ্রষ্টা ঋষি প্রফেসর কাজী ফারুকী ।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক (কলেজের মনোগ্রামটি তাঁর আঁকা), ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মরহুম মাহফুজুল হক (শাহীন) কাজী ফারুকী স্যারের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে উল্লেখ করেন, 'হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, কয়েকশ তরুণকে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োগের মধ্য দিয়ে একটি উন্নত জীবন যাপনের বন্দোবস্ত করে, সর্বোপরি প্রায় শূন্য থেকে একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তিনি ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে অবসর নিলেন। বস্তুতঃ তিনিও চলে গেলেন ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে। ঢাকা কমার্স কলেজের গৌরবের ধ্বজা উর্ধ্ব আকাশে উড়িয়ে শ্রদ্ধেয় কাজী ফারুকী স্যার চলে গেলেন বাহিরের পানে....।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বর্তমানে সরকারি বাঙলা কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজের মহাপরিকল্পনা কাজী ফারুকী স্যারের মাথায় ছিল। তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে এ পরিকল্পনার কথা বলেন। আমরা তখন আকাশ কুসুম কল্পনা বলে মনে করলাম। কিন্তু কাজী ফারুকী স্যারের এ মহা পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি ইট, বালু, সিমেন্ট, রডসহ সকল কাজ নিজে এবং শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে মানসম্মত কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক, বর্তমানে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক বাহার উল্যা ভূঁইয়া বলেন, 'কাজী ফারুকী স্যারকে আমি একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, দক্ষ সংগঠক, বিচক্ষণ প্রশাসক, ধার্মিক, ন্যায় পরায়ণ, অতিথি পরায়ণ, যোগ্য কান্ডারি, মহৎ, উদার, সাহসী, ত্যাগী, পরিশ্রমি, ধৈর্যশীল, নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠান প্রেমিক হিসেবে দেখছি। তাঁর বাস্তববাদিতা, কর্মমুখরতা, সত্যনিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, সময়ানুবর্তিতা, ইত্যাদি সব কিছুই আমি প্রমাণ পেয়ে এবং দেখে বলছি। আমি তাঁকে আকাশের মত বিশাল আর সমুদ্রের মতো উদার বলেই মনে করি।'

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক, বর্তমানে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আব্দুল কাইয়ুম প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে উল্লেখ করেন, 'প্রত্যেকটি জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে। ঢাকা কমার্স কলেজের স্রষ্টা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। স্বপ্নদ্রষ্টা থেকে যুগস্রষ্টা এই মহান মানুষটি বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখ তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের ইতি টেনে তারই বিস্ময়কর সৃষ্টি ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে অধ্যক্ষের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। মানুষ হিসেবে কাজী ফারুকীর একদিন মহাপ্রয়াণ হবে কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজের স্রষ্টা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর মৃত্যু হয় না। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিটি ইটে গ্রথিত কোটি আত্মার কাজী ফারুকীতো মৃত্যুঞ্জয়। মহান স্রষ্টা তাঁকে এমন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন যে উচ্চতা সকল কিছুর ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রওনাক আরা বেগম কাজী ফারুকী স্যারের বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'এ কলেজ কাজী ফারুকীর কলেজ হিসেবে সবার কাছে খ্যাত। স্যারকে এর প্রতিষ্ঠাতা বললে সম্পূর্ণটা বলা হবেনা। স্যার এর জন্মদাতা পিতা। ঢাকা কমার্স কলেজ তার সন্তান। সন্তানের প্রতি পিতার যে গভীর মমত্ববোধ, এ কলেজের প্রতি তাঁর তেমনি মমতা। প্রতিটি ক্ষণ এর মঙ্গল চিন্তায় উদ্বিগ্ন তিনি। এর প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি বিষয় তাঁর নখদর্পণে। যদিও তাঁর দৈহিক পদার্পন এখন প্রতিদিন ঘটেনা কলেজ প্রাঙ্গণে, তথাপি তাঁর মানসিক পদচারণা বন্ধ হয়নি-হতে পারেনা, কারণ পিতা তো সন্তানকে ভুলে থাকতে পারেন না। এ আঙ্গিনার প্রতিটি ধূলিকণা, ইট কাঠের সুক্ষ্ম রন্ধও স্যারকে চেনে, তাঁকে অনুভব করে-অনুভব করে যাবে চিরদিন।'

উপসংহার

কলেজ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে ফারুকী স্যার ১৯৯০ সালে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, ঢাকা কমার্স কলেজ একদিন এদেশে বাণিজ্য শিক্ষার এক মহান তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। এই পূণ্য তীর্থ ক্ষেত্র হতে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা, শৃঙ্খলা, আদর্শ ও চরিত্রে রেখে যাবে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীগণ ঢাকা কমার্স কলেজকে এই দেশের অদ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছে এই কলেজের সাফল্য কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।' অবশ্য কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, উদ্যমী শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী,সচেতন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, সর্বোপরি ফারুকী স্যারের মোহনীয় নেতৃত্বের ফলে তাঁর এ আশাবাদ পূরণ হয়েছে, যার স্বীকৃতি স্বরূপ কলেজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পর পর দু'বার (১৯৯৬ ও ২০০২) শ্রেষ্ঠ কলেজের মর্যাদা লাভ করে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ফারুকী স্যার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের (১৯৯৩) মর্যাদায় ভূষিত হন।

কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে ফারুকী স্যারের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা সম্ভব হলে এবং কলেজ পরিচালনায় তাঁর সৃষ্ট ধারা অব্যহত রাখলে কলেজের সৃষ্ট ঐতিহ্যে নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিচালনা পরিষদের অব্যাহত সহযোগিতা এবং ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি-অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি।

তথ্যসূত্র

১. ফারুকী, কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম,"ঢাকা কমার্স কলেজ: ইতিবৃত্তীয় ঘটনা", *প্রগতি*, ঢাকা: ঢাকা কমার্স কলেজ, ১৯৯০: ১৯-২৪

২. ফারুকী, কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম, "ঢাকা কমার্স কলেজ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার রূপরেখা", *প্রগতি*, ঢাকা: ঢাকা কমার্স কলেজ, ১৯৯৬: ২৫-২৮

৩. ফারুকী, কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম, "ঢাকা কমার্স কলেজ: একটি স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন", *প্রদ্যোত* (কলেজের দু'দশক পূর্তি স্মরনিকা ও অ্যালবাম ২০১০), ঢাকা: ঢাকা কমার্স কলেজ, ২০১০: ৬৮-৭৬

৪. *'ফ্লাশব্যাক'* (কলেজের যুগপূর্তি অ্যালবাম ২০০১), ঢাকা: ঢাকা কমার্স কলেজ, ২০০১

৫. *'কীর্তিমান কাজী ফারুকী'* (কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের অধ্যক্ষ পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক), ঢাকা: ঢাকা কমার্স কলেজ, ২০১০

পরিশিষ্ট

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম (১আগষ্ট ১৯৮৯)

১. প্রফেসর শাফায়াত্ আহমাদ সিদ্দিকী, সাবেক অধ্যক্ষ, চট্রগ্রাম গভ: কমার্স কলেজ

২. ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ

৪. জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ

৫. জনাব মোঃ সামসুল হুদা এফ.সি.এ, পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস

৬. জনাব এ বি এম আবুল কাশেম, শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শক ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

৭. প্রফেসর আবুল বাশার, সাবেক অধ্যক্ষ, আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা

৮. জনাব এম হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

৯. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু

১০. জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন

১১. জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী

১২. জনাব এ.বি.এম. সামছুদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ, কিং খালেদ ইনস্টিটিউট

১৩. চট্রগ্রাম গভ: কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন (ঢাকা)

স্মৃতিময় ঢাকা কমার্স কলেজ

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
কলেজের প্রথম ছাত্র

১৯৮৯ সালে কুমিল্লা বোর্ড হতে এস এস সি পাশের পর বাবা অসুস্থ, পরিবারের বড় তাই অনেক দায়িত্ব সর্বোপরি আর্থিক কারণে পড়াশুনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের বাড়ি আমার গ্রামের বাড়ির পাশাপাশি। তিনি আমার সকল কিছু জানলেন এবং আমাকে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে পড়াবেন এই বাবদ সকল খরচ তিনি বহন করবেন দেশের একটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে। পরবর্তীতে কাকতালীয়ভাবে মাধ্যমিক ফলাফল পরবর্তী কোন এক সময়ে ফারুকী স্যার লোক পাঠালেন ঢাকা আসার জন্য এবং আসলাম, লালমাটিয়া স্যারের E ৫/২ বাসায়।

আমাদের ভর্তি পর্ব : পরের দিন সকালে স্যার ঠিকানা দিলেন এবং এ কলেজ থেকে আমাকে ভর্তি ফরম আনতে বললেন। সেই মোতাবেক লালমাটিয়া গিয়ে কলেজ ভবন খুঁজতে থাকি। যে বিল্ডিং হতে ফরম ক্রয়ের জন্য আসি, সেটি লালমাটিয়ায় "কিং খালেদ ইনস্টিটিউট" একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। স্কুল ভবনে ঢাকা কমার্স কলেজের একটি সাইনবোর্ড ছিল। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি স্কুলে হেডমাস্টার স্যারের রুমে বসা জনাব শফিকুল ইসলাম (চুন্নু) স্যার এবং জনাব মাহফুজুল হক (শাহীন) স্যার। এঁদের চিনেছিলাম অবশ্য পরে। স্কুল কার্যক্রম চলত ২টা পর্যন্ত এবং ২.৩০ মিনিট থেকে রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত কলেজ এর কার্যক্রম চলত। আমি কলেজে ভর্তি পরীক্ষার জন্য তৃতীয় ফরমটি ক্রয় করি ১০০ টাকায়। কলেজে একমাত্র স্টাফ আলী ভাই ছাড়া আর কাউকে আমার চোখে পড়েনি। শিক্ষকগণই সকল ধরনের কাজ করছিলেন। ভর্তি পরীক্ষার দিন অন্য সবার মতো আমিও যাই পরীক্ষা দিতে। জনাব কাজী ফারুকী স্যার, কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ জনাব শামছুল হুদা স্যার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক জনাব এম হেলাল আমাদের কক্ষ পরিদর্শনে আসেন। আমাদের রুমের তিনটি ছেলের চুল বড় দেখে ফারুকী স্যার খুব রেগে যান এবং তাদের বের করে দেন। এক পর্যায়ে বললেন, এখনই যদি চুল কেটে আসে তাহলে তাদের পরীক্ষা দিতে দেবেন। তারা চুল কেটে এসে পরীক্ষা দেয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হলো। মৌখিক পরীক্ষায় ছিলেন জনাব কাজী ফারুকী স্যার, অধ্যক্ষ জনাব শামছুল হুদা স্যার, ডঃ হবিবুল্লাহ স্যার, জনাব আব্দুর রশীদ স্যার এবং জনাব এম হেলালসহ আরও অনেকে। মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হলো এবং পরের দিনই ভর্তি শুরু। আমি প্রথম ভর্তি হলাম, ফলে আমার রোল নং হয় ০১। ভর্তি ফি ছিল ১৪০০ টাকা, মাসিক বেতন ১০০ টাকা ১ম বর্ষে, ২য় বর্ষে ১৫০ টাকা। ভর্তি পর্ব শেষ। মনটা খুবই খারাপ হলো এই ভেবে যে, এই নতুন কলেজে আর কেউ ভর্তি হয় কিনা। যাই হোক, আল্লাহ সহায় হলেন, একজন ছাত্রী সহ ছাত্র-ছাত্রী হলো ৯৯ জন।

আমাদের নবীনবরণ : ব্যতিক্রমধর্মী এই কলেজের নবীনবরণ ছিল আরও ব্যতিক্রমধর্মী। নেই কোন গোলাগুলি, নেই দলীয় আহবান, নেই কোন উৎকট গান বাজনা। কলেজের গেইট দিয়ে সারিবদ্ধভাবে ইউনিফর্ম পরা, পকেটে নেমপ্লেট লাগানো, কালো জুতা পরিহিত সকল ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আমিও ঢুকলাম। সকল ছাত্র-ছাত্রীর ইউনিফর্ম কলেজ এর প্রসপেক্টাস অনুযায়ী আছে কিনা দেখার জন্য কলেজ গেইটে দাঁড়ানো ছিলেন জনাব শফিকুল ইসলাম স্যার, শাহীন স্যার, বাহার স্যার, রোমজান স্যার ও মজুমদার স্যার। কিং খালেদ ইনিষ্টিটিউট এর ছাদে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে নবীনবরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। দেশের অনেক নামকরা শিক্ষাবিশারদ অনুষ্ঠানে আসেন। মনে পড়ে ড. হাবিবুল্লাহ স্যার বক্তব্যের প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "কাজী ফারুকী যা বলে তাই করে, তার প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলেজ। আমি ফারুকীকে ঘাড় ত্যাড়া ফারুকী বলি। প্রায় ৮/১০ বৎসর যাবৎ এ রকম একটি কলেজ করার ইচ্ছা আমাদের ছিল। বহু মিটিং করেছি; ২০ লাখ / ৩০ লাখ টাকার হিসাব করেছি, বড় বাড়ি, জমির হিসাব করেছি। অথচ ফারুকীর কলেজের যাত্রা মাত্র ১৫৫০ টাকা দিয়ে। সৎ ও সঠিক চিন্তা-ভাবনা মানুষের থাকলে সকল কিছুই সম্ভব, ফারুকী তাই প্রমাণ করেছেন।"

এরপর মঞ্চে আসেন ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী জনাব আসাদুল্লাহ সাহেব (ফারুকী স্যারের শ্বশুর)। তিনি কলেজের নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে উপদেশ দেন এবং বলেন, "এই কলেজের প্রসপেক্টাসে যা লিখা আছে তা বা তারও বেশি তোমাদের পালন করতে হবে।" এই কলেজের ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে বলেন, "এটি অনেক বড় কলেজ হবে। শুধু দেশের নয়, বিদেশের ছেলে মেয়ে এখানে পড়তে আসবে।" আজ কলেজ অনেক বড় হয়েছে, সুনাম হয়েছে, বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। কিন্তু তিনি আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। আমি এই মহান শিক্ষানুরাগীর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে জনাব শফিকুল ইসলাম স্যার, রোমজান স্যার, মজুমদার স্যার, বাহার স্যার ও আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

তুমুল করতালির মধ্যে মঞ্চে আসেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ সমাজ সেবক, ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্নদ্রষ্টা জনাব কাজী মো:

নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যার। বক্তব্যের শুরুতে তিনি কেঁদে ফেলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জানান তিনি ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নবীনবরণ করতে দেয়ার জন্য। তিনি বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজে তোমাদেরকে ভর্তি করানোর জন্য তোমাদের বাবা মা এবং অভিভাবককে বিশেষ ধন্যবাদ। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক; স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-এ চলছে মারামারি, সেশন জট এই পরিবেশে প্রয়োজন ঢাকা কমার্স কলেজের। নতুন কলেজে তোমাদের ভর্তি করিয়ে তোমাদের বাবা মা বড় সাহস দেখিয়েছে। তবে মনে রেখো, এই কলেজ তোমাদের এক একটি ফুটন্ত গোলাপে পরিণত করবে, যার সু-ঘ্রাণ এই সমাজ, দেশ, সারা বিশ্ব, সর্বোপরি তোমাদের বাবা মা গ্রহণ করবে।" জানি না স্যারের কথা আল্লাহ গ্রহণ করেছেন কিনা। তবে এটুকু সত্য যে, প্রথম ব্যাচের দুজন এবং বিভিন্ন ব্যাচের অনেক ছাত্র-ছাত্রী আজ এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকতা করছে। আরও বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশে বিদেশে সুনামের সঙ্গে তাদের কর্মময় জীবন পরিচালনা করছে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে একটি করে কলম, একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও ফাইল বিতরণ করা হয়। অধ্যক্ষ জনাব শামছুল হুদা স্যার বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শেষে সকলকে নিমকি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

শাখা বিন্যাস : কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তিনটি শাখায় বসানো হয় A, B এবং C। আমার রোল C শাখায় দেখে খুব রাগ হলাম এই ভেবে যে, রোল ১ A শাখায় থাকার কথা। পাশে এক ছাত্র বলল, "তোমার SSC মার্ক কত?" বললাম," ৪৮০।" সে বলল, "যাদের নাম্বার কম তারা C শাখায়।" অতএব মুখ বন্ধ। আমি C শাখায় ছিলাম। জনাব আবদুছ ছাত্তার মজুমদার স্যার আসেন আমার প্রথম ক্লাসে। বহু নীতিবাক্য, নিয়ম-কানুন এর কথা বললেন। যে শ্রেণিকক্ষে আমরা বসলাম এটি কেজি ওয়ান টুর বাচ্চাদের। লো বেঞ্চে বসলে হাই বেঞ্চের উপরে আমাদের হাঁটু উঠে যেত।

বিরতি ও টিফিন : কলেজের টিফিন টাইম ছিল মাত্র ৩০ মিনিট। A শাখার টিফিন শেষ হলে B শাখার শুরু , B শাখার শেষ হলে C শাখার শুরু হত। এতে করে ক্লাস চলাকালীন সময়ে এক শাখার ছেলেমেয়েদের সাথে অন্য শাখার ছেলেমেয়েদের দেখা হত না। টিফিনের আইটেম ছিল ক্রিম রোল, বাটার বন এবং কলা, কখনো পেটিস ও লাল চা পাওয়া যেত। টিফিন বিক্রির দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষকগণ।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় হানা দেয়া : আমাদের সময় শিক্ষকগণ সন্ধ্যার পর ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় যেতেন। সময়মতো পড়তে বসেছি কিনা বা সন্ধ্যার পর কয়টা পর্যন্ত বাইরে থাকি তা দেখার জন্য। শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যারের সেই কালের রাজদূত হোন্ডার আওয়াজ আজও কানে আসে। এই বুঝি কারো বাসায় চুন্নু স্যার, শাহীন স্যার, মজুমদার স্যার, রোমজান স্যার বা বাহার স্যার হানা দিলেন। একবার মোহাম্মদপুর কাটাসুর এলাকার প্রথম ব্যাচের ছাত্র (রোল-১৩) রাসেলের বাসায় গেলেন চুন্নু স্যার ও রোমজান স্যার। দুষ্ট রাসেল বাসা থেকে স্যারদের কলিং বেল এর আওয়াজ পেয়ে বলে উঠে, "মাফ করেন ভিক্ষা নাই।" নাছোড়বান্দা শিক্ষকগণ বাসায় ঢুকলেন, শাস্তি দিলেন। যদিও পরবর্তীকালে এই স্যারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপথগামী রাসেল প্রথম বিভাগে পাস করে।

খুবই কষ্টের : প্রথম ব্যাচে যারা ভর্তি হলাম তাদের প্রায় সকলের মতামত ছিল, নতুন কলেজ আসব যাব, আড্ডা মারব- আর কি? কিন্তু কলেজের সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা এবং টার্ম পরীক্ষা দিতে দিতে দিশেহারা হয়ে উঠলাম। তখন মনে হয়েছে এটি জেলখানা। কলেজের কোন ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল খারাপ হলেই সেরেছে। এবার বাবা মা বা অভিভাবক হাজির করা, স্ট্যাম্প এ দস্তখত, নয়তো ভর্তি বাতিল বা AC অথবা TC যার প্রমাণ ভর্তিকৃত ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী হতে চূড়ান্ত পরীক্ষায় মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া। মানে ৩৮ জন শিক্ষার্থী TC পায়।

ফারুকী স্যারের মাননীয় মন্ত্রীরা : বয়সে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন যুবক। কাইয়ুম স্যার ক্লাসে আসলে মনে মনে বলতাম, "আল্লাহ আমাকে যেন পড়া জিজ্ঞাসা না করে বা পড়া না ধরে।" পড়া না পারলেই সেরেছে, মাইর দিয়ে বাবার নাম ভুলিয়ে দিতেন। এখন বুঝতে পেরেছি, মাইরের ফলাফল ইংরেজিতে পাস করা।

জনাব শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যার অত্যন্ত মোটা একটি বেত ও ডায়েরি নিয়ে ক্লাসে আসতেন। কারবারের পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখাতেন এবং সকলকে লিখতে বলতেন। এরপর মুখস্থ করার জন্য বেত প্রয়োগ। একটি পর্যায়ে এই কঠিন বিষয়টি সকলের আয়ত্তে চলে আসে।

জনাব রোমজান আলী স্যার বাংলা পড়াতেন। ক্লাসে ঢুকেই সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কে অনুপস্থিত, কারণ কী, কেন আসে না ইত্যাদি। পরবর্তীতে অভিভাবক ডাকতেন। দরখাস্ত নিয়ে স্যারের কাছে জমা দিতে হবে। বলে দিতেন এই শেষ সুযোগ, পরবর্তীতে টিসি। নামকরণের সার্থকতা পড়াতেন এভাবে "মুখ মানুষের মনের আয়না।" নির্দেশ দিতেন, গল্পটি ভালো করে পড়বে, তাহলে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। বাংলা রচনা মুখস্থ না করে বানিয়ে বানিয়ে লেখার পরামর্শ দিতেন।

হিসাববিজ্ঞানের জনাব আবদুছ ছাত্তার মজুমদার স্যার ছিলেন কলেজের অত্যাধুনিক কম্পিউটার। স্যারের ক্লাসে কোনো দিক হতে সাউন্ড হলে বলে দিতেন নাম, রোল নং, বাবা কে, ভাই বোন কতজন, বাসা কোথায়।

আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয় ছিল অর্থনীতি। রওনাক আপা ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে দিতেন না অর্থনীতির কাঠিন্য। কঠিন

প্রশ্ন হলে চিত্র দিয়ে বিষয়টি সহজ করে বোঝানো ছিল আপার কাজ।

বিগ ভোকাল বাহার স্যার পড়াতেন বাণিজ্যিক ভূগোল। স্যারের ক্লাস সকল ছাত্র-ছাত্রী শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। ক্লাসে মনে হত বিশ্বের সকল ভৌগোলিক স্থান, মানচিত্র, ডাটা প্রভৃতি মামুলি ব্যাপার। ক্লাসে যা পড়াতেন তা ছিল হাতের লেখা নোট। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী দৈনিক দুটি ম্যাপ এঁকে আনতেন স্যারকে দেখানোর জন্য।

শর্টহ্যান্ড টাইপ বিষয় এর শিক্ষক ছিলেন জনাব রফিক স্যার। তিনি এই নতুন ভাষার বিষয়টি অনেক যত্ন করে পড়াতেন। শর্টহ্যান্ডের একটি শব্দ ছিল ABLE ABLE। আমাদের সাথে একজন ছাত্র ছিল নাম আবুল হোসেন রোল ৬৪। আমরা মজা করে ঐ শব্দ ABLE কে আবুল আবুল বলে ব্যঙ্গ করতাম। পরবর্তীতে এই আবুল আবুল দুষ্টুমিতে দুই ছাত্র TC পায়। স্যারের ক্লাস সকলের কাছেই উপভোগ্য ছিল।

সর্বদা হাসিমুখ দেখলেই যে কারো মন ভালো হয়। আর কেউ নন আমাদের প্রিয় জনাব মাহফুজুল হক শাহীন স্যার। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ইংরেজি পড়াতেন। ছাত্রদের সাথে স্যারের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। যে কোন বিষয়ে ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য তিনি এগিয়ে আসতেন। কোন সমস্যাই বিপদ নয়। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

হিসাববিজ্ঞানের অত্যন্ত তুখোড় একজন শিক্ষক ছিলেন জনাব চন্দন কান্তি বৈদ্য স্যার। পড়ানোর সময় ক্লাসে কোন শব্দ ছিল না, বারবারই মনে হত স্যারকে কম সময় দেয়া হয় পড়ানোর জন্য। আসলে তা নয়, কীভাবে সময় যেত বুঝতে পারতাম না। যতো সহজ নিয়মে অংক করার কৌশল আছে সবই তার জানা। স্যারের কারণে আমরা অন্য পড়া বাদ দিয়ে অংকই বেশি করতাম।

ব্যবস্থাপনার ম্যাডাম ছিলেন কামরুন নাহার সিদ্দিকী। নিজের ছেলে মেয়েদের মতোই ছাত্রছাত্রীদের মনে করতেন। নোট করে নিয়ে আসলে বেশি সময় নিয়ে দেখে দিতেন।

বাংলা বিভাগের ম্যাডাম ছিলেন ফেরদৌসি খান। পড়ানোর সাথে সাথে গল্প বলতেন। যে কোন সময় দেখা হলেই হাসি দিয়ে বলতেন, "এখন কী করছ?" কোর্স না থাকায় জনাব ইলিয়াছ স্যার ও জাহিদ হোসেন সিকদার স্যার ও আবু তালেব স্যারের ক্লাস আমি পাইনি।

এক্সপার্ট শিক্ষক : ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নামকরা কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাদের এক্সপার্ট হিসাবে এনে আমাদের বেশি নম্বর পাবার জন্য বিভিন্ন কৌশল শেখাতেন। আমাদের খুবই ভালো লাগত এই ভেবে যে, যাদের বই পড়ছি, তাঁদেরই ক্লাস শুনছি, যা অন্য কলেজে সম্ভব ছিল না। আমাদের পরীক্ষার খাতা এক্সপার্ট শিক্ষকদের দিয়ে মূল্যায়ন করাতেন।

শিল্পকারখানা পরিদর্শন ও বনভোজন : শুরু থেকেই আমাদের কলেজে শিল্পকারখানা পরিদর্শন, বনভোজন, নৌভ্রমণের মতো নানা শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছিল। মিরপুরের বি. আই. এস. এফ. কারখানা পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে কারখানা পরিদর্শন শুরু হয়। পরবর্তীতে নবাব আব্দুল মালিক জুট মিল পরিদর্শন করি। কারখানায় বিভিন্ন কাঁচামাল হতে কিভাবে পণ্য উৎপাদিত হয় তা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের প্রথম বনভোজন হয় ন্যাশনাল পার্ক গাজীপুর, দ্বিতীয়টি হয় কোর্টবাড়ি, কুমিল্লা। এই পিকনিকে ছাত্ররা পাহাড়িদের সাথে মারামারি করে। প্রিয় কাইয়ুম স্যার এই মারামারিতে পড়ে ছাত্রদের বাঁচান। স্যারের মাথায় আঘাত পান। ফারুকী স্যার কয়েক গাড়ি পুলিশ এনে আমাদের উদ্ধার করেন।

ইলিশ ভ্রমণ : সকল ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সদরঘাট হতে লঞ্চে নৌ বিহার নামে ইলিশ ভ্রমণ হয়েছিল। এ ভ্রমণের ইলিশ ভাজা ও খিচুড়ির কথা আজও ভুলতে পারিনি। সকালে রওয়ানা হয়ে চাঁদপুর পর্যন্ত গিয়ে আবার সদরঘাটে ফিরে আসা। নদীমাতৃকদেশ, গ্রাম, ইলিশ মাছ ধরা কাছাকাছি থেকে দেখা এই ভ্রমণের উল্লেখযোগ্য দিক।

সুন্দরবন ভ্রমণ : সে বছর সুন্দরবন ভ্রমণে প্রায় ৭ দিনের সফর ছিল। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শীতের কাপড়, বিছানা, প্লেট, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং নিজস্ব পানি নিতে হত। এত আনন্দদায়ক ও নিয়মতান্ত্রিক ভ্রমণ জীবনে সকলের ভাগ্যে হয় কিনা জানি না। সুন্দরবনের বিভিন্ন লেক দিয়ে আমাদের লঞ্চ যাবার সময় দুটি কুমিরের দেখা পাই। এ দৃশ্য দেখে সকল ছাত্র-ছাত্রী লঞ্চের নিচতলা থেকে দ্রুত উপরে ওঠার জন্য সিঁড়িতে ভিড় জমায়। বাংলা বিভাগের ফেরদৌসি খান ম্যাডাম ভয় পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। ঐ ভ্রমণে আমাদের লঞ্চ বঙ্গোপসাগরের অথৈ পানিতে চলে যায়। কোনো দিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, ফারুকী স্যার নামাজে বসে যান। পরে একটি মাছ ধরা নৌকার সাক্ষাৎ পেলাম এবং একজন মাঝিকে নিয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম।

ঢাকা কমার্স কলেজের পোস্টার : কাজী ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে ২য় বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে আমি, জনাব শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যার, ঢাকা কলেজ এর হাফিজ ভাই এবং জনাব শাহীন স্যার ঢাকার বিভিন্ন অলি- গলিতে কলেজে ভর্তি বিজ্ঞপ্তির পোস্টার লাগানো, বিল বোর্ড এবং জুমার নামাজ এর দিন বিভিন্ন মসজিদে লিফলেট দিতে বের হতাম। পোস্টার লাগানোর ময়দা ফারুকী স্যারের সহধর্মিণী তৈরি করে দিতেন। সন্ধ্যাবেলা ফারুকী স্যার মিটিং ডাকতেন। কোন এলাকা বাকি আছে তা আলোচনা করতেন। তিনি বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে দেখতেন পোস্টার লাগানো হয়েছে কিনা, কখনো বলে ফেলতেন, "পুরান ঢাকার অমুক গলিতে লাগানো

হয়নি।" একবার আমি ও হাফিজ ভাই পোস্টার লাগাতে গিয়ে ইডেন কলেজ এর গেইট এ ভুলবশত একটি রাজনৈতিক দলের পোস্টারের উপর কমার্স কলেজের পোস্টার লাগিয়ে ফেলি। এতে উক্ত দলের কর্মীরা আমাদের ওপর চড়াও হয়। অনেক রাত্রে আমি ও জনাব শাহীন স্যার পোস্টার লাগিয়ে কাজী প্রকাশনীতে রাত্রে ঘুমাতাম যেহেতু সকালে আবার যেতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ ধানমন্ডিতে : ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলেজ ধানমন্ডিতে স্থানান্তরিত হয়। এতে কলেজের পরিসর বৃদ্ধি পায়। নিচতলায় কলেজ চলত; দোতলায় চুন্নু স্যার, মজুমদার স্যার, রোমজান স্যার ও কাইয়ুম স্যার এবং কয়েকজন ছাত্র থাকতেন। মনে পড়ে পাশের বাড়ির কাঁঠাল, বাড়ির মালিক খালার আম ও ডাব এবং সামনের বাড়ির জামরুল ফল। মালিকের অনুমতি ছাড়া খেয়ে ফেলা- এ রকম দুষ্টুমি। একবার চুন্নু স্যারের কাছে রাতের আঁধারে সংগ্রহ করা কাঁঠালের ব্যাপারে নালিশ আসে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কই পাইলা, পরিস্থিতি স্যাররা সামাল দিলেন। অতএব মাফ।

আমাদের বিদায় : সামনে চূড়ান্ত পরীক্ষা। অথচ কোন রূপ টেনশন আমাদের ছিল না। কারণ এ কলেজে এত বেশি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল যে মন থেকে পরীক্ষা ভীতি চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি ও ফুল দিয়ে আমাদের বিদায় দেয়া হয়।

উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল : আমাদের ৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬১ জনই পাস করে। যার মধ্যে দুটি স্ট্যান্ড ছিল ২য় এবং ১৫ তম। আমাদের ফলাফলে পরিতৃপ্ত ফারুকী স্যার বহু মিষ্টি বিতরণ করেন সারা দেশে।

খুব কষ্ট পাই : এ কলেজের আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী আজ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ যেন তাদের কবরে শান্তিতে রাখেন সেই দোয়া করার জন্য সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। প্রথম ব্যাচের ছাত্র রক্তিম রোল নং ৫১, সোহেল রোল নং ৭০, আশিক মাহমুদ রোল ৯৯ আজ দুনিয়াতে নেই। প্রিয় মাহফুজুল হক শাহীন স্যার, নূর হোসেন স্যার, তৃষ্ণা গাঙ্গলী ম্যাডাম, কর্মচারী সুভাষ সবাই থাকলে ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আরও ভালো লাগত।

ছাত্র থেকে শিক্ষক : রাখালিয়া হাই স্কুল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর হতে এসএসসি, ঢাকা কমার্স কলেজ হতে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.কম সম্মান ও এমকম হিসাববিজ্ঞান, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি হতে এমবিএ ফাইন্যান্স। ১৯৯৯ সালের ১৬ মে আমি হিসাববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করে বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছি। আমার সম্মানিত শিক্ষকগণ, সহকর্মীরা আমাকে খুবই আদর করেন। তবে এখনো অস্বস্তি বোধ করি সম্মানিত শিক্ষকদের সামনাসামনি বসতে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের জন্য এই লেখা। দীর্ঘ ২৫ বছর আগের কথা ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। আমাকে ক্ষমা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। প্রথম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে মন খারাপ করেছিলাম, কিন্তু আজ সেই একই কারণে খুবই গর্ববোধ করছি। এর পুরোটাই মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী। যিনি এই মহান বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের ছেলে মেয়ে স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন এর খবর না নিয়ে সারাদিন কলেজের জন্য চিন্তা করেছেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ না রেখে কলেজ এর সমস্যা মাথায় নিয়েছেন, বর্তমান আকাশচুম্বী বিল্ডিং করার পরিকল্পনা করেছেন সকলের প্রিয় অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের জন্য দোয়া করি। মহান আল্লাহ যেন স্যারকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন। মানুষ ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। প্রিয় ফারুকী স্যার এর ব্যতিক্রম নন। স্যারের কোনো ভুলের জন্য কারো মনে একটু কষ্ট থাকলে সবাইকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রাখছি। আল্লাহ সবার মঙ্গল করুক।

স্মৃতির ভগ্নাংশ

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও
অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কে যেন বলেছিলেন স্মৃতির রোমন্থনে যেতে নেই; কথা বাড়ে, কষ্টবাড়ে শুধু সময়টা নষ্ট হয়। তারপরও আমি বারবার স্মৃতির রোমন্থনে চলে যেতে চাই। এই স্মৃতির রোমন্থনে আমার সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকা কমার্স কলেজের দীর্ঘদিনের স্মৃতি। সেই স্মৃতি থেকে শুরু করলাম পঁচিশ বছর পূর্তি ও ভগ্নাংশ।

আমি এই কলেজে যোগদান করি ২০০৪ সালের নভেম্বরে। কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতাম সেই ১৯৯৩ সাল থেকে। জনাব ইউনুছ হাওলাদার আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী ও বন্ধু হিসেবে মাঝে মাঝে ঢাকায় আসলে এই কলেজে একবার হলেও আসতাম। তখন কলেজটি ছিল ধানমন্ডিতে। আবাহনীর মাঠের পাশে দোতালা ভবনের নিচ তলায় কলেজের কার্যক্রম চলতো। ভাললাগতো কলেজের বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলার কথা শুনে। তখন আমি মুন্সীগঞ্জে একটি কলেজে চাকুরি করতাম। কলেজের ঈর্ষণীয় ফলাফল ও নিয়ম শৃঙ্খলার কথা আমার কলিগদের সাথে শেয়ার করতাম। ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে এই সব কীর্তি গাঁথা ছাত্রদের বলতাম এবং অনুপ্রাণিত করতাম। জনাব ইউনুছ হাওলাদারের বইয়ের কারণেও তার সাথে আমার সম্পর্কের কথা অনেকেই জানতো। মাঝে মাঝে বন্ধুবর হাওলাদার এই কলেজে যোগদানের জন্য বলতো। বিভিন্ন কারণে আর আসা হয়ে ওঠেনি। ১৯৯৪ সালে যখন কলেজের নতুন ভবন মিরপুরে তৈরি হচ্ছিল, তখনও এখানে আসার সুযোগ হয়েছিল। তখনকার সময়ে একটি বেসরকারি কলেজ নিজস্ব অর্থায়নে কিভাবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে তার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে হয়। প্রতি বছর ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডে স্ট্যান্ড করা আমাকে বিস্মিত করতো। এভাবেই সময় গড়াতে লাগল। একসময় এই কলেজে যোগদান করে আরো নিবিড়ভাবে সান্নিধ্য পাবার সুযোগ ঘটল।

কলেজে যোগদানের দিন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার ফুলের তোরা দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর পর বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধ হয়েছি এবং এখনো হচ্ছি। অনেক মজার মজার স্মৃতি ও ভাললাগা আছে এই কমার্স কলেজকে নিয়ে। ২০০৬ সালে প্রথম সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। আহবায়ক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা স্যার। কমিটির সদস্য হিসেবে বিশাল কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত হই। লঞ্চ ভাড়া থেকে শুরু করে সব কাজ দেখে মনে হয়েছে এ ধরনের ভ্রমণ ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বারাই সম্ভব। প্রথম দিনেই আমরা বরিশাল রাত্রিযাপন করলাম, পরের দিন সকালে বাগেরহাটের শরণ খোলায়। তৃতীয় দিনে আমরা পৌঁছালাম সুন্দরবনে। সেখানে রাত্রিযাপন করি। এর পর আমরা গেলাম জামতলা সি-বিচ ও করম জলে কুমির প্রজনন কেন্দ্রে। রাতের বেলায় অন্ধকারে হরিণের পাল খালের পাশে যখন আসত, তখন আমরা সব শিক্ষকরা দারুণ উপভোগ করতাম। বিশেষ করে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে সকলে লাঠি হাতে বাঘের চলাচলের রাস্তা পেরিয়ে জামতলা সী-বীচে যাওয়ার অভিজ্ঞতাই অন্য রকম।

কটকায় যখন আমরা অবস্থান করি তখন প্রায়ই সারারাতই আনন্দের মধ্য দিয়ে ও দায়িত্ব পালন করতেই চলে যেত। রাত আনুমানিক রাত ২টার পর কিছু ছাত্র এসে জানাল কেউ একজন ছাদ থেকে ঝাপ দিয়েছে খালে। আমরা কাল বিলম্ব না করে ছাদে চলে যাই। গিয়ে দেখি ছাত্ররা আনন্দ ফূর্তি করছে। আহবায়ক স্যারসহ সবাই একের পর এক ছাত্র গুণতে লাগলাম। কোন সমাধান পাচ্ছিলাম না। এক সময় একজন স্বীকার করল যে কাদা মাটির বিশাল অংশ সংগ্রহ করে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। এভাবে ৫/৬টি দিন যে কীভাবে কেটে গেল এখন অবসরে ভাবতে গেলে অতীত স্মৃতি কাতরতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এ রকম হাজারো স্মৃতি মনের মণি কোঠায় গেঁথে আছে। এখনো মাঝে মাঝে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা দেখা করতে আসে। নানান স্মৃতিময় ঘটনা তুলে ধরে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সেইদিন গুলোর মাঝে দেখতে দেখতে আজ কলেজের ২৫ বছর হয়ে গেল। ভাবতেই ভাললাগে যে, আমি এর শুরু থেকে কালের সাক্ষী হিসেবে ছিলাম। আবার সবাই যদি একত্রিত হতে পারতাম, তবে ভাল লাগতো, খুবই ভাল লাগতো। কত নবীন ছাত্র-ছাত্রীরা এর মাঝে হারিয়ে গেছে, অনেকে দূরে আছে, প্রিয়সহ কর্মী নূর হোসেন স্যার ও তৃষ্ণা গাঙ্গুলিও আজ আমাদের মাঝে নেই। যে যেখানে থাকুক ভাল থাকুক। সবার জীবন হোক আনন্দময়।

ঢাকা কমার্স কলেজের সামাজিক কার্যক্রম

সুরাইয়া খাতুন
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে পথিকৃৎ। ১৯৮৯ সালে এ কলেজের পথচলা শুরু। যুগ পেরিয়ে আজ এ কলেজ পালন করছে তার রজত জয়ন্তী। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কেবল শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমেও রেখেছেন তাঁদের অনন্য অবদান। পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ ঢাকা কমার্স কলেজের সকল সদস্য-বিভিন্ন সময়ে যেসব সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

শিক্ষার্থী কল্যাণ: শিক্ষার্থীদের একটি নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাজীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছর দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর বিনা বেতনে/অর্ধবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দানের মাধ্যমে এ কলেজ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের পথ সুগম করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততি ও উপজাতিদের জন্য এক্ষেত্রে বিশেষ কোটা অনুসরণ করা হয়।

ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ: জাতীয় দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা ও সংকটাপন্ন মুহূর্তে ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবর দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছে। বিগত ২৫ বছরে ঢাকা কমার্স কলেজ যেসব ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ: ১৯৯৫ সালে টর্নেডো বিধ্বস্ত টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় ঢাকা কমার্স কলেজ নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ পর্যাপ্ত বস্ত্র বিতরণ করে। এছাড়া ৭টি পরিবারকে বাড়ি করার জন্য টিন ও নগদ টাকাও প্রদান করা হয়। ১৯৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত চট্টগ্রামের চকরিয়া থানায় দুর্গতদের মধ্যে নগদ ৫০,০০০ টাকা ও বিপুল পরিমাণ বস্ত্র ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। ২০০৭ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এ ক্ষতিগ্রস্তদের ৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। একই বছর বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে ৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়।

বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ: ১৯৯৮ সালে দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে বন্যার্তদের সাহায্য করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ হতে সপ্তাহব্যাপী ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় সাভার, নারায়ণগঞ্জ, বাড্ডা, বাসাবো ও মিরপুর এলাকার বন্যার্তদের মধ্যে প্রতিদিন রুটি, ভাত, চিড়া, চাল, আটা, স্যালাইন, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পুরনো কাপড় বিতরণ করা হয়। এছাড়া মাদারীপুরেও ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ২০০০ সালের বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার শাওনালী ইউনিয়নে ত্রাণ বিতরণ করে ঢাকা কমার্স কলেজ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সংগৃহীত নগদ ৮০ হাজার টাকা এবং ১৪ বস্তা কাপড় বিতরণ করা হয়। ২০০৪ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ বন্যার্তদের মধ্যে প্রায় ১০ টন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের একদিনের বেতন ত্রাণ হিসেবে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নবীনগর ও মানিকগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা মূল্যের ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ: ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রায়শই উত্তরবঙ্গের শীতার্ত ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী পালন করে আসছে। ২০০২ সালে কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের বি.কম (অনার্স) ৫ম ব্যাচের ছাত্রদের উদ্যোগে পঞ্চগড় জেলায় শীতার্তদের মাঝে ১৫ বস্তা শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এরপর ২০১৩ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকা কমার্স কলেজ, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBAA) এবং ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে কলেজ ক্যাম্পাসে এবং ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গিতে দরিদ্রদের মধ্যে ৪০০ কম্বল ও ২০ বস্তা শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালের ২৪ জানুয়ারি FBAA-এর উদ্যোগে 'উন্নয়ন সহযোগী টিম (UST)'-এর সহযোগিতায় নীলফামারী জেলার কচুকাটা গ্রামের দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ৬০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ৩ জানুয়ারি FBAA-এর উদ্যোগে 'ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NDP)'-এর সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৪টি চরাঞ্চলের (নিশ্চিন্তপুর, তেকানী, চরগিরিশ, নাটুয়ারপাড়া) শীতার্ত মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ৭৫০ টি কম্বল এবং ২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ২০১৪ ও ২০১৫ সাল থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে 'প্রজেক্ট কম্বল' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

রক্তদান কর্মসূচি: ২০০১ সালে কলেজের যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে ৩ দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। শিক্ষাসপ্তাহ ২০০২ উপলক্ষে ৪ জুন ২০০২ আয়োজন করা হয়

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। শিক্ষাসপ্তাহ ২০০৩ উপলক্ষে ৮ জুন ২০০৩ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ও বিএনসিসির যৌথ উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়।

ডরমেটরি: ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ১৬ থেকে ২০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে কলেজ অর্থায়নে পড়ালেখা ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে থাকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ডরমেটরিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্রদের সম্পূর্ণ ভর্তি ফি ও বেতন মওকুফ, বই-পুস্তক ও ইউনিফর্ম সরবরাহ সুবিধাসহ কয়েকজন ছাত্রের খাবার খরচ প্রদান করে। এছাড়াও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ডরমেটরিতে ১৬ টি নতুন খাট, ১৬ সেট পড়ার টেবিল-চেয়ার, ২টি র‍্যাক সরবরাহ এবং পানির মটর সংস্থাপন করাসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেছে। এখান থেকে লেখাপড়া করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা HSC পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার গৌরব অর্জন করে থাকে। ২০১৫ সালে ডরমেটরির মোট ৯ জন HSC পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদানের সুযোগ পেয়েছে। অতীতে ডরমেটরির বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়াসহ দেশে-বিদেশে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ: ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বৈষয়িক কল্যাণ সাধনের জন্য গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। এই সংঘের পূর্ব নাম ছিল ঢাকা কমার্স কলেজ সমবায় সমিতি, ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক সমবায় সমিতি ও ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক সমবায় সমিতি। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কল্যাণ সংঘ থেকে বিনামূল্যে ইউনিফর্মের কাপড় প্রদান করা হয়ে থাকে। সংঘ সদস্যদের চিকিৎসা অনুদান এবং মৃত সদস্যের পরিবারকে অনুদান দিয়ে থাকে।

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব: প্রতি বছর জাতীয় টিকা দিবসে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কলেজ সম্মুখে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিভিন্ন সময়ে ক্লাবটি রক্তদান কর্মসূচি, ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি, ডায়াবেটিকস টেস্ট কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, গবাদি পশু টিকা ক্যাম্প, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বই বিতরণ, ঈদবস্ত্র বিতরণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধক কর্মসূচি, পোলিও ফান্ড রাইজিং প্রোগ্রাম, বিনামূল্যে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি আয়োজন করেছে।

বি.এন.সি.সি: ১৫ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে বি.এন.সি.সি নৌ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটগণ রক্তদান কর্মসূচি, ক্যাম্পিং, ত্রাণ বিতরণ, ট্রাফিক সপ্তাহ পালন, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

চিকিৎসা সহায়তা: ২০০২ সালে অসুস্থ অমিত-এর জন্য ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে চিকিৎসা ফান্ড গঠন করা হয়। Wild Polio Virus নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত অমিতের চিকিৎসার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার ১,৫২,২০২ টাকা তার চিকিৎসা ফান্ডে প্রদান করে। এছাড়াও ২০১২ সালে প্রাক্তন ছাত্রী ক্যান্সার আক্রান্ত নাজনীন সুলতানা যুথিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিচিতি ও কার্যক্রম

এস. এম. মেহেদী হাসান
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু মাতৃভাষা 'বাংলা' বিষয়কে দিয়ে। কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক প্রফেসর মোঃ রোমজান আলীর নেতৃত্বে ১৯৮৯ সালে বাংলা বিভাগের যাত্রা শুরু।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে বিভাগে ১ জন প্রফেসর, ৩ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৬ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৫ জন প্রভাষক রয়েছে। ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় বিভাগটির কার্যালয়।

বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোঃ রোমজান আলী	১৯৮৯-১৯৯৪
২. মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	১৯৯৫-১৯৯৬
৩. মোঃ রোমজান আলী	১৯৯৭-১৯৯৯
৪. মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	২০০০-২০০১
৫. মোঃ হাসানুর রশীদ	২০০২-২০০৩
৬. আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	২০০৪-২০০৫
৭. মোঃ রোমজান আলী	২০০৬-২০০৭
৮. মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	২০০৮-২০০৯
৯. মোঃ হাসানুর রশীদ	২০১০-২০১১
১০. আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	২০১২-২০১৩
১১. প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী	২০১৪-৩১.৭.২০১৪
১২. মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	১.৮.২০১৪ -

ইংরেজি বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর থেকে দুজন শিক্ষক মোঃ মাহফুজুল হক ও মোঃ আব্দুল কাইয়ুম এর মাধ্যমে ইংরেজি বিভাগের যাত্রা শুরু। ১৯৯৬ সালে ইংরেজি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: ইংরেজি বিভাগে বর্তমানে ২০জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যাদের মধ্যে ১ জন অধ্যাপক, ৪ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৪ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ১১ জন প্রভাষক।

শিক্ষা সফর: কুমিল্লার লালমাই পাহাড়, মানিকগঞ্জের নাহার গার্ডেন, গাজীপুরস্থ একটি পিকনিক ও শুটিং স্পটসহ বিভিন্ন স্থানে বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ বনভোজন ও শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করে।

সেমিনার লাইব্রেরি: কলেজের ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৯ম তলায় বিভাগীয় কার্যালয়ের পাশে ইংরেজি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে।

ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মাহফুজুল হক শাহীন	১.৭.১৯৮৯-৩১.০৩.১৯৯৫
২. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	১.৪.১৯৯৫-৩১.০১.২০০০
৩. সাদিক মোঃ সেলিম	১.২.২০০০-৩১.০১.২০০২
৪. মোঃ মোহসিন আলী	১.২.২০০২-৩১.১২.২০০৩
৫. মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ	১.১.২০০৪-৩১.১২.২০০৫
৬. শামীম আহসান	১.১.২০০৬-৩১.১২.২০০৭
৭. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	১.১.২০০৮-৩১.১২.২০০৯
৮. সাদিক মোঃ সেলিম	১.১.২০১০-৩১.১২.২০১১
৯. মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ	১.১.২০১২-৩১.১২.২০১৩
১০. প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	১.১.২০১৪-৩১.০৭.২০১৪
১১. সাদিক মোঃ সেলিম	১.৮.২০১৪-০৯.০৯.২০১৫
১২. শামীম আহসান	১০.৯.২০১৫-

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: কলেজের প্রথম শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম এর যোগদানের মাধ্যমে কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই ব্যবস্থাপনা বিভাগের যাত্রা শুরু। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একটি আবশ্যিক শাখা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনার্স কোর্স প্রবর্তন: ৪ মে ১৯৯৫ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন হয়।

মাস্টার্স কোর্স উদ্বোধন: ২৬ নভেম্বর ১৯৯৫ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স ১ম পর্ব কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে ১০ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৪ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৫ জন প্রভাষক।

শিক্ষার্থী সংখ্যা: ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মান শ্রেণিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ২১ ব্যাচে মোট ১১৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। মাস্টার্স শেষ পর্বে ১৬ ব্যাচে মোট ৩৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

সেমিনার লাইব্রেরি: কলেজের ১ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় বিভাগীয় কার্যালয়ের পাশে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সেমিনারে ৩৬৩৬টি বই রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ: ৩১ আগস্ট ১৯৯৬ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ উপলক্ষে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনার: ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ কলেজে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিভাগীয় শিক্ষক মোঃ নূরুল আলম ভুঁইয়া এবং মূখ্য আলোচক ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক এস এম আলী আজম।

প্রকাশনা: ব্যবস্থাপনা বিভাগের তথা কলেজের প্রথম বিভাগীয় ম্যাগাজিন 'ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট' প্রকাশিত হয় ৩১ আগস্ট ১৯৯৬। অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর '৯৭ উপলক্ষে 'সীমান্ত পেরিয়ে', সার্ক ট্যুর '৯৯ উপলক্ষে 'ছায়া পথ', সার্ক ট্যুর ২০০০ উপলক্ষে 'দূর দিগন্তে' এবং সার্ক ট্যুর ২০০২ উপলক্ষে 'সুভেনির ২০০২' প্রকাশ করা হয়। এম.কম শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ স্মৃতি অ্যালবাম 'স্মৃতি' ১৯৯৯ প্রকাশ করে।

সার্ক ট্যুর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্ক ট্যুর ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

বনভোজন: বিভাগীয় সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ গাজীপুরস্থ ন্যাশনাল পার্ক, নুহাশপল্লী, সাভার ডেইরি ফার্ম ও নরসিংদি'র ড্রিম হলিডে পার্ক ইত্যাদি স্থানে বিভাগীয় বনভোজনের আয়োজন করে।

শিক্ষাসফর: বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রতি বছর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট, গজনী ইত্যাদি স্থানে শিক্ষা সফর করে।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোঃ শফিকুল ইসলাম	০১.০৭.১৯৮৯ - ৩১.০১.২০০০
২. বদিউল আলম	০১.০২.২০০০ - ৩১.০১.২০০২
৩. মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া	০১.০২.২০০২ - ৩১.১২.২০০৩
৪. সৈয়দ আবদুর বর	০১.০১.২০০৪ - ৩১.১২.২০০৫
৫. শেখ বশীর আহম্মদ	০১.০১.২০০৬ - ১২.০৫.২০০৭
৬. মোঃ শফিকুল ইসলাম	১৩.০৫.২০০৭ - ৩১.০৭.২০০৯
৭. বদিউল আলম	০১.০৮.২০০৯ - ৩১.০৭.২০১১
৮. মোঃ শরিফুল ইসলাম	০১.০৮.২০১১ - ৩১.০৭.২০১৩
৯. এস. এম. আলী আজম	০১.০৮.২০১৩ - ৩১.০৭.২০১৫
১০. বদিউল আলম	০১.০৮.২০১৫ -

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৪ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও ১৯৮৯ সাল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে হিসাববিজ্ঞান বিষয় পড়ানো হয়। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) শ্রেণিতে ছাত্রা-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন হতে এ পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ তার কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে বিভাগে মোট ২০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদে ১০ জন, সহকারী অধ্যাপক পদে ৪ জন ও প্রভাষক পদে ৬ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষার্থী সংখ্যা: প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ পর্যন্ত হিসাববিজ্ঞান বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে মোট ১২৬০ জন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে মোট ৩৫৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। স্নাতক শ্রেণিতে এ বিভাগে ভর্তিকৃত প্রথম ছাত্রীর অনন্য গৌরব অর্জন করেছে নুসরাত জাহান মন্টি। একইভাবে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে এ গৌরবের অধিকারী হলো মেঘলা ঠাকুর। বর্তমানে স্নাতক শ্রেণিতে ১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত মোট ২৭৬ জন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে মোট ২৬ জন শিক্ষার্থী তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সহায়ক কার্যক্রম: পাঠদান পরিকল্পনা, নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা, অভিভাবক সভা, বিভিন্ন বাস্তব ও সময়োপযোগী কার্যক্রম এ বিভাগ পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বিভাগীয় সেমিনার: প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেমিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশি বিদেশি স্বনামধন্য লেখকদের বইয়ের সমারোহে বিভাগীয় সেমিনার জ্ঞান অর্জনের এক সুবিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষাসফর: পাঠ্য বইয়ের বাইরে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে ভারত, নেপালসহ দেশের অভ্যন্তরে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কুয়াকাটা, মাধবকুন্ড, সিলেট, জাফলং, তামাবিল সীমান্ত, শ্রীমঙ্গল, ইপিজেড, কুমিল্লার ময়নামতি, কোটবাড়ি, বঙ্গবন্ধু সেতু, সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, গাজীপুর এবং টাঙ্গাইলের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিসহ অসংখ্য দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানে এ সকল শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

নবীন বরণ: পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হতে সম্মান ১ম বর্ষে ভর্তিকৃত নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করা অত্র বিভাগের রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

ক্লাস সমাপনী কার্যক্রম: প্রতি বছর বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

হিসাববিজ্ঞান সপ্তাহ: ১৯৯৬ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ আয়োজন করে "হিসাববিজ্ঞান সপ্তাহ"। এ সপ্তাহের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ড. হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৯৬ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের তৎকালীন ডীন

প্রফেসর মোঃ মঈনউদ্দীন খান। ১৯৯৬ সালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ "দৈনন্দিন জীবনে হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীতা" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিভাগীয় শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোঃ আবদুস ছাত্তার মজুমদার	০১.০৯.১৯৮৯ - ১০.০৪.২০০০
২. অধ্যাপক মোঃ মাহফুজার রহমান	১১.০৪.২০০০ - ২৩.০১.২০০১
৩. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ	২৪.০১.২০০১ - ৩০.০৬.২০০৩
৪. মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১.০৭.২০০৩ - ৩০.০৬.২০০৫
৫. মোঃ মঈন উদ্দিন	০১.০৭.২০০৫ - ৩০.০৬.২০০৭
৬. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ	০১.০৭.২০০৭ - ৩০.০৬.২০০৯
৭. মোঃ নুর হোসেন	০১.০৭.২০০৯ - ৩০.০৬.২০১১
৮. মোশতাক আহমেদ	০১.০৭.২০১১ - ৩০.০৬.২০১৩
৯. সাজনিন আহমদ	০১.০৭.২০১৩ - ৩০.০৬.২০১৫
১০. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ	০১.০৭.২০১৫ -

মার্কেটিং বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯০ সালের ৫ মে মার্কেটিং বিভাগের প্রথম শিক্ষক হিসেবে মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে মার্কেটিং বিভাগের কার্যক্রম তখন থেকেই শুরু হয়।

অনার্স মাস্টার্স প্রবর্তন: ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কমার্স কলেজেই প্রথম মার্কেটিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে বিভাগে অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৪ জন, সহকারী অধ্যাপক ১ জন ও প্রভাষক ৪ জন।

মার্কেটিং ডে: ১৯ জুলাই ২০০১ মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে প্রথম বারের মতো 'মার্কেটিং' ডে-২০০১' এর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সেমিনার, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া 'মার্কেটিং আপডেট' শীর্ষক ম্যাগাজিন প্রকাশ, করা হয়। মার্কেটিং ডে'র স্মারক উন্মোচন সার্বিক আয়োজনটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় মার্কেটিং ডে উদ্‌যাপন সম্পাদিত ফিচার, নিউজ প্রকাশিত হয়, যা বৃহত্তর পরিসরে কলেজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ভূমিকা রাখে।

ক্লাস সমাপনী: অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির ক্লাস শেষ উপলক্ষে সকল শিক্ষাবর্ষে ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রমণ: প্রতি বছরই মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষাসফর করে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ যে সব স্থানে ভ্রমণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, বান্দরবান রাঙামাটির, বঙ্গবন্ধু সেতু, ময়মনসিংহের মধুপুর, শেরপুরে গজনী, সাভার, কুমিল্লার কোটবাড়ি, মানিকগঞ্জের নাহার গার্ডেন, নাটোরের উত্তরা গণভবন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জের পদ্মা রিসোর্ট, হবিগঞ্জের সাতছড়ি ও সিলেট।

মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার	০৫.০৫.১৯৯০ - ৩১.১২.২০০২
২. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন	০১.০১.২০০৩ - ৩০.০৬.২০০৫
৩. মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার	০১.০৭.২০০৫ - ৩০.০৭.২০০৯
৪. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন	০১.০৮.২০০৯ - ৩১.০৭.২০১১
৫. মোঃ শফিকুল ইসলাম	০১.০৮.২০১১ - ৩১.০৭.২০১৩
৬. শনজিত সাহা	০১.০৮.২০১৩ - ৩১.০৭.২০১৫
৭. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন	০১.০৮.২০১৫ -

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে ঢাকা কমার্স কলেজে বিভাগটির নাম 'ফিন্যান্স' হলেও পরবর্তীতে 'ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং' নামকরণ করা হয়। বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন কলেজের তৎকালীন হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক মোঃ নুর হোসেন। কলেজের ২ নং ভবনের ১১ তম তলায় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ অবস্থিত।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষক হলো ১৪ জন যার ১০ জনই হলেন কলেজের এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ২ জন, সহকারি অধ্যাপক ৪ জন ও প্রভাষক ৮ জন।

কার্যক্রম: শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার মধ্যেই বিভাগের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি বছর বিভাগীয় উদ্যোগে দেশ-বিদেশে শিক্ষা সফর পরিচালিত হয়, যাতে বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি ম্যাগাজিন ও দেয়ালিকা।

সেমিনার: বিভাগে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সেমিনার যাতে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের দেশি-বিদেশি প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বই রয়েছে।

অ্যালামনাই: প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সেবামূলক এবং গঠনমূলক কার্যাদি সম্পন্নের মহতি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা হয় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশন। অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বিভাগের সহযোগিতায় প্রতি বছরই দরিদ্র জনসাধারণের নিকট শীতবস্ত্র বিতরণ করে আসছে।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোঃ নুর হোসেন	০১.০১.১৯৯৬ - ৩০.০৬.২০০১
২. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.০৭.২০০১ - ৩০.০৬.২০০৩
৩. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	০১.০৭.২০০৩ - ৩১.০১.২০০৫
৪. মোঃ নুর হোসেন	০১.০২.২০০৫ - ৩০.১১.২০০৫
৫. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.১২.২০০৫ - ৩১.১২.২০০৭
৬. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল	০১.০১.২০০৮ - ৩১.১২.২০০৯
৭. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.০১.২০১০ - ৩১.১২.২০১১
৮. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল	০১.০১.২০১২ - ৩১.১২.২০১৩
৯.মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	০১.০১.২০১৪ -

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: বিভাগের নাম শুরুতে পরিসংখ্যান ছিল। ১৯৯৮ সালে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিভাগের নামকরণ হয় পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিভাগ। পরিসংখ্যান অনার্স বিষয়ে গণিত থাকায় এবং ব্যবসায় গণিত থাকার কারণে ২০০৭ সালে বিভাগের পরিবর্তিত নাম হয় পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ। ১৯৯৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বর্তমানে বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ১৫। শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৭ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ৫ জন।

বিভাগীয় কার্যক্রম: বিভাগ শুরুর পর থেকে প্রতি বছর শিক্ষকদের ইফতার পার্টি আয়োজন, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি কাজ বিভাগ থেকে করা হয়। তাছাড়া বিভাগে অভ্যন্তরীণ ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

পরি. কম্পি ও গণিত বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোহাম্মদ ইলিয়াস	০৫.০৫.১৯৯০ - ৩১.১২.২০০৩
২. মোঃ আব্দুর রহমান	০১.০১.২০০৪ - ৩১.১২.২০০৫
৩. মোঃ ইলিয়াছ	০১.০১.২০০৬ - ৩০.০৬.২০০৬
৪. মোঃ শফিকুল ইসলাম	০১.০৭.২০০৬ - ৩০.০৬.২০০৮
৫. মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০১.০৭.২০০৮ - ৩১.০৭.২০১০
৬. মোঃ আব্দুর রহমান	০১.০৮.২০১০ - ৩১.০৭.২০১২
৭. ড. মিরাজ আলী	০১.০৮.২০১২ - ৩১.০৭.২০১৪
৮. মোঃ আব্দুর রহমান	০১.০৮.২০১৪ -

অর্থনীতি বিভাগ

প্রতিষ্ঠা: প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অর্থনীতি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু ছিল। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্য শাখায় অর্থনীতি বিষয়টি ঐচ্ছিক করার পর থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে তা ৩য় ও ৪র্থ বিষয় হিসেবে চালু থাকে। বর্তমানেও ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অর্থনীতি বিষয়টি পাঠদান করা হয়।

অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন: ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা কমার্স কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে ২ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৩ জন সহকারী অধ্যাপক ও ১ জন প্রভাষক।

শিক্ষাসফর: শিক্ষার্থীদের বাস্তবজ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে প্রায় প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের নিয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ দর্শনীয় স্থান শিক্ষাসফর, বনভোজন ও শিল্প কারখানা পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

দেয়ালিকা: স্বাধীনতা দিবস ২০০৬ উপলক্ষ্যে 'মুক্তি' নামে দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।

অ্যালামনাই: ১ মার্চ ২০১৩ অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং এ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. রওনাক আরা বেগম	০১.০৭.১৯৮৯ - ৩১.০১.২০০০
২. মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	০১.০২.২০০০ - ৩১.০১.২০০২
৩. রওনাক আরা বেগম	০১.০২.২০০২ - ৩১.০১.২০০৪
৪. মোঃ আওলাদ হোসেন	০১.০২.২০০৪ - ৩১.০১.২০০৫
৫. মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	০১.০২.২০০৫ - ৩০.০৬.২০০৬
৬. রওনাক আরা বেগম	০১.০৭.২০০৬ - ৩০.০৬.২০০৮
৭. মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	০১.০৭.২০০৮ - ৩১.০৭.২০১২
৮. রওনক আরা বেগম	০১.০৮.২০১২ - ৩০.০৬.২০১৩
৯. বেগম সুরাইয়া পারভীন	০১.০৭.২০০৩ - ৩০.০৬.২০১৫
১০. মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	০১.০৭-২০১৫ -

সাচিবিকবিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে সাচিবিকবিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় চালু আছে। প্রথমে এ বিভাগের নাম ছিল সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স।

শিক্ষক সংখ্যা: অত্র বিভাগের প্রফেসর ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২ জন ও সহকারী অধ্যাপক ৩ জন।

অফিস পরিদর্শন: ১৯৯৯ সাল থেকে অত্র বিষয়ের দ্বিতীয় পত্র অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের সেশনাল ২০ নম্বরের জন্য বিভিন্ন জায়গার যে সকল অফিসে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলো হলো:

শফিপুর আনসার একাডেমি; ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টার রাজেন্দ্রপুর-গাজীপুর; প্রশিকা ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা বার্ড; এ কে স্পিনিং মিলস্ নরসিংদী; ম্যাকসন কটন মিলস্ লিঃ, ভালুকা, ময়মনসিংহ; বিপিএটিসি-সাভার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, সাভার, ঢাকা; জাতীয় ডেয়রি ফার্ম ও গো প্রজনন-কেন্দ্র, সাভার; মেট্রো স্পিনিং মিলস্, গাজীপুর; ফতুল্লা ডায়িং অ্যান্ড নিটিং, নারায়ণগঞ্জ; ন্যাশনাল পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ, টংগী, গাজীপুর; করিম জুট মিলস্, ডেমরা; ইয়াং-ওয়ান ইপিজেড, সাভার; সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর; পারটেক্স বেভারেজ (আরসিকোলা) জংগলবাড়ীয়া, গাজীপুর; ট্রান্সকোম বেভারেজ (পেপসি কোলা); এশিয়ান পেইন্টস, বার্জার পেইন্ট, ধামরাই; বাটা সু ইন্ডাস্ট্রিজ, টংগী ও গাজীপুর বিআইএসএফ; মধুমতি টাইলস্, সাভার; শামীম রেফ্রিজারেটর, সাভার; সোনালী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: ট্রেনিং একাডেমি; বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা ইত্যাদি।

বিভাগীয় ফলাফল: কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীর এ বিষয়টি ছিল। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৯৫% ছাত্র-ছাত্রী স্টার মার্কস এবং অবশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অতঃপর এ বিষয়ের কারিকুলাম পরিবর্তন করে শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং বিষয়টিকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা নাম দেয়া হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ বিষয়টি ৩য় ও ৪র্থ বিষয় হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়ে পূর্বের ন্যায় ৯০%-৯৫% পর্যন্ত শিক্ষার্থী স্টার মার্কস পেয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গ্রেডিং সিস্টেমেও ৯০% থেকে ৯৮% পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী A+ অর্জন করেছে।

সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগের চেয়ারম্যানদের নাম ও মেয়াদকাল

নাম	মেয়াদকাল
১. মোঃ আবু তালেব	১৫.০৯.১৯৯০ - ৩১.১২.১৯৯৬
২. মোঃ আবু তালেব	০১.০১.১৯৯৭ - ৩১.০১.২০০০
৩. মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	০১.০২.২০০০ - ৩১.০১.২০০২
৪. মোঃ আবু তালেব	০১.০২.২০০২ - ৩১.১২.২০০৩
৫. মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	০১.০১.২০০৪ - ৩১.১২.২০০৫
৬. মোঃ আবু তালেব	০১.০১.২০০৬ - ৩১.১২.২০০৭
৭. মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	০১.০১.২০০৮ - ৩১.০৬.২০০৮
৮. মোঃ নজরুল ইসলাম	০১.০৭.২০০৮ - ০১.০৮.২০০৯
৯. মোঃ আবু তালেব	০২.০৮.২০০৯ - ৩১.০৭.২০০১
১০. মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	০১.০৮.২০১১ - ৩১.০৭.২০১৩
১১. মোঃ নজরুল ইসলাম	০১.০৮.২০১৩ - ৩১.৭.২০১৫
১২. মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	০১.০৮.২০১৫ -

সমাজবিদ্যা বিভাগ

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ভূগোল (উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়), সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সম্মান পর্যায়) বিষয়কে একীভূত করে সমাজবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চেয়ারম্যান: বিভাগের চেয়ারম্যান পদে মাওসুফা ফেরদৌসী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ যোগদান করেন।

শিক্ষক সংখ্যা: প্রফেসর ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ২ জন।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ প্রোগ্রাম

বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের (ডিবিএ) অধীনে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) প্রফেশনাল বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়।

শিক্ষক সংখ্যা: বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনায় রয়েছেন ১ জন পরিচালক এবং বিভিন্ন বিভাগের ১৭ জন শিক্ষক অত্র প্রোগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত।

কার্যক্রম: বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনার সকল শ্রেণিকক্ষই ইন্টারনেটযুক্ত মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সমৃদ্ধ। তাছাড়া বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশি-বিদেশি বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। কলেজ ও বিভাগের পক্ষ হতে বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত নবীনবরণ, শিক্ষাসফর, গেট-টুগেদার, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বিভাগে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ৬৬ জন ও ৭ম ব্যাচে ৯০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বিবিএ প্রোগ্রামের ২য় বর্ষ ৩য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শিক্ষাসফরে নারায়ণগঞ্জস্থ এশিয়ান টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, সোনারগাঁওস্থ বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর ও ঐতিহ্যবাহী পানাম নগর পরিদর্শন করে।

বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম উপদেষ্টা/পরিচালক/কোর্স কোঅর্ডিনেটর/প্রফেসর ইনচার্জগণ

নাম	পদবি	মেয়াদকাল
মোঃ জাকির হোসেন	কোর্স কোঅর্ডিনেটর	০১.০৩.১৯৯৮ - ০১.১১.১৯৯৮
প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ	প্রোগ্রাম উপদেষ্টা	০১.০৫.১৯৯৮ - ০১.১১.১৯৯৮
প্রফেসর আবু সালেহ	প্রোগ্রাম উপদেষ্টা	০২.১১.১৯৯৮ - ৩১.০৫.১৯৯৯
প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	পরিচালক	০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১০.২০০৪
মোঃ শফিকুল ইসলাম	প্রফেসর ইনচার্জ	২৩.০৬.২০০৩ - ৩১.১০.২০০৪
ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	পরিচালক	১৩.০৪.২০১৪ -

ইচ্ছার প্রতিফলন

মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও
অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত আদর্শকে সামনে রেখে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কিছু লিখতে গিয়ে সবার আগে শুকরিয়া আদায় করছি পরম করুনাময় আল্লাহর দরবারে। বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। আর যাঁর হৃদয় জুড়ে এর রূপরেখা ছিল তিনি প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। শিক্ষকতা জীবনে তিনি ঢাকাতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার অভাব অনুভব করেন। অবশেষে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একঝাঁক তরুণ উদীয়মান শিক্ষকদেরকে সাথে নিয়ে ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু করেন। এরপর শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের সফলতার পালা। এ সফলতার সর্বাগ্রে কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও অরাজনৈতিক সমাজসেবী অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে পরপর দুইবার শ্রেষ্ঠ কলেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বর্ণপদক বিজয়ী শিক্ষক হলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি লক্ষ্য থাকে। তেমনি আমার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল পড়াশুনা শেষ করে একজন শিক্ষক হবো। আমি মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে কিছুদিন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলাম। এরপর ২০০০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর টি এন্ড টি মহিলা ডিগ্রী কলেজ-এ সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। তখন থেকে শুরু হয় আমার শিক্ষকতা জীবন। সেখানে ৬ বছর শিক্ষকতা করি। ২০০৬ সালের প্রথম দিকে পত্রিকায় ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আমার আবেদন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আবেদন করে বসে নেই, শুরু করলাম নতুন করে পড়াশুনা যেন ইন্টারভিউতে ভালো করা যায়। লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা, ডেমোনেস্ট্রেশন ইত্যাদিতে ভালো করার প্রেক্ষাপটে আমাকে চূড়ান্তভাবে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রভাষক পদে ২০০৬ সালের ১৮ নভেম্বর তারিখে যোগদান করার জন্য একটি নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজে শিক্ষকতা করার বাসনা নিয়ে আবার শুরু হয় আমার কর্মজীবন। যেখানে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীসহ সকলেই কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবদ্ধ। কলেজের নিয়ম-কানুন আমাকে অভিভূত করে তোলে। হয়তো এ কলেজে শিক্ষকতা না করলে আমার জীবনে অনেক কিছুই অজানা থাকতো। ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী, দূরীভূত করে পরীক্ষা ভীতি। এমনকি প্রতিটি পর্ব পরীক্ষায় সেকশন পরিবর্তন করায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড শিক্ষার্থীদের বাসায় অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হয়, যাতে প্রতিটি বিষয়ের সাপ্তাহিক, মাসিক, পর্ব পরীক্ষার নম্বর, শ্রেণিতে উপস্থিতি, পড়াশুনার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ থাকে, যা থেকে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের পড়াশুনা সম্পর্কে অবহিত হন। শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের সাথে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এই তিনটি পক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। সেই লক্ষ্যে কলেজে অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয় যা শিক্ষক, অভিভাবকের পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কলেজের পক্ষ থেকে এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করে থাকে। তাই ধন্য ঢাকা কমার্স কলেজ- প্রত্যয়ী শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে; ধন্য সকল শিক্ষার্থীগণ- ঢাকা কমার্স কলেজের পরশপাথরের ছোঁয়ায়; ধন্য আমরা সবাই।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও ২৫ বছরের অর্জন

মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন, আচরণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার, খেলাধুলা, ধর্মীয় রীতিনীতি ইত্যাদি। এক কথায় জীবনের প্রতিটি অংশের প্রতিটি ঘটনাই উক্ত জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, নাটক, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি। শিক্ষা সে সংস্কৃতির বাহন। শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতির নানাবিধ অনুষঙ্গ। বলা যায়, সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যতীত কোন শিক্ষাই পরিপূর্ণ নয়। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। একটি শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে প্রথমে তার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, ভাষাশিক্ষা ও অন্যান্য জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিশুকে বিভিন্ন চারু ও কারুকাজ শিক্ষা দেয়া হয়। এটি শিশুর মনোবিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে গান শেখানের জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্যালয় শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। ধীরে ধীরে সে যখন বড় হতে থাকে সাথে সাথে তার শিক্ষার পরিধিও বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে জগত ও জীবন সম্পর্কিত নানাবিধ জ্ঞানের পরিমণ্ডল। এ সময়ে তার ভেতরে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তৈরি অত্যন্ত জরুরি। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ছাড়া মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হতে পারে না। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকে, আত্মপরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে একমাত্র সংস্কৃতিবান মানুষেরা। যে জাতি তার সাংস্কৃতিক পরিচয় ভুলে যায় সে তার স্বকীয়তা হারায়। তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ই তার আত্মপরিচয়।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা-একথা সর্বজন স্বীকৃত। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেরা হতে হলে কখনও কেবল ভালো ফলাফলের মাধ্যমে সেরা হতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমসমূহ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজটি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খেলাধুলা, ভ্রমণ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখেছে। বিশেষত ঢাকা কমার্স কলেজের সুন্দরবন ভ্রমণ বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে মাইলফলকের ভূমিকা পালন করেছে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত এমন কোনো বছর নেই যে বছর শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের প্রকাশমাধ্যম বার্ষিক প্রগতি প্রকাশিত হয়নি। প্রতি বছর মে/ জুন মাসে বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উক্ত প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সমন্বয়ে নৃত্য, সংগীত, নাটক ও কৌতুক প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

খেলাধুলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলাধুলার পাশাপাশি বিএনসিসি প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর 'বাঁশনৃত্য' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিএনসিসি তত্ত্বাবধানে উক্ত নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রয়াত তৃষ্ণাগাঙ্গুলী কর্তৃক প্রবর্তিত খেলাধুলায় এক বিশেষ সংযোজন লোকনৃত্য। বর্তমানে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মো. জহিরুল ইসলাম হিমেল উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। ২৫/৩০ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে এই লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ এই লোকনৃত্য ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যোগ করেছে এক বিশেষ মাত্রা।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তথা শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১১টি সংস্কৃতি বিষয়ক ক্লাব। উল্লেখযোগ্য ক্লাবগুলো হচ্ছে নাট্য ক্লাব, নৃত্য ক্লাব, সংগীত ক্লাব, সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব, বির্তক ক্লাব, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব এবং নেচার স্টাডি ক্লাব। উক্ত ক্লাবসমূহে একজন মডারেটর ও একজন সহকারী মডারেটর হিসেবে শিক্ষকগণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা হিসেবে পদাধিকার বলে অন্তর্ভুক্ত হন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলমান শিক্ষার্থীরা। সাধারণত একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম শেষে ক্লাস শুরুর কয়েক দিনের মধ্যে ফরম বিতরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সদস্য সংগ্রহের কাজ। ফরম বিতরণ শেষে একটি নির্দিষ্ট দিনে নবীন সদস্যদের বরণ করা হয়। বৎসরব্যাপী চলতে থাকে নাট্য, নৃত্য ও সংগীতের মহড়া। সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন ক্লাস ছুটির পর ভবন ২ এর ৯০৭ নং কক্ষে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি বছরের বিশেষ দিবসসমূহে নাট্য-নৃত্য-সংগীত-আবৃত্তি ক্লাবের থাকে বিশেষ আয়োজন। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হয় দেয়ালিকা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

দিবসে সকালে বের হয়ে থাকে বিশেষ শোভাযাত্রা, প্রতি বছর আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটির উদ্যোগে বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৪ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথমবারের মতো বড় পরিসরে নবনির্মিত ও পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়। এ বছরই কলেজ অডিটোরিয়ামের সকল কাজ সম্পন্ন হয়। সংস্কৃতির পীঠভূমি এই অডিটোরিয়ামের মঞ্চই আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের আলোর দিশারী। বিগত দিনের ইতিহাসে এই মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী। নাট্যক্লাবের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ১৯৭১। নাটকটির রচয়িতা ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ এবং নির্দেশনায় ছিলেন হিমেল জহির। তবে ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এই অডিটোরিয়ামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

২০১০ সালে RJ নীরবের উপস্থাপনায় একুশে টেলিভিশনের ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানে বিশেষ পরিবেশনা ছিল নাট্য-নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের। একইভাবে ২০১২ সালে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা খ থেকে ক্যাম্পাস নামক অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে আবৃত্তি, নাটক ও সংগীত সংযোজিত ছিল। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানমালায় তিন বছর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নাট্য-নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের পরিবেশনা ছিল চমকপ্রদ। রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান কর্মসূচি। বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে পিঠা উৎসব। বিতর্ক ও আবৃত্তি ক্লাবের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর বজায় রেখে চলছে। প্রতি বছর শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনে বার্ষিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি ও বিতর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এ সময় কলেজের আঙিনা জুড়ে চলতে থাকে বিতর্ক সপ্তাহ। সাধারণত একাদশ, দ্বাদশ বা সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন দল গঠন করা হয়। ভ্রমণ ব্যতীত যে কোনও অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ক্লাবের পরিবেশনা চোখে পড়ার মতো। যে কোনও ভ্রমণে বিশেষত ইলিশ ভ্রমণ এবং সুন্দরবন ভ্রমণে নাট্য, নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের পরিবেশনা চোখে পড়ার মতো। যে কোনও ভ্রমণে বিশেষত ইলিশ ভ্রমণ এবং সুন্দরবন ভ্রমণে নাট্য, নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের পরিবেশনা ভ্রমণের অবিভাজ্য অংশ।

২০১৪ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ঢাকা কমার্স কলেজের সংগীতকে স্টুডিও রেকর্ডিং এ ধারণ করে এর ওপর লোকনৃত্য প্রদর্শিত হয়। নাট্য-নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মহড়া কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মহড়া কক্ষটিকে সম্পূর্ণ কার্পেট মোড়ানোসহ অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়। ক্রয় করা হয় উন্নতমানের কীর্বোড, লাউড স্পিকার, ঢোল, খোল, মন্দিরা, জিপসি প্রভৃতি। সব মিলিয়ে নাট্য, নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তির জন্য একটি উন্নত পরিবেশ তৈরি হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে ২৫ শব্দটি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একজন মানুষের পরিপূর্ণতা আসার জন্য বয়সটি উপযোগী, যে কোনও প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ হাঁটি হাঁটি পা পা করে যেভাবে এগিয়ে চলেছে, আজ পঁচিশ বছর পর তা এসে পরিণত হয়েছে এক মহীরুহতে, যার ছায়াতলে আশ্রিত এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও সময়টি নেহায়েত কম নয়। বিগত দিনে যুগপূর্তি উৎসব ও দুই দশক পূর্তি উৎসব যেভাবে পালিত হয়েছে তার চেয়ে পঁচিশ বছরের ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক আয়োজন অনেক বেশি উজ্জ্বল।

ভ্রমণে-আনন্দে-উৎসব-পার্বণে পর্বে পর্বে বাঁধা ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন। সুরে-ছবিতে-নাট্য-নৃত্যে মুখরিত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিটি ক্ষণ। কেবল পড়ালেখা একজন শিক্ষার্থীর মনোবিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে না। সেজন্য শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম তথা খেলাধুলা, ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা একজন শিক্ষার্থীর বড় হওয়ার পেছনে এক বড় শক্তি। তবে সবসময় সে সুযোগ এবং পরিবেশ পাওয়া যায় না। ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সবটুকু সুযোগ দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কারণ সব প্রতিষ্ঠানেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ কর্মযাত্রা শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাবে আরও বহুদূর।

ঢাকা কমার্স কলেজে আমার শিক্ষকতা

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক
ইংরেজি বিভাগ

আমার জীবনে যা কিছু ঘটে সবই হঠাৎ। অচেনা অজানা জায়গায় হয় আমার বসবাস। যা ভাবি তা হয় না, আর এমন কিছু হয়ে যায় যা কখনোই ভাবি না।

সাহিত্যের ছাত্র হওয়াতে ইমাজিনেশান পাওয়ারটা একটু বেশি। সাহিত্য প্রেমিকরা সাধারণত কল্পনাবিলাসী হয়। তাদের একটা কল্পনার জগৎ থাকে যা এই পার্থিব জগৎ থেকে অনেক আনন্দের, অনেক সুন্দর আর অনেক বিশাল। এ জগতের স্রষ্টা আমরা নিজেরাই। তাই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে আমরা সে পৃথিবী সাজাই আপন মনে।

সেই তন্দ্রাবিলাস জগৎ থেকে পার্থিব জগৎ যোজন-যোজন মাইল দূরে। আমাদের কল্পনার জগতে অর্থের কোনো মূল্য নেই, বাড়ি-গাড়ির কোনো দরকার নেই, অন্য কোনো চাহিদাও নেই। আছে শুধু জ্ঞানের অন্বেষণ, স্রষ্টা-সৃষ্টি আর মানবতা নিয়ে চিন্তন; আর এসবের মধ্য দিয়েই অমৃত স্বাদের বিনোদন।

আমার মনে হয় আমি একটু বেশিই কল্পনাবিলাসী। তাই কখনো মনেও আসেনি পড়ালেখা শেষে চাকরি করতে হবে বা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সব সময়ই মনে হতো আমার যা কিছু আছে, বেঁচে থাকার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাই মরিয়া হয়ে কখনো চাকরি খুঁজিনি। শিক্ষকতা পেশাটা ভালো লাগতো বলে মাঝে মাঝে দু-একটা কলেজে আবেদন করেছি।

মাস্টার্স শেষ করে একটা কলেজে চাকরি শুরু করি। একদিন সে কলেজের একটা পত্রিকা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই ঢাকা কমার্স কলেজ নামে একটা কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদের জন্য একটা বিজ্ঞপ্তি পাই। আমার কল্পনার রাজ্য এত বিশাল যে সেখানে বিচরণ করতে গিয়ে বাস্তব রাজ্যের অনেক জায়গায়ই বিচরণ করা হয়নি আমার। তাই অনেক কিছুই থেকে গিয়েছে আমার জ্ঞানের বাইরে। আর তেমনি ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পর্কেও কিছুই জানা ছিলনা আমার। কথায় বলে-"ভাগ্যের লিখন না যায় খন্ডন"। হয়তো সেই ভাগ্যের তাড়নায়ই কমার্স কলেজে একটা সি. ভি ড্রপ করি। এরই ধারাবাহিকতায় একে একে সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়ে যোগদান করি ঢাকা কমার্স কলেজে।

সকাল আটটায় শুরু হতো ক্লাস। ষাট জন শিক্ষার্থী সম্বলিত ক্লাসে ডায়াসে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বরের ভলিয়ুমটা বাড়িয়ে ফাইভ স্কেলে নিয়ে এমন ভাবে কথা বলতে হয় যাতে শেষ সীটে বসা শিক্ষার্থীও ভালোভাবে শুনতে পায়। প্রথম প্রথম মনে হতো প্রতিদিন ভোরে রেওয়াজ না করে ক্লাসে ঢুকলে গলা থেকে অল্পদিন পরেই ভাঙা হারমোনিয়ামের সুর বের হওয়া শুরু করবে। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে শুরু করে সকাল শিফটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ডিউরেশনের তিন-চারটা ক্লাস নিয়ে বিকেলে আবার ক্লাস বা তিন ঘন্টা ননস্টপ দাঁড়িয়ে পরীক্ষার ডিউটি করতে হয়। তার সাথে যুক্ত হলো গেইট ডিউটি, ফ্লোর ডিউটি, গাইড টিচারের ডিউটি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার চারপাশে শুধু ডিউটি আর ডিউটি! কত দায়িত্ব আমার! এত দায়িত্ব নিয়ে সব সময় আমাকে ছুটতে হয় রকেট বেগে।

কিন্তু এই বেগের মাঝেও নিজেকে ধীরে ধীরে উপভোগ করা শুরু করি। অনেকটা আনন্দও অনুভব করি মনে। বিখ্যাত ঢাকা কমার্স কলেজ, তার ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আমি। ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে অনার্স-মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের সাথে ক্লাস পাই। আমার সদ্য অর্জিত জ্ঞান আমি তাদের মাঝে বিলিয়ে দিই। এ যে কত ভালো লাগার বিষয়! আমি হয়তো এটাই চেয়েছিলাম সারাজীবন ধরে। সাহিত্য চর্চা, কোমলমতি কিশোর কিশোরিদের মাঝে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেয়া, সামান্য কিছু আয়, আর তা দিয়েই সন্তুষ্ট চিত্তে দিনাতিপাত। এর চেয়ে বেশি কী প্রয়োজন একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য? সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমি চাকরি করি না, আমি শিক্ষকতা করি। আমি কারো চাকর নই, আমি একজন-শিক্ষক; মানুষ গড়ার কারিগর। কত সৌভাগ্য আমার, স্রষ্টা আমাকে এমন একটা মহৎ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছেন।

এ কলেজে যোগদান করে মনে হলো এটা সত্যিই একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। যা অন্য পাঁচ-দশটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক আলাদা। সব কিছু একটা শৃঙ্খলিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই যে সব কাজ শিক্ষকরা করেন না তা আমাদেরকে এখানে করতে হয়। প্রথম প্রথম বুঝিনি বলেই একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু যখন বুঝলাম এসবের জন্যই কমার্স কলেজ আজ এ পর্যায়ে আসতে পেরেছে তখন থেকে এসব কাজ করতাম পরম আন্তরিকতায়। এটা আমারই কাজ। এই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার দায় আমার। এই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করতে আসা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীই আমার ছোট ভাই-বোন, আমার বন্ধু অথবা আমার সন্তান। তাদেরকে মানুষ করার দায়িত্ব আমারই। এই দায়িত্ববোধের কারণেই কোন কাজে মানসিক তৃপ্তি না আসা পর্যন্ত সে কাজটা নিজের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হতো।

কড়া শৃঙ্খলার মাঝেও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে বিনোদিত করতে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতি বছর আয়োজন করে কত না অনুষ্ঠান যা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকেই করে আমোদিত। এমন কোনো আয়োজন সারা বাংলাদেশের কোনো কলেজ করে বলে আমার জানা নেই। খেলা-ধুলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব কলেজেই হয়, কিন্তু গোটা কলেজ মিলে ইলিশ মৌসুমে বিশাল লঞ্চ ভাড়া করে নদী ভ্রমণ আর ইলিশ-খিচুড়ির আয়োজন করে কোন কলেজ? কোন কলেজ বছরের একটা দিন সবাই মিলে আনন্দ-ফূর্তিতে এক বেলা খাবার খায় একত্রে?

এসব হয় একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজে। যখন ইলিশের মৌসুম হয়, তখন কলেজের সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে নৌভ্রমণ হয়। সারারাত ধরে ইলিশ ভাজি হয়, হয় গরু কাটা, মসলা কোটা আর সকালের অপেক্ষা। সকাল সাতটার মধ্যেই সদরঘাট ভরে যায় কমার্স কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীতে। তারপর সবাই মিলে সারা দিন আনন্দ-ফুর্তি। সকালে ইলিশ আর খিচুড়ি! উঃ কী স্বাদ! খাঁটি পদ্মার ইলিশ। পেট পুরে খেয়ে মন মাতানো গানের আয়োজন। তার সাথে নদী দেখা, নদীর ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলা অচেনা শহর-গ্রাম পাড়ি দিয়ে। কেউ কেউ এ সময় কবি হয়ে ওঠেন, উদাস চোখে তাকান দূরের গাঁয়ে, গলা ছেড়ে গান ধরেন কেউ, কেউবা ব্যান্ড গানে গলা ফাটায়। দুপুর হতেই আবার ডাক পড়ে গরুর কাচ্চি বিরিয়ানি ভোজের।

এভাবে সারা দিন নাচে-গানে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে সদরঘাটে ফিরে এসে সারি বেঁধে গাড়িতে ওঠা। শিক্ষকদের কড়া পাহারায় অবশেষে কলেজ প্রাঙ্গনে ফিরে আসা।

এর কয়েক মাস পরে শীত আসতে না আসতেই হয় বার্ষিক ভোজ। সে কি আনন্দ! রাতভর রান্না আর তারই সাথে শিক্ষকদের আড্ডা মুখরিত করে ক্যাম্পাস, আর চারপাশ ঘ্রাণে করে মৌ মৌ। সকাল দশটা থেকে শুরু হয় সার্ভ করা। শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে থেকে আদরের মুখগুলোতে খাবার তুলতে দেখেন। পরম তৃপ্তিতে এক দলের পর অন্য দল খেয়ে যায়। এক দিকে ছাত্রদের ভোজ চলে, অন্য দিকে চলে ছাত্রীদের। এক পাশে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারি, অন্য দিকে কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ। উপরের এক পাশে শিক্ষক ও তাদের পরিবার বর্গ আর অন্য দিকে গভর্নিং বডি। সারাটা দিন শুধু খাওয়া আর খাওয়া। গানে গানে বলা যায়-এ শুধু খাবার দিন, এ লগণ ভোজন করার।

এর সাথে শিক্ষকদের জন্য কল্যাণসংঘ আয়োজিত পিঠা উৎসব, বার্ষিক ফলাহার; সেতো আরো বেশি স্বাদের! কত ফল! আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কমলা, আমলকি, জামরুল, বেদানা, পেয়ারা, আনারস, ডাব, ডালিম, আঙ্গুর, আপেল, আমড়া, পেঁপে, পেচি গাব, বিলাতি গাব এমনকি কাউফল, ডেউয়া কোনটি বাদ পড়ে না। ঘটে দেশী-বিদেশী যাবতীয় ফলের সমাহার। একের পর এক খেতে খেতে আর খাওয়া যায় না, তারপরও মন চায় আর একটু খাই।

কমার্স কলেজে শিক্ষকতা করে ভালো লাগার আরো বড় একটি জায়গা আছে আমার। আমি শিক্ষক, শিক্ষকতাই আমার পেশা, শিক্ষকতাই আমার নেশা। আমি মানুষ গাড়ার কারিগর। খুব নিপুণ হাতে, সযতনে কিছু মানব সন্তানকে মানুষে পরিণত করি।

ষোল-সতের বছর বয়সের ছেলে-মেয়ে। বয়স, প্রকৃতি, সময়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিদেশি সংস্কৃতি আর বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ওদের দেহ-মনে যে কত প্রভাব খাটায়! কত রিপু যে ওদেরকে পেয়ে বসে! সেই রিপুর হাত থেকে কত সতর্ক হয়ে, কত ছলা কলা করে, কতভাবে যে ওদেরকে পড়া-লেখার দিকে ধরে রাখতে হয় তা ব্যাখ্যা করার সাধ্য আমার নাই। কথায় বলে-ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায়, কিন্তু জাগনা ব্যক্তিকে জাগানো যায় না; তেমনি ইট, কাঠ, মাটি বা পাথর দিয়ে সহজেই একটা মানুষ বানানো যায়, কিন্তু একটা মানুষকে মানুষ করা খুবই কঠিন।

জমিতে বীজ বুনে হালকা একটু যত্ন করলেই ফসল হয়, মাটির ঢেলা দিয়ে সহজেই তৈজস পত্র বানানো যায়, কাঠ কিংবা পাথরেও করা যায় কারু কার্য, খুব সহজেই। কিন্তু একজন দো-পেয়ে মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করাটা এত সহজ ব্যাপার বলে আমার মনে হয় না। আর সেই কঠিন কাজটাই আমি করি। ফসল দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে, সদ্যজাত শিশুকে দেখে মা তার প্রসব বেদনা ভুলে যান, একজন মানুষ গড়ার কারিগরও এক দো-পেয়ে জীবকে মানুষ হতে দেখে জীবনের সব ক্লান্তি, অপ্রাপ্তি বা যন্ত্রণা ভুলে যান। প্রতি বছর এইচ এস সির রেজাল্ট পাবলিশ্‌ড হবার পর যখন দেখি এস এস সিতে পাঁচশ এ গ্রেড পাওয়া শিক্ষার্থী এইচ এস সিতে এ প্লাস নিয়ে আনন্দে ছুটাছুটি করছে তখন আমার মনটাও আনন্দে নাচতে থাকে।

কয়টা কলেজ পারে এই দূরহ কাজটা করতে? যারা পাঁচশ এ প্লাস ধারী শিক্ষার্থী থেকে তিনশ এ প্লাস আর দুইশ এ গ্রেড পাইয়ে আঙ্গুলে ভিকটরি সাইন দেখিয়ে শতভাগ পাস বলে দাবি করে তাদেরকে আমরা বাহবা দিই। অথচ ঢাকা কমার্স কলেজ তার কয়েক গুণ বাহ্‌বা পাবার যোগ্যতা অর্জন করেও কখনো মিডিয়া ডেকে বাহ্‌বা কুড়ায় না। ঢাকা কমার্স কলেজ মনের ভেতর তবুও একটা ঘাটতি অনুভব করে-যতজন শিক্ষার্থী এ প্লাস নিয়ে ভর্তি হয়েছে এইচ এস সিতে তার দ্বিগুণ এ প্লাস কেন হলো না।

আমরা এটা ভাবি। কারণ আমরা চারশ এ প্লাস ধারী শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে তার তিন গুণ শিক্ষার্থীকেও এ প্লাস পাইয়ে দিয়েছি! একজন শিক্ষক হিসেবে এটাই আমার আনন্দ। অনার্স-মাস্টার্সের রেজাল্ট হলেও মনটা আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে যখন দেখি ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট অন্যান্য সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের রেজাল্টের চেয়েও অনেক ভালো। ভালো করবেই না বা কেন? অনার্স-মাস্টার্স লেভেলে এমন হাতে কলমে কয়টা কলেজ শেখায় শিক্ষার্থীদেরকে? অন্যান্য কলেজের শিক্ষার্থীরা যখন বছরের পর বছর প্রাইভেট শিক্ষকের পিছে ছুটে সামান্য একটা

রেজাল্ট করে, তখন কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজে নিয়মিত ক্লাস করেই ঢাকার ভেতরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় সর্বোচ্চ মার্কস পায়। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট পড়বে কেন? অল্প শিক্ষার্থী সম্বলিত ক্লাস রুমই তো তাদের প্রাইভেট ক্লাস রুম!

এভাবেই কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের হাসি আনন্দ, প্রতি বছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর বিদায়ের বেদনা, আবার কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত ক্যাম্পাস এর সাথে নিজেরও এগিয়ে চলা। পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীনের মতই বলতে হয়–

এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।

এখন ছাব্বিশ বছরের টগবগে যুবক আমি। এই যৌবনের অনেক সময়ই আমি পার করি আরেক যুবকের সাথে। সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এই যুবকের সাথে ওঠা বসা আমার। সে যুবকও পঁচিশ বছর পার করে ছাব্বিশ বছরে পা দিয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজ নামক সে যুবকের কাছে প্রতি বছর কয়েক হাজার নতুন মুখ আসে। আধ শুকনা মাটির মত এই সব মানব সন্তানকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়াই আমার কাজ। আমার সবটুকু বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে, মনের সব টুকু আবেগ আর আদর-মমতা দিয়ে, শরীরের সবটুকু শ্রম দিয়ে যতনে, সন্তর্পণে গড়ে তোলার চেষ্টা করি ওদেরকে। বেশি চাপ দিলে ভেঙ্গে যাবে, বেশি পানি দিলে গলে যাবে, বেশি শুকালে ফেটে যাবে, আবার কোন কিছুর ঘাটতি হলে ওরা বিপদগামী হয়ে যাবে। তাই খুব সাবধানে, সব কিছু পরিমাণ মত দিয়ে মানুষ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করি ওদেরকে। এসব করতে করতে কখন সময় কেটে যায়, টেরই পাই না। জীবনের সূর্য ধীরে ধীরে বার্ধ্যক্যের দিকে হেলে পড়ে। তবু আমি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতি, যখন এরা সমাজের বুকে মানুষ হয়ে মানবতার পরিচয় দেয়।

ঢাকা কমার্স কলেজে আমি খুব বেশি দিন আগে আসিনি। এই অল্প কদিনেই কমার্স কলেজের সাথে হৃদয়ের একটা সূক্ষ্ম বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। এখন কমার্স কলেজকে ঘিরেই আমার চিন্তা, সব স্বপ্ন, সব কিছু। অনেক আনন্দ-বেদনার মাঝে দিন কেটে যায়। আলো আধারের দিন রাত এসে আমার জীবনের পথকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়। অনেকেই এসেছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজে, চলেও গেছেন অনেকেই। সেই ১৯৮৯ সাল থেকে অনেক কিছুই ঘটেছে। হাটি হাটি পা পা করে কমার্স কলেজ পৌঁছেছে যৌবনে। আমি আর ঢাকা কমার্স কলেজ-এই দুই যুবকের একত্রে যাত্রায় সময়ের সাথে হেরে যাব আমি। রোগ-শোক-বার্ধক্য আমাকে ক্লান্ত করবে। সময়ের স্রোতে ভেসে যাব আমি। ঢাকা কমার্স কলেজ দাঁড়িয়ে থাকবে সগৌরবে, বীরদর্পে, চির দিন, চির যৌবনে। আমার মত আরো অনেক শিক্ষক মানুষ গড়ার কাজটি করবেন নিরলসভাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ থাকবে মানুষের মুখে, সুভাসিত সৌরভে।

আগামী পঁচিশ বছর পর আমি হয়তো থাকব না। ঢাকা কমার্স কলেজের জীবনে আসবে এমন আরো অনেক পঁচিশ বছর। একটি ক্যাম্পাস থেকে একাধিক ক্যাম্পাস হবে তার। গোটা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে তার নাম। কত নতুন মুখ আসবে এখানে, কত শিক্ষক ছড়াবেন জ্ঞানের আলো, কত শিক্ষার্থী সে আলোয় আলোকিত করবে নিজেদেরকে। শুধু আমি আনোয়ার আর আমার সমসাময়িকরা চলে যাব নতুনদেরকে জায়গা করে দিয়ে। যেখানে আমার ও আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখরিত আজ, সেখানে আরো কত নতুন নতুন পায়ের ধুলি পড়বে তখন! আমি বা আমার স্মৃতি ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হয়ে যাবে দিনে দিনে। আমার মত কোন কল্পনা বিলাসী কি আমাকে খুঁজবে সেদিন ঢাকা কমার্স কলেজের কোনো পুরানো, জীর্ণ ইট-পাথর বা ধূলি মাখা ছেড়া কাগজে?

ঢাকা কমার্স কলেজে ক্ষণিক সময়ে কিছু অভিজ্ঞতা

মাছুম আলম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৯৭১ সাল। পাক বাহিনী ও নিরীহ বাঙালির মধ্যে চলছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে ঠাঁই করে নেয় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ"। লাল সবুজের পতাকা বাংলাদেশের লক্ষ জনতার সংগ্রামের ফসল। স্বাধীনতা অর্জনের ১৮ বছর পর রাজধানী ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় বাণিজ্য শিক্ষার খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৮৯ সালে। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্বঅর্থায়ন-এই আদর্শকে বুকে ধারণ করে পথ চলা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলাই ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। ভালো ফলাফল, নিয়ম শৃঙ্খলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলাসহ সকল ক্ষেত্রে কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকা কমার্স কলেজের বিজ্ঞ পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের একজন শিক্ষক হিসেবে ক্ষণিক সময়ে দেখা কলেজের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, সেকশন উপযোগী পাঠ পরিকল্পনা, শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের পরিবেশ, পাঠদান কৌশল, শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর মানস বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষাপদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, পরীক্ষার হল ব্যবস্থপনা পদ্ধতি ও সার্বিক নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, যুগোপযোগী ও আধুনিক। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন যখন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, রাজনৈতিক দলাদলি, হানাহানি, হতাশা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঢাকা কমার্স কলেজ তখন আবির্ভূত হয় এদেশের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী নীতি "রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান" হিসেবে। এই কলেজের ইতিহাসের সাথে জড়িত বর্তমান অনারারি প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারসহ কতিপয় ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গ। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করে ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজের সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পরিবেশ একজন ছাত্রকে শুধু তার ছাত্র জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও সুযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। শুরু থেকেই এ কলেজ অনুসরণ করছে একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান; যা শুধু ছাত্রকেই নয়, শিক্ষককেও পরিচালিত করে সুশৃঙ্খল ভাবে। স্বল্প আয়তনের ছোট ছোট কক্ষে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করা হয়, যাতে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখতে পারেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠিতে এখানে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ লাভের সুযোগ পান। শিক্ষার্থীর কল্যাণার্থে রয়েছে বিজ্ঞ শিক্ষার্থী উপদেষ্টা। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী, দূরীভূত করে পরীক্ষা ভীতি। কলেজে রয়েছে নিজস্ব সুবিশাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা কলেজের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ।

পরিশেষে বলব, মহাকালের এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান স্বল্প সময়ের জন্য। আর সময়ের ব্যবধানে মানুষ হারিয়ে যায় কালের গহ্বরে। কিন্তু তাঁর মহৎ কীর্তি তাকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখে। ঢাকা কমার্স কলেজ তেমনি একটি মহৎ কীর্তি। যারা এই কলেজের সাথে জড়িত তাঁরা সবাই বেঁচে থাকবেন, যতদিন ঢাকা কমার্স কলেজ জাতিকে সেবা দিয়ে যাবে। আজকের তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে, গড়ে তুলবে এক আলোকিত বাংলাদেশ। ক্ষণিক সময়ের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা কলেজের ২৫ বছর পূর্তি স্মরণিকায় শেয়ার করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া এবং কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার কার্যক্রম

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
গ্রন্থাগারিক

বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কলেজ সৃষ্টি করেছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাঙ্গণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। শুধু শিক্ষা প্রদানই এর উদ্দেশ্য নয়; বরং জাতিকে কর্মদক্ষ প্রজন্ম উপহার দেয়াও এ প্রতিষ্ঠানের ব্রত। এইচ.এস.সি. সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণিতে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ঈর্ষণীয় সাফল্য কলেজের সুশৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতির ফসল। আর এর অন্যতম অনুসঙ্গ হলো কলেজের গ্রন্থাগার। ঢাকা কমার্স কলেজের দক্ষ প্রশাসনসহ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলের আন্তরিক শ্রম কলেজকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে শুরু হয়। একটি উন্নতমানের গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তখন থেকেই। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে লালমাটিয়া থেকে ধানমন্ডিতে ভাড়া বাড়িতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। এ সময় গ্রন্থাগারের জন্য প্রথমবারের মতো ১টি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং দানকৃত দুই শতাধিক বই নিয়ে শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার কার্যক্রম। এসময় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক মোঃ রোমজান আলী। ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ মিরপুরে নিজস্ব ভবনে কলেজ স্থানান্তর করা হয়। প্রথমে কলেজ ভবনের দ্বিতীয় তলায় ১০২ নং কক্ষে ও পরে টিচার্স কনফারেন্স কক্ষে অস্থায়ীভাবে গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন পরিসংখ্যান বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক মোহাম্মদ ইলিয়াছ। এ সময় গ্রন্থাগারে বই এর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজার। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ। তিনি ছয় মাস গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর এইচ.এম.গোলাম কবীর ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং ফৌজিয়া নাহিদ ২০০১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল ২০০৩ সালে আমি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সকল উপাদানই বিদ্যমান রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগারে। এ সকল গ্রন্থাগার সুবিধা একজন পাঠক দুই ভাবে পেতে পারেন। তিনি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সেবা নিতে পারেন অথবা তিনি বিভাগীয় সেমিনার ব্যবহার করতে পারেন।

গ্রন্থাগার বিন্যাস : কলেজের একাডেমিক ভবনের চতুর্থ তলায় সুপরিসরে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও আরও ৭টি সেমিনার গ্রন্থাগার রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যুক্ত। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার গ্রন্থাগারসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পৃথক পাঠকক্ষ। এছাড়াও রয়েছে বিশাল স্টক এরিয়া, সার্কুলেশন বিভাগ, একুইজিশন ও প্রসেসিং বিভাগ ও রেফারেন্স বিভাগ।

গ্রন্থাগার কর্মি : ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগারসমূহের সার্বিক কার্যক্রম একজন গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়াও একজন সিনিয়র ক্যাটালগার, দুইজন গ্রন্থাগার সহকারী, একজন পিয়ন ও একজন ক্লিনার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত আছেন। প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বপ্রাপ্ত এছাড়াও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন গ্রন্থাগার সহকারী।

গ্রন্থাগার সংগ্রহ : যদিও এটি একটি একাডেমিক গ্রন্থাগার হলেও একাডেমিক বই ও প্রকাশনার পাশাপাশি এর রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ, যা যেকোনো পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এখানে রয়েছে রেফারেন্স বইয়ের একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ, ইতিহাস-দর্শন-বিনোদনমূলক বইয়ের সমৃদ্ধ সংগ্রহ, জার্নল-ম্যাগাজিন ছাড়াও এখানে দৈনিক পত্রিকা সমূহ সংগ্রহ করা হয়। এখানে নিয়মিত সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের বইয়ের সংগ্রহ প্রায় ৩৫ হাজার (পঁয়ত্রিশ হাজার)। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা ১৮,৬৪১টি।

গ্রন্থাগার শ্রেণিকরণ ও ক্যাটালগ : গ্রন্থাগারে বই শ্রেণিকরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিডিসি স্কিম ও সিয়ার্স লিস্ট অব সাবজেক্ট হেডিংস অনুসরণ করা হয়। এখানে কার্ড ক্যাটালগ ও সেফ লিস্ট ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার গ্রন্থাগারসমূহের সংগ্রহের একটি ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী : ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। তবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য প্রত্যেককে গ্রন্থাগার কার্ড ব্যবহার করতে হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনারসমূহ সাপ্তাহিক ও কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত ছুটি ব্যাতীত প্রতিদিন সকাল ০৮ টা থেকে বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করে থাকে।

গ্রন্থাগার সেবাসমূহ : বই লেনদেন ছাড়াও ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার রিডার্স এডভাইজারি সার্ভিস, রেফারেন্স সার্ভিস, কারেন্ট এওয়্যারনেস সার্ভিস প্রদান করা হয়। শিক্ষকদের জন্য সীমিত পর্যায়ে এস.ডি.আই সার্ভিস প্রদান করা হয়। এছাড়াও গ্রন্থাগার ফটোকপি সুবিধা আছে। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে কেন্দ্রীয় গন্থাগারের তত্ত্বাবধানে একটি বই পড়া কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গ্রন্থাগার ওরিয়েন্টেশন : প্রতি বছর কলেজের নতুন শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত ও উৎসাহিত করতে গ্রন্থাগার ওরিয়েন্টেশন করা হয়। এছাড়াও সময় সময় গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা হয়।

গ্রন্থাগার অটোমেশন : ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনারসমূহের সংগ্রহের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ রয়েছে। গ্রন্থাগারের আরো আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি ডেস্কটপ ও ওয়েববেইজড সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ প্রায় সম্পন্ন। এছাড়াও ভার্চুয়াল লাইব্রেরি গড়ার প্রয়াসে ই-বুক এবং ই-জার্নাল যুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে একটি সাইবার ক্যাফে করার পরিকল্পনা রয়েছে। কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগিং, ডিজিটাল ইনডেক্সিং ও কি ওয়ার্ড সার্চিং, বারকোড রিডেবল চার্জি-ডিসচার্জিং সুবিধা, ইউজার ইনফরমেশন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস ইত্যাদি উন্নত গ্রন্থাগার সুবিধাদি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল প্রক্রিয়াসমূহ RFID এর মাধ্যমে ইউজার ফ্রেন্ডলি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কলেজ গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নাম যে সর্বাগ্রে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধ্যক্ষ মহোদয় ও কলেজ প্রশাসনের আগ্রহ ও সুদৃষ্টির কারণে এবং গ্রন্থাগারর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ হবে এবং বাংলাদেশের একটি অনুকরণীয় আধুনিক কলেজ গ্রন্থাগার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই আমাদের প্রচেষ্টা।

ঢাকা কমার্স কলেজের অফিস কার্যক্রম

মোঃ নুরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হোক সবখানেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একটি অফিস। প্রতিষ্ঠানের পরিধি ছোট হলে একটি অফিসেই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আর প্রতিষ্ঠানের পরিধি ব্যাপক হলে অফিসের একাধিক শাখার মাধ্যমে মূল অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেক্ষেত্রে একাধিক সেকশনের মাধ্যমে সমগ্র অফিস কার্যক্রম প্রধান অফিস বা হেড অফিস এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

কলেজ অফিস কার্যক্রম প্রতি বছর মূলত পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্তি হলেও কর্ম পরিধি ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে ক্রমান্বয়ে লোকবলও বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। ১৯৮৯ সালে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট কিন্ডার গার্টেন স্কুলের নিচ তলার ৪টি রুম ভাড়া নিয়ে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম। ৪টি রুমের মধ্যে A B C ৩টি সেকশনে শ্রেণি কক্ষ হিসেবে শ্রেণি কার্যক্রম চলত আর ১টি কক্ষে অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শিক্ষকমণ্ডলী ও ১জন অফিস সহকারীসহ অফিস কার্যক্রম চলতো। অতঃপর কলেজ ধানমন্ডিতে এককভাকে ২টি ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তর হওয়ার পর অধ্যক্ষ মহোদয়ের ১টি কক্ষ, উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের ১টি কক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ১টি কক্ষ ও অফিস ১টি করে কক্ষে আলাদাভাবে কার্যক্রম শুরু করে। সবশেষে ১৯৯৬ সালে মিরপুরস্থ নিজস্ব ভবনে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর হওয়ার পর শুরুর দিকে হিসাবশাখাসহ একত্রে ১টি কক্ষে কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মূল অফিস থেকে হিসাব শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা, প্রকৌশল শাখা ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি আলাদা হয়ে স্ব স্ব কার্যক্রম শুরু করে।

কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিসসহ অন্যান্য সকল শাখা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল অফিসের সাথে সম্পর্কিত। কলেজ অফিসই মূলকেন্দ্রবিন্দু, যাকে কলেজের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। বিভাগীয় অফিসের সাথেও মূল অফিস ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এককথায় বলা যায়, কলেজ অফিসেই কলেজ কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রস্থল।

এবার লক্ষ্য করা যাক, দীর্ঘ ২৫বছর যাবৎ ঢাকা কমার্স কলেজ অফিস সামগ্রিকভাবে কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো। শুরুতে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে অফিসের আওতায় হিসাব কার্যক্রম পরিচালিত হতো তখন কোন টাইপ মেশিন অফিসে ছিল না বিধায় বেতন শিট তৈরিসহ সকল অফিসিয়াল লেখা হাতেই লেখা হতো। কলেজ ধানমন্ডিতে স্থানান্তরের পর পর্যায়ক্রমে টাইপ মেশিনের মাধ্যমে অফিসের বেতনশিটসহ বোর্ড ফরোয়ার্ডিং ও তথ্য বিবরণীসহ অধিকাংশ অফিস কার্যক্রম সম্পাদিত হতো।

কলেজ মিরপুরে স্থানান্তরের পর টাইপ মেশিনে দীর্ঘদিন কাজ করার পর প্রথম অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়। পর্যায়ক্রমে বর্তমানে একাধিক কম্পিউটারে তথ্য-প্রযুক্তি-ইন্টানেট ব্যবহার করে অধিকাংশ অফিস কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

প্রতি বছর ভর্তি কার্যক্রম দিতে অফিসের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ভর্তি ফরম বিক্রি দিয়ে। অতঃপর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তথ্য বিবরণী যথাক্রমে বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। আবার পরীক্ষার সার্কুলার পাওয়ার পর পরীক্ষার ফরম পূরণ পূর্বক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়। তবে সম্প্রতি অনলাইন প্রক্রিয়ায় ভর্তির জন্য আবেদন ফরম পূরণ করায় ভর্তি ফরম বিক্রয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। আবার অনলাইনে পরীক্ষার আবেদন ফরম পুরন করা হয় বিধায় বর্তমান পরীক্ষার পূরণকৃত মূল ফরম বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে হয়। অনলাইনের মাধ্যমেই ভর্তি ও পরীক্ষা তথ্য প্রেরণ করতে হয়।

ভর্তি ও পরীক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও কলেজের অফিসে দৈনিন্দন বিভিন্ন কার্যক্রম প্রতিনিয়ত সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন : সকল বিভাগীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে সার্বক্ষণিক আলোচনা করে সম্পাদন করতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনে অফিস সার্বক্ষণিক সহকারী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

এদিকে এ কলেজের প্রথম থেকে বর্তমান পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সনদ ও নম্বরপত্র এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি আবেদনে অধ্যক্ষের সুপারিশকৃত যাবতীয় প্রত্যয়নপত্রসহ প্রতি নিয়ত অফিসের রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে অফিসের কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভুক্ত।

কলেজের যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে কলেজ অফিস সর্বদা সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। কলেজের নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম মাঝে মধ্যে কলেজ অফিসের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। তাছাড়াও কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত গার্ডদের সার্বক্ষণিক তদারকি কলেজ অফিস কার্যক্রমের অংশবিশেষ।

ঢাকা কমার্স কলেজের স্বয়ংক্রিয় হিসাব পদ্ধতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনা

মোঃ আশরাফ আলী
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসবারক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা করতে গেলেই একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনার কথা বলতে হয়। কারণ কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজের পরিচালনা পর্ষদ এবং অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকার ফলশ্রুতিতে ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি শুরু থেকেই গোছালো একটা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়ে আসছে। কলেজের সূচনালগ্নে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকায় বেশি বেতনের অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক রাখা কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কলেজের হিসাবকার্য পরিচালনা করা হতো।

ঢাকা কমার্স কলেজে হিসাব কার্যক্রমের জন্য আলাদা কোনো শাখা ছিল না। তখন কলেজের অফিস কক্ষেই হিসাবের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হতো, যা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। পরবর্তীতে এর প্রয়োজনীয়তার আলোকে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের ১নং ভবনের নিচ তলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে হিসাব শাখাকে আলাদা শাখাতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কলেজে আলাদা হিসাব শাখা খোলার পর হিসাব শাখাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। হিসাবপদ্ধতি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং পাশাপাশি দুইটি পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করায় কাজের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়:

অটোমেশন পদ্ধতি : ২০১৩ সাল হতে হিসাব শাখা অটোমেশনের আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। অটোমেশনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন বৃত্তান্তসহ অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয় । এ পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্য ও বকেয়া পাওনাদি তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস করে জানিয়ে দেয়া হয়। হিসাব শাখার যাবতীয় বহিসমূহ সফটওয়্যার এ এন্ট্রির পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও আপাতত রাখা হচ্ছে। এছাড়া কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতাদি, জীবন বৃত্তান্তসহ অন্যান্য তথ্যাদি Pay-Roll Software এর মাধ্যমে আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাটালগ পদ্ধতি : হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কক্ষের ওয়ালসেলফকে ওয়াল আলমারিতে রূপান্তরিত করে ক্যাটালগ পদ্ধতিতে ফাইল রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ফাইল অতিসহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

কালেকশন পদ্ধতি : কোনো ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পূর্বে প্রসপেক্টাস অনুযায়ী বিভিন্ন খাতের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মিল রেখে প্রতি তিন মাস অন্তর বেতনাদিসহ অন্যান্য চার্জ আদায় করা হয়ে থাকে। সাধারণত কলেজ থেকে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট পে-স্লিপ ছাত্র-ছাত্রীরা হিসাব শাখা হতে সংগ্রহ করে ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরে নির্ধারিত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কালেকশান সেন্টারে তাদের পাওনাদি পরিশোধ করে থাকে। এই স্লিপ টি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: ক. ছাত্র-ছাত্রীর কপি খ. ব্যাংকের কপি গ. কলেজের কপি। ব্যাংকে টাকা প্রদানের পর একই দিনে ব্যাংক থেকে কলেজের অংশ সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, শ্রেণি এবং রোল নম্বর দেখে সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের কালেকশন সফ্টওয়্যারে পোস্টিং দেয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পাওনাদি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে এসএমএস করে জানিয়ে দেয়া হয় ।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের বিবরণ :

উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব প্রধান) :

১. কলেজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন ও অনুমোদনের জন্য নোট প্রদান।

২. দৈনন্দিন ভাউচার নিরীক্ষা থেকে শুরু করে হিসাব শাখায় সংগঠিত সকল আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষা করা।

৩. কলেজের বাৎসরিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করানো।

৪. ব্যাংক এ্যাডভাইজ, বেতন বিল নিরীক্ষা ও অনুমোদন করানো, ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নোটিশ তৈরি ও সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে এসএমএস দেয়া ।

৫. কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব বোনাস ও উৎসাহ বোনাস প্রদানের জন্য তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষা ও অনুমোদন করানো।

৬. প্রতিদিনের ক্যাশ বুক ও লেজার বুক যাচাইকরণ।

৭. কলেজের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অন্যান্য বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করা।

৮. কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বিবরণী ও ট্যাক্স সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সহযোগিতা।

৯. হিসাব শাখার ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আর্থিক লেনদেনগুলো সফটওয়্যারে পোস্টিং দেয়া।

১০. হিসাব শাখার সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অধীনস্থদেরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

১১. কলেজের মাসিক ও বাৎসরিক প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব, আয়-ব্যয় হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করা এবং সময়মত অডিট করানো।

১২. ফাইনান্স কমিটির মিটিং এর নোটিশ প্রদান, কার্যপত্র ও রেজুলেশন তৈরি এবং তা সংরক্ষণ করা ।

১৩. প্রত্যেক মাসের শেষে সমাপনী হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা মিলানো।

১৪. জিবি'র চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স কমিটির আহবায়ক ও অধ্যক্ষ এর সাথে ফান্ড (চেক) স্থানান্তরের অনুমতির জন্য যোগাযোগ রক্ষা করা ।

১৫. কলেজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যখন যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন তা যথাযথভাবে পালন করা।

উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (১ জন) :

১. পেটি ক্যাশ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় লেনদেন সংরক্ষণ ।

২. কলেজের বাৎসরিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও হিসাব নিরীক্ষা কাজে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সার্বিক সহায়তা করা।

৩. কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাসিক বেতন বিবরণী তৈরি করে তা নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া।

৪. কলেজের দৈনন্দিন সংগঠিত লেনদেনের ভাউচারগুলো খাত অনুযায়ী সাজিয়ে তা নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য দিনের শেষে বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া ও অনুমোদনের পর তা সাজিয়ে সংরক্ষণ করা।

৫. সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক ইনক্রিমেন্ট, শ্রান্তি বিনোদন, গ্রুপ বিমা, আয়কর প্রদানের জন্য বিবরণী এবং বিভাগীয় কর্মচারীদের নিকট থেকে বেতন ও ভাতাদি নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া।

৬. কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব বোনাস ও উৎসাহ বোনাস প্রদানের জন্য তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া।

৭. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হিসাব বিভাগের সার্বিক কাজে সহযোগিতা করা।

৮. কলেজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যখন যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন তা যথাযথভাবে পালন করা।

হিসাব সহকারী (৩ জন) :

১. ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন আদায়ের নোটিশ করা ও পে-স্লিপ দেয়া।

২. ব্যাংক থেকে সংগ্রহকৃত পে-স্লিপ সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া।

৩. বিভিন্ন শ্রেণির সাপ্লিমেন্টারি টাকাসহ বিবিধ ক্যাশ আদায় করা।

৪. ভর্তি সংক্রান্ত টাকার বিবরণসহ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য প্রদান।

৫. গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল আদায় ও এগুলো ব্যাংকে জমা দেয়া ।

৬. নতুন ভর্তির তথ্য সংগ্রহ করা।

৭. ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা।

৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, এটিএম বুথ সংক্রান্ত বিল ফরওয়ার্ড করা ও তথ্য সংগ্রহ করা, এমটিডিআর (ফিক্স ডিপোজিট) ভাঙানো ও চিঠি ড্রাফট করা এবং লেজার বুক এ পোস্টিং দেয়া

৯. পিএফ লোনের মুনাফা ক্যালকুলেশন করে কম্পিউটার শিট বের করা।

১০. বৃত্তির যাবতীয় কাজসহ সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের দেয়া নির্দেশিত কাজ করা।

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাব দুই ধরনের। যথা: রাজস্ব হিসাব ও উন্নয়ন হিসাব। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যাবতীয় লেনদেন এবং কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানসহ অন্যান্য আভ্যন্তরীণ হিসাবসমূহ রাজস্ব হিসাবে রাখা হয়। কলেজের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের ব্যয় সংরক্ষণ করার জন্য উন্নয়ন হিসাব রাখা হয়। উন্নয়ন হিসাবের মধ্যে প্রধানত নির্মানকার্যকেই বোঝানো হয়। এ ছাড়া নতুন কিছুর সংযোজনও উন্নয়ন হিসাবে রাখা হয়। রাজস্ব এবং উন্নয়ন হিসাব সংরক্ষণের জন্য আলাদা আলাদা ক্যাশ ও লেজার বহি রাখা হয়ে থাকে।

কলেজের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন লেনদেন, কেনাকাটা এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রিক্যুইজিশনের মাধ্যমে অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কলেজের প্রয়োজনে কিছু ছোটো-খাটো খুচরা ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা যায় না, যা ক্যাশে লেনদেন করতে হয়। যেমন, যাতায়াত বিল, গাড়ির তেল ক্রয়, বিভিন্ন মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি। এই ধরনের লেনদেনের জন্য প্রয়োজনে পেটি-ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কলেজের সিংহভাগ খরচ উন্নয়ন খাতে করা হয় সেহেতু প্রতি চার মাস অন্তর ব্যয়কৃত উন্নয়ন ব্যয় পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ডেবিট কার্ড দিয়ে অতি অল্প সময়ে তাদের বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য কার্যাদি কলেজে স্থাপিত এটিএম বুথের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাব বিভাগকে সর্বদাই যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে কর্তৃপক্ষ সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে এই বিভাগের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো 'পরীক্ষা'। শিক্ষার জ্ঞান পরিমাপের হাতিয়ার হিসেবে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্য কোনো বিকল্প নেই। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরীক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কার্যক্রম সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেহেতু পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, সে কথা চিন্তা করেই ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে। পরীক্ষা নেয়া হয় একাদশ হতে মাস্টার্স শ্রেণি পর্যন্ত। প্রতি পর্ব পরীক্ষার নম্বরের উপর ভিত্তি করে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে প্রতিটি পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধানুযায়ী শিক্ষার্থীদের সেকশন বিন্যাস করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ মূলত পর্বভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। প্রতিটি পর্বে তিন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ পরীক্ষাগুলোর সময় ও নম্বর বন্টন ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

নিচে প্রত্যেকটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

পরীক্ষার নাম	*সময়*	*নম্বর*	*শ্রেণি*
সাপ্তাহিক পরীক্ষা	১০ মিনিট (আনুমানিক)	১০	সকল
মাসিক পরীক্ষা	১ ঘন্টা	৩০	সকল
পর্ব পরীক্ষা	২ ঘন্টা	৬০	উচ্চমাধ্যমিক/মাস্টার্স
পর্ব পরীক্ষা	৩ ঘন্টা	৬০/৭০	অনার্স/বিবিএ প্রফেশনাল
পর্ব পরীক্ষা	৩ ঘন্টা	১০০	উচ্চমাধ্যমিক
পর্ব পরীক্ষা	৪ ঘন্টা	৮০/১০০	অনার্স/মাস্টার্স

• **সাপ্তাহিক পরীক্ষা:** প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর ১০। এক্ষেত্রে পরীক্ষার বিষয় ও পরীক্ষা গ্রহণের সময় পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষক নির্ধারণ করে দেন এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক তার সুবিধামত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ১০ নম্বরের ভিত্তিতে যতগুলো পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষার্থীকে পর্ব পরীক্ষায় তার সাপ্তাহিক গড় নম্বর দেয়া হয়। এ পরীক্ষার গুরুত্ব এ জন্য দেয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় সম্পর্কে সচেতন, ক্লাসে পড়ার প্রতি মনোযোগী, এবং বাসায় নিয়মিত পড়ালেখা করতে আগ্রহী হয়।

• **মাসিক পরীক্ষা:** সাপ্তাহিক পরীক্ষার মতো এক্ষেত্রেও প্রতিটি পর্বে ৩০ নম্বরের ১ ঘন্টা সময়ব্যাপী ১ টি বা ২ টি মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে এক মাসে বিষয়ভিত্তিক যে পরিমাণ পড়ানো হয়, তা থেকে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান অর্জন করছে তা পরিমাপ করার জন্য এ পরীক্ষা নেয়া হয়। এছাড়া বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সম্পর্কে জানা, উত্তর প্রদান ও হাতের লেখার গতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের সচেতন করানো হয়। মাসিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা নির্ধারণ করে যা প্রধানত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়ে থাকে।

• **পর্ব পরীক্ষা:** পর্ব ভিত্তিতে ৬০/৭০/৮০/১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০ নম্বরের জন্য ২ ঘন্টা এবং ১০০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০/৮০ ও ১০০ নম্বরের জন্য যথাক্রমে ৩ ঘন্টা ও ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। বিবিএ প্রফেশনাল শিক্ষার্থীদের ৭০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। আবার মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০ ও ১০০ নম্বরের জন্য ২ ঘন্টা ও ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। পর্ব পরীক্ষায় অংগ্রহণের জন্য বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষার্থীদের মাঝে ছাপানো প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- সাপ্তাহিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুমে বসিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নাম, রোল নম্বর, নিজ সেকশন ইত্যাদি উত্তরপত্রের নির্ধারিত জায়গায় সঠিক ভাবে লিখল কিনা তা দেখা হয়। যদি কেউ ভুল করে থাকে তাহলে তা শুধরে দেয়া হয়। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার নামে পরীক্ষার সময় কলেজ থেকে সরবরাহ করা হয়। মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার সময় যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর সঠিক ও সুন্দরভাবে দিতে পারে, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক ও পর্ব পরীক্ষায় বোর্ডের মতো পরীক্ষার হল রুমে সিট প্ল্যান করে এবং রোল নম্বরের স্টিকার বসিয়ে গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নির্ধারিত আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক এবং পর্ব পরীক্ষার নম্বরসমূহ শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়াসহ মূল্যায়িত উত্তরপত্র বাড়িতে অভিভাবকদের দেখানো ও স্বাক্ষর নেয়ার পরে তা কলেজে জমা নেয়া হয়।

অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট: প্রতিটি পর্ব পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের নিকট কলেজের ছাপানো অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট দেয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীর নাম, রোল, শ্রেণি, গ্রুপ, সেকশন, শিক্ষাবর্ষ, শিক্ষার মাধ্যম, কার্য দিবস, উপস্থিতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। ট্রান্সক্রিপ্টে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর (সাপ্তাহিক পরীক্ষার গড়, মাসিক পরীক্ষার গড় ও পর্ব পরীক্ষার নম্বরসহ), জিপিএ, লেটার গ্রেড, মেধাস্থান ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা: ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার কাজগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে ১ জন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ৩ জন পরীক্ষা সহকারি ও ২ জন পিয়ন রয়েছেন। ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। তারা তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট। কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ও পরীক্ষা কমিটির নির্দেশনায় উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকেন। এছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তাছাড়া পূর্ব ঘোষিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কোনো অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময় হলে অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে পরীক্ষার তারিখ ও সময়সহ ছাত্র-ছাত্রী ও সকল বিভাগকে অবহিত করা হয়। সর্বোপরি পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষাসহ পরীক্ষা যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা এ শাখার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকবৃন্দের নামের তালিকা

নাম	পদবী	মেয়াদকাল
মোঃ আতিকুর রহমান	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০৩/১১/১৯৯৯-১৭/০৯/২০০৬
মোঃ শরীফ দিলনেওয়াজ হোসেন	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	১২/১২/২০০৬-১৮/০২/২০০৯
সাযযাদ উল্যাহ মোঃ ফয়সাল	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০২/০৪/২০০৯-৩০/১২/২০১২
মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত)	৩১/১২/২০১২-৩০/০৬/২০১৩
মোঃ এনায়েত হোসেন	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৪
মোঃ এনায়েত হোসেন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০৭/২০১৪-

পরীক্ষা কমিটি: ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের সমন্বয় কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করেন। এ কমিটিতে কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকে ১ জন আহবায়ক ও ২ জন সদস্য থাকেন। তারা পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখাকে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। প্রতিটি কমিটির পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের মেয়াদ থাকে সাধারণত ১ বছর। এভাবেই এ কমিটির কাজের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যে কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখাকে কখনই বড় ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

ভিজিলেন্স টিম: ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ভিজিলেন্স টিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ টিম মূলত পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং এর বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। পরীক্ষা চলাকালীন টিমের সদস্যবৃন্দ পরীক্ষার কক্ষসমূহ মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা কমিটি বা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে দেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। এ টিম কোনো পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলে তা পরীক্ষা কমিটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: পরীক্ষার নিয়ম শৃঙ্খলা বাস্তবায়নে ঢাকা কমার্স কলেজ সুদৃঢ় কঠোরতা বজায় রাখছে। কোনো অবস্থাতেই অপরাধের ছাড় দেয়ার কথা ভাবা হয় না। এক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শক উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ তাৎক্ষণিক তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে লিখিতভাবে জমা দেন। কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত রিপোর্ট ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার্থীর বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার বা তার বিরুদ্ধে অন্য যে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষার্থীর নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপ বা অসদুপায় অবলম্বনকে পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়:

ক) পরীক্ষা কক্ষে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা ও কথাবার্তা বলা,

খ) উত্তরপত্রে অপ্রাসঙ্গিক বা আপত্তিকর কিছু লিখলে অথবা অযৌক্তিক কোনো মন্তব্য করা,

গ) বই, খাতা বা কাগজ হতে নকল করা,

ঘ) প্রশ্নপত্রে উত্তর লিখে সেখান থেকে উত্তরপত্রে লেখা,

ঙ) পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত কক্ষ পরিদর্শক বা কর্তব্যরত ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি, গালাগাল করা বা তাদের সাথে অসদাচরণ করা,

চ) মিথ্যা পরিচয় বা অজুহাত দেখিয়ে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করা,

ছ) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা,

জ) কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষার কক্ষ ত্যাগ করা।

ঝ) উত্তরপত্র বিনষ্ট করা, ছিঁড়ে ফেলা অথবা দূষণীয় কাগজপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানানো,

ঞ) পরীক্ষার কক্ষ হতে উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা বা বাহির থেকে লিখে এনে তা সংযোজন করা, ইত্যাদি।

পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত অপরাধের জন্য পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটি বিভিন্ন শাস্তির সুপারিশ করতে পারে এবং সে অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংঘটিত অপরাধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিক্রমা

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

১৯৮৯ সালে লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট সাব-লেট নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ। এরপর ধানমন্ডি ভাড়া বাড়িতে কয়েক বছর ক্লাস কার্যক্রমও চলে। ঢাকা কমার্স কলেজ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও গৃহসংস্থান অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ নুরুদ্দীন-এর সহযোগিতায় ২১/১১/১৯৯৩ তারিখে প্লট নং-ক/২, সেকশন-৩, এভিনিউ-৩, হাজী রোড, মিরপুর, ঢাকা এ ঠিকানায় ২.৮১ বিঘা জমি পায়। এখানে গড়ে ওঠে বর্তমান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল অবকাঠামো।

একাডেমিক ভবন ১ : Consultant প্রদত্ত ও Master Plan অনুযায়ী কলেজের একাডেমিক ভবন-১ (১১ম তলা) ভবন নির্মাণের কাজ ০২/০১/১৯৯৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় গৃহায়ণ ও পূর্ত মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া। বর্তমানে ভবনের প্রতি ফ্লোর এরিয়া ১০,৬০০ বর্গফুট।

একাডেমিক ভবন ২ : ১৫ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন-২ এর Plan ও Design করেন মেসার্স শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস। Plan ও Design অনুযায়ী ১৪/০৮/১৯৯৬ তারিখে একাডেমিক ভবন-২ এর কার্যক্রম শুরু হয়। ০৫/০৭/১৯৯৭ তারিখে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ নাসিম। এই ভবনের প্রতি ফ্লোর এরিয়া ৭,০০০ বর্গফুট।

প্রশাসনিক ভবন : কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী স্যার ভবনের Foundation এর C.C ঢালাই ২৮/১২/১৯৯৪ ও R.C.C Footing ৩১/১২/১৯৯৪ তারিখে উদ্বোধন করেন। এই ভবনের প্রতি ফ্লোর এরিয়া ৩৪০০ বর্গফুট।

আবাসিক ভবন-এ : ১২ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন-এ এর Foundation এর C.C ঢালাই শুরু হয় ০৪/১১/১৯৯৫ তারিখে Foundation এর R.C.C ঢালাই শুরু হয় ১৬/১১/১৯৯৬ তারিখে। ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হয় ২৫/০৯/২০০০ তারিখে। প্রতি ফ্লোরের এরিয়া ২৭৩৫ বর্গফুট এবং প্রতি ফ্লোরে ২টি ইউনিট আছে, মোট ফ্ল্যাট সংখ্যা ২২টি। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ড: সফিক আহম্মেদ সিদ্দিক স্যার ৩০/০৯/২০০০ ইং তারিখে ভবনের উদ্বোধন করেন।

আবাসিক ভবন-বি : ১২ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন-বি এর নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হয় ২০১১ ইং সালে। ভবনের প্রতি ফ্লোরের এরিয়া প্রায় ৫০০০ বর্গফুট এবং প্রতি ফ্লোরে ৪টি ইউনিট আছে,মোট ফ্ল্যাট সংখ্যা ৪৪টি।

ছাত্রী হোস্টেল : কলেজ ক্যাম্পাসে ৮ম তলা বিশিষ্ট ৭২ আসন সম্পন্ন ছাত্রী হোস্টেল রয়েছে, যেখানে ছাত্রীদের থাকা, খাওয়া ও লেখা-পড়ার সুন্দর পরিবেশ রয়েছে।

অডিটোরিয়াম : আধুনিক ও সুসজ্জিত প্রায় ১৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম রয়েছে। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ভবন : নতুন সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ভবন নির্মাণ, ২০০০ কে.ভি.এ সাব-স্টেশন ও ৩০০ কে.ভি.এ জেনারেটর স্থানান্তর করা হয় ২১/০৭/২০১৪ তারিখে।

জিমনেশিয়াম : ছাত্রী হোস্টেল ভবনের ২য় তলায় একটি জিমনেশিয়াম রয়েছে।

কলেজ মাঠ : কলেজ শিক্ষক আবাসিক সংলগ্ন একটি খোলা মাঠ রয়েছে। মাঠের চারপাশে ওয়াকওয়ে করা হয়েছে।

প্লট ক্রয় : বর্তমান অবকাঠামো ছাড়াও ঢাকার রুপনগর আবাসিক এলাকায় কলেজের ৫ কাঠার ৩টি প্লট ও বেরিবাঁধের কাছে নবাবেরবাগ এলাকায় ২৪ শতাংশের প্লট ক্রয় করা হয়েছে।

টেলিফোন : কলেজে যোগাযোগের জন্য টেলিফোনের সু-ব্যবস্থা রয়েছে। ৫টি Master Set PABX সহ এবং ১টি সরাসরি টেলিফোন রয়েছে।

ইন্টারকম : কলেজে ৩টি Master Key এবং ১৭টি Standard Set সংযোগের মাধ্যমে ২১/০৮/১৯৯৫ তারিখে PABX /Intercom System চালু করা হয়। বর্তমানে Exchange এর সর্বশেষ ক্ষমতা ৯৬টি Extension এ রুপান্তর করা হয়েছে।

গভীর নলকুপ : কলেজের স্ব-অর্থায়নে ক্যাম্পাসে ৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসের সবগুলো ভবনেই বর্তমানে গভীর নলকুপের ডেলিভারী পাইপের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : একাডেমিক ভবন-১ ও ২ এর প্রায় সকল কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।

অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা : কলেজ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ভবন, আবাসিক ভবন, ছাত্রী হোস্টেল, অডিটরিয়ামে অগ্নিনির্বাপকের ব্যবস্থা রয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড (Co2) ও ABC ড্রাই পাউডার সিলিন্ডার এবং পানির পাইপ লাইনের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপকের ব্যবস্থা আছে।

সি.সি ক্যামেরা : সার্বক্ষণিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও দেখার জন্য ক্যাম্পাসে ১২টি সি.সি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২৫ বছরের কিছু স্মৃতি

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী
কলেজের প্রথম কর্মচারি

হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঢাকা কমার্স কলেজ আজ সিকি শতাব্দী অতিক্রম করছে। যা ২৫ বছর পূর্তি বা রজত জয়ন্তী নামেই খ্যাত। কালের আবর্তে একদিন এ কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন হবে। ঢাকা কমার্স কলেজের হাতে খড়ির পূর্ব থেকে আমি এ কলেজের সাথে জড়িত বিধায় এভাবে তুলে ধরতে চাচ্ছি আমার জানা এ কলেজের ২৫ বছরের কিঞ্চিৎ স্মৃতি কথা। ১৯৮৮ সালের প্রথম দিক থেকেই আমি ঢাকায় বসবাস করছি। এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের বাড়ি আমার গ্রামে হলেও আমি স্যারের নাম শুনেছি কিন্তু কখনও স্যারকে দেখি নাই, তাই চিনতান না। এক ঈদে আমি গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পর মূলত চাকরি খোঁজার লক্ষ্যে একদিন সন্ধ্যায় স্যারের গ্রামের বাড়িতে গেলে স্যার আমাকে না চিনলেও সেখানে উপস্থিত কয়েক জন মুরুব্বী আমাকে ও আমার আব্বাকে চিনেন বিধায় তাঁদের অনুরোধে স্যার বললেন, তুমি ঢাকায় আমার বাসায় এসো। একদিন স্যারের ঢাকাস্থ লালমাটিয়ার বাসায় গেলে, তিনি বললেন, আমাদের একটি প্রজেক্ট হওয়ার আছে, তুমি মাঝে মধ্যে যোগাযোগ রেখ। অথচ এ প্রজেক্টই যে, ঢাকা কমার্স কলেজ তা আমি ৬/৭ মাস পর বুঝেছি। বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ রাখার পর একদিন ঢাকাস্থ বাংলা বাজারে স্যারের সাথে দেখা, স্যার আমাকে দেখেই বললেন, তুমি কাল আমার বাসায় এসো। পরদিন স্যারের বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম যে, স্যার পাশের কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে আছেন। সেখানে যাওয়ার পর স্যার আমাকে শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যারকে দেখিয়ে বললেন, চুন্নু এই ছেলে তোমাদের সাথে কাজ করবে। তার একদিন পরই ০১/১০/১৯৮৯ তারিখ থেকে আমার ঢাকা কমার্স কলেজে চাকরি শুরু হয়ে অদ্যাবধি কর্মরত আছি।

সুদীর্ঘ বর্ণনা দিতে গেলে লেখার কলেবর অনেক অনেক বেড়ে যাবে বিধায় মৌলিক বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে কিছু লিখার চেষ্টা করবো। =১,৫৫০/- টাকা মূলধন নিয়ে ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে যে কলেজের যাত্রা শুরু সে কলেজ আজ মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে বর্তমানে অবস্থানে এসেছে। তাই বর্তমানে কলেজের গুণগত, অবকাঠামোগত ও টাকার অংকে আর্থিক মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলেও অন্তত বুঝা যাবে এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির শতকরা হার কত। এ প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশে তো বটে, বিশ্বের অন্য কোনো দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায় কিনা তা একটি গবেষণা লব্ধ বিষয়।

ঢাকাস্থ লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট কিন্ডার গার্টেন স্কুল ২:০০টায় ছুটি হওয়ার পর ২:২০ মি: থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের অফিস কার্যক্রম আর ক্লাস ২:৩০ টায় শুরু হয়ে চলতো রাত ৮/৯টা পর্যন্ত। ১ম ব্যাচের ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী A B C তিনটি সেকশনে ছোট্ট ছোট্ট বাচাদের বেঞ্চে বসে ছাত্ররা ক্লাস করতো। কলেজে বর্তমানে যেসব নিয়ম-কানুন চালু আছে তা অধিকাংশই শুরু হয়েছে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে। যেমন: কলেজ মনোগ্রামযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রেস গায়ে, রজনীগন্ধা ফুলের অফুটন্ত কলির স্টিক, কলম, ফাইল ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার দিয়ে নবীন বরণ। আর ফুটন্ত লাল গোলাপের শুভেচ্ছায় বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, এসব কিং খালেদ থেকেই শুরু। শিক্ষকগণের ড্রেস, সীমাবদ্ধ সময়ে টিফিন, কলেজ চলাকালীন ছাত্র-ছাত্রী বাহিরে যেতে না পারা, সাপ্তাহিক, মাসিক ও টার্ম পরীক্ষা নেয়া, টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, বনভোজন, নৌ-বিহার (ইলিশ ভ্রমণ), শিল্প কারখানা পরিদর্শন, সুন্দরবন ভ্রমণ এসবের ধারাবাহিকতা সে কিং খালেদ থেকে শুরু হয়ে চলছে অদ্যাবধি।

১৯৯১ সালের H.S.C পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান ও ১৫তম স্ট্যান্ড দিয়ে যে ঈর্ষণীয় ফলাফল শুরু হয়েছে এর পর থেকে বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকায় বেশির ভাগই সালের ফলাফলে প্রথম স্থানসহ অন্যান্য স্থান অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ৭ বছর পরই জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ১৯৯৬ সালে পুরস্কার লাভ করেন। তারপর মাত্র ৬ বছর পর ২০০২ সালে দ্বিতীয় বার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার ১৩ বছরে মধ্যে দুইবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। যা অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শত বছরেও এমন সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় না। এমনিভাবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ব্যতিক্রমী সাফল্য অর্জন করে আসছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের ক্ষেত্রেই সমান হারে প্রশাসনিক কড়াকড়ি অব্যাহত আছে। মূলত তার জন্যই ঢাকা কমার্স কলেজ আজ সিকি শতাব্দী পরও ফলাফলের মান, প্রশাসনিক শৃংঙ্খলা, অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ন রেখেছে। যতদিন এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ইনশাআল্লাহ ততদিন ঢাকা কমার্স কলেজে উত্তরোত্তর সার্বিক মান গতিশীল থাকবে। এজন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

এখন অনেক স্মৃতি কথার মধ্য থেকে মাত্র ২/১টি এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। কলেজের ঊষালগ্নে প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যার। কলেজের কিছু দূরে একটি

মেসে থাকতেন জনাব চুন্নু স্যার ও জনাব মোঃ রোমজান স্যার একদিন সকালে দুই জনে একত্রে বাসা থেকে কলেজে যাওয়ার উদ্দেশে বের হলেন, চুন্নু স্যার সরাসরি কলেজের অফিসে গেলেন, আর পথি মধ্যে রোমজান স্যার একটু অন্য কাজ সারতে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য একটু পরে কলেজে ঢুকে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে গিয়ে Absent লেখা দেখে একটু বিস্ময়ে বললেন, 'আমি Absent হয়ে গেলাম'। এর বেশি আর কিছুই বললেন না। এ থেকে বুঝা যায় যে, কলেজের প্রাথমিক অবস্থা থেকে কলেজ প্রশাসন কত কড়াকড়ি ছিল।

আর একটি ঘটনা ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক মরহুম জনাব মাহফুজুল হক শাহীন যিনি কলেজের প্রাথমিক মূলধন ১৫৫০/ টাকার একজন দাতা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধ্যক্ষ পদে দায়িত্বরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। কলেজের শুরুতে তিনিই নাকি একটু দেরিতে কলেজের অফিসে আসার কারণে প্রথম শোকজ পেয়েছেন। তাই পরবর্তীতে কোন স্টাফ বা কেউ শোকজ পেলে উনি সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, আরে শোকজ হয়েছে তো কি হয়েছে। আমিই তো এ কলেজে প্রথম শোকজ পেয়েছি। যাও যাও এখন থেকে সতর্কতার সাথে আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করো।

১ম ব্যাচে ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬১ জন ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রণের সুযোগ পেয়েছে বাকী ৩৮ জনই কড়াকড়ির কারণে T.C বা A.C নিয়ে যেতে হয়েছে। যারা ভেবে ছিল নতুন কলেজ একটু খুশী মনে যেমন খুশী তেমনিভাবে চলা যাবে তারা তো কড়াকড়ি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। ফারুকী স্যারের টার্গেট ছিল প্রথম ব্যাচ থেকেই কঠোরভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সকলের মাঝে এ বিশ্বাস জাগ্রত করা, এ কলেজে কড়াকড়ি বেশির মাধ্যমেই লেখাপড়ার মান বেশি ভালো করা। ঠিক প্রথম ফলাফলের মাধ্যমে তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। ১০০% পাসসহ ৪৩ জনই প্রথম বিভাগ পাস করেছে এর মধ্যে মাত্র ৭ জন ছিল SSC তে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত। অথচ অন্যান্য কলেজে স্বভাবত SSC তে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত অনেকেই তে HSC সে মান ধরে রাখতে পারতো না। এ কলেজ প্রথম থেকেই সর্বদিকে ব্যতিক্রমী সাফল্য অর্জন করে আসছে। ১ম থেকে সাপ্তাহিক, মাসিক ও টার্ম পরীক্ষা নেয়ায় মাধ্যমে পরীক্ষাভীতি না থাকায় ১ম বিদায় অনুষ্ঠানে ছাত্রদের বক্তব্য ছিল হাসি খুশী ভরা ও নির্ভীক।

ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯১ সালে এইচএসসি প্রথম রেজাল্টে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছে এ খবর শুনা মাত্র এ কলেজের নীরব শ্রেণি কক্ষ প্রথম সরব হয়ে ক্লাসের মধ্যে মিষ্টি চাই মিষ্টি চাই শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে। আর ফারুকী স্যার বললেন, অবশ্যই সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবো। সে থেকে শুরু হয়ে যেহেতু প্রতি বছরই ভালো রেজাল্ট করে আসছে। সেহেতু বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি হওয়া সত্ত্বেও সবাইকে ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলের মিষ্টি প্রতি বছরই খাওয়ানো হচ্ছে। মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য চেয়ে দোয়া করছি। এ কলেজের ফলাফল আগামী দিনগুলোর আরো উত্তরোত্তর ভালো হোক এবং সবাইকে ভালো ফলাফলের মিষ্টি খাওয়ানো অব্যাহত থাকুক।

ঢাকা কমার্স কলেজ সুদীর্ঘ ২৫ বছরে শুধু মান সম্মত উত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গড়েনি। গড়েছেন তারুণ্যে ভরা একঝাঁক প্রতিভাবান যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী যাঁরা ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে স্ব-স্ব কর্মস্থলে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে এক চতুর্থাংশের বেশি শিক্ষক এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। যাঁরা এ কলেজের নিয়ম শৃংঙ্খলার মধ্যে অর্জিত জ্ঞানই বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। তাছাড়া এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা এ কলেজের ন্যায় উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যেগুলো এক নামে দেশব্যাপী সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। আর শুধু দেশের গণ্ডিতেই নয় বিদেশেও এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ যথেষ্ট সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেটের ন্যায় যোগসূত্র। ১ম কয়েক ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সবার মধ্যে ছিল ব্যাপক যোগযোগ। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হয়ত কিছু যোগাযোগে ঘাটতি থাকলেও অ্যালামনি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার অনেকটা পূরণ হচ্ছে। যেহেতু এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ অ্যালামনির মাধ্যমে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রায় সবই ঢাকা কমার্স কলেজে বিদ্যমান সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে অটোমেশনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যে কোনো জরুরী তথ্য ও সংবাদ সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো সম্ভব হচ্ছে। প্রজেক্টর এর মাধ্যমে যে কোনো অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন তাৎক্ষণিক সম্প্রচার করা যাচ্ছে। বর্তমান পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ সমসাময়িক দেশের সুনামধন্য অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। অদূর ভবিষ্যতেও এ মান অক্ষুণ্ন থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত এ কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা এখন আছেন এবং এ স্মরণিকার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন সকলকে জানাচ্ছি বিনম্র সালাম। আর যাদেরকে হারিয়েছে এ কলেজের কর্মস্থল থেকে বিভিন্ন কারণে তাদেরকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধাভরে। তাঁরা যে যেখানে আছেন সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন আর কর্মময় জীবন হোক সফল ও সার্থক এ কামনাই করছি সর্বদা। অবশেষে যাঁদেরকে চিরতরে হারিয়েছি। অর্থাৎ যাঁরা চলে গেছেন না ফেরার দেশে তাঁদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। এদের অনেকের নাম তাৎক্ষণিক মনে না পড়লেও কিছু নাম কখনও ভুলতে পারবো না। যেমন: শিক্ষক জনাব নুর হোসেন স্যার, তৃষ্ণা গাঙ্গুলী মেডাম, গার্ড সুভাস চন্দ্র দেবনাথ, গার্ড হযরত আলী প্রমুখ। তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

স্বপ্নপূরণের শিক্ষালয়

মৌমিতা নওশীন সাথী
বি.কম (সম্মান), এম. কম (মার্কেটিং)
১ম শ্রেণিতে ১ম
প্রভাষক, বিবিএ প্রফেশনাল
মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম প্রতিষ্ঠিত একজন ভালো মানুষ হওয়ার। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে প্রবেশের পর মনে হলো স্বপ্ন আমার সত্যি হবে। কারণ কলেজটির নাম "ঢাকা কমার্স কলেজ"। শুধু ভালো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়, বরং নিয়মানুবর্তিতা ও সঠিক লক্ষ্যের মাধ্যমে ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রেরণা হলো ঢাকা কমার্স কলেজ।

২০০০ সালে এস.এস.সি-তে বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে ১ম বিভাগ নিয়ে একাদশ শ্রেণিতে ঢাকা কমার্স কলেজে মেধা তালিকানুযায়ী E সেকশনে ভর্তি হই। শিক্ষকদের নির্দেশনায় ও নিজের একান্ত চেষ্টায় টার্ম পরীক্ষার মাধ্যমে সেকশন A-তে যেতে সক্ষম হই। এরপর এইচ.এস.সি-তে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করি এবং চান্স না পেয়ে আবারও ঢাকা কমার্স কলেজে অনার্সের ভর্তির সিদ্ধান্ত নেই। আবারও ফিরে এলাম ঢাকা কমার্স কলেজে। শিক্ষকদের আগ্রহ ও উৎসাহে ২০০৬ সালে অনার্সে ১ম শ্রেণিতে ৭ম স্থান এবং ২০০৭ সালের মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করি। এসব কিছুর জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ, আমার বাবা-মা এবং ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। লেখা পড়ার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই আমি গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, খেলাধুলা, লেখালেখি ইত্যাদির সাথে জড়িত।

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে খেলাধুলায় ইনডোর ও আউটডোর গেমসে মোট ১১টি পুরস্কার জিতে ২০০৪ ও ২০০৫ সালে পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার লাভ করি, এছাড়া হামদ-নাত, ক্বেরাত, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, টেবিল টেনিস, কেরাম, দৌড়, হাইজ্যাম্প, লং জ্যাম্প ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্তিতে নিজেকে গর্বিত মনে করি। একজন সফল রোটার‍্যাক্টর হিসেবে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ১ম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০৬-০৭ বছর দায়িত্ব পালন করি ও বিভিন্ন ইভেন্টের (হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, ব্লাড ডোনেশন, পোলিও ক্যাম্প, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার অন ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, ন্যাশনাল কনভেনশন প্রোগাম, ইত্যাদি) আয়োজন করি। মাস্টার্স পরীক্ষার পর আমি রূপনগর ল' কলেজে এল.এল.বি-তে ভর্তি হই। এরই মধ্যে আমার মাস্টার্স পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয় এবং ১ মাসের মধ্যে আমি তেজগাঁও মহিলা কলেজে প্রভাষক (মার্কেটিং) হিসেবে যোগদান করি। পরে আমি মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বিবিএ (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। ঢাকা কমার্স কলেজের সুযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ পাঠদান পদ্ধতি আমি আয়ত্ব করে সে অনুযায়ী ক্লাশে পাঠদান করাচ্ছি। আমার শিক্ষকতা পেশাকে নেশা এবং ওকালতিকে আমার পেশা হিসেবে এগিয়ে নিতে চাই। যে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা ও শক্তি পেয়েছি তা আমার ছাত্র ও চারপাশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।

জিবি চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল-এর নিকট থেকে চ্যাম্পিয়ন ছাত্রী ক্রীড়াবিদ ট্রফি-২০০৫ গ্রহণ করছে মৌমিতা নওশীন

২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য রইলো প্রাণ ঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো এ কলেজের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে জীবনকে সাজাতে পেরেছি, স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি। এ কলেজ আমাকে আদর্শ পেশা গ্রহণে ধাবিত করেছে ও উদ্যোক্তা বানিয়েছে।

এ কলেজের কারণেই আমার ভেতরে বাসা বেঁধেছে সামাজিক কার্যে লিপ্ত হবার বাসনা, ঢাকা কমার্স কলেজ যেন স্বপ্ন পূরণের শিক্ষালয় এবং গুণীজনদের মিলনমেলা।

নেতা ও নেতৃত্ব তৈরির বিদ্যাপীঠ

ফরহাদ হোসেন বিপু
বিবিএস (সম্মান) ২০০৮
এমবিএস ২০০৯
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ

নেতা ও নেতৃত্ব বিষয়ক ধারণা এবং কার্যক্রম আমার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত শুধু বইতে এবং অন্যকে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রাবস্থায় বন্ধুরা যখন ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার নেতৃত্ব দিয়ে জয় নিয়ে আসতো, জুনিয়র ক্লাসের কোনো ছাত্র-ছাত্রী যখন কবিতা আবৃত্তি করে বা গান শুনিয়ে প্রশংসার ঝুঁড়ি ভারি করতো, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যখন অন্যের কথার খই ফুটতো, তখন আমি শুধুই আশাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম, আর ভাবতাম আমিও যদি এমন হতে পারতাম! কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমার পরিবেশ, ব্যক্তি জীবন বা সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় বা নিজের আত্মোপলব্ধির অভাবে কখনও এগুলো করা হয়ে ওঠেনি। তবে স্বপ্ন ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল যদি হতে পারতাম!

২০০৫ সালে মফস্বল থেকে এসে ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হই। শিক্ষক, সহপাঠি, পরিবেশ সবকিছুই নতুন। এত নতুনত্ব ও যোগ্যদের মাঝে নিজেকে মনে হল বড়ই বেমানান। তবে একটি বিষয়ের পরিবর্তন ঘটলো, তা হল- মানসিকতার। মনে হল আমার পক্ষেও সম্ভব একজন প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা, কোনো একটি কাজে নেতৃত্ব দেওয়া। কিন্তু মনের চাওয়া দিয়ে তো মানুষকে বুঝানো যায় না, বুঝাতে হয় কাজ দিয়ে।

১ম বর্ষেই স্নাতক শ্রেণির মৌলিক ব্যবস্থাপনার ক্লাসে একদিন নেতৃত্ব অধ্যায় পড়াতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তৎকালিন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান সৈয়দ আব্দুর রব স্যার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন- "আচ্ছা তোমরা কে কে মনে কর যে নিজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি রয়েছে? যে কোনো কাজে নেতৃত্ব দিতে পারবা?"

আমি ভাবলাম মনের ইচ্ছার কথা এবার বলেই ফেলি, হয়তো সবার উৎসাহে আমারও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হবে। কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ হাত তোলেনি। স্যার তো পেয়েছেন আমাকে, শুরু হলো বন্ধুদের সমালোচনা, "ও, তুমি নিজেকে নেতা মনে কর? তোমার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি আছে? কই গত ২/৩ মাসে তো তোমার কোনো কাজ বা যোগ্যতাই দেখলাম না!" ইত্যাদি কথাবার্তা। সবার সামনে খুব ভালোভাবেই ঝাঁড়ি দিয়ে আমার নেতৃত্বের খায়েশ মিটিয়ে দিল।

কিন্তু তাই বলে তো আর মনের দীর্ঘদিনের লালিত চাওয়ার মৃত্যু হতে পারে না। আমেরিকান ব্যবসায়ী William Clement Stone বলেন "When you desire your mission, you will feel it's demand, it will fill you with enthusiasm and burning desire to get to work on it." তো স্যারের এই কথা শুনে এবং ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নিজের ভিতর আরও বেশি তাড়া তৈরি হলো কিছু করে দেখানোর। এর কয়েকদিন পর কলেজ ম্যাগাজিন প্রগতির জন্য লেখা আহ্বান এর নোটিশ দেখলাম, জমা দিলাম। প্রায় ৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে থেকে ৩০/৪০ জনের লেখা ছাপা হবে, তাই কোনো সহপাঠীকে না জানিয়ে গোপনেই লেখা জমা দিলাম। যথা সময়ে প্রগতি ছাপা হল, দেখলাম আমার লেখাও আছে, সহপাঠীরাও দেখলো, প্রশংসাও করলো। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হলো- ১ম বর্ষ থেকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পেলাম, জীবনে প্রথম কোনো অনুষ্ঠানে

জাপানের ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ২০১৫-এ বক্তব্য রাখছে ফরহাদ হোসেন

বক্তব্য দিলাম। সেই বক্তব্য শুনে ডিপার্টমেন্টের অনেক শিক্ষক প্রশংসা করলেন। এর কিছু দিন পর কলেজের শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানলাম- রোটার‍্যাক্ট ক্লাব নামে একটি ক্লাব আছে, এ ক্লাব নাকি আবার আন্তর্জাতিক ক্লাব, যেহেতু আকাঙ্ক্ষা বড় তাই ভাবলাম কোনো ক্লাবের মেম্বার হলে এটাতেই হওয়া উচিত। দেখা করলাম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক এস এম আলী আজম স্যারের সাথে, বললাম রোটার‍্যাক্ট ক্লাবে যোগ দিতে চাই। স্যার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড শুনলেন, মনে হলো খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না, তারপরও সুযোগ দিলেন। ক্লাবে ৬ মাস কেটে গেল রোটারি ও রোটার‍্যাক্ট সম্পর্কে জানতে। স্যারসহ সিনিয়র অনেক মেম্বারই হয়তো মনে করেছেন একে দিয়ে হবে না, এ তো ঠিক মত কথাই বলতে পারে না। আসলেই আমি তাই ছিলাম। তারপর পরিবর্তনের পালা শুরু। ২০০৬-০৭-এ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

কমিটিতে জয়েন্ট সেক্রেটারি পদ লাভের সুযোগ পেলাম, তারপর প্রতিবছরই পদোন্নতি, বেস্ট ক্লাব মেম্বার, ২০০৮-০৯-এ সেক্রেটারি, ২০০৯-১০-এ ক্লাব সভাপতি হলাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে রোটারি ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাব সুপরিচিত তারুণ্যের উন্নয়ন ও সমাজসেবার জন্য। ক্লাবের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আমি সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছি। ২০০৮-০৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে ২০২ জন ক্লাব সেক্রেটারির মধ্যে ৪র্থ সেরা ক্লাব সেক্রেটারি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছি। রোটার‍্যাক্টের জাতীয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছি পর পর ৩ বছর। কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজন করেছি শিক্ষা ও ক্যারিয়ার দিক নির্দেশনা বিষয়ক সেমিনার, ছিলাম প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান। ৪র্থ বর্ষে এসে কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রগতি'র সম্পাদক হলাম। ডিপার্টমেন্ট এর পিকনিকের আয়োজন করলাম কমিটিতে থেকে। ৪র্থ বর্ষের স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিজিটাল স্যুভিনির (সিডি) প্রকাশনার সম্পাদক ছিলাম। এই ৪ বছরে ডিপার্টমেন্টের অধিকাংশ শিক্ষকের কাছে সু পরিচিত হলাম। অনার্সে পড়া অবস্থায় জাতীয় পর্যায়ে ২টি ম্যাগাজিনের নিয়মিত প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতাম। অনার্স শেষে অনেক বন্ধুরাই মাস্টার্স বা এমবিএ করার জন্য চলে গেল অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কিন্তু ৪৫ জনের মধ্যে আমরা ১৯ জন কলেজের মায়া ত্যাগ করতে পারলাম না। আবারও ভর্তি হলাম মাস্টার্সে। মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে সম্পর্কের ইতি টানলাম। কিন্তু সম্পর্কের ইতি তো আর টানা যায় না।

২০১২ সালের (জা.বি. পরীক্ষা ২০০৯) পর পড়াশুনা শেষ হলেও এখনও কলেজে যাই, অন্তত দুই মাসে একবার। শ্রদ্ধেয় কাজী ফয়েজ স্যারের সাথে পিএইচ.ডি. নিয়ে, আলী আজম স্যারের সাথে ক্যারিয়ার ও বাস্তব জীবনের শিক্ষা বিষয়ে এবং সায়মা ম্যাডামের সাথে সামাজিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে। এভাবে একেক শিক্ষকের সাথে একেক বিষয় বা একই বিষয়ে পরামর্শ ও শেয়ারিং হয়। শিক্ষকেরা কতো আপন, যেনো আসল অভিভাবক, কখনও বন্ধু। এক সময় যেকোনো অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম যেনো বাকরুদ্ধ প্রতিবন্ধী; কোনো কিছুতেই কথা বের হতো না। অথচ সেপ্টেম্বর ২০১৫ -এ জাপানে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বহু প্রবীন প্রফেসর আর ডক্টরেটদের মাঝে আমি কনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠক। রাশিয়ার এক স্যার আমাকে সম্বোধন করলেন Little but Richest Essayist বলে। আমার সকল অর্জন ঢাকা কমার্স কলেজ। স্বপ্ন বিশ্বভ্রমণ ও মানবসেবা। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রাবস্থায় আমার জীবনের বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছি, যার ফলে আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সংগঠনের সাথে কাজ করতে পারছি, আরও বড় কিছু হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। তাই আমার কাছে মনে হয়, নেতা ও নেতৃত্ব তৈরির বিদ্যাপীঠ হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

প্রভাব

হাসান-উল-হামিদ খান রুবেল
রোল: ৮০৩, শিক্ষাবর্ষ: ১৯৯২-৯৩
উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি
সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি
রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা। আর শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃত মানুষ হওয়ার নির্দেশনা। এরকমই সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত "ঢাকা কমার্স কলেজে" ১৯৯২ সালে ভর্তি হই। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এক বৃহৎ পরিসরে প্রবেশ করার সুখানুভূতি আজও আমাকে আপ্লুত করে। বিশেষ করে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর শৃঙ্খলাবোধ, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তার প্রমাণ আমরা নিজেরাই। মনে পড়ছে, বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ ১৪০০ বঙ্গাব্দকে। ফারুকী স্যারের তত্ত্বাবধানে আবাহনী মাঠে কী বিপুল আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করেছি ! আবার ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে কলেজ থেকে সুন্দরবনে যাওয়া এবং ইংরেজি বছরকে বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকমণ্ডলীসহ "জলকপোত-২" জাহাজে বসে সাদর সম্ভাষণ জানানোর স্মৃতি আজও অমলিন। শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের শাহিন স্যারকে কখনই ভুলতে পারিনি, পারবো না। ইহ জগতে তিনি না থাকলেও তিনি ছিলেন আমাদের প্রাণ, আজীবন তিনি থাকবেন আমাদের হৃদয়ের মাঝে। কখনও বন্ধুর মতো, কখনও বাবার মতো তাঁকে আমরা আমাদের পাশে পেয়েছি। ২০১০ সালে আমাদের প্রাণপ্রিয় ফারুকী স্যার অবসর গ্রহণ করেন। সে সময় আমরা তেমন কিছু করতে না পারলেও ২০১৫ সালে মিরপুর স্টাফ কলেজ মাঠে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে স্যারকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে, তাঁকে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করতে পেরে, তাঁকে সম্মানিত করতে পেরে নিজেরা গর্ববোধ করছি। স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সে দিনটি হয়ে উঠেছিল আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সঠিক দিক নির্দেশনা, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ আজ আমার জীবনের পাথেয়। এখনও ইচ্ছে করে কলেজ জীবনের সেই শ্রেণিকক্ষে ফিরে যেতে, বন্ধুদের সাথে হৈ চৈ করতে, প্রিয় শিক্ষকদের প্রিয় কথাগুলো শুনতে। শিক্ষকদের উপদেশগুলোকে বুকে ধারণ করেছি বলেই আমরা বন্ধুরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি।

শেষের কথা

আরিফ হোসেন
রোল : ৩১৭৫৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

সামনে বিশাল বড় একটি মঞ্চ। পিছনে কৌতূহলজনিত একটি মুখ। রমজানের প্রথম দিন। রোজা রাখা সত্ত্বেও আজ শরীরটায় তেমন কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। কারণটা হলো নতুন কিছু জানার আগ্রহ আজ অনেক বেশি। একজন মধ্য বয়স্ক সম্মানিত শিক্ষক বক্তব্য দিচ্ছেন। অনেক জ্ঞানের কথা বলছেন, অনেক নিয়ম এর কথা বলছেন। শুনতে ভালো লাগছে।

আজ আমার কলেজের প্রথম দিন। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের নতুন মুখ। বড় ভাই, সেও এই কলেজের ছাত্র ছিল। প্রথম দিন অনুষ্ঠান শেষে বাসায় গেলাম। মোটামুটি ভালই লাগল। প্রথম ক্লাস আজ। ক্লাসে প্রবেশ করলাম অনেকগুলো নতুন মুখ। মনে হচ্ছে অনেকগুলো পাখির মধ্যে আরেকটি নতুন পাখি এসে বসলো। পাখিটা অন্য পাখির দিকে তাকাচ্ছে। আমি সেরকম করেই বসলাম। অন্যদের মুখের দিকে তাকালাম। সবাইকে কী-রকম বড় বড় মনে হচ্ছে। তারপর স্যার ক্লাসে আসলো।

প্রথমদিন স্যার হাসির কথা বললেন। হাসতে হাসতে পেট ব্যাথা হয়ে গেলো। কিন্তু বেশি হাসলে কষ্টের পরিমাণ বেশি হয়। সেরকম হলো বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে পার হতে হতে। নিয়মের মধ্যে থাকলে সাময়িক কষ্ট হয় অবশ্য এর ভালো ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অপেক্ষা করতে হয়। যত দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে একটি পাখির খাঁচার ভেতর ঢুকে যাচ্ছি। বিভিন্ন নিয়ম, গেটে চুল ধরছে, আনন্দ প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে না। মনে মনে কলেজ সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা চলে আসছে। খারাপের ভিতরে ভালো না, তা নয়। স্যারদের পড়াশুনার দক্ষতা অসাধারণ। কিন্তু ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে দিতে নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হতে থাকে। মানুষ সব সময় ভালো জিনিস ভালো ভাবে গ্রহণ করছে না। সেটা এখন না, পরে বুঝবো। এই ভাবে চলে গেলো দুটি বছর।

আজ কলেজের শেষ দিন। মনে হচ্ছে বুকের ঠিক একটা কিনারে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে। বড় একটি জিনিস রেখে চলে যাচ্ছি। যেটাকে খারাপ ভেবেছি যেটার আড়ালে ছিলো অসাধারণ ভালো, যেটা এ সময়ে ধরা যায় না, সময়টা হলে ধরা যায়। আজ সময়টা শেষ তাই এটা ধরা পড়েছে।

H.S.C Exam শেষ, ফলাফল পাওয়ার জন্য গেটে ঢুকলাম। আজ কেউ বলছে না- এই ছেলে, এদিকে এসো। চুল এত বড় কেন? দাও তোমার আইডি কার্ডটা। কালকে চুল কেটে আসবে। এই কথাটা কেউ বলছেন না। মনে হয় সেটা হলে ভালো হতো। রেজাল্ট বোর্ডে রেজাল্ট টানানো হচ্ছে। আমি আমার রোল খুঁজছি। অন্যেরা দেখছে আর চিৎকার দিচ্ছি ফাইভ। আমি যদি পেতাম! ৩১৭৫৯ দেখ GPA-5. তার মানে আমি পেয়েছি। দুই বছর কষ্টের ফল মনে হয় এই GPA-5

পরিবর্তন

আরিফুল হক আদনান
রোল: ৩২৪৪৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
শ্রেণি: উচ্চমাধ্যমিক

জীবন সাগরের দু একটি সোপান পাড়ি দিয়েই এমন এক পর্যায়ে আমি এসে পৌঁছেছি সেখান থেকে আমার আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না। ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ায় মনযোগী ছিলাম না। তবে আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়ী হব, লেখক হব, আরো কত কী? এত আশা নিয়েও আমার লেখাপড়ায় মন বসত কম, কল্পনার রাজ্যে ভাবতাম কেমনে লেখাপড়া করা যায়। আর সেই আমি এখন নিজেকে চিনতেই পারি না। এখন ভাবি আমি আজ যেই পথের পথিক, সেই পথ যদি অনন্তকাল ধরে এমনি চলত.....আর আমার হারিয়ে যাওয়া এসব স্বপ্নের পুনর্জীবিত হওয়ার মূলমন্ত্র হলো ঢাকা কমার্স কলেজ। মাধ্যমিক পরীক্ষার সাদামাটা ফলাফলের পরও উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্যের আশায় বুক বাঁধতে হয় আমাকে। আর এ জন্যই সুদূর চট্টগ্রাম থেকে আমার ঢাকা কমার্স কলেজে আসা। বন্ধুমহলের পরিচিত অন্যতম নাম ছিল আমার। তারা সকলেই অবাক হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজে আমার ভর্তি হওয়া শুনে। কারণ আমি কম জানলেও তারা জানত ঢাকা কমার্স কলেজ কত বিখ্যাত এক পরিবারের নাম, ভর্তির পর আমিও উপলব্ধি করতে থাকি, এখন আমি কেমন সম্ভাবনার পথিক। এখন আমি সত্যিই অনুভব করি এসব কিছুর অন্যতম উৎস হলো আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজে এসে আমার জীবন খুঁজে পেয়েছে তার হারানো তরী। আমি খুঁজে পেতে শুরু করেছি নিজেকে। বাঁধতে শুরু করেছি স্বপ্ন। বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছি নিজের স্বপ্নকে। এখানে আমার ভালো লাগার শেষ নেই...। এখনকার অসাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অক্লান্ত শ্রম সাধনার পাশাপাশি উপযুক্ত

নির্দেশনা, নিজস্ব চেষ্টার ফলে আজ কলেজ জীবনটাকে আমি ব্যাপকভাবে উপভোগ করছি। আর এওকী আমার দ্বারা সম্ভব; হবে না কেন, যে শুধু G.P.A-5 প্রাপ্তদের বিবেচনায় না এনে কোনমতে A প্রাপ্তদেরও সুযোগ দিয়েছে নতুন স্বপ্ন বাঁধার, G.P.A-5 পাওয়ার, তাতো একমাত্র এ কলেজ। আমার দেখা বাংলাদেশের একমাত্র এ কলেজে এটিই যেটি বিভিন্ন মানের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অধিক হারে স্বপ্নের জালকে বাস্তবে বুনে, আমার জ্ঞান বলে এটিই হলো বাংলাদেশের অন্যতম সুশৃঙ্খল কলেজ, যেখানে সকলেই সমান। তাই আমি আজ খোলা আকাশের দিকে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলি- ঢাকা কমার্স কলেজ, আমার নতুন পরিবার, তুমি আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি তোমাকে ছাড়বো না। ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত। আমার ভবিষ্যৎ জীবন হয়তবা কোনো কুয়াশার ঢাকা স্নিগ্ধ ভোরে, হয়তবা কোনো লাল রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়া আর শিমুলে ঢাকা গ্রীষ্মকালে, কিন্তু তবুও আমি বলব ঢাকা কমার্স কলেজ আমার কাছে মায়ের কোলের শিশু, বৃদ্ধ দাদুর চশমা, গায়ের বধূর নকশী কাঁথা, আমার স্বপ্ন, ভোরের শিশির। তাই আমি আজ বলতে পারি "Impossible is a word which can be found in fool dictionary."

সুশৃঙ্খল জীবন গড়তে বিএনসিসি

কাজী শফিক
রোল: এমকেটি ৮৬১, শ্রেণি: বি.বি.এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ মার্কেটিং বিভাগ
ক্যাডেট আন্ডার অফিসার, বি.এন.সি.সি, ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) হলো বাংলাদেশের একটি আধা সামরিক বাহিনী। ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণদের নৈতিক উন্নয়ন ও তাদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এর শাখা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনসিসিতে যোগ দিতে পারে। বিএনসিসির মূলনীতি হল জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও একতা। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্পস ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনী ১৯২৩ অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি গঠিত হয়। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেনই গ্রুপ ১৬ জন শিক্ষক এবং ১০০ জন ছাত্রকে প্রথম সাহায্যকারী কর্পসের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেন। ১৯২৮ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কর্পস (ইউটিসি) নামে এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এটি ছিল ইউটিসির ১২ টি ইউনিটের একটি।

১৯৪২ সালে একক কোম্পানিতে উন্নত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাসান মাহমুদকে অবৈতনিক প্রতিনিধি কর্নেল হিসাবে কোম্পানির ভার দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালে এর নাম বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার প্রশিক্ষণ কর্পস এ পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৬ সালে প্রথম বার্ষিক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে ৬২৫ ক্যাডেট এবং ৪১০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে এই কোম্পানি ব্যাটালিয়ন হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ৩০শে জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে ইউটিসি এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দেয়, কিন্তু বিক্ষোভ এর ফলে ১৯৬৬ সালে আবার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের পর তার ক্যাডেট কর্পস অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু "বাংলাদেশ ক্যাডেট কর্পস" নামটি পাকিস্তান ক্যাডেট কর্পস এর জন্য প্রতিস্থাপিত হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বন্ধ ছিল। ৩১ শে মার্চ ১৯৭৬ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিনটি পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে, একটি সরকারি আদেশ দ্বারা ইউটিসি, বিসিসি এবং জেসিসিদের সংগঠিত করে বিএনসিসি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বিএনসিসি কতগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়:

১. যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, তাদের মাঝে নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির বিকাশ, দেশের কল্যাণে আগ্রহী মনোভাব গঠন ও সর্বোপরি নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা।

২. দেশ ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে, দুর্যোগ ও সংকট উত্তরণে সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবী (এক বাহিনীর) যুবশক্তি গড়ে তোলা।

৩. দেশগড়া ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও চেতনাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া।

৪. প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ দেশের সকল পরিমণ্ডলে নেতৃত্ব দানের সুযোগ নাগরিক রূপে ছাত্রসমাজকে গড়ে তোলা।

৫. ছাত্র-ছাত্রীদের সাময়িক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশ প্রতিরক্ষার কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো। বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়তার জন্য ২য় সারির বাহিনী রূপে প্রস্তুত থাকা।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা লগ্নের পর থেকে বিএনসিসি নেভাল উইং প্লাটুন দ্বারা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্লাটুনের দায়িত্বে রয়েছেন বি,টি,এফ ও (লেফটেনেন্ট)। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় অভাবনীয় সাফল্যের পাশাপাশি নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলির বিকাশ, দেশের কল্যাণে ত্যাগী মনোভাব গঠন, নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে ক্যাডেটদের প্রাথমিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি আই.এস.এস.বি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও কলেজের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ভোজসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বিএনসিসি দায়িত্ব পালন করে।

হৃদয়ে গাথা কত স্মৃতি আঁকা

মোঃ সাব্বিউল ইসলাম শুভ
রোল-এফ ১০৫১, বি.বি.এ
(অনার্স)-২য় বর্ষ
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

প্রজ্জ্বলিত শিখার মতো অবলীলায় আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে যাচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতা দান করে, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য, পাশাপাশি একটি জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর এই রকম আত্মনির্ভরশীল শিক্ষাই আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষ গড়ার কাজে চিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সময় আর নদীর স্রোত কখনও অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে ঢাকা কমার্স কলেজ ২৫ বছর পার করল। দীর্ঘ সাফল্যের পথ চলায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে এই কলেজ। তবুও এখনো সামনে রয়েছে দীর্ঘপথ। ১৯৮৯ সালে মাত্র ১৫৫০ টাকা নিয়ে শুরু করা হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে এ কলেজের নির্মাণ কাজ যেন বিশাল তাজমহল।

ঢাকা কমার্স কলেজ সুশিক্ষিত, বিজ্ঞ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৬ সালে একবার এবং ২০০২ সালে ২য় বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা কমার্স কলেজে কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরিকল্পিতভাবে পাঠদানের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্সপ্লান সরবরাহ করা হয়। কলেজে রয়েছে একদল নিবেদিত প্রাণ শিক্ষাবান্ধব শিক্ষক। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিদিন কলেজে আসতে হয় এবং সকাল ৭.৫৫ মিনিটের মধ্যে নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে কলেজে প্রবেশ করতে হয়। তাদেরকে সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন নির্ধারণ করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সিটে বসতে হয়। এটি দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাতীয় দিবসের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করে, সেগুলো হল: শিক্ষকদের বনভোজন, অমর একুশে পালন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন পালন, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিদায় সংবর্ধনা, নবীন বরণ, ওরিয়েন্টেশন, ইফতার পর্টি, ফলাহার, ঈদ পুনর্মিলনী, নৌ-ভ্রমণ, সুন্দরবন ভ্রমণ ইত্যাদি। ঢাকা কমার্স কলেজ এর বার্ষিক ভোজে কলেজের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিদের নিয়ে কলেজে প্রতি বছরেই এই আয়োজন করা হয়, যা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আয়োজন করে বলে আমার জানা নেই। এছাড়াও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম, সেগুলো হল: ১. সাধারণ জ্ঞান ক্লাব; ২. সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ো-এ আন্তর্জাতিক শ্লোগান নিয়ে "জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো ও স্বাবলম্বী হও" এই থিম নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক রোটার‍্যাক্ট ক্লাব; ৩. জ্ঞান, শৃঙ্খলাএকতা-এই মূলমন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বি.এন.সি.সি) নৌ শাখা; ৪. আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব; ৫. ডিবেটিং সোসাইটি; ৬. নাট্য ক্লাব; ৭. নৃত্য ক্লাব; ৮. আবৃত্তি পরিষদ; ৯. সংগীত পরিষদ ও ১০. কণিকা (ব্লাড ডোনেশন ক্লাব)। কলেজে রয়েছে বিভিন্ন ক্রীড়া টিম। সব মিলিয়ে এটি শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ডের একটি আদর্শ কলেজ।

আমি ২০১০ সালে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই, ২০১২ সালে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বর্তমানে আমি এই কলেজে ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং বিভাগে অনার্স ২য় বর্ষে অধ্যায়ন করছি। আমি কলেজ থেকে অনেক কিছু লাভ করেছি, আমার মনে হয় আমি এখানে না আসলে আমার জীবন অপূর্ণ থেকে যেতো। আমি ৩টি ক্লাব ও ২টি ক্রীড়া দলের নেতৃত্বে থেকে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব উপভোগ করেছি। সকল শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতিকে আমি বেছে নিয়েছি আমার নিজস্ব কথন হিসেবে। তাদেরই কথা সদা আমার হৃদয়ে অনুসরণ ঘটে। আমি আমার শিক্ষকদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমি দেখেছি আমাদের শিক্ষকরা নীতিতে যেমন কঠোর, তেমনিই আচরণে বন্ধুত্বসুলভ, যেটা একজন ছাত্রের জন্য খুবই কাম্য। কর্ম উপযোগী কর্মী বানাতে কত ব্যস্ত আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কারিগরেরা। তাদের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনায় জীবন হয়ে ওঠে আলোকিত, তখন থাকবে না কোনো দুঃখ আর শিক্ষার্থী তখন ধীর লয়ে গড়ে ওঠে একজন উচুতলার আলোকিত মানুষ হিসেবে।

সর্বোপরি বলা যায়, ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা, সাহিত্য, ক্রীড়াঙ্গন ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে একটি অনন্য নাম। ঢাকা কমার্স কলেজ জাতি গঠনে ও জাতিকে সুশিক্ষিত রুচিশীল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সৎ ও দায়িত্বশীল মানুষ গঠনের মাধ্যমে মেধা ও মননের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল স্থাপন করার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ অন্যতম।

জীবন সংগ্রামে সাফল্য

ফারজানা সুলতানা রজনী
উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

প্রত্যেক বাবা-মায়েরই তাদের সন্তানদের নিয়ে খুব সুন্দর স্বপ্ন থাকে। তেমনি আমার বাবা-মায়েরও স্বপ্ন তাঁদের ছেলে-মেয়ে যেন বড় হয়ে এই কঠিন জীবন সংগ্রামে সফল হতে পারে। আমিও চাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে। অভাব কী তা আমি কখনো বুঝিনি। কারণ আমার বাবা-মা আমাকে বুঝতে দেয়নি। কিন্তু নিয়তির কঠিন বাস্তবতা মানতে হয়। আমার এস.এস.সি পরীক্ষার মাত্র বার দিন আগে বাবার বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে, মানে আমাদের সব ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। আমি জানতে পেরে কোনো দিশা খুঁজে পাইনি, তারপর আবার সামনে পরীক্ষা। তাছাড়া অষ্টম শ্রেণি থেকে ইচ্ছা আমি ঢাকা কমার্স কলেজে পড়াশুনা করব। আমি মনে মনে ভাবলাম মনে হয় পড়া লেখা হবে না। যা হোক আমি এস.এস.সি পরীক্ষা দেই অনেক কষ্ট করে, তারপর রেজাল্ট আসে। যা আশা করেছিলাম, তা হয়তো পাইনি, তবে ভেঙে পড়িনি। অনেক কষ্ট করে, বাবা মাকে রাজি করিয়ে এই কলেজে ভর্তি হই। যেদিন এ কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, সেই দিনই শপথ নিয়েছিলাম ভালো রেজাল্ট নিয়ে বের হব।

অনেক কষ্ট করে আমার লেখাপড়ার খরচ চালানো হয়। এই কলেজে এসে আমার চিন্তাধারা এতটাই পরিবর্তন হয়, যা আমার আগে ছিল না। এই কলেজে ইংরেজি বিভাগের মাকসুদা শিরীন ম্যাডাম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের বদিউল আলম স্যার, আর শামসাদ শাহজাহান ম্যাডামের অসাধারণ লেকচার আমার পড়াশুনার আগ্রহই বাড়িয়ে তোলে। আমার একটাই ইচ্ছা আমি অনেক পড়াশুনা করে জীবন সংগ্রামে সফল হতে চাই। তাতে আমার কলেজ আমাকে অনেক এগিয়ে দিবে। আমি 'চ্যালেঞ্জ' করে বলতে পারি, এ কলেজে এসে যেকোনো শিক্ষার্থী তার লেখাপড়ার প্রতি ভয়ভীতির ধারণা পাল্টে ফেলবে। তারা গ্রহণ করবে 'চ্যালেঞ্জ'। তা হবে তাদের ভবিষ্যতের পথ দেখানোর সুবিস্তৃত পথ। এত কষ্টের ভিতর দিয়ে পড়াশুনা করে আসলেই এই একটি সুখ আমার জীবনে আছে, তা হল আমি ঢাকা কমার্স কলেজে পড়াশুনা করতে পারছি।

শিক্ষকবৃন্দ নিজ নিজ গুণ দিয়ে আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেন। তাছাড়া নাম জানি না বা চিনি না এমন অনেক স্যার ম্যাডাম আছেন, যারা আমাদের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন শুধু ভালো রেজাল্টের জন্য। আমার জীবনের লক্ষ্যে আমি পৌঁছাতে পারব এই কলেজের মাধ্যমে তা আমার বিশ্বাস। আমার জীবনের এখনো অনেকটা পথ বাকি, তবে পিছনে ফেরার নয়। এগিয়ে যাবার। সবার কাছে দোয়া চাই।

সূর্য রশ্মি

আশরাফি রাইসা জীম
রোল: ৩০০৭৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪
উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

ঢাকা কমার্স কলেজ যেন সূর্যের এক আলোক রশ্মি। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন এবং আশার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। খুব ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল এ কলেজের একজন ছাত্রী হবার। শুধু আমার নয়, আমি বিশ্বাস করি সারা বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার অজস্র শিক্ষার্থীর স্বপ্ন এই ঢাকা কমার্স কলেজের একজন শিক্ষার্থী হবার। তার প্রমাণ আমি পাই যখন শুনি প্রতিটি শাখার বহু শিক্ষার্থী ঢাকা শহরের বাইরে থেকে এসেছে। কেবল এ কলেজে পড়ার জন্যে তারা পরিবারের বন্ধন ও মায়া ছেড়ে কলেজ ডরমেটরি কিংবা কোনো হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করছে। সারাদেশ থেকে এতো জন শিক্ষার্থী যে শুধু পড়াশোনার দিকটার কথা চিন্তা করে আসে এ কলেজে তা কিন্তু মোটেই নয়। এ কলেজে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমকে দেয়া হয় সমান গুরুত্ব। কলেজের রয়েছে বিভিন্ন ক্লাব।

যার ফলে যেকোনো শিক্ষার্থী তার আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে আরও বেশি জানার সুযোগ পাচ্ছে। এর পাশাপাশি আরও রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি'র নেভাল উইংস এর প্লাটুন। আর সাথে সাথে প্রতি বছর নৌভ্রমণ, বার্ষিক ভোজ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের মতো আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান তো আছেই! তাই এ কলেজে শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পূরক কার্যাবলিকে অনুপ্রাণিত করা হয় দারুণভাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও কলেজের শিক্ষকদের কাছ হতে এ ব্যাপারটিতে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি। কলেজের বিভিন্ন ক্লাবসমূহে তো সদস্য হয়েছিই পাশাপাশি কাজ করছি কিশোর আলো, সোশ্যাল বিজনেস ইয়ুথ এল্যায়েন্স গ্লোবাল, ইউনাইটেড ন্যাশনস ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন সংগঠন-এ। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমের কারণে আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হতে সক্ষম হয়েছি। ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণে অনন্য প্রতিষ্ঠান। ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সামাজিক সংগঠন। এখানকার শিক্ষকরা যেনো সমাজসেবক এবং শিক্ষার্থীরা যেনো সমাজসেবকদের সৈনিক।

আর কি তাকে পাব ফিরে

মাহামুদুল হাসান নাবিল
রোল : ৩২২২৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

ঢাকা কমার্স কলেজ নামটি শুনলেই আমার মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে কয়েকটি বছর। মনের দেয়ালে ভেসে বেড়ায় কত শত অব্যক্ত অনুভূতি। দিবসের শুরুটা হয়েছিল একাদশ শ্রেণি থেকে। তাই সে হিসেবে একটি বছর পার করেছি। তখন ভাবতাম শিক্ষাকরা বুঝি বাঘের মত। শিক্ষকরা শাসক আর আমরা শোষিত প্রজা। বড্ড ভয় পেতাম তাদের। কিন্তু সেই ভয়ার্ত পরিবেশের মাঝে ধীরে ধীরে উপরের ধাপে উঠতে লাগলাম। অনেক কিছু বোঝতে শিখেছি, জানতে শিখেছি শিক্ষকরা কত বড় বন্ধু হতে পারে। প্রতিদিন কলেজে আসতাম শুধু শিক্ষকদের মুখখানি দেখার জন্য। প্রায় প্রতিদিন তাদের মুখে শুনতাম ভর্ৎসনা, তবুও সেটাকেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত। শিক্ষকরা ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মজার অনুভূতির সাথে তাই মিশে আছে শ্রদ্ধাভরা অনুভূতি। আমাদের শিক্ষার্থী উপদেষ্টা স্যারকে অনেক ভয় পেতাম। কিন্তু তিনি যে কতটা রসিক মানুষ, কতটা কোমল তাঁর মন, ধীরে ধীরে তাও বুঝতে পারি। সবচেয়ে মজা হত, নতুন শিক্ষক আসলে তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ব্যতিব্যস্ত করতাম। আমি ছিলাম বন্ধু বৎসল। আমাদের ছিল এক বিরাট গ্রুপ। অবশ্যই দুষ্টামির, তবে ভাল কাজও করতাম মাঝেমধ্যে। এক সাথে নামাজ পড়া, ফুটবল খেলতে যাওয়া, মজা করা, সব কিছুই করতাম। প্রতিদিনই কলেজে আসতাম। কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, ডিবেট ক্লাব সবকিছু মনে অসম্ভব এক ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের সৃষ্ট করে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিষ্ঠান হল আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজ। যার প্রত্যেক শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। আর কখনো ক্লাস ক্যাপ্টেন হয়ে বোর্ডে শিক্ষকদের নাম লেখা হবে না। আর হয়তোবা শোনা হবে না স্যারদের দূরদর্শী কথা। আর হয়তোবা শোনা হবে না ভর্ৎসনা, আর হয়তোবা চার দেয়ালের শাসনে আবদ্ধ থাকব না, আর কখনো হয়ত ওযু করার সময় পানি ছিটাছিটি করব না। কেন হবে না? যদি টাইম মেশিন থাকত তবে দুইটি বছর পেছনে চলে যেতাম। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের বন্দি করে রেখেছে। কত মধুর, কতটা তিক্ত স্মৃতি জমে আছে হৃদয়ে তা লিখতে অনন্তকাল পার হয়ে যাবে। বিদায় বেলায় হয়তোবা চোখের কোণে দু এক ফোঁটা অশ্রু ঝরবে, কিন্তু মনের ক্রন্দন তো এখনই শুরু হয়ে গেছে।

গর্ব

নাজিবুল হায়দার চৌধুরী
ফিন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
কো-অর্ডিনেটর
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন
সাধারণ সম্পাদক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজে আমার যাত্রা শুরু ১৯৯৭ সালে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির মাধ্যমে। প্রথমে কলেজের নিয়ম-কানুন পালন কঠোর মনে হতো। নিয়মিত ক্লাস টেস্ট, মাসিক পরীক্ষা, টার্ম পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রথম ভয় পেতাম। কিন্তু নিয়মিত পড়াশোনা করতাম। পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম এই জন্যই আমার জীবনে সফলতা আসে। এসএসসিতে ২য় বিভাগ পেয়ে আমি ঢাকা কমার্স কলেজের বদৌলতে এইচএসসি-তে ১ম বিভাগ, অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৩য় এবং মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করি। এ কলেজের থেকে অর্জিত শিক্ষা আমাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা উন্নয়ন ব্যাংক 'এডিবি' তে চাকরি লাভের সামর্থ্য দিয়েছে। কলেজের স্যাররা সর্বদা ছাত্রদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। নিয়মানুবর্তিতা এ কলেজের প্রধান স্তম্ভ। সর্বোপরি কলেজের প্রশাসন ও গভর্নিং বডি এই কলেজের ছাত্রদের যুগোপযোগী করে তুলতে যে নিরলস পরিশ্রম করছেন তা তুলনাহীন। আমি এ কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে গর্ববোধ করি।

শিক্ষাঙ্গনের নক্ষত্র

মামুনুর রহমান সেতু
রোল নং : এএম ৩৪৪
শিক্ষাবর্ষ; ২০১১-১২
এম.বি.এস শেষপর্ব, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা বাড়ায় নলেজ,
শিক্ষাঙ্গনের নক্ষত্র এই ঢাকা কমার্স কলেজ।
দেশব্যাপি এর সুনাম আছে, ফলাফলেও এগিয়ে।
ঢাকা কমার্স কলেজ জাতি গড়ে, সুশিক্ষা দিয়ে।
শৃঙ্খলাতে নেই কোনো ছাড় মজবুত এর প্রশাসন,
নিয়ম ভাঙলে উপায় নেই, কঠোর এর শাসন।
খেলাধূলা, বিতর্ক আর কালচারালেও এগিয়ে।
সবকিছুতেই সুনাম আছে এর যোগ্যতা নিয়ে।
বিনোদন, আর পড়াশুনা, নেই কিছুতেই পিছিয়ে
ঢাকা কমার্স কলেজ চলছে সবার ভালোবাসা নিয়ে।

আমরা শোকাহত

আজ ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী ২০১৪। এক সময় যাদের উৎফুল্ল পদচারণা ছিল ঢাকা কমার্স কলেজে, তাদের অনেকেই আজ পরিবারকে কাঁদিয়ে নশ্বর বিশ্বের মায়া ত্যাগ করে চিরবিদায় নিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও সুহৃদ এবং শুভানুধ্যায়ী। তাঁদের স্মৃতিচারণ আজকের আনন্দধারায় আমাদের হৃদয়ে করুণ রেখাপাত করছে। আজ শোকাহত আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যাঁরা ইতোমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ
আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন

ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ
প্রফেসর
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন

মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা কমার্স কলেজ
অধ্যক্ষ, ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজ
২৪ মার্চ ২০১৩ হৃদরোগে মৃত্যু

শিক্ষক

মোঃ নুর হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
২৯ ডিসেম্বর ২০১১ হৃদরোগে মৃত্যু

তৃষ্ণা গাঙ্গুলী
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু

কর্মচারী

সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ
নিরাপত্তা প্রহরী
৫ ডিসেম্বর ২০১১ হৃদরোগে মৃত্যু

মোঃ হযরত আলী
নিরাপত্তা প্রহরী
১৭ জানুয়ারি ১৯৯৯ লিভার সমস্যায় মৃত্যু

ছাত্র-ছাত্রী

শিক্ষার্থী রক্তিম (রোল: ৫১) সোহেল (রোল: ৭০), আশিক মাহমুদ শুভ (রোল: ৯৯), খালিদ আহমেদ (রোল: ৪৬৪), সাব্বির আহম্মেদ (রোল: ১১৬১), ইয়াসির কাবেরী (রোল: ১৩৮২), তুষার গমেজ (রোল: ১৫৮২), সাইফুল ইসলাম (রোল: ২৫৮৯), নিশা (রোল: ৪৩৫৬), তটিনি (রোল: ৪৩৫১), রুমেল, জুয়েল (ফিন্যান্স ৩য় বর্ষ), নিমতলী অগ্নিদুর্ঘটনায় পরিবারের ১৩ জনসহ ইমরান দিদার (২০০২৩), নাসির উদ্দিন (২২৯৮৬), কামরুল হাসান (ব্যবস্থাপনা সম্মান ২য় বর্ষ), মাহফুজুর রহমান (মার্কেটিং সম্মান), রকিবুল হাসান পলাশ (মার্কেটিং সম্মান), তারিকুল ইসলাম (একাদশ, ৭ মার্চ ২০১২), সাইদুল ইসলাম (দ্বাদশ, ৮ জুন ২০১২, মাধবকুন্ড জলপ্রপাতে), শাওন আহম্মেদ (দ্বাদশ, ৮ জুলাই ২০১২, সড়ক দুর্ঘটনা) পরপারে চলে যাওয়া আরো অজ্ঞাত অনেক শিক্ষার্থী।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : গুণীজন সম্মাননা ২০১৪
পরিশিষ্ট-২ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা পূর্ব একটি সভার কার্য বিবরণী
পরিশিষ্ট-৩ : প্রাইমারি স্কুলে কলেজ পরিচালনার আবেদনপত্র
পরিশিষ্ট-৪ : শিক্ষা বোর্ডে অনুমোদনের জন্য আবেদন
পরিশিষ্ট-৫ : সরকারি অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকারনামা
পরিশিষ্ট-৬ : প্রথম সভার রেজুলেশন
পরিশিষ্ট-৭ : কলেজের প্রথম প্রচারপত্র
পরিশিষ্ট-৮ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম
পরিশিষ্ট-৯ : কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি
পরিশিষ্ট-১০ : প্রথম অ্যাকাডেমিক কমিটি
পরিশিষ্ট-১১ : ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন যাঁরা করেন
পরিশিষ্ট-১২ : সাংগঠনিক কমিটি
পরিশিষ্ট-১৩ : নির্বাহী কমিটি
পরিশিষ্ট - ১৪ : প্রথম পরিচালনা পরিষদ (এডহক)
পরিশিষ্ট - ১৫ : প্রথম পরিচালনা পরিষদ (নিয়মিত)
পরিশিষ্ট - ১৬ : দ্বিতীয় পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৭ : তৃতীয় পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৮ : চতুর্থ পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৯ : পঞ্চম পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ২০ : ষষ্ঠ পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ২১ : সপ্তম পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ২২ : অষ্টম পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ২৩ : পরিচালনা পরিষদে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা
পরিশিষ্ট - ২৪ : ডোনারদের নামের তালিকা
পরিশিষ্ট - ২৫ : ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ
পরিশিষ্ট - ২৬ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সহযোগীবৃন্দ
পরিশিষ্ট - ২৭ : গুণীজন সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষে)
পরিশিষ্ট - ২৮ : প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষে)
পরিশিষ্ট - ২৯ : প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষে)
পরিশিষ্ট - ৩০ : গুণীজন সম্মাননা ২০১০ (দুদশকপূর্তি উপলক্ষে)
পরিশিষ্ট - ৩১ : রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কমিটি ২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ গুণীজন সম্মাননা ২০১৪

পরিশিষ্ট-১

গুণীজন সম্মাননা-২০১৪
ঢাকা কমার্স কলেজ

ব্যবসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পর্যায়ে কলেজটি দুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ইতোমধ্যে গৌরবের ২৫ বছর অতিক্রান্ত করেছে। ৭ নভেম্বর ২০১৫ ঢাকা কমার্স কলেজ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে রজত জয়ন্তী-২০১৪ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে।

যেসব ত্যাগী, নির্লোভ, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরশকাঠির ছোঁয়ায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাঁদের নিরলস শ্রম, প্রচেষ্টা ও নিবিড় তদারকির ফলে কলেজটি আজ পরিণত হয়েছে অনুকরণীয় মডেলে, কলেজের বর্তমান কর্তৃপক্ষ দেশ ও জাতির সেসব প্রথিতযশা মহান ব্যক্তিদের সবসময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তাঁদের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি-২০০১ উপলক্ষে বাণিজ্য শিক্ষার পথিকৃৎ ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'ঢাকা কমার্স কলেজ গুণীজন সম্মাননা-২০০১' প্রদান করা হয়। একইভাবে কলেজের দুদশক পূর্তি উপলক্ষে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'ঢাকা কমার্স কলেজ গুণীজন সম্মাননা-২০১০' প্রদান করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় কলেজটির সফলতার ২৫ বছর উপলক্ষে 'ঢাকা কমার্স কলেজ গুণীজন সম্মাননা ২০১৪' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২০১৪ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষাবিদ হিসেবে ৬ জন, বিজনেস লিডার হিসেবে ২ জন, ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স ব্যক্তিত্ব হিসেবে ২ জন, সি.এ এবং আই.সি.এম.এ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ২ জন, কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠাতা ও জিবি সদস্যদের মধ্যে ১০ জন, শিক্ষকদের মধ্য থেকে কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ১৪ জন এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ৩ জন শিক্ষককে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দিচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজের শুভানুধ্যায়ী, প্রতিষ্ঠাতা, জিবি সদস্য ও শিক্ষকদের মধ্যে থেকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন ও পরিচয় এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো:

শিক্ষাবিদ হিসেবে সম্মাননা ২০১৪

১. প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. হাবিবুর রহমান

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.কম. (ঢাকা), পিজিডি-ইন-বিএম (লন্ডন), পিএইচডি (ডারহাম)

কর্মজীবন: অনারারি প্রফেসর, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন ডিন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড; প্রাক্তন ডিন, স্কুল অব বিজনেস, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক চেয়ারম্যান, শিল্পঋণ সংস্থা এবং এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ও ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

প্রকাশনা: শিল্পোদ্যোগ, শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ, মাধ্যমিক ব্যবসায় উদ্যোগ, উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, কর্মী পরিকল্পনা-শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন, মার্কেট মেকানিজম ফর গুডস্ প্রডিউসড্ বাই স্মল এন্টারপ্রাইজ, প্রোডাক্টিভিটি থ্রু পিপল ইন দি এজ অব চেঞ্জিং টেকনোলজি, জাপান বাংলাদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ/আর্টিকেল এর প্রণেতা।

২. প্রফেসর এ. এ. এম. বাকের

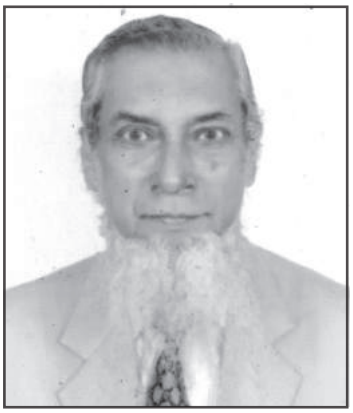

পিতা: মরহুম মঞ্জুর আলী আহাম্মদ
মাতা: মরহুমা আমিরুন্নেছা
জন্ম তারিখ: ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম: কুরেরপাড়, থানা: মুরাদনগর সদর (উত্তর), জেলা: কুমিল্লা।
বর্তমান ঠিকানা: বাসা নং-ই/২, ভবন নং-৩০, সড়ক নং-৭, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.কম., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.বি.এ., ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, ব্লুমিংটন, ইউ.এস.এ।
প্রশিক্ষণ: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর অর্থায়নে বিএমইটি, ১৯৭৩।
কর্মজীবন: উপাচার্য, দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি, ২০১০ থেকে অদ্যাবধি; পরিচালক, আইবিএস, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১-২০০৫; প্রফেসর অব অ্যাকাউন্টিং, নর্দান ইউনিভার্সিটি, ২০০৬-২০০৯; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০-২০০১; প্রাক্তন ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কুষ্টিয়া কলেজ, ১৯৫৭-১৯৬০।
আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে বিএমইটি প্রজেক্ট-এর অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্টের ৫/৬টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন।
প্রকাশনা: কর্পোরেট সেভিংস; অ্যাকাউন্টিং ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি; ম্যানেজমেন্ট ফর সেলফ্-রিলায়েন্স প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

৩. অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য

পিতা: স্বর্গীয় শচীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য
মাতা: স্বর্গীয় হিরণী বালা দেবী
জন্ম তারিখ: ১ নভেম্বর ১৯৪১
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর- ভট্টাচার্য পাড়া, থানা ও জেলা- কিশোরগঞ্জ।
বর্তমান ঠিকানা: ৪৪/১, রহিম স্কয়ার, নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, টাওয়ার-এ, ফ্ল্যাট # ৯/এ-১, নিউমার্কেট, ঢাকা- ১২০৫।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.কম (ব্যবস্থাপনা); পিএইচ.ডি. (অর্থনীতি)।
প্রশিক্ষণ: গবেষণা পদ্ধতি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা।
কর্মজীবন: উপাচার্য (অনারারি), ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রকল্প পরিচালক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; টিম লিডার, স্পনসরড্ বাই এডিবি, আইএলও, ইউএনডিপি, ড্যানিডা, এমডিসা, সিডা, আইডিআরসি, জাইকা, এডিপা, কেয়ার বাংলাদেশ; টিম লিডার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট অব ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডেড এগ্রিকালচার সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট; কনসালটেন্ট, মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অব দি প্রজেক্ট এফএসপিডিএসএমই, বাংলাদেশ ব্যাংক; প্রভাষক, কমার্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মুক্তিযুদ্ধ: মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রশাসক ও হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন। ঐ সময়ে 'দি পিপল' পত্রিকায় বাণিজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। বিভিন্ন ক্যাম্পে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার কাজে প্রণোদনা দান।
পুরস্কার: বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে শিক্ষায় সিপাপ জাতীয় স্বর্ণপদক অর্জন এবং ২০০০ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন।
আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং একাধিক কর্মশালা ও সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি অভিসন্ধর্ভ মূল্যায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন।
প্রকাশনা: আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে তিনটি ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি ও রুশ) কারেন্ট সোশ্যাল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক ইস্যুর ওপর শতাধিক প্রকাশনা রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে ১৯৬৭ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণার আগ্রহের প্রধান বিষয়গুলো হলো- প্রোডাক্টিভিটি ম্যানেজমেন্ট, কনডাক্টিং বেসলাইন স্টাডি, মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অব ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অ্যামপ্লয়ি ডাটাবেস সিস্টেম।

৪. অধ্যাপক মো. মঈনউদ্দীন খান

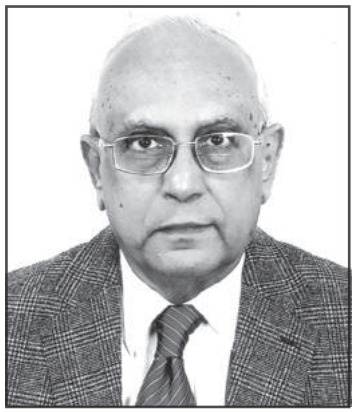

পিতা: মরহুম মো. ইয়াসিন
মাতা: মরহুমা ফুল বেগম
জন্ম তারিখ: ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
স্থায়ী ঠিকানা: ১৮ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১১০০ ।
বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং-সি-৩, 'কোরাল', ১৩/৩, ব্লক-এ, আওরঙ্গজেব রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম. (অনার্স) ইন কমার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২; এম.কম. ইন অ্যাকাউন্টিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ ।
প্রশিক্ষণ: উচ্চতর গবেষণায় প্রশিক্ষণ, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; রিসার্চ মেথোডলজি অ্যান্ড কম্পিউটার স্কিলস্, ইউএসএ, ১৯৮৭; সোশ্যাল সায়েন্সেস রিসার্চ মেথোডলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০ ।
কর্মজীবন: উপদেষ্টা, আশা ইউনিভার্সিটি; প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, আশা ইউনিভার্সিটি; প্রাক্তন প্রো-ভিসি, আশা ইউনিভার্সিটি; প্রাক্তন প্রো-ভিসি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি; প্রাক্তন ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন সদস্য, ফিন্যান্স কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন এডিটর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ; চিফ এডিটর, আশা ইউনিভার্সিটি রিভিউ; প্রতিষ্ঠাতা এডিটর, জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি; প্রতিষ্ঠাতা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, ইএমবিএ প্রোগ্রাম, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড টিচিং হেড, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি; প্রাক্তন প্রভাষক, কায়েদে আলম কলেজ (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি কলেজ); প্রাক্তন প্রভাষক, কমার্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন প্রবেশনারী অফিসার, হাবিব ব্যাংক লিমিটেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ও বর্তমানেও দায়িত্ব পালন করছেন ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড: সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।
প্রকাশনা: অ্যাকাউন্টিং ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি, কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস, অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস, রোল অব অ্যাকাউন্টিং, ইনকাম স্টেটমেন্ট স্টাডি, প্লানিং কমিশন, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ফিন্যান্সিয়াল ডায়াগনসিস, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, পারফরম্যান্স ইভাল্যুয়েশন ইন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, কস্ট অ্যাকাউন্টিং মেথডস অ্যান্ড টেকনিকস, ক্যাশ ফ্লো প্রোজেকশন, ফিন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রাইজালসহ অনেক গবেষণা নিবন্ধ এবং অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং ভলিউম-১, অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং ভলিউম-২ (ইংলিশ), অ্যাসেনসিয়ালস অব বিজনেস অর্গেনাইজেশন (ইংলিশ), অ্যাসেনসিয়ালস অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানুয়েল ফর অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিংসহ অনেক পাঠ্যবইয়ের রচয়িতা ।

৫. প্রফেসর ড. খন্দকার বজলুল হক

পিতা: মরহুম খন্দকার জনাব আলী
মাতা: মরহুমা সৈয়দা মাহ্ফুজুন নাহার বেগম
জন্ম তারিখ: ১ মার্চ ১৯৪৬
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর- রাজনারায়ণপুর, থানা- বেড়া, জেলা- পাবনা ।
বর্তমান ঠিকানা: করবী-১৫ই, দিগন্ত, ৩ ও ৩এ পরিবাগ, ঢাকা-১০০০ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.কম., (ম্যানেজমেন্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭; পিএইচ.ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক্স), ইনস্টিটিউট অব দি ন্যাশনাল ইকোনমি, মস্কো, ইউএসএসআর, ১৯৮২; পোস্ট ডক্টরাল, কম্পারেটিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বাংলাদেশ-জাপান) ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং ইকোনমিস, টোকিও, জাপান, ১৯৯৩; পোস্ট ডক্টরাল, কম্পারেটিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বাংলাদেশ-ইউএসএ), ইন্ডিয়ানা-পুরডিউ ইউনিভার্সিটি, সিনিয়র ফুলব্রাইট রিসার্চ ফেলোশিপ, ফোর্ট ওয়েন, ইন্ডিয়ানা, ইউএসএ, ১৯৯৪-৯৫ ।
প্রশিক্ষণ: ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ, রিসার্চ মেথোডলজি কোর্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
কর্মজীবন: উপাচার্য, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (অনারারি অ্যান্ড ডেজিগনেট); চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৭-১০); প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড (২০০৯-১৪); সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (১৯৯৭-২০০২); ডিন, ফ্যাকাল্টি অব কমার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৯-১৯৯১); চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৬-৮৯); প্রভোস্ট, জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৬-৯৭); ওয়ার্ডেন, ইন্টারন্যাশনাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪-১৯৮৭); সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩-৮৫, ১৯৯৭-৯৯, ২০১০-বর্তমান); সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩-৭৬, ১৯৮২-৮৫, ১৯৮৫-৮৮ ও ২০১০-বর্তমান); সদস্য, ফিন্যান্স কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩-৮৫, ১৯৮৯-৯১, ১৯৯৭-৯৯); সিন্ডিকেট সদস্য, বুয়েট (২০১০-বর্তমান); সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (২০০৯ ও ২০১০); প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (২০০৯ ও ২০১০), ভাইস প্রেসিডেন্ট, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (২০১২-বর্তমান)।

মুক্তিযুদ্ধ: তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি স্ত্রী, শ্বশুরসহ ৭ জন নিকট আত্মীয়কে হারান।

রাজনৈতিক জীবন: আহ্বায়ক, নীলদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩); সভাপতি, ছাত্রলীগ, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিট (১৯৬৬); সদস্য, কার্যনির্বাহী কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (১৯৬২)।

সেমিনারে অংশগ্রহণ: ৭০টিরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: প্রেসিডেন্ট, সোভিয়েত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফর কনজিকিউটিভ টেন ইয়ারস্ (২০০০-০৯); সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ অ্যাসোসিয়েশনস্, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড; আজীবন সদস্য, আমেরিকান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

প্রকাশনা: বাংলাদেশ, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, ইউএসএসআর, ইউএসএ, তাইওয়ান নেপালসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য জার্নালে ৫০টিরও বেশি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের প্রধান বিষয়গুলো হল- কম্পারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড থিওরিস এবং গভর্নেন্স ইন দি ব্যাংকিং সেক্টর প্রভৃতি।

বিদেশ ভ্রমণ: ইউএসএসআর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইটালি, জার্মানি, পর্তুগাল, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, তাইওয়ান, ও নেপালসহ বিশ্বের ২০টিরও অধিক দেশে তিনি ভ্রমণ করেন।

৬. শান্তি নারায়ণ ঘোষ

পিতা: নরেন্দ্র মোহন ঘোষ, **মাতা:** কনক প্রভা ঘোষ
জন্ম তারিখ: ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪
গ্রামের ঠিকানা: গাড়ারন, শ্রীপুর, গাজীপুর (এখন কোনো অস্তিত্ব নেই)।
বর্তমান ঠিকানা: এ-৩ কর্নেলিয়া, বাড়ি নং-২১, রোড নং-৩, সেক্টর-৫, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম. (অনার্স), প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২-৬৫; এম.কম., (হিসাববিজ্ঞান), প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫-৬৬; এমবিএ, (হিসাববিজ্ঞান ও ফিন্যান্স), ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচিওয়ান, কানাডা, ১৯৭৪।
প্রশিক্ষণ: ট্রেনিং ফর ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজারস্, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়িস, আরবানা ক্যাম্প্যাইন, ইউ.এস.এ.,১৯৮৬; অ্যাডভান্সড ট্রেনিং, ব্যুরো অব ইকনমিক রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯; কেইস মেথড টিচিং, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।
কর্মজীবন: প্রফেসর অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফিন্যান্স; ডিরেক্টর অব রিচার্স, বিইউবিটি; ২০১৩ থেকে অদ্যাবধি; অনারারি প্রফেসর, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ট্রেজারার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯-২০১৩; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, বিডিবিএল, ২ বছর; প্রাক্তন পরিচালক, বিডিবিএল, ৩ বছর; খণ্ডকালীন অধ্যাপক, আইইউবিএটি, পিইউবি, ইউআইইউ, এনইউবি, ইউএপি, এসইউবি, বিওইউ, ব্রাক ইউ, ও আইসিএবি; পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮-২০০০; বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর চিফ কো-অর্ডিনেটর ও কো-অর্ডিনেটর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২-১৯৮৫; অধ্যাপক (সিলেকশন গ্রেড), হিসাববিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২-২০০৯; ভিজিটিং প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি অব উতরা মালয়েশিয়া, ১৯৯২-৯৩; সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬-৯২; সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১-৭৬; প্রভাষক, কমার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮-৭১; প্রভাষক, কমার্স, তোলারাম কলেজ, ১৯৬৭।

পুরস্কার: ম্যাট্রিকুলেশন, উচ্চ মাধ্যমিক, বি.কম. (অনার্স), এম.কম. (হিসাববিজ্ঞান) প্রভৃতি পরীক্ষার রেজাল্টের জন্যে বৃত্তি/পুরস্কার প্রাপ্তি।
রাজনৈতিক জীবন: ছাত্রলীগ-এর ইউনিট গঠন; তাছাড়া ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সম্মতিতে আব্দুল আজিজ বাগমারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার জন্য 'অপূর্ব সংসদ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন।
আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন (এএএ), ১৯৭৩-২০১০ এবং লাইব্রেরি উন্নয়নের দায়িত্বে ২ বছর; আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন (এএএ) কর্তৃক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত; বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক হিসেবে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রজেক্টে দায়িত্ব পালন।
প্রকাশনা: ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (ইংলিশ), ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং (বাংলা ও ইংলিশ), অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টিং (বাংলা), কস্ট অ্যাকাউন্টিং (বাংলা), অ্যাডভান্সড কস্ট অ্যাকাউন্টিং সিমপ্লিফাইড, অডিটিং, বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউনটেন্সিসহ অনেক পাঠ্যবই ও জেনারেল ইন্স্যুরেন্স বিজনেস, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল প্রফিট্যাবিলিটি, প্রাইসিং স্ট্যাটেজি ফর কন্ট্রাসেপটিভ প্রোডাক্টস, চয়েস অব ব্যাংকস্, কাস্টমারস সার্ভিস অ্যান্ড ক্রেডিট পলিসি, ম্যানেজমেন্ট মটিভেশনসহ অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বিজনেস লিডার হিসেবে সম্মাননা ২০১৪

১. মীর নাসির হোসেন

পিতা: মরহুম মীর আকিব হোসেন, **মাতা:** মরহুমা জাহানারা বেগম
জন্ম তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-১৬, রোড নং-৬৮, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম. (অনার্স), এম.কম. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
কর্মজীবন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মীর টেলিকম লি., মীর আক্তার হোসেন লি., মীর সিরামিক লি., মীর হাউজিং লি., বাংলা টেলিকম লি.; চেয়ারম্যান, মীর টেক্নোলজিস, কোলো এশিয়া; পরিচালক, ইস্টার্ন ব্যাংক লি.; উপদেষ্টা, অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি.; সভাপতি, টি.আই.ও.বি এবং সাবেক সভাপতি, এফ.বি.সি.সি.আই।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: সভাপতি, ফরিদপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন; চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, ফরিদপুর ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, মেডিক্যাল কলেজ; আজীবন সদস্য, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন।

২. আফতাব-উল-ইসলাম

পিতা: মরহুম এ.কে.এম তাজুল ইসলাম, **মাতা:** মরহুমা হাসনে আরা ইসলাম
জন্ম তারিখ: ১ জুলাই ১৯৫০
স্থায়ী ঠিকানা: বাসা নং-১৬৭, সিমিটারি রোড, গ্রাম: বিশ্বপুর দ., ডাক: কুমিল্লা-৩৫০০, কুমিল্লা।
বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং- ১৯৬, ব্লক-বি, সাফওয়ান রোড, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম, এল.এল.বি এবং এফ.সি.এ।
প্রশিক্ষণ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সাইপ্রাস, বাহরাইন, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান ও ভারতে বিভিন্ন পেশাদার এবং ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ।
কর্মজীবন: চেয়ারম্যান, এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লি.; সদস্য, গভর্নিং বডি, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আই.বি.এ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, আই.ও.ই (বাংলাদেশ) লি.; চেয়ারম্যান, আই.এম.পি.এ.সি.টি পি.আর (বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক জনসংযোগ সংস্থা)।
পুরস্কার: আইটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক; 'বিজনেস লিডার অব দ্যা ইয়ার' হিসেবে ২০০০ সালে 'র‍্যাপোর্ট ম্যানেজমেন্ট পুরস্কার'।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রোটারি ক্লাব ঢাকা নর্থ; প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলাইন্স (এফইএমএ)।

ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মাননা ২০১৪

১. ইকবাল-ইউ-আহমেদ

পিতা: মৃত জালাল আহমেদ
জন্ম তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৯
বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি- ৬৩, রোড -৫, ডি.ও.এইচ.এস, বনানী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.কম. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আই.বি.বি (পার্ট-১)
কর্মজীবন: উপদেষ্টা, এন.আর.বি ব্যাংক; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাষ্ট ব্যাংক লি. (২০০৩-২০০৯); ডি.এম.ডি, এ.বি ব্যাংক লি. (১৯৮৩-২০০৩); ব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক (১৯৭৩-১৯৮৩) ।
সেমিনার: ১৯৯৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিউইয়র্কের সিটি ব্যাংক স্কুল অব ব্যাংকের ক্রেডিট এ্যানালাইসিস সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সালে ইউ.কে এবং ইউ.এস.এ (বি.আই.এ) কর্তৃক আয়োজিত রিটেইল ব্যাংকিং এর ওপর সিঙ্গাপুরে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ট্রাস্ট ব্যাংক ও এ.বি ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ।

২. এম. শামসুল আলম

পিতা: মৃত মো. খোরশেদ আলম
মাতা: কামরুন নাহার
জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি ১৯৩৭
গ্রামের ঠিকানা: মাধবপুর, পাবনা
বর্তমান ঠিকানা: ১৮, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি. কম (অনার্স), এম.কম (প্রথম শ্রেণি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এ.সি.আই.আই (লন্ডন), চাটার্ড ইন্স্যুরার ।
কর্মজীবন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বিমা কর্পোরেশন, ২০১৪-বর্তমান; সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, ১৯৮৭-২০১৪; সাবেক সিনিয়র বিমা নির্বাহী, সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা; সাবেক সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা; সাবেক সদস্য, পরিচালনা পরিষদ, ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লি.; এছাড়া তিনি আরও অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধীষ্ঠিত ছিলেন ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড: সরকারি ও বেসরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি জড়িত ছিলেন ।

সি. এ এবং আই.সি.এম.এ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মাননা ২০১৪

১. আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাঈম

পিতা: মরহুম এম. ইদ্রিছ
মাতা: চেমন আরা বেগম
জন্ম তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭
গ্রামের বাড়ি: ছাপুর, ভাটশালা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
বর্তমান ঠিকানা: ক্যান্ডেলউড, ফ্ল্যাট-২/এ, বাড়ি-২৭, রোড-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম. (অনার্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৮), এম.কম. (হিসাববিজ্ঞান-১ম শ্রেণি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৯), এম.এস.সি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন), এস্টন ইউনিভার্সিটি, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য (১৯৭৫) ।

পেশাদারি যোগ্যতা: ফেলো চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস); অ্যাসোসিয়েট চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ইন্সটিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস যুক্তরাজ্য ও ওয়েলস); ফেলো চাটার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (অ্যাসোসিয়েট চাটার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টেন্টস) ।
প্রশিক্ষণ: সি.এ, আর্টিক্যালশিপ, লন্ডন, যুক্তরাজ্য । এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ।
কর্মজীবন: পার্টনার, একনাবিন চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস; বর্তমান সভাপতি, ফিনভেস্ট সার্ভিসেস লিমিটেড; বর্তমান সভাপতি, গ্রামীন ফান্ড; পরিচালক, হলি ক্রিসেন্ট হসপিটাল লিমিটেড; সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কে এন্ড টি লজিস্টিকস লিমিটেড; সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্নফুলী গ্রুপ অব কোম্পানীজ; সাবেক জাতীয় বিশেষজ্ঞ, ইউ.এন.ডি.পি; সাবেক প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড: বর্তমান সদস্য, আই.সি.এ.বি; বর্তমান সভাপতি, কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স, আই.সি.এ.বি; সাবেক পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড; সাবেক পরিচালক ও সভাপতি, লিস্টিং কমিটি, চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ; সাবেক পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ।
আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: চেয়ারম্যান, সাফা; সাবেক সদস্য, ইউ.এন.ডি.পি/ওপিএস মিশন ।

২. রুহুল আমীন

পিতা: মৃত আলাউদ্দীন মিয়া, **মাতা:** খাদিজা খাতুন
জন্ম তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫২
স্থায়ী ঠিকানা: রেকাবি বাজার, মুন্সীগঞ্জ ।
বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি-১৪, রোড-২, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.বি.এ, (আই.বি.এ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
কর্মজীবন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বি.এ.এস.ই ক্যামিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড; স্বাধীন পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড; সাবেক সভাপতি, আই.সি.এম.এ.বি; সাবেক সভাপতি, বিজিসিসিআই; সাবেক পরিচালক, ইষ্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডারস লি:, ২০০৮-২০১১; সাবেক পরিচালক, ডিপিডিপি, ২০০৫-২০০৮; সাবেক পরিচালক, ডিএসই, ২০০৫; সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএএসএফ বাংলাদেশ লি:, ১৯৮৩-২০০৬ ।

কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মাননা ২০১৪

১. আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল) *এফ.সি.এ, এম.পি*

জনপ্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন এবং কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান

পিতা: মরহুম হাজী বাবরু মিয়া, **মাতা:** মিসেস সায়েরা খাতুন
জন্ম তারিখ: ১৫ জুন ১৯৪৭, **জন্ম স্থান:** কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা: লোটাস কামাল টাওয়ার ওয়ান, ৫৭ জোয়ার সাহারা বা/এ, নিকুঞ্জ-২ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা- ১২২৯ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি. কম (অনার্স), এম. কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), চার্টার্ড একাউনটেন্ট, ১৯৭০ ।
কর্মজীবন: সদস্য, পাবলিক একাউন্টস কমিটি; সভাপতি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; সদস্য, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন; প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড; সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল; চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, আই. সি. সি; সভাপতি, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল; প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, লোটাস কামাল গ্রুপ; মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড: উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ; সংসদ সদস্য, জাতীয় সংসদ; স্বনামধন্য ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালক, আবাহনী লিমিটেড; প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা ।
রাজনৈতিক জীবন: আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন; জাতীয় সংসদ অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি; কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ (দ:)-এর আহ্বায়ক । তিনি তিন বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ।

২. প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

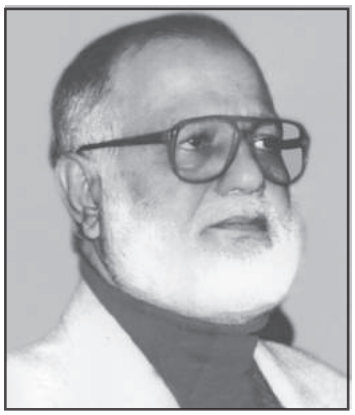

কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, সংগঠক ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান

পিতা: কাজী নূর মোহাম্মদ, **মাতা:** জয়নব বানু, **স্ত্রী:** শামসুন্নাহার ফারুকী

জন্ম তারিখ: ১৫/০৫/১৯৪৫

ঠিকানা: বাড়ি নং-৭৬/এ, ফ্লাট নং- এ-৪, সড়ক নং-৭/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

জন্মস্থান: রাখালিয়া, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

জাতীয়তা: বাংলাদেশী, **পেশা:** শিক্ষকতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭; এম.কম (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮; বি.সি.এস (শিক্ষা সাধারণ), ১৯৬৯।

প্রশিক্ষণ: নায়েম কর্তৃক পরিচালিত ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে "প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ।

বর্তমান পদবি: অনারারি প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা; প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজ, রাখালিয়া, লক্ষ্মীপুর।

কর্মজীবন: ১৯৬৯ ঢাকায় টি এন্ড টি কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও তেজগাঁও কলেজে প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা সাধারণ ক্যাডারে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কলেজে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সরকারি জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া তিনি টাঙ্গাইলের নাগরপুর সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসের ১ তারিখে তিনি প্রেষণে ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৯২ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পরপর চার মেয়াদে ঢাকা কমার্স কলেজে কর্মরত অবস্থায় তিনি নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার দৃষ্টান্তমূলক আলোকবর্তিকা রচনা করেন। সরকারি-বেসরকারি কলেজে প্রায় ৪২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

অন্যান্য পদ/দায়িত্বের বিবরণ: সদস্য, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাফিলিয়েশন কমিটি; একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি; পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB); জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; উপদেষ্টা, লক্ষ্মীপুর বার্তা; অন্যতম উদ্যোক্তা, সংগঠক, আজীবন সদস্য ও নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষা সমিতি; আজীবন সদস্য ও সাবেক সভাপতি, লক্ষ্মীপুর সমিতি এবং নির্বাচিত সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা: লালমাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৭৩; ঢাকা কমার্স কলেজ (১৯৭৯-১৯৮৯); ঢাকা মহিলা কলেজ; বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, মিরপুর, ঢাকা (১৯৮৬-২০০৩); চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয়, রাখালিয়া, লক্ষ্মীপুর-এর প্রতিষ্ঠাতা। উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা এবং অর্থায়নে বায়তুল মামুর মসজিদ (২০১০); কাজী ফারুকী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন এবং এর অধীনে প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজ (২০১০-২০১১); কে.এফ.এস.সি. শিশু কানন; পশ্চিম রাখালিয়া (২০১৪); ফ্রি প্রাইমারি স্কুল; পশ্চিম রাখালিয়া; ফুরকানীয়া ও নূরানী মাদ্রাসা, পশ্চিম রাখালিয়া; ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম গভ: কমার্স কলেজ অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন এর অন্যতম উদ্যোক্তা সংগঠক, আজীবন সদস্য ও নির্বাহী কমিটির সদস্য।

প্রকাশনা: শিক্ষক হিসেবে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ব্যবসায় শিক্ষা শাখার সিলেবাস অনুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে রচনা করেছেন ২৯টি মৌলিক বই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৪০টির মত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পুরস্কার/সম্মাননা: শিক্ষা সম্মাননা ও স্বর্ণপদক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক-১৯৯৩; লায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়-১৯৯৬; লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি-২০০০, বিএসবি ফাউন্ডেশন-২০০৮; ধরিত্রি বাংলাদেশ-২০১০; রায়পুর উপজেলা শিক্ষা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-২০১১; প্রিন্সিপাল শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-২০১২; Dhaka University MBA Association (DUMA)-২০১৫। বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার অগ্রদূত প্রফেসর কাজী ফারুকীর নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ দু'বার (১৯৯৬ ও ২০০২) শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। শিক্ষা সম্পুরক বিষয় ব্যতিত প্রফেসর কাজী ফারুকী সামাজিক উন্নয়নে গতিধারা সঞ্চালনের জন্য বিপুল সংখ্যক সম্মাননা, সনদ ও স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন।

৩. প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

কলেজের অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক এবং সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্ব দানে স্মরণীয় অবদান

পিতা: মরহুম আলহাজ্ব আবু সিদ্দিক

মাতা: সামসুন নাহার সিদ্দিক

জন্ম তারিখ: ২৭ আগস্ট ১৯৫০

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম. (সম্মান), এম.কম. (হিসাববিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এস.সি (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৭৮, সাউদানটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; পি-এইচ.ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৮৫, ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য ।

কর্মজীবন: প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-৭৬; সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬-৮৮, সহকারী অধ্যাপক, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-৯১; বর্তমানে অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, BUBT ট্রাস্ট ও চেয়ারম্যান, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ; প্রতিষ্ঠাতা সচিব, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট; জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি ।

৪. এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল

কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কলেজের ভৌত-অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ অবদান

পিতা: মরহুম এম. এ. ওয়াহাব

মাতা: মরহুমা আছিয়া খাতুন

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (অনার্স) ও এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । আলিয়েন্স ফ্রঁসেস হতে ডিপ্লোমা ইন ফ্রেঞ্চ সম্পন্ন ।

কর্মজীবন: ডানকান ব্রাদার্স কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু । ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পোস্টাল বিভাগে যোগদান। ১৯৮২ সালে সরকারের উপসচিব পদমর্যাদা লাভ। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুগ্ম সচিব হিসাবে পদোন্নতি। ১৯৯৪ সালে জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টারের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পান এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি। ২০০১ সালে পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ এবং পর্যায়ক্রমে বস্ত্র ও পাট, শিল্প এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন। ২০০৫ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন ।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন । বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (২০০৩-২০১০) ।

৫. প্রফেসর মোঃ আলী আজম

অ্যাকাডেমিক নীতি ও বিধি প্রণয়নে বিশেষ অবদান

পিতা: মরহুম মোঃ রমজান আলী
মাতা: মরহুমা আজিজুন নেসা
জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি ১৯৩৭
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (অনার্স), এম.কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
লন্ডন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)-এ
শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়ন;
মেরি হাউস কলেজ অব এডুকেশন (স্কটল্যান্ড)-এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ।
কর্মজীবন: প্রভাষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা ও সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম;
অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ; উপাধ্যক্ষ (বি.সি.ই.এস) সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া;
এডিপিআই, শিক্ষা অধিদপ্তর;
অধ্যক্ষ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর ও আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা;
পরিচালক, নায়েম; সদস্য (অর্থ),
সদস্য (শিক্ষাক্রম) ও চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড;
কনস্যালট্যান্ট ইউনিসেফ,
শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)
সর্বমোট কর্মজীবন ৫৬ বছর ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: নিজ এলাকায় মসজিদ কমিটির সদস্য; দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা এবং নিজ গ্রামে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।
ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।

৬. প্রফেসর আবু সালেহ

কলেজের অ্যাকাডেমিক উন্নয়নে স্মরণীয় অবদান

পিতা: মরহুম শামছউদ্দীন আহমেদ

মাতা: মরহুমা আম্বিয়া খাতুন

জন্ম: ১৯৫০

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি ও ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

কর্মজীবন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর;

পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ ইনভেস্টরস প্রটেকশন ফান্ড;

বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (BUBT)-এর উপাচার্য।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

প্রকাশনা: গবেষণাধর্মী বহুলেখা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত।

৭. প্রফেসর মোঃ সামছুল হুদা *এফ.সি.এ.*

কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন

পিতা: মরহুম সিদ্দিক আহমেদ

মাতা: হাফেজা খাতুন

জন্ম তারিখ: ১৫ মার্চ ১৯৪৫

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এফসিএ

কর্মজীবন: পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ ।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ;

ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা জীবন সদস্য;

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস এর ফেলো মেম্বার ।

৮. আহমেদ হোসেন

কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তায় নিবেদিত প্রাণ ও দাতা ব্যক্তিত্ব

পিতা: মরহুম শেখ আবুল হোসেন

মাতা: মরহুমা লুৎফুন্নেসা বেগম

জন্ম তারিখ: ২১ মার্চ ১৯৪৮

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: কমার্স গ্রাজুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

কর্মজীবন: ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস ।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের দাতা সদস্য;

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি;

বিইউবিটি ট্রাস্ট সদস্য;

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত;

ভ্রমণ: ব্যবসায়িক কাজে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ।

৯. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

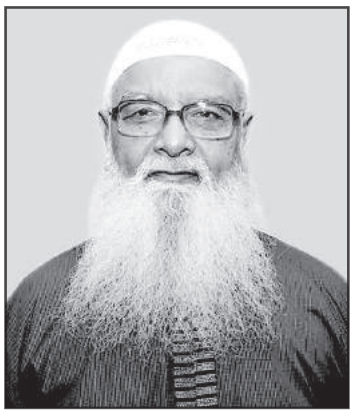

কলেজের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক উন্নয়নে স্মরণীয় অবদান

পিতা: আবুয়াল কাশেম মিঞা
মাতা: মেহের-উন-নেছা
জন্ম তারিখ: ২ জানুয়ারি ১৯৪২
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম, জগন্নাথ কলেজ এবং এম.কম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।
কর্মজীবন: শিক্ষক (বিসিএস, শিক্ষা); রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; অধ্যক্ষ, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর;
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ;
সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট;
প্রক্টর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: যদুনন্দী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগজ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নবকাম পল্লী ডিগ্রি কলেজ ও গোল্ডেন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নবকাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ ।
পদক ও সম্মাননা: ফরিদপুর জসীম ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজকর্ম ও শিক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

১০. অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ

কলেজের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদান

পিতা: মরহুম মোঃ আব্দুল গফুর বিশ্বাস
মাতা: মরহুমা মোছা: মরিয়ম বিবি
জন্ম তারিখ: ১ জুলাই ১৯৫২
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: MBBS, MPH (HM), DTM, D.Card
FACC (USA), FRCP (Glasgow)
কর্মজীবন: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজি এন্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা ।
ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড: মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: আব্দুল গফুর মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর; মরিয়ম বিবি দাখিল মাদ্রাসা, যশোর; সমন্বিত বৃদ্ধ ও শিশু আশ্রম (আমাদের বাড়ি), যশোর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কমার্স কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ডা. রওশন আলী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর গভর্নিং বডির সদস্য । যশোর জেলা সমিতি, ঢাকা এর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি ।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি: চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ কালচারাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মাননা পদক ২০০৯ লাভ ।
বিদেশ ভ্রমণ: বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ ও বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ৫০টির অধিক দেশ ভ্রমণ ।

কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মাননা ২০১৪

১. প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান

কলেজের অ্যাকাডেমিক উন্নয়নে স্মরণীয় অবদান

পিতা: নোয়াজ আলী, **মাতা:** হালিমা খানম

জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি ১৯৪৬

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: বাহেরচর, ডাকঘর: বিষ্ণুরামপুর বাজার, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট ২ বি ৪, বাসা-৫, রাস্তা-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

মোবাইল: ০১৮১৯-৪৩১৮৩৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.কম (হিসাববিজ্ঞান) ১৯৬৭; বি.কম (সম্মান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬

কর্মজীবন: ১৯৬৭ সালে তিনি প্রভাষক হিসেবে হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব-এ কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীতে কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা; ঢাকা কলেজ, ঢাকা একাধারে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নিত হয়ে টাংগাইলের সরকারী করটিয়া কলেজ-এ হিসাববিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৯২ হতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৯৯ হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি উপাধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ-এ কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭ হতে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম সরকারী কলেজ-এ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমান পদবী: ১৯৮৯ থেকে গভর্নিং বডির সদস্য, সলিমগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: বর্তমানে নিজ এলাকায় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত।

২. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ

পিতা: মোহাম্মদ হাফিজ উল্লাহ

মাতা: মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুন

জন্ম তারিখ: ২ মার্চ ১৯৬৩

গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- কালঘড়া, ডাকঘর- কালঘড়া, উপজেলা- নবীনগর, জেলা- ব্রাহ্মনবাড়ীয়া।

বর্তমান ঠিকানা: ফ্লাট নং- ১বি, রোড নং-২ডি, সেকশন-৪, উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এস.সি (সম্মান), এম.এস.সি (পরিসংখ্যান), PGDCS and Commonwealth Executive MBA (BOU and COL, Canada)।

প্রশিক্ষণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয় এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- আগস্ট ২০১৪ প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও ম্যানুয়্যাল প্রস্তুত করেন; আইসিটি বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনার-২০১৪ তে অংশগ্রহণ; পরিসংখ্যান বিষযের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল ২০১৫ প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন; কলেজে অনুষ্ঠিত সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

প্রকাশনা: ঢাকা কমার্স কলেজসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে মোট ৮টি লেখা প্রকাশ হয়; উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৮ টি বই প্রকাশিত।

পুরস্কার: ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষককর্মী হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ পুরস্কার লাভ।

কর্মজীবন: ৫ মে ১৯৯০ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান। বর্তমানে পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: ঢাকা কমার্স কলেজে ২৫ বৎসর চাকরির অভিজ্ঞতা; কালঘড়া হাফিজ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়-কালঘড়া, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর উদ্যোক্তা, সংগঠক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; আমেনা খাতুন হসপাতাল-কালঘড়া, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর উদ্যোক্তা ও সংগঠক; হাফিজ উল্লাহ-আমেনা ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা, আজীবন সদস্য ও সদস্য সচিব।

৩. প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার

পিতা: আলতাফ হোসেন সিকদার, **মাতা:** জোহরা খাতুন
জন্ম তারিখ: ২২ নভেম্বর ১৯৬৩
গ্রামের ঠিকানা: আলতাফ হোসেন রোড, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল।
বর্তমান ঠিকানা: ফ্লাট নং- এ-৪, টিচার্স কোয়ার্টার, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.কম(মার্কেটিং), এম.বি.এ
প্রশিক্ষণ: সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কলেজ, কর্তৃক আয়োজিত সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।
কর্মজীবন: ৫ মে ১৯৯০ সলে ঢাকা কমার্স কলেজে মার্কেটিং বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। বর্তমানে মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: ঢাকা কমার্স কলেজের একজন শিক্ষক হিসেবে প্রায় ২৬ বছর শিক্ষার্থীদের সেবাদান; বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস প্রোগ্রামের টিউটর হিসেবে ৮ বছর দায়িত্ব পালন; বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষা সমিতির সদস্য; জাতীয় পর্যায়ে মার্কেটিং ফোরামের সদস্য;
প্রকাশনা: উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন ১ম ও ২য় পত্র; বাজারজাতকরণ নীতিমালা; বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা; বিজ্ঞাপন ও প্রমোশন।

৪. মো. নুর হোসেন (মরণোত্তর)

পিতা: মো. আলী আশ্বাদ
মাতা: করবলিন্নাফা নেছা
জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি ১৯৬৪
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- বনাজরপুর, ডাকঘর- বজরা, থানা- বেগমগঞ্জ, জেলা- নোয়াখালী।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্মজীবন: ১৯৯০ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।
প্রকাশনা: মৌলিক অর্থায়ন, অর্থায়ন ও উৎপাদন, উচ্চ মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র।

৫. প্রফেসর মো. আবু তালেব

পিতা: আবুল কাসেম হাওলাদার
মাতা: মরহুমা চন্দ্রবান
জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি ১৯৬৪
গ্রামের ঠিকানা: উপজেলা- নলছিটি, জেলা- ঝালকাঠি ।
বর্তমান ঠিকানা: ফ্লাট নং- এ/৪, বাড়ী নং-১৩১, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
প্রশিক্ষণ: ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক আয়োজিত সকল শিক্ষক প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ ।
কর্মজীবন: ১৯৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। বর্তমানে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ।
পুরস্কার: ঢাকা কমার্স কলেজে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার লাভ ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: গ্রামে বাড়িতে জুরকান্ধী শিক্ষা, যুব ও গ্রন্থাগার এর প্রতিষ্ঠাতা; জুরকান্ধী রামনাকান্ধী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; জুরকান্ধী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; জুরকান্ধী গ্রামে পল্লীবিদ্যুতের ব্যবস্থা করা; জুরকান্ধীতে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ৫টি গভীর নলকূপ বসানো ।
প্রকাশনা: এম.ফিলের থিসিস ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের লেখক ।

৬. মো. ওয়ালী উল্যাহ্

পিতা: মো. ছেলামত উল্যাহ্
মাতা: মরহুমা হাজেরা খাতুন
জন্ম তারিখ: ৫ জানুয়ারি ১৯৬৬
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- নারায়ন কোট, ডাকঘর- জোড্ডা বাজার, উপজেলা- নাঙ্গলকোট, জেলা- কুমিল্লা ।
বর্তমান ঠিকানা: এ-২, টিচার্স কোয়ার্টার, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.বি.এ (ফিন্যান্স), স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ।
প্রশিক্ষণ: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ শিক্ষকদের জন্য অর্থনীতি বিষয়ে পরিচালিত 'উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স' । বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স; ০৭/১০/১৯৯২ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে অনুষ্ঠিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ।
কর্মজীবন: ১৯৯২ সালের ৭ অক্টোবর ঢাকা কমার্স কলেজের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। বর্তমানে অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্বরত ।
পুরস্কার: ১৯৯৬ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে 'আদর্শ শিক্ষক সেবাকর্মী' হিসেবে পুরস্কৃত; ২০১৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ের জায়গা বরাদ্দে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: বন্যা, ঝড়, টর্নেডো প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং নিজ এলাকায় (নাঙ্গল কোট) বিভিন্ন স্কুল কলেজ, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন ।

৭. মাওসুফা ফেরদৌসী

পিতা: আমিনুল হক
মাতা: হুসনেয়ারা সৈয়দা খাতুন
জন্ম তারিখ: ২৯ আগষ্ট ১৯৬৩
গ্রামের ঠিকানা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী ।
বর্তমান ঠকানা: এসোর্ট এম্প্রেস, ৮/এ ১২/২, সড়ক-১৪ ধানমন্ডি-১২০৫ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এস.সি (সম্মান) ভূগোল-১ম শ্রেণি, এম.এস.সি- ১ম শ্রেণি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম. ফিল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ।
কর্মজীবন: ১৯৯১ সালের ১ জানুয়ারি ক্যানাডিয়ান 'সিডা'তে কর্মজীবন শুরু করেন । ১৯৯২ সালের ২২ অক্টোবর প্রভাষক পদে ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান ও অদ্যাবধি কর্মরত আছেন ।
প্রকাশনা: প্রবন্ধ (ঢাকক জার্নাল) ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য বই রচনা ।

৮. বদিউল আলম

পিতা: আব্দুল হালিম সরকার
মাতা: খোরশেদ আরা বেগম
জন্ম তারিখ: ২৯ জানুয়ারি ১৯৬৭
গ্রামের ঠিকানা: কৈলাশ কুঠির, আলেকান্দা রোড, বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-৯, রোড নং-১৯, সেক্টর নং- ১৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.বি.এ, ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ।
প্রশিক্ষণ: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কলেজ কর্তৃক আয়োজিত সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ।
কর্মজীবন: ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান । বর্তমানে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বরত ।
পুরস্কার: ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ সংগঠক' (শিক্ষক) হিসাবে পুরস্কার লাভ ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ।
প্রকাশনা: একাধিক দেশি ও বিদেশি জার্নালে গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ ।

৯. মো. সাইদুর রহমান মিঞা

পিতা: মো. মোখলেছুর রহমান মিঞা
মাতা: শাহিদা বেগম
জন্ম তারিখ: ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- ঘোষবাড়ি, ডাকঘর- মনতলা, উপজেলা- মুক্তাগাছা, জেলা- ময়মনসিংহ।
বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং- এ-৯, টিচার্স কোয়ার্টার, ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ (সম্মান), এম.এ(বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.বি.এ, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রকাশনা: বিভিন্নধর্মী লেখা দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
কর্মজীবন: ১ জানুয়ারি ১৯৮৯ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক হিসেবে এ. কে. উচ্চ বিদ্যালযে কর্মরত। ১ অক্টোবর ১৯৯২ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৯২ পর্যন্ত প্রভাষক পদে ঢাকা মহিলা কলেজে কর্মরত। ১ নভেম্বর ১৯৯২ থেকে অদ্যাবধি ঢাকা কমার্স কলেজে কর্মরত। বর্তমানে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বরত।
সামাজিক কার্যক্রম: বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। ঢাকা গোল্ডেন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১০. মো. ইউনুছ হাওলাদার

পিতা: মো. শাহ আলম মিঞা হাওলাদার
মাতা: মিসেস ফজিলতেননেছা সাহানা
জন্ম তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- হাওলাদার বাড়ি, ডাকঘর- হায়দরগঞ্জ, উপজেলা- রায়পুর, জেলা- লক্ষ্মীপুর।
বর্তমান ঠিকানা: এ-৭, টিচার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.বি. এস. (হিসাববিজ্ঞান), এম.বি.এ
প্রশিক্ষণ: নায়েম কর্তৃক পরিচালিত সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ।
কর্মজীবন: ১৯৯২ সালের ৯ নভেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজের প্রভাষক পদে যোগদান। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি ১ তারিখে সহকারী অধ্যাপক এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারি ১ সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে অত্র কলেজে কর্মরত। বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন।
প্রকাশনা: উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত ২টি পাঠ্যবই সহ সর্বমোট ৫টি বই রচনা করেছেন।
সামাজিক কার্যক্রম: বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন।

১১. মো. নূরুল আলম ভূঁইয়া

পিতা: নাসির আহমেদ ভূঁইয়া
মাতা: লুৎফুন্নাহার
জন্ম তারিখ: ১ জুন ১৯৬৮
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- লুধুয়া, ডাকঘর- ভূঁইয়া বাড়ি, উপজেলা- রায়পুর, জেলা- লক্ষ্মীপুর
বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং- এ-১১, টিচার্স কোয়ার্টার, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশিক্ষণ: ১৯৯৯ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ৬(ছয়) সপ্তাহ ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ। ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ' কর্তৃক আয়োজিত 'Research Methodology' বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ২০১২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ।
কর্মজীবন: ১৯৯৩ সালের ৫ জুলাই তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। কর্মজীবনে বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (উচ্চ মাধ্যমিক) পদে দায়িত্ব পালনসহ কলেজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন।
প্রকাশনা: উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির 'ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' গ্রন্থের লেখক।
সামাজিক কার্যক্রম: আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন; সদস্য, বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষা সমিতি; আজীবন সদস্য, লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি।

১২. সাদিক মোঃ সেলিম

পিতা: মরহুম ছৈয়দ আহমেদ
মাতা: সুফিয়া বেগম
পদবী: সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ।
জন্ম তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- বড়াইল, উপজেলা- নবীনগর, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
বর্তমান ঠিকানা: এ-১২, ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক আবাসিক ভবন-১, রাইনখোলা, সেকসন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজী সাহিত্য), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.এ (ইএলটি) ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। প্রশিক্ষণ: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষকদের ৬ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।
কর্মজীবন: ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান। বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে ৩ বার এবং শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উচ্চমাধ্যমিক) হিসেবে ১ বার দায়িত্ব পালন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি, কলেজের বিভিন্ন অভ্যন্তরীন কমিটি যেমন কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতির', বার্ষিক ক্রিড়া কমিটি ও প্রচার কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন। শিক্ষকতার পেশায় যোগদানের পূর্বে দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রায় ১ বছর সাংবাদিকতা পেশায় দায়িত্ব পালন।
প্রকাশনা: HSC Model Question-First Paper: HSC English Grammar & Composition with Model Questions বইয়ের সহ লেখক।

১৩. মোঃ হাসানুর রশীদ

পিতা: শেখ আহমদ উল্লাহ
মাতা: মারজিয়া বেগম
জন্ম তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম: সাহেবনগর, ডাকঘর: কাজিপুর, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর
বর্তমান ঠিকানা: ৯-সি চিড়িয়াখানা রোড, রাইনখোলা বাজার, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি. এ. (সম্মান), এম. এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্মজীবন: ২২ নভেম্বর ১৯৯৩ সাল থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে কর্মরত ।
প্রকাশনা: গবেষণাকর্ম: সাতচল্লিশ থেকে স্বাধীনতা: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (দুই খণ্ড); বাংলাদেশ স্বাধীন হলো (ধারাবাহিকভাবে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত); মার্চের স্মৃতি (ধারাবাহিকভাবে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত);
শিক্ষামূলক গ্রন্থ: শতম বাংলা ব্যাকরণ ও রচনারীতি
উপন্যাস: এই সব গল্পের নাম জীবন; কুরুক্ষেত্রের সৈনিক; উত্থানপর্ব; বৃত্তের বাইরে জীবন; না প্রেমিক না স্বামী কাব্যগ্রন্থ; আকাশের কোন রং নেই; এবার আমি নষ্ট হব
সম্পাদনা: শেষ শ্রাবণের কান্না (শোকাবহ ১৫ আগস্ট, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক প্রবন্ধ ও চিত্রের একটি সংকলন); শতদ্রু (সাহিত্য পত্রিকা)
গীত-সুর-গ্রন্থনাসহ পরিচালনা: আমাদের ছিলো একজন (বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মনির্ভর সংগীত-সমৃদ্ধ প্রামাণ্য-তথ্যচিত্র); সৌরজগৎ (সংগীত অ্যালবাম)

১৪. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ

পিতা: মোখলেছুর রহমান শেখ
মাতা: জাহানারা বেগম
জন্ম তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৪
গ্রামের ঠিকানা: গ্রাম- করটখিল, ডাকঘর- সাহাপুর, উপজেলা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী ।
বর্তমান ঠিকানা: এ-১৩, শিক্ষক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.বি.এ (ফিন্যান্স), বিইউবিটি ।
প্রশিক্ষণ: ২০০৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত International conferecne on "Enterprise Governance- Recent Global Financal Perspective" এ অংশগ্রহণ; ২০০৬ সালের ৩ জানুয়ারি বিশ্বব্যাংক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "Workshop on Improvement of Accounting Education in Bangladesh" এ অংশগ্রহণ ।
কর্মজীবন: ১৯৯৪ সালের ১ জুলাই ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান । বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসাবে কর্মরত । তাছাড়া, ১৯৯৫ সাল হতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামের টিউটর ।
পুরস্কার: ২০১৫ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে বিইউবিটি এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চ্যান্সেলরস্ গোল্ড মেডেল প্রাপ্তি ।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন, ডিইউ-৮৩ ব্যাচ ফাউন্ডেশন এবং প্রফেসর শাফায়াত্ আহমাদ্ সিদ্দিকী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ।
প্রকাশনা: লেখক: বিবিএ (সম্মান) শ্রেণির জন্য Management Accounting এবং Basic Accounting; বিএসএস (সম্মান) শ্রেণির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য বই- Business, Finance and Accounting; উচ্চ মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র; হিসাবাবিজ্ঞান বিভাগের ম্যাগাজিন The Accountant এ ১৯৯৬ সালে "Common Errors in Equity Investment".

পি এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্মাননা ২০১৪

১. ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ

পিতা: মরহুম আফছর আলী আকন্দ, **মাতা:** জোবেদা খাতুন
জন্ম তারিখ: ৫ মার্চ ১৯৬৪
বর্তমান ঠিকানা: স্কয়ার টাওয়ার ২ বি, ৩৬/৬, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (গণিত, ঢাবি), এম.ফিল (BUET), পিএইচ.ডি (JU).
প্রশিক্ষণ: ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে অনুষ্ঠিত সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ।
কর্মজীবন: ১৯৯৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে গণিত বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান । বর্তমানে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। ২০১২ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। ২০০৭ সাল থেকে বাউবি এর বিবিএ প্রোগ্রামের টিউটর এবং ২০১৪ সাল থেকে BUBT এর গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের Faculty (Adjunct) হিসেবে বিভিন্ন কোর্সে পাঠদান ।
পুরস্কার (স্কলারশিপ): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ডিগ্রির ফলাফলের উপর স্কলারশিপ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিতে স্কলারশিপ অর্জন।
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড: ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার জুট ব্লক সোসাইটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান (১৯৮৪-১৯৮৭); ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাস্থ ফুলপুর উপজেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বর্তমান সহসভাপতি; ২০০৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কমার্স কলেজ এর শিক্ষার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন; এলিট আইডিয়াল স্কুল এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে স্কুলটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান; আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ গণিত সমিতি; নিজ বাড়ির ২০০ বছরের পুরানো মসজিদ সংস্কার এবং ১০ নং রুপসী ইউনিয়নের প্রধান ঈদগা মাঠের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন।
আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: ২০০৭ সালে ভারত সফর এবং কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষকদের সাথে উচ্চশিক্ষা ও গবেষনা বিষয় মতবিনিময়।
প্রকাশনা: আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে ১১টি প্রকাশনা এবং Conference Papers / Proceedings Papers / Seminar Papers হিসাবে ১১টি প্রকাশনা। তাছাড়া অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ২টি বই প্রকাশ ।

২. ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ

পিতা: কাজী আখতারুজ্জামান
মাতা: হাসমতেন নেসা, **জন্ম তারিখ:** ২৪ মার্চ ১৯৭৩
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর- পানপাড়া, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর-৩৭২২।
বর্তমান ঠিকানা: এ-২২ টিচার্স কোয়ার্টার, ঢাকা কমার্স কলেজ আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম. (সম্মান), ব্যবস্থাপনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩; এম.কম. (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪; এম.ফিল. (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪; পিএইচ.ডি. (ব্যবস্থাপনা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
প্রশিক্ষণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব বিজনেস রিচার্স, ব্যুরো অব ইকোনমিক রিচার্স, স্ট্যাটিসটিক্স, বায়োস্ট্যাটিসটিক্স ও ইনফরমেটিক্স বিভাগ হতে রিচার্স মেথোডোলজি ও এসপিএসএস এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ হতে ইংরেজি ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত; শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সৃজনশীল বিষয়ে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার (আইটিপি) বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক আয়োজিত সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ (১৯৯৭ থেকে অদ্যাবধি)।
কর্মজীবন: পরিচালক, বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ), ঢাকা কমার্স কলেজ; এপ্রিল ২০১৪ থেকে অদ্যাবধি; সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ; জুলাই ১৯৯৭ থেকে অদ্যাবধি এবং টিউটর, স্কুল অব বিজনেস, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ থেকে অদ্যাবধি।
বৃত্তি প্রাপ্তি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.কম. (সম্মান)-এর রেজাল্ট ও বিএনসিসি কার্যক্রমের জন্য বৃত্তি প্রাপ্তি।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পানপাড়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, লক্ষ্মীপুর; কার্যনির্বাহী সদস্য, রামগঞ্জ চ্যারিটেবল সোসাইটি, ঢাকা; আজীবন সদস্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ও লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি এবং সদস্য, ম্যানেজমেন্ট নেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনফিনিটি ট্রাস্ট, লক্ষ্মীপুর।
প্রকাশনা: জার্নালে ১৫টি আর্টিকেল; মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণির ৬টি পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত।

৩. ড. এ. এম. সওকত ওসমান

পিতা: মোঃ আবুল খায়ের, **মাতা:** সাফিয়া খায়ের
জন্ম তারিখ: ০১.০৪.১৯৬৪
বর্তমান ঠিকানা: সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর, ঢাকা ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম (সম্মান), ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; এম.কম-ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; এম ফিল-ম্যানেজম্যান্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পি এইচ. ডি.-অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।
প্রশিক্ষণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুরো অব বিজনেস রিসার্চ, বুরো ইকনমিক রিসার্চ, পরিসংখ্যান ও বায়োমেট্রিক্স বিভাগের অধীনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ; ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের স্কলারশীপে দিল্লীতে IT বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন H.S.T.T.I এর অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ; ঢাকা কমার্স কলেজের অধীনে ১৯৯৭ সন হতে সকল প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ ।
কর্ম জীবন: ৩০/১০/১৯৯০, প্রভাষক পদে নাসির নগর কলেজ, বাক্ষণবাড়ীয়া কর্মজীবন শুরু । ১৫/০৪/১৯৯২ বাক্ষণবাড়ীয়া পৌর ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান এবং ৩০/০৭/১৯৯৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করে বর্তমান পদে ০১/০৩/২০০৯ সাল সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত ।
বৃত্তি: ভারত সরকারের স্কলারশীপে ভারতে IT প্রশিক্ষণ SSRC পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২বার আর্থিক মঞ্জুরীর মাধ্যমে গবেষণা কর্ম সম্পাদন । জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশীপে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার চার্টার্ড প্রেসিডেন্ট (১৯৮৮-১৯৮৯) হিসাবে ২২টি চক্ষুশিবিরে কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন; বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় মসজিদ, ঢাকার মিরপুর শিয়ালবাড়িতে পাঁচতলা স্টাফকোয়ার্টার মসজিদে, শাহবাজপুর বাক্ষণবাড়ীয়া, স্কুলে উন্নয়ন, বাক্ষণবাড়ীয়া পৌর ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ে লাইব্রেরিতে বই কেনা ।
আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড: ভারতে শিক্ষা সফর, ২০০৩; ২০০৯ ভারতের নয়াদিল্লীতে উচ্চতর আই টি প্রশিক্ষণ ।
প্রকাশনা: স্বীকৃত জার্নালে ৯টি প্রকাশনা; দৈনিক পত্রিকায় ৩ শতাধিক আর্টিকেল প্রকাশিত; উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির একটি টেক্সটবইয়ের সহলেখক ।

পরিশিষ্ট-২

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা পূর্ব একটি সভার কার্য বিবরণী

০৮-৯-৮৬ ইং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবের বাসভবনে (৮/ই, মনেশ্বর রোড, ঝিকাতলা, ঢাকা-৯) এক ঘরোয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ--

১। অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী,
২। অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী,
৩। জনাব মোঃ হেলাল,
৪। " মোঃ গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী,
৫। " মোঃ নুরুজ্জামান,

উপস্থিত সকলেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন:

* বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ইত্যাদির নিরিখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং দেশে ও বিদেশে কর্ম সংস্থান করার উদ্দেশ্যে বাড়তি জন সংখ্যাকে দক্ষ জন শক্তিতে পরিনত করার জাতীয় প্রচেষ্টায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে কালক্রমে উচ্চতর পর্যায় উন্নীত করার অভিপ্রায়সহ ঢাকায় এখন সূচনা পর্বে একটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যবসায় এবং প্রযোগিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত সকলেই একমত হন।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিস্তারিত আলোচনা ও এতদুদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন কল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সক্ষম বিদ্যোৎসাহী সমাজ দরদী ব্যক্তিবর্গ সহ আলাপ আলোচনার জন্য পুনরায় একটি বর্ধিত সভা আহ্বানের জন্য অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবকে অনুরোধ করা হয়।

তারিখ ঃ- ১৬-৯-৮৬ ইং। (শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী)

ধারাবিবরণীতে বর্ণিত বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আহুত বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য -- অনুরোধ করা হইল।

বর্ধিত সভার ঃ-

তারিখ ঃ- ২৬-৯-৮৬ ইং (শুক্রবার)
সময় ঃ- বৈকাল ৪ ঘটিকা।
স্থান ঃ- ৮/ই, মনেশ্বর রোড, (দোতালায়)
ঝিকাতলা, ঢাকা-৯।

পরিশিষ্ট-৩

প্রাইমারি স্কুলে কলেজ পরিচালনার আবেদনপত্র

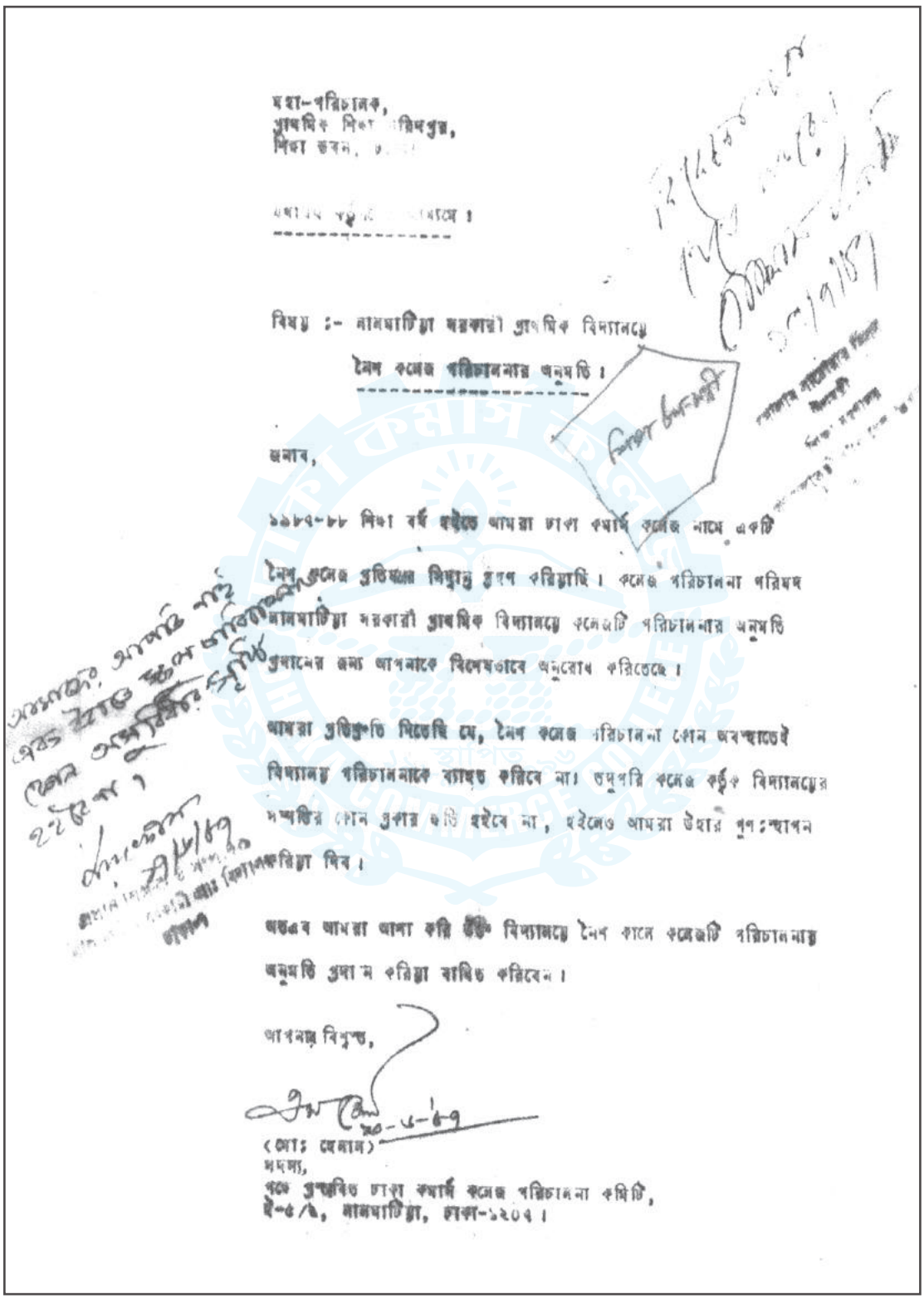

মহা-পরিচালক,
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয় :- লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি।

জনাব,

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ হইতে আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ নামে একটি নৈশ কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। কলেজ পরিচালনা পরিষদ লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, নৈশ কলেজ পরিচালনা কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয় পরিচালনাকে ব্যাহত করিবে না। তদুপরি কলেজ কর্তৃক বিদ্যালয়ের সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না, হইলেও আমরা উহার পুনঃস্থাপন করিয়া দিব।

অতএব আমরা আশা করি উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশ কালে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

২০-৫-৮৭
(মোঃ হেলাল)
সদস্য,
পক্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটি,
ই-৫/এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

পরিশিষ্ট-৪

শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য আবেদন

ফোন :

ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্থাপিত-১৯৮৯)

প্রকল্প কার্যালয় : ৫/৭, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

সূত্র : ঢাকক/প-৬'৮৯

তারিখ ২৬.১০.৮৯

মাননীয়
চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

বিষয়: ঢাকা কমার্স কলেজের অনুমতি প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপরোক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে আপনার দপ্তরে অত্র কলেজের একখানা দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ২০.০৯.৮৯ তারিখের মধ্যে ভর্তিকৃত ছাত্রদের দুই কপি তালিকা বিগত ২৭.০৯.৮৯ তারিখে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কলেজ পরিদর্শন বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজও আমরা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পন্ন করিয়াছি এবং বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক কলেজে নিয়মিত ক্লাস শুরু হইয়াছে।

একাদশ শ্রেণীতে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নোক্ত বিষয় গুলো পড়ানোর ব্যবস্থা করিয়াছি :

আবশ্যিক বিষয় সমূহ	চতুর্থ বিষয় সমূহ
ক) বাংলা খ) ইংরেজী গ) বানিজ্যনীতি ঘ) হিসাব রক্ষন ও হিসাব বিজ্ঞান ঙ) অর্থনীতি ও বানিজ্যিক ভূগোল	ক) শর্ট হ্যান্ড ও টাইপরাইটিং খ) পরিসংখ্যান

চলমান পৃষ্ঠা-২

পৃষ্ঠা - ২

ফোন :

ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্থাপিত-১৯৮৯)

প্রকল্প কার্যালয় : ৫/৭, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া,
ঢাকা-১২০৭

সূত্র :

তারিখ ..১৬.১০.৮৯..

উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে এবং বোর্ডের নির্ধারিত ছকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের একটি বিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে পেশ করা হইল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যেই কলেজের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অত্রসঙ্গে বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক প্রদত্ত সংরক্ষিত তহবিল ও সাধারণ তহবিলের সার্টিফিকেট এবং একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি ফি বাবদ বোর্ডের সচিবের অনুকূলে ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকার একটি পে- অর্ডার সংযুক্ত করা হইলো।

অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কমার্স কলেজকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

সংযুক্তি :
১ Bank Certificate
২ Pay order no .. dated
৩ Teachers & staff list

আপনার বিশ্বস্ত
(শামসুল হুদা)
অধ্যক্ষ
অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ
ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৫

সরকারি অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকারনামা

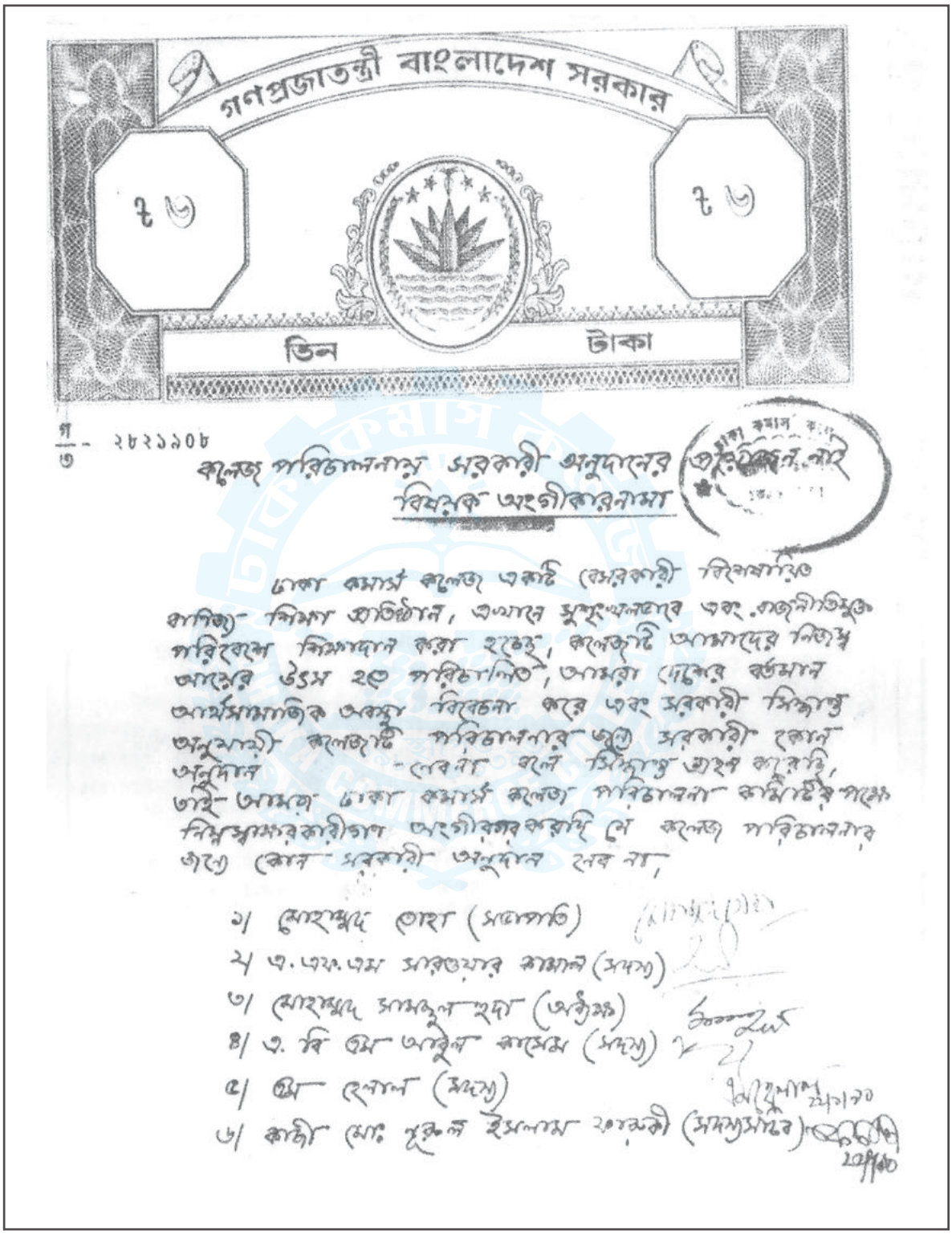

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ৩

তিন টাকা

গ/ত - ২৮২১১০৮

কলেজ পরিচালনায় সরকারী অনুদানের বিষয়ক অংগীকারনামা

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বেসরকারী বিশেষায়িত বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে সুশৃংখলভাবে এবং রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, কলেজটি আমাদের নিজস্ব আয়ের উৎস হতে পরিচালিত, আমরা দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজটি পরিচালনার জন্য সরকারী কোন অনুদান নেবনা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তাই আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটির পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অংগীকার করছি যে কলেজ পরিচালনার জন্যে কোন সরকারী অনুদান নেব না,

১/ মোহাম্মদ তাহা (সভাপতি)
২/ এ.এফ.এম সারওয়ার কামাল (সদস্য)
৩/ মোহাম্মদ সামছুল হুদা (অধ্যক্ষ)
৪/ এ. বি এম আবুল কাসেম (সদস্য)
৫/ এম হেলাল (সদস্য)
৬/ কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী (সদস্যসচিব)

অনুমোদনের শর্ত হিসেবে সরকারি অনুদান না নেয়ার এ অঙ্গীকারই আমাদের স্বাবলম্বী হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে ।

পরিশিষ্ট-৬

প্রথম সভার রেজুলেশন

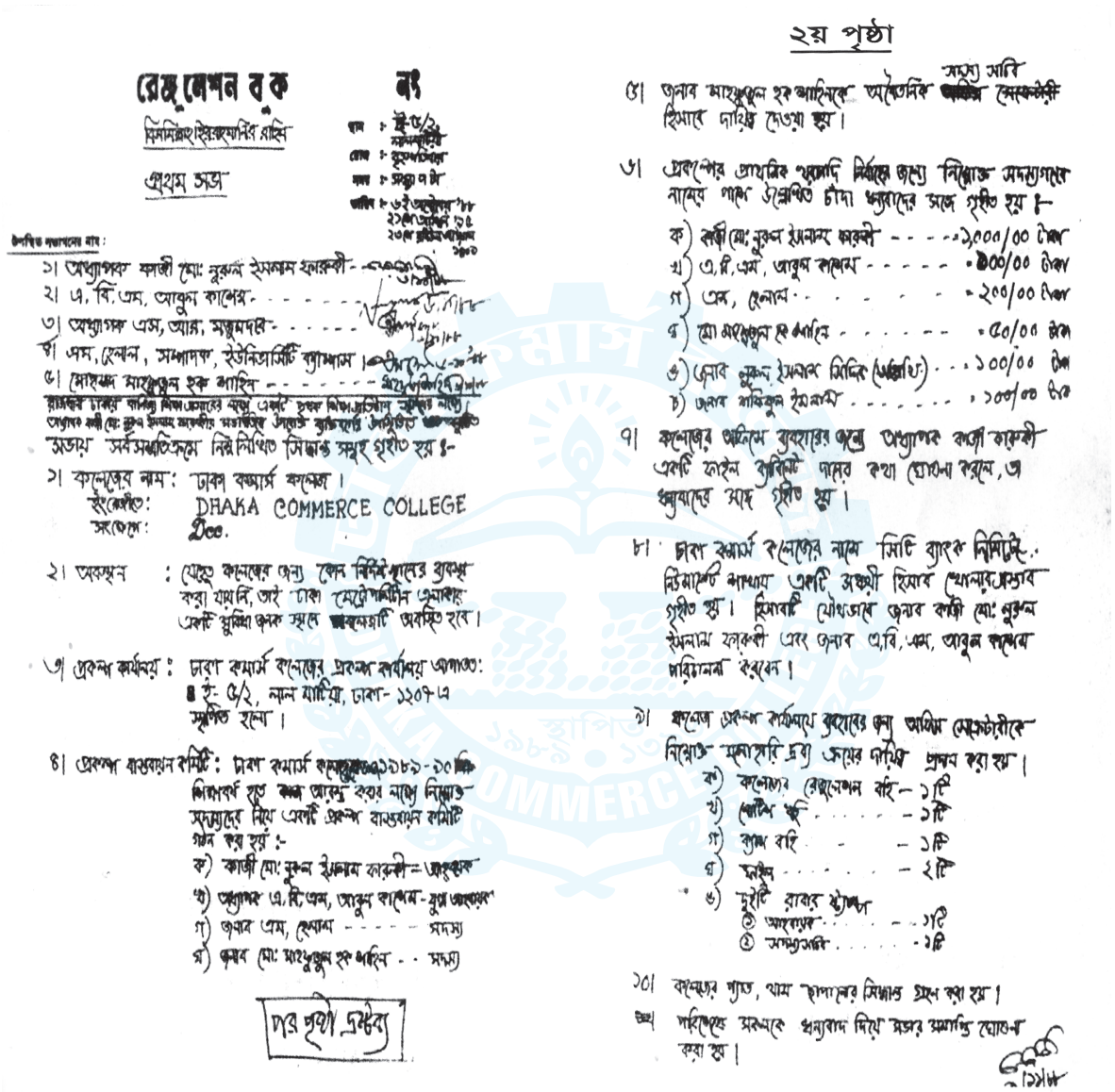

রেজুলেশন বুক নং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম সভা

স্থান : ই-৫/২, লালমাটিয়া
রোজ : বৃহস্পতিবার
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
তারিখ : ৬ই অক্টোবর '৮৮
২১শে আশ্বিন '৯৫
২৩শে সফর ১৪০৯

উপস্থিত সভ্যগণের নাম :

১। অধ্যাপক কাজী মো: নূরুল ইসলাম ফারুকী - - -
২। এ. বি. এম. আবুল কাশেম - - - - - - - -
৩। অধ্যাপক এস. আর. মজুমদার - - - - - - -
৪। এম. হেলাল, সম্পাদক, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস।
৫। মোহাম্মদ মাহবুবুল হক আমিন - - - - - - - -

রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে একটি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে অধ্যাপক কাজী মো: নূরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় :-

১। কলেজের নাম : ঢাকা কমার্স কলেজ।
ইংরেজীতে : DHAKA COMMERCE COLLEGE
সংক্ষেপে : Dcc.

২। অবস্থান : যেহেতু কলেজের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় একটি সুবিধাজনক স্থানে কলেজটি অবস্থিত হবে।

৩। প্রকল্প কার্যালয় : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় আপাতত: ই-৫/২, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭-এ স্থাপিত হলো।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি : ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে আরম্ভ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় :-

ক) কাজী মো: নূরুল ইসলাম ফারুকী = আহ্বায়ক
খ) অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম - যুগ্ম আহ্বায়ক
গ) জনাব এম. হেলাল - - - - - - সদস্য
ঘ) জনাব মো: মাহবুবুল হক আমিন - - সদস্য

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২য় পৃষ্ঠা

৫। জনাব মাহবুবুল হক আমিনকে অবৈতনিক সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৬। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচাদি নির্বাহের জন্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখিত চাঁদা ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয় :-

ক) কাজী মো: নূরুল ইসলাম ফারুকী - - - - - ১,০০০/০০ টাকা
খ) এ. বি. এম. আবুল কাশেম - - - - - - ৫০০/০০ টাকা
গ) এম. হেলাল - - - - - - - ২০০/০০ টাকা
ঘ) মো: মাহবুবুল হক আমিন - - - - - - - ৫০/০০ টাকা
ঙ) জনাব নূরুল ইসলাম সিদ্দিক (অধ্যাপক) - - - ১০০/০০ টাকা
চ) জনাব শফিকুল ইসলাম - - - - - - - - ১০০/০০ টাকা

৭। কলেজের অফিসে ব্যবহারের জন্যে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি ফাইল কেবিনেট দানের কথা ঘোষণা করলে, তা ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়।

৮। ঢাকা কমার্স কলেজের নামে সিটি ব্যাংক লিমিটেড, নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিসাবটি যৌথভাবে জনাব কাজী মো: নূরুল ইসলাম ফারুকী এবং জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম পরিচালনা করবেন।

৯। কলেজ প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অফিস সেক্রেটারীকে নিম্নোক্ত মনোহারি দ্রব্য ক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ক) কলেজের রেজুলেশন বহি — ১টি
খ) ক্যাশ বহি - - - - - — ১টি
গ) স্লিপ বহি - — ১টি
ঘ) ফাইল - - - - - - — ২টি
ঙ) দুইটি রাবার স্ট্যাম্প
① আহবায়ক - - - - - ১টি
② সদস্য সচিব - - - - - ১টি

১০। কলেজের প্যাড, খাম ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১১। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরিশিষ্ট-৭

প্রথম প্রচারপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী অবহিত। এখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব যেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষাও তেমনি অনেকাংশে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দেশের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এখানে গড়ে উঠেনি। উপরন্তু সামাজিক প্রয়োজন এবং পেশাগত চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতাও এখানে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, বর্তমান বিশ্ব একদিকে বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে বাণিজ্য কেন্দ্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাজেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য শিক্ষাকেও প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। আর তাই গোটা বিশ্বেই বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারটি এখনো হতাশা ব্যঞ্জক।

আমাদের দেশের দুই প্রান্তে দুইটি কমার্স কলেজ বর্তমান থাকলেও রাজধানী ঢাকায় কোন কমার্স কলেজ নেই। অথচ সারাদেশের কেন্দ্র-বিন্দুই হচ্ছে ঢাকা। কাজেই ঢাকাতে এই ধরনের বিশেষায়িত কলেজের চাহিদা যে কতখানি, তা না বললেও বুঝা যায়।

তাছাড়া এদেশে বাণিজ্য বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে তেমন কোন বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মোটকথা, দেশের শিল্প ও শিক্ষাঙ্গনের দৈন্যদশা, গোটা বিশ্বের বাণিজ্যমুখী প্রবণতা, সর্বোপরি দেশের বাণিজ্য শিক্ষার চাহিদাকে সামনে রেখে আদর্শ ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি উপযোগ্যযোগ্য ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজধানীতে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' প্রতিষ্ঠার এই যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

১. কলুষমুক্ত আদর্শ পরিবেশে শিক্ষাদান।

২. সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক দ্বারা আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।

৩. ছাত্র-শিক্ষকদের আনুপাতিক হার কাম্যস্তরে (Optimum Level) রেখে শ্রেণী কক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদানের মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করে তোলা। এতে শিক্ষার্থীগণ গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হবে না।

৪. বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠ্য বিষয়কে প্রয়োগ ভিত্তিক করা এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদানের পর ছাত্রদের মেধা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৫. সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং পাঠদান। অর্থাৎ Lesson বা Course planing অনুসরণ।

৬. অধীত বিষয় সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই এর লক্ষ্যে নিয়মিত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এতে একদিকে পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দোষ ত্রুটি দূর করে মেধা উন্নয়ন সম্ভব হবে, অন্যদিকে তাদের পরীক্ষা ভীতি দূর করা যাবে। ফলে শিক্ষার্থীগণ নকল প্রবণতা হতে বিরত থাকবে।

৭. নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন।

৮. শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, অথচ রাজনীতি সচেতন করে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

অর্থাৎ, ঢাকা কমার্স কলেজের মূল লক্ষ্য হলো শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান দান, যাতে করে শিক্ষার্থীগণ বাস্তব জীবনে সফল কারবারী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কারবার তথা শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে যে শিক্ষাদান করা হচ্ছে তা বাস্তব বর্জিত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ কেবলমাত্র পরীক্ষায়ই পাশ করে থাকে, অথচ তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে মোটেই প্রয়োগ করাতে সক্ষম হয় না।

মোটকথা, দেশ ও জাতির কৃতি সন্তান, তথা সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনে এক নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে। এ ধারায় শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে বলে, আমরা বিশ্বাস করি।

সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে—
অধ্যাপক কাজী ফারুকী
ই-৫/২, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৩৩ ৮২ ৯৪

উপদেষ্টা পরিষদ

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমান সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম।
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

২। প্রফেসর আবদুর রশিদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ড।

৩। ডঃ মোঃ হাবিবউল্লাহ
প্রফেসর ও ডীন, বাণিজ্য অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী আজম
সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
মেম্বার, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড।

৫। অধ্যাপক আবুল বাশার
সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
ডি ডি ফাইনান্স, ঢাকা বোর্ড।

৬। প্রফেসর মোঃ নুরুন্নবী আকন্দ
সেক্রেটারী, ঢাকা বোর্ড, ঢাকা।

৭। ডঃ সহিদ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। জনাব মোহাম্মদ তোহা এফ. সি. এ
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন।

৯। ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।

১০। জনাব মুজাফ্ফর আহমেদ এফ. সি. এম. এ
পরিচালক, আই. সি. এম. এ.

১১। জনাব এ. এইচ. এম মোস্তফা কামাল এফ. সি. এ

১২। জনাব ধনঞ্জয় আহসান এফ. সি. এ

১৩। জনাব মোঃ শামসুল হুদা এফ. সি. এ

১৪। অধ্যাপক এ. কে. এম. আবুল কাশেম

১৫। জনাব এম. মোস্তাক
সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও লক্ষ্মীপুর বার্তা।

১৬। জনাব জিয়াউদ্দিন হক এম. আই. এস, সি. সি. এ

পরিশিষ্ট-৮
ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম (১ আগষ্ট ১৯৮৯)

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম
২। ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩। জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ
৪। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ
৫। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্
৬। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
৭। জনাব মোঃ আবুল বাশার, অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা
৮। জনাব এম. হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
৯। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু
১০। জনাব মাহফুজুল হক শাহীন
১১। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
১২। জনাব এ বি এম সামছুদ্দিন আহমেদ
১৩। চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনি এসোসিয়েশন (ঢাকা)

পরিশিষ্ট-৯
কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ ও ঢাকা কলেজ
২। প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৩। ডঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়

পরিশিষ্ট-১০
প্রথম অ্যাকাডেমিক কমিটি (১৯৮৯-১৯৯০)

১। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	আহবায়ক
২। জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩। জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামছুল হুদা	সদস্য
৫। ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য

পরিশিষ্ট-১১
ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন যাঁরা করেন (১/৮/১৯৮৯)

১। অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
২। অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম
৩। অধ্যক্ষ এ.বি.এম. শামছুদ্দিন
৪। জনাব এম. হেলাল
৫। জনাব মোঃ জিয়াউল হক
৬। জনাব শফিকুল ইসলাম চুন্নু
৭। জনাব মাহফুজুল হক শাহীন
৮। জনাব মনিরুজ্জামান দুলাল
৯। জনাব কাজী হাবিবুর রহমান
১০। জনাব মুনির চৌধুরী
১১। জনাব মোঃ হাফিজ
১২। জনাব কাজী আব্দুল মতিন
১৩। জনাব আব্দুল লতিফ

পরিশিষ্ট-১২
সাংগঠনিক কমিটি (২১/৯/১৯৮৯-২৪/৭/১৯৯০)

১। জনাব মোহাম্মদ তোহা, চেয়ারম্যান, বি,সি,আই,সি	সভাপতি
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সদস্য, এন.সি.টি.বি	সদস্য
৩। প্রফেসর বজলুল হক খন্দকার, ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। জনাব মফিজুর রহমান মজুমদার, এ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট	সদস্য
৫। জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, ডেপুটি সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৬। জনাব মোঃ সামছুল হুদা, এফ.সি.এ. (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	সদস্য
৭। জনাব মুজাফফর আহমদ এফ.সি.এম.এ	সদস্য
৮। অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম	সদস্য
৯। জনাব আব্দুল মতিন	সদস্য
১০। জনাব এম. হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস	সদস্য
১১। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট-১৩
নির্বাহী কমিটি (ঢাকা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে গঠিত)
(২৫/৭/১৯৯০-৩/৯/১৯৯১)

১। প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সভাপতি
২। জনাব মোহাম্মদ তোহা, চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি	সদস্য
৩। প্রফেসর বজলুল হক খন্দকার, ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
৬। জনাব সামছুল হুদা (৩১/৭/১৯৯০ পর্যন্ত)	অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব
৭। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (১/৮/১৯৯০ থেকে)	অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৪
প্রথম পরিচালনা পরিষদ (এডহক)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত (৪/৯/১৯৯১-২২/৩/১৯৯২)

১। ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২। জনাব এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩। জনাব শামছুল হুদা, এফ. সি. এ. পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
৫। জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৫

প্রথম পরিচালনা পরিষদ (নিয়মিত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত (২৩/৩/১৯৯২-৩০/৪/১৯৯৫) (১৯৯২ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রো-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম, ডিজি প্রতিনিধি	সদস্য
৩। জনাব এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল, উপাচার্যের প্রতিনিধি	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, এফ. সি.এ	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৫। জনাব আহমেদ হোসেন	হিতৈষী সদস্য
৬। জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তফা কামাল	দাতা সদস্য
৭। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
৮। জনাব এম. এ. জহির, এফ.সি. এ	অভিভাবক প্রতিনিধি
৯। জনাব এ.কে. এম. আতাউর রহমান	অভিভাবক প্রতিনিধি
১০। জনাব কাজী সুলতান আহমেদ	অভিভাবক প্রতিনিধি
১১। জনাব মোঃ মাহফুজুল হক	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ রোমজান আলী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব কামরুন নাহার সিদ্দিকী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৬

দ্বিতীয় পরিচালনা পরিষদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত (১/৫/১৯৯৫-৫/৭/১৯৯৮) (১৯৯৫ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, উপ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২। জনাব মোঃ আলী আজম (ডি.জি.'র প্রতিনিধি), উপদেষ্টা, ইউনিসেফ ও সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.	সদস্য
৩। জনাব এম. এ. খালেক, পি.এস.সি (উপাচার্য প্রতিনিধি), অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, এফ.সি.এ	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৫। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম (বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি), উপ-সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬। জনাব আহমেদ হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	দাতা সদস্য
৭। জনাব বদরুল আহসান এফ.সি.এ., সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস	হিতৈষী সদস্য
৮। জনাব খন্দকার শাহ আলম, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	অভিভাবক প্রতিনিধি
৯। অধ্যাপক শহীদুল হক, কর্মকর্তা, এন.সি.টি.বি	অভিভাবক প্রতিনিধি
১০। জনাব মোঃ মহিব উল্যা, কর্মকর্তা, বি.আই.এস.এফ	অভিভাবক প্রতিনিধি
১১। ডা. আবদুর রহমান, এম.বি.বি.এস, প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব মোঃ রোমজান আলী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৭

তৃতীয় পরিচালনা পরিষদ (৬/৭/১৯৯৮-৩০/৫/২০০১) (১৯৯৮ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি	সদস্য
৩। জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মহাপরিচালক, দুর্নীতি ব্যুরো	সদস্য
৪। প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা, এফ.সি.এ, পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	সদস্য
৫। প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিঞা, যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সদস্য (অর্থ), পি.ডি.বি.	সদস্য
৬। অধ্যাপক আবু সালেহ, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭। জনাব আহমেদ হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	সদস্য
৮। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, উপ-সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য
৯। জনাব এম. হেলাল, সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস	সদস্য
১০। ডা. আবদুর রহমান, প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১১। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব রওনাক আরা বেগম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৮

চতুর্থ পরিচালনা পরিষদ

জুন ২০০১-মে, ২০০৪ (২০০১ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩। প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
৪। জনাব মোঃ বদিউজ্জামান	সদস্য
৫। জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬। জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া	সদস্য
৭। অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
৮। জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
৯। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম	সদস্য
১০। জনাব এ. কে. এম জাফরুল্লাহ সিদ্দিকী	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১১। জনাব মোঃ মাসুদুল হক	সদস্য
১২। ডঃ এম. এ. মান্নান	সদস্য
১৩। জনাব মোঃ নুর হোসেন	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব বেগম শামসাদ শাহজাহান	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। জনাব মোঃ জাকির হোসেন মজুমদার	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব
* জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান (২৯.৫.২০০২ - ৩০.৫.২০০৪)

পরিশিষ্ট - ১৯

পঞ্চম পরিচালনা পরিষদ ৩ জুন ২০০৪- ০২ জুন ২০০৭ (২০০৪ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
৩। অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
৪। জনাব এ বি এম আবুল কাশেম	সদস্য
৫। জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬। ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক	সদস্য
৭। জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
৮। জনাব এ. কে. এম. জাফরুল্লাহ সিদ্দিকি	চিকিৎসক প্রতিনিধি
৯। প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
১০। জনাব এম. এম. মিজানুর রহমান	সদস্য
১১। জনাব মোঃ আবু জাফর পাটোয়ারী	সদস্য
১২। জনাব মোঃ মোশতাক আহমেদ	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব মাকসুদা শিরিন	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব এ.বি.এম মিজানুর রহমান	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ২০

ষষ্ঠ পরিচালনা পরিষদ ৩ জুন ২০০৭- ০৮ জুন ২০১০ (২০০৭ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
৩। ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	সদস্য
৪। অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬। জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
৭। প্রফেসর ডা: এম. এ. রশীদ	সদস্য
৮। প্রফেসর মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সদস্য
৯। প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
১০। জনাব মোঃ রেজাউল কবীর	সদস্য
১১। জনাব হোসেন আহমেদ	সদস্য
১২। জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব মোঃ মিরাজ আলী	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব শবনব নাহিদ স্বাতী	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব
* ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান (১৬.৭.২০০৯ - ৮.৬.২০১০)

পরিশিষ্ট - ২১

সপ্তম পরিচালনা পরিষদ ৯ জুন ২০১০- ১৬ জুন ২০১৩ (২০১০ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩। প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
৪। অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
৫। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	সদস্য
৬। জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৭। জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
৮। প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	সদস্য
৯। প্রফেসর ডাঃ এম. এ. রশীদ	সদস্য
১০। জনাব মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
১১। জনাব দীন মোহাম্মদ, এফ.সি.এম.এ	সদস্য
১২। জনাব এ কে এম আশ্রাফুল হোসাইন	সদস্য
১৩। জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। জনাব শামা আহমাদ	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬। প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম	সদস্য সচিব/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

পরিশিষ্ট - ২২

অষ্টম পরিচালনা পরিষদ ১৭ জুন ২০১৩- ১৬ জুন ২০১৬ (২০১৩ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

১। ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
২। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩। প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
৪। অধ্যাপক আবু সালেহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
৬। জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
৭। প্রফেসর ডাঃ এম. এ. রশীদ	সদস্য
৮। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	সদস্য
৯। প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	সদস্য
১০। জনাব আবু ইয়াহিয়া দুলাল	সদস্য
১১। মোসাঃ হাফিজুন নাহার	সদস্য
১২। জনাব শহীদুল হক খান	সদস্য
১৩। প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। বেগম ফারহানা সাত্তার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
১৬। প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ	সদস্য সচিব/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

পরিশিষ্ট - ২৩

পরিচালনা পরিষদে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা (১৯৮৯ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত) (বর্তমান পদসহ)

সাল	নাম, পদবী ও বিভাগ	নাম, পদবী ও বিভাগ	নাম, পদবী ও বিভাগ	নাম, পদবী ও বিভাগ
১৯৮৯	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি		
১৯৯০	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)			
১৯৯১	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)			
১৯৯২	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী বাংলা	বেগম কামরুন নাহার সিদ্দিকী প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা	প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা
১৯৯৩	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা	
১৯৯৪	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা	
১৯৯৫	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক, প্রভাষক, ইংরেজি	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সমাজবিদ্যা
১৯৯৬	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া সমাজবিদ্যা	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি
১৯৯৭	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী বাংলা	প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার মার্কেটিং	প্রফেসর মোঃ আবু তালেব সাচিবিক বিদ্যা	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি
১৯৯৮	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)	প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ইংরেজি	প্রফেসর রওনাক আরা বেগম অর্থনীতি বিভাগ	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
১৯৯৯	প্রফেসর রওনাক আরা বেগম অর্থনীতি	প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ পরি.কম্পি. ও গণিত	জনাব মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	
২০০০	প্রফেসর ড. মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার হিসাববিজ্ঞান	প্রফেসর রওনাক আরা বেগম অর্থনীতি বিভাগ	জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স	
২০০১	জনাব মোঃ নুর হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	বেগম শামসাদ শাহজাহান, সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা	জনাব মোঃ জাকির হোসেন মজুমদার প্রভাষক, ইংরেজি	
২০০২	বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ,সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	জনাব মোঃ শকিফুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, পরি. কম্পি. ও গণিত	
২০০৩	জনাব বদিউল আলম সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরিন সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং	জনাব মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	
২০০৪	জনাব মোশতাক আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	বেগম মাকসুদা শিরিন সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি	জনাব এ.বি.এম.মিজানুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা	
২০০৫	বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা	জনাব মোঃ নুরুল আলম ভুঁইয়া ব্যবস্থাপনা বিভাগ	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা	
২০০৬	প্রফেসর মোঃ আবু তালেব সাচিবিক বিদ্যা	বেগম কামরুন নাহার সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	জনাব মোঃ মনসুর আলম সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি	
২০০৭	প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ইংরেজি	ড. মোঃ মিরাজ আলী সহযোগী অধ্যাপক, পরি. কম্পি ও গণিত	বেগম শবনম নাহিদ স্বাতী সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান	
২০০৮	জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	জনাব মোঃ আবদুস সালাম সহকারী অধ্যাপক,হিসাববিজ্ঞান	
২০০৯	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক , অর্থনীতি	জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	জনাব উৎপল কুমার ঘোষ সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি	
২০১০	প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার মার্কেটিং	জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	বেগম শামা আহমাদ সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	
২০১১	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক , অর্থনীতি	জনাব সৈয়দ আবদুর রব সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	বেগম কে.এ. নাসরীন সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ	
২০১২	জনাব মোঃ হাসানুর রশীদ সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	বেগম সাজনিন আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	বেগম সুরাইয়া পারভীন সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি	
২০১৩	প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার মার্কেটিং	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	বেগম ফারহানা সাত্তার সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স	
২০১৪	প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ইংরেজি	জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স	বেগম ফারহানা আরজুমান সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	
২০১৫	জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	ড.মোঃ মিরাজ আলী সহযোগী অধ্যাপক, পরি, কম্পি ও গণিত	বেগম হাফিজা শারমিন সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি	

পরিশিষ্ট - ২৪

দাতাবৃন্দের নামের তালিকা

কলেজের আর্থিক সংকটকালে বিভিন্ন সময়ে যেসব ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন তাঁদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	তারিখ	টাকার পরিমান
০১.	প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী	০৬.১০.৮৮-০২.০২.৯২	১,৬৫,৮৫৩.০০
০২.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা, এফসিএ	০১.০৭.৯০	৭৫,০০০.০০
০৩.	জনাব মোঃ বদরুল আহসান	২৩.০৬.৯০	২০,০০০.০০
০৪.	জনাব আহমেদ হোসেন	০১.০৩.৯২-১২.০৪.৯৪	৭০,০০০.০০
০৫.	অধ্যাপক কাজী শামছুন নাহার ফারুকী	১৭.১২.৯১-১৮.০৮.৯৪	৮৪,০০০.০০
০৬.	জনাব এ.এইচ.এম মোস্তফা কামাল,এফসিএ	০৫.১১.৮৯-২২.০৮.৯১	১,৩৬,০০০.০০
০৭.	জনাব আফজালুর রহমান	১৩.১১.৮৯-১২.০৮.৯৫	৪,০০০.০০
০৮.	জনাব মজিবুল হায়দার চৌধুরী	১৩.১১.৮৯-০১.০৪.৯০	১৭,৭০০.০০
০৯.	জনাব রফিকুল হক	২৩.১১.৮৯-২৩.১২.৯১	৯,৭৫০.০০
১০.	জনাব এ্যাড. মফিজুর রহমান মজুমদার	০৮.০১.৯০-২৮.০৭.৯০	২০,০০০.০০
১১.	ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স	২৭.১১.৮৯	১০,০০০.০০
১২.	হাজী জুম্মন বেপারী	১৮.০১.৯০	১০,০০০.০০
১৩.	জনাব এ জেড এম হোসাইন খান	১৫.১০.৮৯	৫,০০০.০০
১৪.	জনাব এম ওমর ফারুক	১৫.১০.৮৯	১,০০০.০০
১৫.	জনাব মোজাফ্ফর আহমেদ,এফসিএমএ	২৬.১০.৮৯	৫,০০০.০০
১৬.	ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০৯.০২.৯১	১০,০০০.০০
১৭.	অধ্যাপিকা কাজী সালমা	২০.১১.৯১	৭,০০০.০০
১৮.	একমি ল্যাব	১৪.০৩.৯১	৫,০০০.০০
১৯.	জনাব এ বি এম আবুল কাসেম	০৬.১০.৮৮-০৮.০১.৯১	১১,১০০.০০
২০.	জনাব এম হেলাল	০৬.১০.৮৮	২০০.০০
২১.	জনাব নূরুল ইসলাম সিদ্দিক	০৬.১০.৮৮	১০০.০০
২২.	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	১৮.০১.৯০	২,৫০০.০০
২৩.	বাংলাদেশ জুট কোং	২৪.০১.৯০-৩০.০৬.৯৪	৩০,০০০.০০
২৪.	জনাব মোঃ তোহা, চেয়ারম্যান,বিসিআইসি	৩০.০১.৯০-২৪.০৯.৯০	২৫,০০০.০০
২৫.	জনাব ইফতেখার হায়দার চৌধুরী	৩০.০৯.৮৯	৮,০০০.০০
২৬.	বেগম জিনাত শাহজাহান	০৮.০১.৯০	৫,০০০.০০
২৭.	জনাব পিয়ার আলী,এফসিএ	০৬.০২.৯০	১,০০০.০০
২৮.	প্রফেসর তাজুল আলম	২৬.০২.৯০	৪,০০০.০০
২৯.	হাজী সরওয়ার হোসেন	১৭.০৩.৯০-০৮.০৫.৯০	২০,০০০.০০
৩০.	রাবেয়া হায়দার	০৪.০৪.৯০	১,০০০.০০

৩১.	এম এ কামাল	১৫.০৪.৯০	২,০০০.০০
৩২.	জি এইচ খান	২৩.০৪.৯০	২,০০০.০০
৩৩.	ডাঃ আবদুল্লাহ আল ফারুক	১২.০২.৯০	২,০০০.০০
৩৪.	মোঃ অলিউর রহমান	২৩.০৫.৯০	১০,০০০.০০
৩৫.	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক (শাহীন)	০৬.১০.৮৮-৩০.১২.৯১	১৬,০৪৫.০০
৩৬.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (চুন্নু)	০৬.১০.৮৮-৩০.১২.৯১	১৬,৩৬৫.০০
৩৭.	জনাব মোঃ রোমজান আলী	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৬,২৬৫.০০
৩৮.	জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার মজুমদার	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৫,৭২৫.০০
৩৯.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১.০৯.৯০-৩০.০৬.৯১	৫,৫০০.০০
৪০.	মিসেস কামরুন নাহার সিদ্দিকী	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১০,২২৫.০০
৪১.	জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৫,৭২৫.০০
৪২.	মিসেস ফেরদৌসী খান	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১১,৪৭৫.০০
৪৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইয়ুম	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১০,২২৫.০০
৪৪.	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	৯,৯৫৫.০০
৪৫.	মিসেস রওনাক আরা বেগম	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	১৫,৭২৫.০০
৪৬.	জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০১.০৯.৯০-৩০.১২.৯১	৯,৯৫৫.০০
৪৭.	জনাব মোঃ নুর হোসেন	০১.১০.৯০-৩০.১২.৯১	৯,৪৫৫.০০
৪৮.	জনাব মোঃ আবু তালেব	২৫.১২.৯১-৩০.১২.৯১	৭,৯৫৫.০০
৪৯.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ	০৯.০৭.৯৪	২,৬০০.০০
৫০.	জনাব মোঃ কামাল আহমেদ মজুমদার	১৭.০৬.৯৭	১,০০,০০০.০০
৫১.	ঢাকা কমার্স কলেজ এ্যালামনি এসোসিয়েশন	৩০.০৬.৯৪	৬৫,০০০.০০
৫২.	মাহসুম এন্টারপ্রাইজ	১৩.০৮.৯১	৯২২.০০
৫৩.	ঢাকা কোচিং	০১.১০.৯১-২৪.১০.৯১	১২,০০০.০০
৫৪.	ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরী	১০.০৩.৯২	২,০০০.০০
৫৫.	জনাব নুরুল আলম ভূঁইয়া	২১.০৭.৯৩	৪,০০০.০০
৫৬.	জনাব নুরুল করিম	২৫.০৯.৯৩	৫০,০০০.০০
৫৭.	অধ্যাপিকা আফছারুন নেছা	১১.০৪.৯৪	৫,০০০.০০
৫৮.	ম্যাগাজিন "শিকড়"	২৩.১২.৯৩	৪,০০০.০০
৫৯.	জনাব মোস্তফা কামাল মজুমদার	১২.০৫.৯৪	২,৮৫০.০০
৬০.	মিসেস ফেরদৌসী	১৭.০৫.৯৪	৩,০০০.০০
৬১.	বাবু ক্ষেত্র সাহা	-	১৫,০০০.০০
৬২.	জনাব রফিকুল ইসলাম	-	৫,০০০.০০
		মোট	**১২,২১,১৭০.০০**

পরিশিষ্ট - ২৫

ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ (৬ অক্টোবর ১৯৮৮)

ক্রমিক নং	নাম	টাকা
১	জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	১,০০০/=
২	জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম	১০০/=
৩	জনাব এম. হেলাল	২০০/=
৪	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন	৫০/=
৫	জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিক	১০০/=
৬	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু	১০০/=
	মোট	১,৫৫০/=

পরিশিষ্ট - ২৬

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সহযোগীবৃন্দ

১. প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ

২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৩. ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. জনাব মোহাম্মদ তোহা
চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি

৫. প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য (কারিকুলাম), এন.সি.টি.বি

৬. প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম
সদস্য (অর্থ), এন.সি.টি.বি

৭. জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ
বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও শিক্ষানুরাগী

৮. ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৯. ড. খন্দকার বজলুল হক
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০. জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল
ডেপুটি সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ

১১. জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তফা কামাল
বিশিষ্ট শিল্পপতি

১২. প্রফেসর আবুল বাসার
সাবেক অধ্যক্ষ
আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা

১৩. অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম

১৪. জনাব জিয়াউল হক সি.পি.এ

১৫. জনাব এম হেলাল
সম্পাদক
মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

১৬. জনাব মুজাফ্‌ফর আহমেদ
এফ.সি.এম. এ

১৭. জনাব মফিজুর রহমান মজুমদার
এডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট

১৮. জনাব বদরুল আহছান
এফ.সি.এ

১৯. বেগম সামছুন নাহার ফারুকী

২০. বেগম আফসারুন্নেসা

২১. ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, বিজ্ঞান যাদুঘর

২২. জনাব এ.বি.এম. সামছুদ্দিন আহমেদ
অধ্যক্ষ, কিং খালেদ ইনস্টিটিউট

২৩. প্রফেসর আহছান উল্লা
সচিব, ঢাকা বোর্ড

২৪. প্রফেসর গোলাম মোস্তফা
কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বোর্ড

২৫. জনাব আব্দুল মতিন
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
হোয়েকষ্ট ফার্মাসিউটিক্যালস

২৬. প্রফেসর লতিফুর রহমান
ঢাকা কলেজ

২৭. জনাব মোজাহার জামিল
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ

২৮. জনাব সাদেকুর রহমান মজুমদার
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ

২৯. জনাব আব্দুল বাকী
প্রভাষক, তেজগাঁও কলেজ

৩০. জনাব আবুল এহসান
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ
এবং আরও অনেকে ।

পরিশিষ্ট - ২৭
গুণীজন সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষে)

১. প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, বাণিজ্য শিক্ষার পথিকৃত
২. প্রফেসর শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৩. ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৪. প্রফেসর মোঃ আলী আজম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

পরিশিষ্ট - ২৮
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষে)

১. জনাব মোঃ সামছুল হুদা, এফ.সি.এ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ
২. জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
৩. জনাব আহমেদ হোসেন, দাতা সদস্য
৪. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা

পরিশিষ্ট - ২৯
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা ২০০১ (যুগপূর্তি উপলক্ষে)

১. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
২. জনাব মোঃ রোমজান আলী
৩. জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার
৪. জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
৫. জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
৬. জনাব রওনাক আরা বেগম

পরিশিষ্ট - ৩০
গুণীজন সম্মাননা ২০১০ (দু'দশকপূর্তি উপলক্ষে)

১. জনাব আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল), এফ.সি.এ, এম.পি,
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য
২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী, কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি সদস্য এবং প্রথম নির্বাহী কমিটির সভাপতি
৩. জনাব মোহাম্মদ তোহা, এফ.সি.এ, সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি
৪. প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রথম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি
৫. প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ
৬. জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান
৭. প্রফেসর আবু সালেহ, পরিচালনা পরিষদের সদস্য
৮. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা

পরিশিষ্ট - ৩১

রজত জয়ন্তী (২৫ বছর পূর্তি) উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কমিটি ২০১৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক :
১. জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, সদস্য, গভর্নিং বডি
২. প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সদস্য, গভর্নিং বডি
৩. প্রফেসর আবু সালেহ, সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা :
১. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সদস্য, গভর্নিং বডি
২. প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফসিএ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৩. জনাব আহমেদ হোসেন, সদস্য, গভর্নিং বডি
৪. প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৫. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি
৬. জনাব আবু ইয়াহিয়া দুলাল, সদস্য, গভর্নিং বডি
৭. মোসা. হাফিজুন নাহার, সদস্য, গভর্নিং বডি
৮. জনাব শহীদুল হক খান, সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রধান সমন্বয়কারী :
প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, অধ্যক্ষ

সমন্বয়কারী :
১. প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
২. প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উদ্‌যাপন কমিটি :
১. প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ-আহবায়ক
২. প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ-সদস্য
৩. প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা-সদস্য
৫. প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৬. প্রফসের মোঃ আবু তালবে, সাবি. ও অ. ব্যব. বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৮. বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৩. জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৪. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৫. জনাব মোঃ মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৬. বেগম কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৭. ড. মোঃ মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, পরি. কম্পি. ও গণিত বিভাগ-সদস্য
১৮. জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৯. বেগম হাফিজা শারমিন, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
২০. জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
২১. জনাব ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

অভ্যর্থনা কমিটি :
১. প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ-সদস্য
২. প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ-সদস্য
৩. প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৫. প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৬. প্রফেসর মোঃ আবু তালেব, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৮. বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৩. জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৪. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য

সাংস্কৃতিক কমিটি :

১. জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মাসুদা খানম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ -সদস্য
৩. বেগম শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব আহমেদ আহসান হাবিব, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব উৎপল কুমার ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব মোঃ মশিউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব রেজাউল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব উম্মে সালমা, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মুক্তি রায়, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ কমিটি :

১. জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ মনসুর আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. বেগম সিগমা রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫. জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

র‍্যালি কমিটি :

১. প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. ড. মোঃ মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৪. বেগম সুরাইয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৫. বেগম ফারহানা সাত্তার, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৬. বেগম শারমীন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব নূর মোহাম্মদ শিপন, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, প্রভাষক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব সিগমা রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব ফারজানা রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৩. জনাব মোঃ কায়সার আলী, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৪. বেগম রেহানা আখতার রিংকু, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৫. বেগম মারুফা সুলতানা, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস বিভাগ-সদস্য

গুণীজন এবং কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা কমিটি :

১. প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ-আহবায়ক
২.জনাব মোঃ মোশতাক আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব শামসাদ শাহজাহান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মাকসুদা শিরীন, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব উৎপল কুমার ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব সমীরন পোদ্দার, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব মোঃ হাসান আলী, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব নার্পিস হায়দার, প্রভাষক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
১৩. জনাব শিমুল চন্দ্র দেবনাথ, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ -সদস্য
১৪. জনাব অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৫. জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য

স্মরণিকা ও অ্যালবাম কমিটি :

১. জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব এস. এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সম্পাদক

৪. জনাব শামীম আহ্সান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব এস. এম. মেহেদী হাসান এমফিল, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব ইসরাত মেরিন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
১৩. জনাব ফারজানা রহমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১৪. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
১৫. জনাব পার্থ বাড়ৈ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১৬. জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৭. জনাব মোঃ তারেকুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৮. জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
১৯. জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
২০. জনাব মোঃ আহসান তারেক, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
২১. জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, লাইব্রেরিয়ান-সদস্য
২২. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

শৃঙ্খলা কমিটি :
১. জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ- আহ্বায়ক
২. জনাব মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব সৈয়দ আব্দুর রব, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব কামরুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব আলেয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৯. ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১০. ড. মোঃ মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব সুরাইয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
১৩. জনাব সাজনিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৪. জনাব মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৫. জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
১৬. জনাব হাফিজা শারমিন, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
১৭. জনাব সুরাইয়া খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
১৮. জনাব ফারহানা হাসমত, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১৯. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
২০. জনাব মোঃ হজরত আলী, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
২১. জনাব মোঃ কায়সার আলী, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
২২. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
২৩. জনাব মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, প্রভাষক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
২৪. জনাব মেহেরুন নাহার, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
২৫. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

রক্তদান কমিটি :
১. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরি. কম্পি. ও গণিত বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব এস. এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক, পরি., কম্পি. ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব সুরাইয়া খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব নুর মোহাম্মদ শিপন, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব অনুপম দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, পরি., কম্পি. ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

সাজসজ্জা, মঞ্চ তৈরি ও ফুল ক্রয় কমিটি :
১. প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ-আহ্বায়ক

২. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, পরি., কম্পি. ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব এ.বি.এম. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব মেহেরুন নাহার, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব মারুফা সুলতানা, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস বিভাগ-সদস্য

প্রচার, ছবি ও ভিডিও কমিটি :
১. জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-আহ্বায়ক
২. ড. এ.এম. সওকত ওসমান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৪. বেগম ফারহানা আক্তার সাদিয়া, প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব নার্পিস হায়দার, প্রভাষক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপহার ক্রয় ও বিতরণ কমিটি :
১. জনাব বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ- আহবায়ক
২. জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক, পরি. কম্পি. ও গণিত বিভাগ- সদস্য
৩. জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ- সদস্য
৪. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সাবি ও অফিস ব্যব. বিভাগ- সদস্য
৫. জনাব নূর মোহাম্মদ শিপন, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ- সদস্য

গিফট ক্রয় (ব্লেজার) কমিটি :
১. জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব বিষ্ণুপদ বনিক, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব তন্ময় সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

ক্রেস্ট ও মেডেল তৈরি কমিটি :
১. জনাব মোঃ মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ- আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ আবদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব তানবীর আহমদ, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব তাসমিনা নাহিদ, প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য

ব্যানার ও দাওয়াত কার্ড তৈরি এবং আমন্ত্রণ কমিটি :
১. জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-আহবায়ক
২. জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ- সদস্য
৩. জনাব অনুপম দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব শিরিন আক্তার, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি বিভাগ-সদস্য

অর্থ ও হিসাব কমিটি :
১. প্রফেসর মোঃ আবু তালেব, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-আহবায়ক
২. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ- সদস্য
৩. জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মোঃ হজরত আলী, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

আপ্যায়ন কমিটি :
১. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-আহবায়ক
২. জনাব এ.এইচ.এম. সাইদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, পরি., কম্পি. ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান-সদস্য
৪. জনাব খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সাবি. ও অফিস ব্যব. বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব মোঃ জাহিদুল কবির, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব তাহমিনা তাহের, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য

25
Years
Dhaka Commerce College